শরৎ-নাট্যসম্ভার

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চরিত্রহীন

নাট্যরূপ

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার মেস। সতীশের কক্ষ।

যবনিকা উঠিতে দেখা গেল, ঘর তখনও অন্ধকার—খাটের ওপর সতীশ ঘুমাইতেছে। ক্রমে ক্রমে দিনের আলোকে ঘরের অন্ধকার দূর হইল, এলার্ম ঘড়ি বাজিয়া উঠিল। সতীশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ও এলার্ম বন্ধ করিয়া দিল।

সতীশ। (উচ্চকণ্ঠে) বেহারী—বেহারী—

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। ঘুম ভাঙ্গল ?

সতীশ। হ্যাঁ, ঘুম ভাঙ্গল।

বালিশের তলা হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া মাটিতে ঠং করিয়া ফেলিল। সাবিত্রী টাকাটি তুলিল।

সাবিত্রী। সকাল বেলায় আবার কি আনতে হবে ?

সতীশ। সন্দেশ—কিন্তু আমার জন্যে নয়। এখন রেখে দাও, রাত্রে তোমার বাবুর জন্যে কিনে নিয়ে যেও।

সাবিত্রী। (রাগ করিয়া বিছানার ওপর টাকা ফেলিয়া দিয়া) রেখে দিন আপনার টাকা। বাবু-টাবু আমার নেই, বাবু আমার আপনি—আপনারা। যাক্, এ বেলা কি রান্না হবে ?

সতীশ। যা খুশী—আজ আমি খাবও না—

সাবিত্রী। আবার রাগও আছে। সে যাই হোক সতীশবাবু, ইস্কুলে আপনাকে যেতেই হবে তা বলে রাখছি।

সতীশ। (কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে) দেখো, শুভকর্মের গোড়াতেই টুকো না বলছি—

সাবিত্রী। তা তো বলছেন। কিন্তু এণ্ট্রেন্স পাশ করতে যার ২৪ বৎসর কেটে যায় ঐ ডাক্তারি পাশ করতে ৬৪ বৎসর কেটে যাবে।

সতীশ। (রাগতভাবে) মিথ্যে কথা বলো না সাবিত্রী, এণ্ট্রান্স পাশ আমি করিনি।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) ওটাও করেননি ?

সতীশ। আজ্ঞে না—হিংসুটে মাষ্টারগুলো আমায় পাশ করতে যেতেই দেয়নি। গেলে কি হ'ত বলা যায় না,—বুঝেছ ?

সাবিত্রী। হ্যাঁ, তা বুঝেছি বৈ কি। এটা তা'হলে কি হবে ?

সতীশ। কোন্‌টা ? ডাক্তারি ? ও প্রায় আমি ঠিক করে ফেলেছি। আচ্ছা সাবিত্রী বলতে পার, গাধার মত ছেলেগুলো কি করে এগ্‌জামিনগুলো পাশ করে ?

সাবিত্রী। গাধার মতন—কিন্তু গাধা নয়। যারা ঠিক গাধা তারা পারে না।

সতীশ। বাসার লোকদের ঠিক দোষ দেওয়া যায় না বোধ হয়। কেউ যদি শোনে ত সত্যিই নিন্দে করবে। আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে গাধা বলছ এর কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে না।

সাবিত্রী। তা বটে। (ধীরে ধীরে প্রস্থান)

সতীশ বাহিরে গেল ও একটু পরে মুখ মুছিতে মুছিতে ঘরে আসিল। ইতিমধ্যে বেহারী তামাক দিয়া গিয়াছে।

সতীশ। বেহারী—বেহারী—(তামাক টানিতে লাগিল)

সাবিত্রী প্রবেশ করিল।

সাবিত্রী। আমায় ডাকছেন ?

সতীশ। হ্যাঁ, বেহারী কোথায় ?

সাবিত্রী। বাজারে গেছে। আজ মিথ্যে কামাই করলেন।

সতীশ। এইটেই সত্যি। মাঝে মাঝে এই রকম না করলে অসুখ হয়ে পড়ে। আর তাছাড়া আমি তো রীতিমত ডাক্তার হতে চাই না। কিছু শিখে নিয়ে দেশের বাড়ীতে গিয়ে একটি বিনি পয়সার ডাক্তারখানা খুলে দেব। জানো সাবিত্রী, আমাদের দেশে দুটো অসুখ খুব বেশী—ম্যালেরিয়া আর কলেরা। গরীব-দুঃখী প্রায়ই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। আমি হব তাদেরই ডাক্তার।

সাবিত্রী। বিনা পয়সার চিকিৎসকদের বুঝি ভাল শেখার দরকার নেই ? ভাল ডাক্তার কেবল বড়লোকদের জন্য ? গরীবের বেলায় হাতুড়ে ? কিন্তু তাই বা হবে

কি করে? আপনি চলে গেলে বিপিন বাবুর ভারি মুস্কিল হবে যে—তাঁর ওঁকে গান-বাজনা শেখাবে কে?

সতীশ। গান, বাজনা বুঝি আমি শেখাই?

সাবিত্রী। কি জানি বাবু—লোকে তো বলে।

সতীশ। কেউ বলে না—তোমার বানানো কথা।

সাবিত্রী। আপনাকে বিপিন বাবুর মোসাহেব বলে—এও বুঝি আমার বানানো কথা?

সতীশ। কি? আমি বিপিনের মোসাহেব? কে বলে আমি মোসাহেব, শুনি?

সাবিত্রী। কার নাম করব বলুন। যাই রাখালবাবুর বিছানাটা রোদে দিয়ে আসি।

সতীশ। বিছানা থাক—নাম বল।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) কুমুদিনী।

সতীশ। (বিস্মিত হইয়া) কুমুদিনী! তাকে তুমি জানলে কি করে?

সাবিত্রী। তিনি আমায় কাজ করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সতীশ। তোমাকে? সাহস তো কম নয়? এ নিশ্চয় বিপিনের মতলব। তোমার নাম সে প্রায়ই করে বটে।

সাবিত্রী। (হাসি চাপিয়া) করেন? তাহলে বোধ হয় আমাকে মনে ধরেছে।

সতীশ। মনে ধরাচ্ছি—আচ্ছা তুমি যাও।

ড্রয়ার হইতে চাবুক বাহির করিল। সাবিত্রী পথরোধ করিল।

সাবিত্রী। কোথায় যাওয়া হবে?

সতীশ। কাজ আছে—পথ ছাড়।

সাবিত্রী। কি কাজ শুনি? (হাসিয়া) ভগবান আপনাকে কোনও গুণ থেকে বঞ্চিত করেননি দেখছি।

সতীশ। (ক্রুদ্ধস্বরে) সরো।

সাবিত্রী। আচ্ছা, এ তো আপনার ভারি অন্যায়। কোথায় কাজ করি না করি—আমার ইচ্ছা—আপনি কেন বিরাদ করতে চান?

সতীশ। বিবাদ করি না করি আমার ইচ্ছা—তুমি কেন পথ আটকাও?

সাবিত্রী। (হাতজোড় করিয়া) আচ্ছা, একটু সবুর করুন—আমি এলে যাবেন।

সাবিত্রী বাহিরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সতীশ দরজার কাছে গিয়া দরজা খোলা না পাইয়া চাবুকটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া সিগারেট ধরাইল। একটু পরে সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। রাগ পড়ল বাবু? আচ্ছা, এ কি অত্যাচার বলুন তো? আমি কোথাও যদি একটা ভাল কাজ পাই—আপনি তাতে বাদ সাধেন কেন?

সতীশ। বাদ সাধব কেন? তোমার ইচ্ছা হলেই যাবে।

সাবিত্রী। অথচ আমার নূতন মনিবটিকে মারধোর করবার আয়োজন করছিলেন—

সতীশ। (উঠিয়া) তুমি কি করতে সাবিত্রী? তোমার জিনিসটা যদি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায়—

সাবিত্রী। আমি কি আপনার জিনিস? (ফিক করিয়া হাসিল)

সতীশ। (লজ্জিত হইয়া) না, তা নয়—কিন্তু—

সাবিত্রী। কিন্তুতে আর কাজ নেই—আমি যাব না।

সতীশ। (সাবিত্রীর মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া) সাবিত্রী, তোমার বাড়ী কোন্ দেশে?

সাবিত্রী। বাংলা দেশে।

সতীশ। তার বেশী বলবে না?

সাবিত্রী। না।

সতীশ। বাড়ী কোথায় না বল, কি জাত বল।

সাবিত্রী। তাই বা জেনে কি হবে? হাতে ভাত খাবেন না তো?

সতীশ। সম্ভব নয়, কিন্তু জোর করে একেবারে 'না' বলতেও পারি না।

সাবিত্রী। না বলতেও পারেন না? কেন বলুন তো?

সতীশ। কেন, তা জানি না সাবিত্রী, কিন্তু তুমি রেঁধে দিলে খাব না বলা আমার পক্ষে শক্ত।

সাবিত্রী। শক্ত—আচ্ছা সে একদিন দেখা যাবে।

রাখাল। (নেপথ্যে) ঝি—ও ঝি।

সাবিত্রী। রাখালবাবু ডাকছেন—আসছি। (প্রস্থানোদ্যত)

সতীশ। একটা কথা শুনে যাও সাবিত্রী।

সহসা ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার আঁচলের একপ্রান্ত ধরিয়া ফেলিল।

সাবিত্রী। (ফিরিয়া দুই চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া) ছিঃ! আসছি—

একটানে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রস্থান। ক্ষণকাল পরে বেহারীর প্রবেশ।

বেহারী। বাবু, মা বললেন—আপনি চান করে সকাল সকাল দুটি খেয়ে নিন।

সতীশ। সকলের খাওয়া হয়ে গেছে ?

বেহারী। হ্যাঁ বাবু। আপনি তাড়াতাড়ি চান করে আসুন। আপনার আহ্নিকের জায়গা করে দিই।

সতীশ। না থাক—আমার এখন খেতে ইচ্ছে নেই—তুই যা—

বেহারীর প্রস্থান ও সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। লেখাপড়ার মত বাবুর খাওয়া-দাওয়াতেও রুচি নেই দেখছি যে!

সতীশ। (লজ্জিত হইয়া) আমার অন্যায় হয়ে গেছে—আমাকে মাপ করো সাবিত্রী।

সাবিত্রী। আপনি এত আড়ম্বর করে মাপ চেয়ে সাধু হতে চাচ্ছেন কিসের জন্যে সতীশবাবু? আমার মত নীচ স্ত্রীলোকের আঁচল ধরে এই কি নূতন টেনেছেন যে একেবারে লজ্জায় মরে যাচ্ছেন? (সতীশ নিরুত্তর) কি কাণ্ড বলুন তো, চান করবেন না? খেতে-দেতে হবে না? ১০টা বেজে গেছে যে—

সতীশ। বাজুক গে। আমার আর ভাল লাগছে না।

সাবিত্রী। কি ভাল লাগছে না? (সতীশ নিরুত্তর) খাওয়া-দাওয়া ভাল লাগছে না—এখন ভাল লাগছে বুঝি মেয়েমানুষের আঁচল ধরে টানাটানি করা? যান্ আপনি ইস্কুলে—অনর্থক বাসায় বসে থেকে উপদ্রব করবেন না।

সতীশ ক্রোধে রাঙা হইয়া উঠিল।

সতীশ। যা মুখে আসে তাই যে বল দেখছি। প্রশ্রয় পেলে শুধু কুকুরই মাথায় ওঠে না, মানুষকেও মনে করিয়ে দিতে হয়।

সাবিত্রী। হয় বৈ কি সতীশবাবু। না হলে আপনাকেই বা মনে করিয়ে দিতে হবে কেন যে এটা ভদ্রলোকের বাসা—বৃন্দাবন নয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতার মেস। রাখালবাবুর ঘর।

দুইখানি তক্তপোশ জোড়া করিয়া পাতা, সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে বাবুদের আড্ডা বসে—সন্ধ্যার প্রাক্কাল—সুকুমার, অনিল, মোহিত ও হরেন্দ্র—এই চারজন মেম্বর ইতিমধ্যে পাশার ছক পাড়িয়া বসিয়াছেন।

হরেন্দ্র। ফেল তো দাদা একখানা লম্বা দান—সতেরো—সতেরো-হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব—চলে যা হাড়ের বাচ্চা—

মোহিত দান ফেলিল—দান পড়িল ২।৩।

দূর হতভাগা—কি হাত রে তোর—রাংতা দিয়ে মোড়ালেও যে খরচা পোষায় না।

মোহিত। আমি তো বল্লুম ভাই—চা না খেলে আমার হাত খুলবে না—ও বাবা বেহারী—একটু চা নিয়ে আয় বাবা—

অনিল। বল্লুম রাখালদা আসুক—তা সুকোটার আর তর সয় না।

সুকুমার। তুই ফেল ফেল—সময় নষ্ট করতে নেই।

রাখালের প্রবেশ

এই যে রাখালদা—এসো তো দাদা—আজ তোমার ১৫ মিনিট লেট—১৫ পয়সা ফাইন দিতে হবে।

রাখাল। (ব্র্যাকেটে জামা রাখিতে রাখিতে—উচ্চকণ্ঠে) বেহারী—বেহারী—

মোহিত। এসো তো রাখালদা, তোমার জায়গায় তুমি বস, আমি উঠলুম ভাই—

রাখাল। আরে এই বেটা বেহারী—বেটাচ্ছেলে গেলি কোথায়?

দ্বারের কাছে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আসিয়া উত্তর দিল।

ঠাকুর। আজ্ঞে বেহারী তো এখন বাসায় নেই বাবু—

রাখাল। তুমি নাকি গাঁজা কিনতে পাঠিয়েছ?

ঠাকুর। আজ্ঞে না বাবু—

রাখাল। ব্যাটা থাকে থাকে আর কোথায় পাখা মেলে উড়ে যায় বলতে পারো?

ঠাকুর। তাহলে বাবু বোধ হয় বড়বাবুর কোনও জিনিস কিনতে গেছে।

রাখাল। বড়বাবুটি কে?

ঠাকুর। এজ্ঞে—আমি সতীশবাবুর কথা বলছি।

রাখাল। সতীশবাবুকে বড়বাবু বলতে কে শিখিয়েছে?

ঠাকুর। এজ্ঞে—শেখায়নি কেউ—আমরা এমনিই বলে থাকি। বাবু চা হয়ে গেছে—এনে দেব বাবু?

রাখাল। না—তুমি চা আনবে না—বেহারী বেটাচ্ছেলে আসবে—এসে এনে দেবে—তুমি যাও তোমার কাজে। বেটার বড় বাড় বেড়েছে—আশী বছরের নাবালক—তুই বেটা আমার চোখে ধুলো দিবি।

ঠাকুরের প্রস্থান

সুকুমার। ব্যাপার কি রাখালদা? অফিসে সাহেবের বকুনি খেয়ে এসেছো বুঝি?

রাখাল। ওরে সে রকম চাকরি রাখাল চাটুজ্যে করে না, এই সেদিন বড়বাবুর মুখের ওপর বলে এলুম "Don't think সাহেব this is my only ভাতভিক্ষে, one hundred fifty bighas of লাখেরাজ land and sufficient rice at home.

সুকু। দাদা, থামো—থামো—আমি ঘাট মানছি।

রাখাল। সাহেব একেবারে থ'—বাপের নাম ভুলে গেল।

সুকু। নাঃ, আজ দেখছি দাদা সংহার মূর্ত্তি—খেলা জমবে না—ওরে বেহারী—শিগগির তামাক নিয়ে আয় নইলে গেলি বেটাচ্ছেলে—ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এসেও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

নেপথ্যে বেহারী—"যাই বাবু"

রাখাল। ঠাকুর শোনো—সুকুমার বড়ই লজ্জার কথা যে তোমাকেও মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে—ঠাট্টা তামাসারও একটা স্থান, কাল, পাত্র আছে। ঠিক এই কারণেই বাসার ঝি ঠাকুর চাকর সব বিগড়ে যাচ্ছে; হয় আমি এ মেসে সাবেক discipline ফিরিয়ে আনবো—না হয় এ বাসা ছাড়বো—

মোহিত। যা বলেছো দাদা—

ভয়ে ভয়ে ঠাকুরের প্রবেশ

রাখাল। ঠাকুর শোন—এটা মফঃস্বলের জমিদার বাড়ী নয়—এটা কলকাতার মেস—এখানে বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু, ছোটবাবু নেই—

সুকু। এখানে আছে Equality, Fraternity & Independence—ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় যাকে বলে—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—বুঝেছ? তুমি বুঝি সুরেন বাঁড়ুজ্যে কি এন্ ঘোষের কাছে বার্কের French revolution পড়নি?

ঠাকুর। এজ্ঞে লা বাবু।

ঠাকুরের প্রস্থান

রাখাল। (সুকুমারের প্রতি অগ্নিময় কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া) Incorrigible.

সুকুমার। Yes sir.

বেহারীর তামাক লইয়া প্রবেশ

বেহারী। (রাখালের প্রতি) এই লিন বাবু—তামাক লিন।

রাখাল। হাতীর পাঁচ পা দেখেছ—কেমন ?

বেহারী। হাতীর আবার পাঁচ পা দেখব কেমন করে! হাতির তো চার-খানা পা।

রাখাল। চারখানা পা ?

বেহারী। হ্যাঁ, চারখানা পা তো! তোমার বাবু যত সব অনাছিষ্টি কথা। লেও তামাক লেও।

রাখাল। অফিস থেকে এসে অবধি "বেহারী—বেহারী" করে যে মুখ দিয়ে ফেকো উঠে গেলো—

বেহারী। তা শুধু শুধু ফেকো তুললে আর কি হবে? আমি কি বাড়ী ছেলাম যে তোমার কথার জবাব দেব ?

রাখাল। বাড়ী ছিলে না তো কোন্ বাবার কাজে গিয়েছিলে ?

বেহারী। কোন্ বাবা আবার? আমার বাবা—আমার বাবাঠাকুরের লেগে বাড্সাই আনতে গেছলাম।

রাখাল। এখানে রাখাল চাটুজ্যে, তোমার বাবার বাবা, বসে আছে তা জানো ?

বেহারী। তুমি বাবার বাবা ? তাহলে আর লক্ষে ছিলনা ঠাকুর বাবার বাবা ? বাবার বৈমাত্র ভাই হবার যুগ্যতা লেই তোমার—লেও—তামাক খাও—আর না খাও তো বক্‌বক্ করো—আমার কাছে হক কথা ঠাকুর—আমি আগে সতীশবাবুর কাজ করবো—তারপর সময় পাই—তোমার কাজ হবে—নইলে হবে না।

রাখাল। সতীশবাবু একা তোমার বাবু ? আমাদের মাইনে খাও না ?

বেহারী। ওঃ ভারি তো মাইনে—মাইনের গুমোর করো না রাখালবাবু! তোমরা সবাই মিলে আমায় যা মাইনে দাও সতীশবাবু একা তার ডবলের ওপোর দেন—অমনি আর মুখ দিয়ে বাবা বাক্যি বেরোয় না ঠাকুর !

কয়েকখানি কোঁচানো কাপড় লইয়া সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। ছিঃ বেহারী! বাবুর মুখের ওপর জবাব দিতে আছে? উনি ব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু। নাও ওঁর পায়ের ধুলো নাও।

বেহারী। আচ্ছা মা—তুমি বলছো লিচ্ছি—কিন্তু আচরোণটা ওনার ঠিক বেরাম্ভোনের মত লয়। লেও হুঁকোটা ধরো গড় করি—নইলে পায়ে আগুন পড়বে—

রাখাল তখনও রাগ করিয়া আছে দেখিয়া সুকুমার হুঁকাটি লইল। প্রণাম করিয়া বেহারী গটগট করিয়া যাইতেছিল।

সাবিত্রী। বেহারী শোনো—শিগগিরি বাবুদের চা এনে দাও—আমি চা তৈরী করে রেখে এসেছি।

বেহারীর প্রস্থান

রাখালবাবু, আপনিও যেমন: ঐ অপগণ্ডটার সঙ্গে ঝগড়া করেন। একটা পাঁচ বছরের ছেলেও যা—ও-ও তাই। ওর কি কোনো জ্ঞানবুদ্ধি আছে? খালি হুদোর মতন খাটতেই পারে। একটু ভালমুখে বলবেন—দাঁতে করে আপনার কুটো তুলবে। কি হাসছেন যে হরেনবাবু?

হরেন। হাসছি তোমার ভাবগতিক দেখে।

সাবিত্রী। কেন? আমি—কি?

হরেন। সাবিত্রী হচ্ছেন ছন্দের জননী। আমাদের রাখালদা আজকের আড্ডাটার ছন্দ, লয়, তাল কেটে একেবারে ভয়ঙ্কর বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করে তুলেছিলেন—তখনি অমনি সাবিত্রীর আবির্ভাব—আর সঙ্গে সঙ্গে শান্তি। তুমি কি কোন মন্তর তন্তর জানো?

মোহিত। যা বলেছ দাদা—

সাবিত্রী। হরেনবাবুর মুখে আর কিছু আটকায় না—

হরেন। না না, ব্যাপারখানা সোজা নয়। শ্রীকৃষ্ণ এক বাঁশীর জোরে অতগুলি গরু সামলে নিয়ে বেড়াতেন—তোমার কাজও কম শক্ত নয়—এতগুলো ঘরছাড়া বুনো মহিষ—

বেহারী সকলকে চা আনিয়া দিল।

সাবিত্রী। পান দিয়ে যাও বেহারী। এবেলা কি রান্না হবে রাখালবাবু?

রাখাল। আমায় আর জিজ্ঞেস করা কেন? যাকে রোজ দু'বেলা জিজ্ঞেস করে থাকো—তাকেই বলগে যাও।

সাবিত্রী ক্ষণেকের জন্যে লজ্জিত হইল কিন্তু দমিল না।

সাবিত্রী। আমার কাছে আপনারা সবাই সমান বাবু—

সুকুমার। তাই বটে। তুমি যে-মেসে নেই সে-মেসে যেন কেউ না থাকে। তোমার মতন এরকম একসঙ্গে সকলকার মন যুগিয়ে আর কেউ চলতে পারবে না।

মোহিত। যা বলেছ দাদা—

সাবিত্রী। একটু যত্ন না করলে আপনারা রাখবেন কেন বাবু? তাছাড়া বাড়ী গিয়ে গিন্নীদের কাছে নিন্দে করে বলবেন বাসার এমন ঝি যে দুবেলা পেট ভরে খেতেও দেয় না—এ অপযশের চেয়ে একটু খাটা ভাল।

হরেন। যা বলেছ—

নেপথ্যে কেরোসিন তেলওয়ালা হাঁকিল—"বাবু কেরোসিন"।

সাবিত্রী। বেহারী, তেলওয়ালাকে ডাক। আজ তেল নিতে হবে।

প্রস্থান

রাখাল। ঝি-চাকরকে সুখ্যাতি করা মন্দ নয়, সময় সময় বরং ভাল, কিন্তু কার সম্বন্ধে কতখানি উচ্ছ্বাস চলে তার একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার সুকুমার।

হরেন। ঠিক।

সুকুমার। তোমার দেখেই শেখা দাদা, তিন দিন আগে তোমার মুখে সাবিত্রীর সুখ্যাতি ধরত না।

রাখাল। যতদিন সুখ্যাতির যোগ্য ছিল—সুখ্যাতি করেছি। আজ তিন দিন বাসায় কি কেলেঙ্কারী চলছে—চোখ খুলে দেখলে দেখতে পেতে।

সুকু। ও কিচ্ছু না—কিচ্ছু না—তুমি তিলকে তাল কচ্ছ দাদা।

রাখাল। আজ্ঞে না—রাখাল চাটুজ্যে তা করে না। কেলেঙ্কারীর চরম হয়ে গেছে—সতীশ আজ তিনদিন কি রকম গম্ভীর হয়ে রয়েছে দেখতে পাও না? নাওয়া খাওয়া—স্কুলে যাওয়া—সব ভাল হয়ে গেছে। আর ঝিকেও লক্ষ্য কর না? কি রকম মনমরা হয়ে বেড়ায়।

হরেন্দ্র। যা বলেছ দাদা।

সুকুমার। বুঝলাম না দাদা।

রাখাল। বুঝতে তুমি পারবে না—বোঝবার মত মস্তিষ্ক ভগবান তোমাকে দেন নি।

সুকু। কি বলতে চাও দাদা—খুলেই বল।

রাখাল। প্রেম হয়েছে—প্রেম হয়েছে। এখন মান-অভিমানের পালা চলছে। বঙ্কিমবাবুর নভেলে যে প্রেমের কথা পড়েছ—এ সেই প্রেম।

মধুর সহিত বৈরাগীর প্রবেশ

মধু। বড় চমৎকার গাইছিল রাখালদা। এইবার ধরতো বৈরাগী ঠাকুর।

বৈরাগী। (গাহিল) শুনতে পাই ত্রিভুবনময়
কতলোক কত প্রেমেরকথা ক
প্রেম কি বস্তু কেমন ধারা
কে জানে তার পরিচয়

মধু। সতীশবাবুকে ডেকে আনি—ওস্তাদ মানুষ, গান শুনে খুসী হবেন।

রাখাল। (নিম্নস্বরে) থাক, সতীশ বাবুকে ডাকতে হবে না।

বৈরাগী। কেউ বলে প্রেম চোখের তারায়
কেউ বলে প্রেম নয়ন ধারায়
ক্ষ্যাপা কেঁদে কইছে বাণী
প্রেম ধনে সেই হল ধনী
পরশ পাথর প্রেম বলে তার
হিয়ার মাঝে রয়
সেই জানে আর কেউ জানে না
তারা মুখের কথা কয়

মধু। বেশ গান—কি বল রাখালদা ?

রাখাল। হ্যাঁ বেশ গান—তবে প্রেমের গান শুনবার আমাদের ফুরসৎ নেই—প্রবৃত্তিও নেই—পাশের ঘরে পাঠিয়ে দাও, ওঁর খুব ভাল লাগবে। ও ঝি, শোন।

নেপথ্যে সাবিত্রী "যাই বাবু" বলিয়া প্রবেশ

রাখাল। এই লোকটিকে চাল পয়সা দাও--আর তোমার সতীশবাবুর কাছে নিয়ে যাও, প্রেমের গান শুনলে হয়তো খুসী হয়ে দু'একখানা নোট বকশিস করতেও পারেন।

সাবিত্রী কিছু বলিল না।

সাবিত্রী। (বৈরাগীর প্রতি) আচ্ছা বাবা এসো, বেহারী বাবা, সন্ধ্যা হয়ে গেল—ঘরে ঘরে আলোগুলো দিয়ে যাও।

নেপথ্যে বেহারী—"যাই মা"

বৈরাগীকে লইয়া সাবিত্রীর প্রস্থান

সুকুমার। তোমার আজ হোল কি রাখালদা? সব কথাতেই একেবারে যুদ্ধং দেহি ভাব?

রাখাল। মাঝে মাঝে যুদ্ধের আবশ্যক হয় সুকুমার। যারা কোনও Institutionএর মাথায় থাকে তাদের কর্ত্তব্য অত্যন্ত গুরুতর। আমি চাই যুদ্ধ হোক। নইলে এ Institutionএর মর্য্যাদাও থাকবে না, Disciplineও থাকবে না।

রাগতভাবে সতীশের প্রবেশ

সতীশ। রাখাল বাবু!

রাখাল। আজ্ঞে—

সতীশ। অফিস থেকে এসে পর্য্যন্ত আপনি যেসব কাণ্ড করছেন আমি তো জানি—যে কথা বলেছেন তাও শুনেছি।

রাখাল। ভালই হয়েছে—আমারও সেই উদ্দেশ্যই ছিল।

সতীশ। ওঃ! আপনি কি বলতে চান?

রাখাল। এটি যে ভদ্দরলোকের মেস সেই কথাটিই একবার আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন।

সতীশ। কি মাপকাঠিতে আপনি ভদ্দর অভদ্দর বিচার করেন।

রাখাল। যে ভদ্দরলোক বলে নিজের পরিচয় দেবে সে অন্ততঃ মেসের ঝি-এর সঙ্গে প্রেম করে মান-অভিমানের পালা অভিনয় করবে না।

সতীশ। আর?

রাখাল। আর? আর প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান করবে না—বা মাতাল হয়ে ঘরে ফিরবে না—

সতীশ। আমি যদি প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করি?

রাখাল। আমরা আপনাকে গোপনে পান করতে অনুরোধ করব।

সতীশ। আপনার অনুরোধ যদি না মানি।

সুকু। আঃ—সতীশবাবু—ঘরে যান—ঘরে যান—

সতীশ। ঘরে আমি যাচ্ছি সুকুমারবাবু। তবে তার আগে আপনাদের রাখাল বাবুর আস্পর্দ্ধার বহরটা দেখে নিচ্ছি। আপনাকে প্রশ্ন করছি রাখালবাবু—আপনার অনুরোধ যদি না রাখি ?

রাখাল। আপনাকে এ মেস ছাড়তে হবে।

সতীশ। যদি স্বেচ্ছায় না ছাড়ি ?

রাখাল। আপনাকে ছাড়তে বাধ্য করা হবে।

সতীশ। যিনি ছাড়তে বাধ্য করবেন তার চেহারাখানা একবার দেখতে পাই ? তাঁর নামটি কি ? রাখাল চাটুজ্যে ?

রাখাল। হ্যাঁ, রাখাল চাটুজ্যে।

সতীশ। তা বেশ। এই সঙ্গে আমার পরিচয়টা একটু শুনে রাখুন। আমি তিনমাস আগে একটা লোককে চাবুক মেরে ১০০৲ টাকা জরিমানা দিই। এক উকিল বন্ধুর কাছে শুনলাম—চাবুক মারলেও যে জরিমানা—জুতো মারলেও তাই—জরিমানার টাকাটা যখন হাতে রয়েছে তাই ভাবছি—এবার যদি কাউকে মারতে হয় তো জুতোই মারব—কি বলেন রাখালবাবু ?

রাখাল। কি তুই আমায় জুতো মারবি ? জুতো মারবি ? আচ্ছা—আচ্ছা—

সতীশ। আপনাকে নয়, যিনি আমাকে মেস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবেন—তাঁকে।

তৃতীয় দৃশ্য

মেস—সতীশের ঘর—একটি তক্তপোশ, টেবিল বই চেয়ার—আলনায় কাপড়-জামা, টেবিল-ল্যাম্প, সুটকেশ। সতীশ উত্তেজিত, ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। একটু পরে সাবিত্রী প্রবেশ করিল। দুজনেই নিস্তব্ধ।

সাবিত্রী। আপনাকে এত করে বারণ করলাম—যাবেন না ও-ঘরে—আপনি কিছুতেই আমার কথা শুনলেন না।

সতীশ। ভেবেছিলাম আমিই এখান থেকে চলে যাব—এখন ঠিক করলুম—তোমাদের রাখালবাবুর সব কটি Discipline না ভেঙ্গে আমি এখান থেকে নড়বো না।

সাবিত্রী। তার চেয়ে আমাকেই জবাব দিন না—সব গণ্ডগোল মিটে যাবে—না হয় আমিই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

সতীশ। জবাব দেবার কর্ত্তা আমি নই। না, তুমি গেলে গণ্ডগোল মিটবে না। যতদিন আমি এ বাসায় আছি তোমায় থাকতে হবে।

সাবিত্রী। আপনি আমায় থাকতে বলছেন—কিন্তু নিজে কি কাণ্ড করলেন বলুন তো—আপনার দোষ নেই অথচ দোষী সেজে ব'সে আছেন।

সতীশ। আমি কোন কাণ্ডই করিনি সাবিত্রী। চুপ করেই ছিলাম, রাখালই তো আমায়—

সাবিত্রী। এই চুপ করে থাকাটাই তো সবচেয়ে বিশ্রী, সবাই যখন চুপ করে নেই—হৈ-হৈ করছে। আপনি চুপ করে ছিলেন বলেই তো কথা উঠেছিল। আপনি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে আহ্নিক করে নিন। সন্ধ্যে-আহ্নিকের জায়গা করে দেবো ?

সতীশ। না, কিন্তু আমি ভাবছি, দোষ কি আমি কিছুই করিনি।

সাবিত্রী। না, করেন নি। একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন দেখি, মনটা আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার মতন ও-রকম দোষ—

সাবিত্রী আর বলিতে পারিল না। সতীশের চোখের সাথে চোখ মিলিল—সতীশ কি বলিতে যাইতেছিল।

সতীশ। কিন্তু—

সাবিত্রী। না না—একটু বুঝুন। মিথ্যে তিলকে তাল করে কষ্ট পাবেন না।

সতীশ উঠিয়া বসিল।

সতীশ। কিন্তু তোমাকে কি আমি অপমান করিনি সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। আপনি দুটো দিন সহজ মানুষের মত হেসে-খেলে বেড়ান—কেউ কিছু বলবে না।

সতীশ। আমি আমার কথা ভাবছি না। শুধু ভাবছি তোমায় কোন অপমান করেছি কি না ?

সাবিত্রী। না বুঝলে আপনাকে বোঝাব কি করে ? আমি তো একশ'বার বলছি—ওতে আমার কোন অপমান হয়নি। আপনি দয়া করে সুস্থ হোন—আপনার পায়ে মিনতি জানাচ্ছি।

পাশের ঘরে রাখালবাবুর কণ্ঠ "ও ঝি, এক গ্লাস খাবার জল আর কিছু পান দিয়ে যাও"। সাবিত্রী দরজার কাছে গিয়া "আসছি বাবু" এমনভাবে বলিল যে রাখালবাবুর কথার উত্তরও মনে হয় আবার সতীশকেও বলিতেছে মনে করা যায়।]

সাবিত্রী বাহির হইয়া গেল। সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ। বেহারী—বেহারী—

"যাই বাবু" বলিতে বলিতে বেহারী প্রবেশ করিল।

দেখ বেহারী, বিপিনবাবুকে তুই চিনিস তো ?

বেহারী। চিনি বইকি বাবু—তিনি তো হামেশা আপনার এখানে আসে—পরশু আপনাকে ধরে নিয়ে গেল—কাল রাতেও আপনার খোঁজে এখানে এসেছিল।

সতীশ। তার চাকর, মোসাহেব, দরওয়ান—তাদের সবাইকে দেখলে চিনতে পারবি ?

বেহারী। এজ্ঞে খুব পারব বইকি বাবু।

সতীশ। আজও খুব সম্ভব বিপিনবাবু কিম্বা তার দলের কেউ আমার খোঁজে এখানে আসবে।

বেহারী। এলে কি করবো ? এখানে ডেকে নিয়ে আসব ?

সতীশ। না।

বেহারী। তবে তাড়িয়ে দেবো বাবু ?

সতীশ। দূর বেটা ভেমো গয়লা—ভদ্দর লোককে তাড়িয়ে দিবি কি রে ?

বেহারী। উনি ভদ্দরলোক লা বাবু।

সতীশ। উনি কে ? বিপিনবাবু ?

বেহারী। এজ্ঞে হ্যাঁ।

সতীশ। ভদ্দরলোক নয় তোকে কে বলেছে ?

বেহারী। এজ্ঞে মা বলেছেন—ওনার দৃষ্টি ভাল লয়।

সতীশ। সাবিত্রী কি বলেছে ?

বেহারী। মার মুখে শুনবেন বাবু —ছোট মুখে বড় কথা হবে যে।

সতীশ। তা হোক—তুই বল না বেটা।

বেহারী। বিপিনবাবুর চরিত্তির ভাল লয়—উনি মদ খায়।

সতীশ। মদ তো আমিও খাই।

বেহারী। বিপিনবাবুই তো আপনাকে খারাপ করছে। আপনি আ সঙ্গে যাবেন না। মদ খাওয়া ভাল লয় বাবু।

সতীশ। (অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া) আমি তাই ভাবছি, বিপিনের সঙ্গে মিশবো না।

বেহারী। খুব ভাল বাবু। মা কালী আপনার মতিগতি ভালো করে দিয়েছেন।

সতীশ। কিন্তু বিপিনবাবু তো আমায় সহজে ছাড়বে না—এক্ষুনি এসে আমার খোঁজ করবে। তোকে একটা কাজ করতে হবে।

বেহারী। বলুন বাবু।

সতীশ। আচ্ছা তুই মিথ্যে কথা বলতে পারিস?

বেহারী। তা আর পারবো না বাবু? আমি ত ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির না।

সতীশ। বিপিন কিম্বা তার দলের কেউ খোঁজ করতে আসে তো বলবি "বাবু বাসায় নেই"।

বেহারী। আচ্ছা। তামাক দিয়ে যাব বাবু?

সতীশ। দে। আচ্ছা সাবিত্রীকে একবার ডেকে দে।

বেহারী। (ইতস্ততঃ করিয়া) এজ্ঞে তিনি এখন আহ্নিক করছে।

সতীশ। দূর বেটা—আহ্নিক করছে কি রে?

বেহারী। এজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি তো রোজ আহ্নিক করে। একাদশীর দিনে এক ফোঁটা জলও খায় না—মাছ খায় না—রাত্রেও খায় না। আমরা কত বলি বাবু—উনি ভদ্দর নোক কিনা—তাই।

সতীশ। ভদ্দর লোক কি রে?

বেহারী। হ্যাঁ, ভদ্দর নোকের মেয়ে—শুধু বরাতের ফেরে বাবু—

বেহারীর প্রস্থান ও সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। পড়াশুনার মত খাওয়াতেও আপনার রুচি নেই দেখছি। কাল রাতেও খাননি—আজ দিনেও শুধু ভাতে-হাতে করেছেন।

সতীশ। কাল রাত্রে আমি খেয়ে এসেছিলুম।

সাবিত্রী। তা জানি। আজকাল রোজ রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ থাকে। আজও আছে—দুপুরবেলা লোক পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছে।

সতীশ। আমি কোথাও যাব না।

সাবিত্রী। আপনি না গেলে কুমুদিনীকে গান শোনাবে কে?

সতীশ। দেখ, সেদিন এই নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, আর তাদের নাম আমার কাছে করো না। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবার উৎসাহও আজ আমার নেই।

সাবিত্রী। আমি বাসার ঝি, আমার কাছে বলে গেছে, আমার উচিৎ আপনাকে খবরটা দেওয়া। তবে বার বার বলে গেছে আপনি না গেলে তাদের সমস্ত আয়োজন নষ্ট হবে।

সতীশ। তা হোক, জ্বালাতন করো না—যাও আমি পড়বো।

সতীশ মোটা এক ডাক্তারী বই খুলিয়া বসিল। দশ সেকেণ্ড খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়িল তারপর বই ছাড়িয়া কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি রাখিল।

সাবিত্রী। কড়িকাঠের গায়ে কি কোনও কঠিন ব্যারামের ওষুধ লেখা আছে বাবু?

সতীশ। আর ভাল লাগছে না।

সাবিত্রী। সেটা বোঝা শক্ত নয়। আজ নিয়ে একমাসে আপনার সাতদিন স্কুল কামাই হল।

সতীশ। অতি লক্ষ্মীছাড়া বই। যে-কথা মানুষ সহজ বুদ্ধিতে এক কথায় বুঝতে পারে তাই বোঝাতে কি কাণ্ড না করেছে।

সাবিত্রী। লেখাপড়া আপনার হবে না বাবু। ও কাজ আপনার নয়। ওর চেয়ে বাড়ী ফিরে যান—কোলকাতায় থেকে মিছিমিছি নষ্ট হবেন না।

সতীশ। (প্রথমে রাগিল পরে চিন্তিত হইল) তাইতো সাবিত্রী তোমার সাহস তো কম নয়—তুমি টপ করে আমার মুখের ওপর বলে বসলে আমার লেখাপড়া হবে না—জান এতে আমার রাগ হওয়া উচিৎ ছিল।

সাবিত্রী। তাহলে আপনি রাগ করুন। আমি দেখে আসি রান্নার কতদূর কি হল? এই যে ঠাকুর মশায়—

দরজার নিকট ঠাকুরের প্রবেশ

ঠাকুর। কি মা সাবিত্রী মেয়ে?

সাবিত্রী। তোমার রান্না হয়েছে ঠাকুর মশাই?

ঠাকুর। ভাত চড়িয়েছি—ভাত লামায়ে তুমি লুচি কটা বেলে দিবে—আমি ভেজে লিব। তুমি ঠাঁই করে রাখ মা, আমি বড়বাবুকে একটা কথা নিবেদন করে যাই।

সাবিত্রী। আচ্ছা।

প্রস্থান

সতীশ। কি ঠাকুর—কি কথা?

ঠাকুর। একটা সমিস্তেয় পড়েছি বাবা, তাই আপনার কাছে এলাম।

সতীশ। কি সমিস্তে বল তো—

ঠাকুর। এই দু'মাস হল বাবু আমার পুত্রের গর্ভধারিণীর কাল হয়েছে।

সতীশ। পুত্রের গর্ভধারিণী? সম্পর্কে তোমার কে হল তিনি?

ঠাকুর। এজ্ঞে আমার ইস্ত্রী বটেন।

সতীশ। ওঃ—কথাটা একটু সাধুভাষায় বলেছ কিনা তাই একটু গণ্ডগোল হচ্ছিল—তারপর?

ঠাকুর। এজ্ঞে বাবা, সংসারে তো আর ইস্ত্রীলোক নেই। শুধু একটি পুত্রসন্তান। তা সে লায়েক বেটা বাবা। চোদ্দ বছর বয়েস, ছাত্তর বিত্তির পাশ করে জলপানি পেয়েছে বাবা—ইংরেজী ইস্কুলে পড়াচ্ছি। তার মামার বাড়ীতে থাকে। সমিস্তে এখন এই বাবু—আমি নিজে বিয়ে করবো, না ছেলেটার বিয়ে দিয়ে পুত-বৌ ঘরে আনবো?

সতীশ। বেহারী কি বলে?

তামাক লইয়া বেহারীর প্রবেশ

বেহারী। আমি বলি ওকাজে আর যেওনি বাবাঠাকুর। তোমার অমন সোনার চাঁদ ছেলে রয়েছে—তার বিয়ে দাও, নিজে হরিনাম কর। এসো তোমার ভাত এতক্ষণ হয়েছে—আমি ময়দায় জল দিয়েছি।

সতীশ। কথাটা তেমন পছন্দ হলো না, কেমন ঠাকুর?

ঠাকুর। এজ্ঞে তা নয় বাবু। বেহারী কিছু মন্দ কথা বলেনি। তবে বাবা—ছেলেমানুষ বেটার বউ—নবছরের গৌরী রাণী—সে কি সবদিক গুছিয়ে-গাছিয়ে পেরে উঠবেক?

বেহারী। তবে আর বাবুকে শালিসী মানা কেন ঠাকুর? তোমার যোল আনা ইচ্ছে কলাতলায় গিয়ে সাত পাক খাওয়া—যাও, শিগগির এসো, নইলে ভাত পুড়ে যাবে।

ঠাকুর। সে হিসেব আমার আছেরে বাবা—তুই যা, সবে ত এখন আধফুটন্ত—তারপর গড়ফুটন্ত—তারপরে তো। তুই আর আমায় ভাত রান্না শেখাস নি।

বেহারীর প্রস্থান

সতীশ। ওরে বেহারী, সাবিত্রীকে একবার ডাক।—সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করেছ?

ঠাকুর। আমার সাবি মেয়ে খুব ভাল মেয়ে। এই বয়সে ওর খুব বুদ্ধি।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সতীশ। ঠাকুরের সমস্যা শুনেছ ?

ঠাকুর। সাবি মা আমার সব কথা জানে বাবু।

সাবিত্রী। তুমি কারো কথা শুনো না বাবা—একটি বড় মেয়ে দেখে আসছে মাসেই বিয়ে করে ফেল—এরপর অসময়ে কেউ দেখবে না।

ঠাকুর। ঠিক তাই, বেহারীর কি বাবু? ও তো আর কিছু বোঝে না—তার ওপর পনের গণ্ডা বছর বয়েস—আমার মোটে সাঁইত্রিশ বছর বয়েস—একরকম নাবালক বল্লেই হয়। কত কাল বাঁচা করবো তার ঠিক কি বাবু। আর ভাগবত শাস্ত্রে যখন বলেছে "পিরবিত্তিরে এয়েসা ভূর্তানাম"। আপমি তো সবই জানেন বাবু।

সতীশ। ও অং বং সং আমি কিছুই জানি না বাবা—তোমার ওপর পণ্ডিত। মোদ্দা, কথাটা কি বলো তো ঠাকুর—কিছু চাই ?

ঠাকুর। (খুশি হইয়া হাসিয়া ফেলিল) পণ না দিতে পারলে দোজ পক্ষে কে মেয়ে দেবে বাবা ?

সতীশ। কত চাই ?

ঠাকুর। এজ্ঞে বাবা পুরো একশো টাকা হলে ভাঙা সংসার আবার বজায় হয়।

সতীশ। আচ্ছা তুমি কনে ঠিক কর —টাকার জন্যে ভেবো না।

ঠাকুর। তা বাবু আপনার বাবা-মার আশীর্বাদে কনের ভাবনা কি? কত গণ্ডা রয়েছে। সে যারাই আমায় দেখেছে তারাই আমায় পছন্দ করে। শুধু এই পণের টাকাটা। হাতের রান্না খেয়ে দশজনে ভাল বলে—দেশে একটু নাম-ডাকও আছে—এসো মা সাবিত্রী মেয়ে।

প্রস্থান

সাবিত্রী। যাই।

সাবিত্রী যাইতে উদ্যত হইল—সতীশ ডাকিল।

সতীশ। সাবিত্রী শোন।

সাবিত্রী। কি ?

ফিরিয়া আসিল।

সতীশ। এটা একটা দস্তুরমত সৎকাজ, কি বল সাবিত্রী ? একটা সদ্‌ব্রাহ্মণকে সংসারে স্থিতু করা —খুব ভাল কাজ ?

সাবিত্রী। তা আমায় কেন ডাকলেন, বলুন তো ?

সতীশ। কি জানি—বোধ হয় ভুলে গেছি।

সাবিত্রী। বেশ যা হোক—(হাসিল)

সতীশ। সাবিত্রী, আজ আমি তোমার সব কথা জানতে পেরেছি। বেহারী আমায় বলেছে।

সাবিত্রী। কেউ কিচ্ছু জানে না—আর আমার কথা জেনেই বা কি হবে আপনার? হয় নিজের কাজ করুন, না-হয় দেশে চলে যান বাবু। আমার কথা ভাববেন না।

নেপথ্যে সিঁড়ির কাছে বিপিন বাবুর দল

বেহারী। (নেপথ্যে) বাবু বাড়ী নেই। আপনারা চলে যাও।

বিপিন। (নেপথ্যে) আমার লোক এসে নেমন্তন্ন করে গেছে, না থাকলে চলবে কেন? কি বাবা সতীশবাবু! কোথায় লুকিয়ে আছ সোনার চাঁদ?

সিঁড়ির দিকে আসিল

সতীশ। এই রে সর্বনাশ করেছে—বিপিনের দল—আমি কিছুতেই যাব না।

ফুঁ দিয়া আলো নিভাইয়া দিল

সাবিত্রী। ও কি করলেন?

কিছুক্ষণ পরে মত্ত বিপিন ও মতিলালের প্রবেশ

মতিলাল। কোথায় সতীশবাবু? আপনিও যেমন। ঘর তো অন্ধকার। লোকে কি কখনও সন্ধের সময় বাসায় থাকে?

বিপিন। উঁহুঁ—আমি একটু আগে দরজার ফাঁকে আলো দেখেছি। রোসো। দেশলাই জ্বেলে দেখি।

দেশলাই জ্বালিল

আরে. অন্ধকারে এখানে বসে কে হে? (সাবিত্রী দাঁড়াইল) সাবিত্রী তুমি? তাই তো বলি—তাহলে সতীশ বাবু নিশ্চয় আছে—কোথায় সতীশ বাবু?

সাবিত্রী বিছানা দেখাইয়া চকিতে ঘর হইতে বাহির হইল

বিপিন। আমি হাত গুনতে জানি, বুঝলে হে মতিলাল?

মতিলাল। তাই তো দেখছি। ঠিক ধরেছেন তো বাবু।

বিপিন। এইবার ওঠো তো বাবা সতীশবাবু—আর দুঃখ দিও না।

সতীশ। (উঠিয়া) বড্ড মাথা ধরেছিল বিপিনবাবু—তাই অন্ধকারে শুয়েছিলাম।

বিপিন। কিছু বলতে হবে না বাবা—সব বুঝতে পেরেছি—এখন চলো।

মতিলাল। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না বাবু—সতীশবাবুর মাথাধরা যদি বেড়ে যায় কে দেখবে বলুন তো।

সতীশ। মতিলাল! তুমি বিপিনের মোসাহেব বলে ইচ্ছে না থাকলেও তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে হয়, তাই বলে মনে কোরো না তুমি আমায় যা খুশি তাই ঠাট্টা করতে পার—

বিপিন। কিছু মনে কোরো না সতীশবাবু। মতের কথা ছেড়ে দাও। মতিলাল আমার পোষা কুকুর—ও মাঝে মাঝে ভেউ ভেউ করে, তবে কামড়ায় না। আজ কুমুদের সামনে ওকে সাতবার ওঠবোস করাব।

দুজনে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল।

সতীশ। (তীক্ষ্ণভাবে) থামুন আপনারা—কোথায় যেতে হবে চলুন।

মতিলাল। আচ্ছা—আচ্ছা চলুন বাবু।

সতীশকে দুজনে মিলিয়া ধরিয়া লইয়া গেল।

সাবিত্রী ও বেহারীর প্রবেশ

বেহারী। দেখলে তো মা—বাবা ঠাকুরকে একেবারে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

সাবিত্রী। রাখালবাবুকে এত কড়া কথা বললেন—আর বিপিনবাবুকে না বলতে পারলে না। ওঁর মনে যাবার ইচ্ছে ছিল নিশ্চয়।

বেহারী। তাহলে বাবু আজও মদ খেয়ে বাসায় ফিরবে?

সাবিত্রী। নিশ্চয়—তারা কি সহজে ছাড়বে। যদি বাবুর ভাল চাও বেহারী—ওঁকে এ বাসা ছেড়ে যেতে বল—ওঁকে কলকাতা ছাড়াতে পারলে ভাল হয়।

বেহারী। বাবুদের খাওয়া হয়ে গেছে, এইবার তুমি জলটল কিছু খেয়ে নাও—ঠাকুর মশায় তোমায় ডাকছে।

সাবিত্রী। আমি কিছু খাব না বেহারী—তোমরা খেয়ে নাও।

বেহারী। অসুখ করেনি তো মা?

সাবিত্রী। না, অসুখ করেনি—খাবার ইচ্ছে নেই—তুমি যাও।

বেহারীর প্রস্থান। মৃদুকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে সুকুমার যাইতেছিল।

সুকুমার। (নেপথ্যে গান)

"যাঁর লাগি ফিরি একা একা
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা
তার বাঁশি বাজে হিয়া ভরি
মরি মরি, আহা মরি মরি।"

(দরজার কাছে সাবিত্রীকে দেখিয়া) দাঁড়িয়ে কে? ওঃ সাবিত্রী?

সাবিত্রী। হ্যাঁ বাবু—আমি।

সুকুমার। রাত তো অনেক হয়েছে—বাড়ী যাওনি?

সাবিত্রী না।

সুকুমার। সতীশবাবু ঘরে নেই বুঝি?

সাবিত্রী। না।

সুকুমার। ওঃ, আচ্ছা—(যাইতে যাইতে গাহিল)

জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম কে নিল হরি
কে নিল হরি?

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা—সরু গলির মধ্যে বস্তিবাড়ী। তারি মধ্যে সাবিত্রীর ঘর। তক্তপোশে বিছানা পাতা—চৌকির ওপর মাজা বাসন—আলনায় কাপড়। সেলফের ওপর মোটা বাঁধান বই। দেওয়ালে দেব-দেবীর ছবি।

সতীশকে লইয়া মোক্ষদার প্রবেশ

মোক্ষদা। বসুন বাবু—এই বিছানায় উঠে বসুন।

সতীশ। কই—তোমার চিঠি কই ঝি?

মোক্ষদা। আনছি বাবু—ওঘরে আছে। আপনাকে তামাক সেজে দিই, তামাক খান। তারপর চিঠি পড়বেন—তাড়াতাড়ি কি বাবু?

সতীশ। না, তাড়াতাড়ি নেই বটে—কিন্তু আমি ভাবছি এতবড় কলকাতা শহরে তুমি চিঠি পড়িয়ে নেবার আর লোক পেলে না ঝি? হেদোর মোড় থেকে আমায় টেনে আনলে?

মোক্ষদা। অচেনা লোক দিয়ে পড়াতে ভরসা হয় না বাবু। একটা মেয়ে এ বাড়ীতে আছে—সে লিখতে পড়তে জানে—তাকেও আজ দুদিন ঘরে পাচ্ছি না। এত রাত করে ফেরে—আচ্ছা, আপনি বসুন। আপনি দয়া করে পায়ের ধুলো দিলেন তাই—কতদিন আপনাদের খেয়েছি—বড্ড মায়া বসে গিয়েছিল। কর্তাবাবুর শরীর ভাল তো?

সতীশ। হ্যাঁ, ভাল আছে।

মোক্ষদা। আপনার সে উপীনদা—তিনি কেমন আছেন?

সতীশ। ভাল।

মোক্ষদা। একেবারে দেব-চরিত্তির। অমন মানুষ কখনও দেখিনি বাবু। বৌটিও তেমনি হয়েছেন—সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী।

সতীশ। তুমি চিঠি নিয়ে এসো ঝি—আমি বেশীক্ষণ বসতে পারবো না. রাত হয়েছে।

মোক্ষদা। এই যাই বাবু।

প্রস্থান

সেলফ হইতে একখানি বই লইয়া সতীশ দেখিতে লাগিল। মোক্ষদা তামাক লইয়া প্রবেশ করিল। সতীশ তামাক লইল।

সতীশ। ঝির ঘরটি তো চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

মোক্ষদা। এটি আমার ঘর নয় বাবু—সেই যে মেয়েটির কথা বলছিলাম—তার ঘর, সে এক বাবুদের বাসায় কাজ করে, এখনো ফেরেনি। বড় ভাল মেয়ে—আমায় মাসী বলে ডাকে।

সতীশ। তা ডাকুক—কিন্তু আমি ভাবছি, ভুবনবাবুটি হঠাৎ এসে পড়বেন না তো?

মোক্ষদা। ভুবনবাবু আবার কে?

সতীশ। ভুবন মুখুয্যে—এই যে বইয়ে নাম লেখা আছে।

মোক্ষদা। ওঃ, আমাদের মুখুজ্যেমশাই। তাকে আর আসতে হবে না।

সতীশ। কেন—মারা গেছেন নাকি?

মোক্ষদা। না—মারা যায়নি—কিন্তু গেলেই ভাল ছিল। তিনি বামুনমানুষ। বর্ণের গুরু, নারায়ণ তুল্যি, আমাদের মাথার মণি। তাঁকে অভক্তি করছিনে, তাঁর

চরণের ধুলো নিচ্ছি। কিন্তু কোনদিন যদি তাঁর দেখা পাই তো তিনটি ঘা ঝাঁ্যাটা গুণে গুণে তাঁর মুখে মারবো—তবে আমার নাম মোক্ষদা।

সতীশ। দেখো ঝি—রাগের মাথায় যেন বামুনমানুষকে অভক্তি করে মেরে বসো না—বেশ ভক্তি করে গুণে গুণে মেরো—তাতে পাপ হবে না। কিন্তু তিনি লোকটি কে?

মোক্ষদা। তিনি মানুষ নয় বাবু—চামার। এই যে মেয়েটিকে পথে বসিয়ে রেখে গেলি—এই কি তোর আপনার লোকের কাজ হলো? ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি—গলায় দড়ি—

সতীশ। কেন—তিনি করেছেন কি? (দরজার কাছে সাবিত্রী)

সাবিত্রী। লোকটিকে আপনি চেনেন না—কি হবে তার কথা শুনে?

সতীশ চমকাইল এবং বুঝিল সে না জানিয়া সাবিত্রীর ঘরে আসিয়াছে।

মোক্ষদা। সাবি নাকি? কখন এলি তুই?

সাবিত্রী। এই আসছি—বাবুটিকে কোথায় পেলে মাসী?

মোক্ষদা। আমাদের ছোটবাবু—রাস্তায় দেখা—বৌমার চিঠি পড়াব বলে আসতে বল্লাম। তাই দয়া করে পায়ের ধুলো দিলেন।

সাবিত্রী। তা পায়ের ধুলো তোমার ঘরে না দিয়ে আমার ঘরে কেন?

মোক্ষদা। তা রাগ করিস কেন সাবি? আমার ঘরে তো আর ভদ্দর লোককে বসানো যায় না তাই তোর এখানে বসতে দিয়েছি। কত বড়দরের লোক এঁরা। কোথায় আহ্লাদ করবি—না রাগ করছিস, তোর কথাতেই সেই মুখপোড়ার কথা উঠলো।

সাবিত্রী। থাক—আর কথার দরকার নেই মাসী। রাগ করিনি। অমনি পায়ের ধুলো দিলে যে পাপ হয়—কিছু জলযোগ করান উচিৎ। হ্যাঁ, বাউন ঠাকুর—তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

সতীশ। (ঘাড় নাড়িল) না।

মোক্ষদা। এ তোর কি রকম কথার ছিরি সাবি—ভদ্দর লোকের সঙ্গে কেউ নাকি এইরকম করে কথা বলে? দিন দিন তুই হচ্ছিস কি? ও ওরকম নয় গো বাবু—আপনি রাগ করবেন না—ও বেশ ভাল মেয়ে—সেই মুখপোড়া বামুনই ওকে মেরে গেছে—আর হবে নাই বা কেন—ও তো আর আমাদের মতন নয়।

সাবিত্রী। আঃ মাসী, থামো না। উনি কি তোমার কাছে ওসব শুনতে চাইছেন? যাও, বাবুর জন্যে একটু খাবারের ব্যবস্থা করগে –

মোক্ষদা। যাচ্ছি। দেখিস বাপু – বাবুকে যেন যা খুশি তাই বলিসনে। দেখছি, আজ দু'তিনদিন তোর মাথার ঠিক নেই।

প্রস্থান

সতীশ। আমি কিছু বুঝতে পারছি না সাবিত্রী।

সাবিত্রী। আর বুঝতে হবে না। কাল রাত থেকে তো উপোস চলছে। বিকেলবেলা কি করে পালিয়ে এলেন – আমার সঙ্গে আর কথা কবেন না ঠিক করেছিলেন বোধ হয়।

সতীশ। কিছুই ঠিক করিনি – কিন্তু কথা কইবার মুখ তো আর নেই।

সাবিত্রী। না থাকে না থাক—আপনি উঠুন, সন্ধে-আহ্নিক করুন।

সতীশ। না, সন্ধে-আহ্নিক আর করব না।

সাবিত্রী। আচ্ছা, সন্ধে-আহ্নিক না করেন হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খান।

সতীশ। না, আমার ক্ষিদে নেই।

সাবিত্রী। না থাকলেও আপনার খেতে হবে—তার প্রথম কারণ আপনার খিদে নেই একথা আমি বিশ্বাস করি না—দ্বিতীয় কারণ—

সতীশ। দ্বিতীয় কারণ কি?

সাবিত্রী। আছে। সবই কি আপনার জানা চাই।

সতীশ। হ্যাঁ, জানা চাই। তুমি জবরদস্তি করতে পার আর আমি পারি না?

সাবিত্রী। জানেন যখন আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না তখন মিথ্যে চেষ্টা করছেন কেন?

সতীশ। আজ আমার চেষ্টা কোন মতেই মিথ্যে হবে না। হয় তোমার দ্বিতীয় কারণ বলতে হবে—আর না-হয় আমি কোন মতেই কিছু খাব না।

সাবিত্রী। (মৃদু হাস্যে) আমি ভাবছি আজ আপনি এলেন কেন? আজ আমার জন্মদিন—তাই নিজে এসে যখন দাসীর ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন শুধু শুধু আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ভগবান আজ আপনাকে আমার অতিথি করে পাঠিয়েছেন সুতরাং খেতেও হবে আপনাকে—দক্ষিণেও নিতে হবে। আজ নিতান্তই জাতটা মারা গেল দেখছি।

সতীশ। সত্যিই আজ তোমার জন্মদিন?

সাবিত্রী। সত্যি। আপনার কাছে কি মিথ্যে বলতে পারি?

সতীশ। তবে এমন দিনে যখন এসেই পড়েছি তো দোকানের কতকগুলো বাসি মেঠাই মোণ্ডা খেয়ে পেট ভরাব না। তাছাড়া ওসব আমি কোনদিনই খাই না।

সাবিত্রী। (মনে মনে লজ্জিত হইয়া) কিন্তু আজ যে রাত হয়ে গেছে।

সতীশ। হলই বা রাত। আজ বাসায় গিয়ে তো বকুনি খেতে হবে না যে রাতকে ভয় করতে হবে? যাই বল তুমি—কোন মতেই আমি ওসব খাব না।

সাবিত্রী। তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। আচ্ছা আসছি—তুমি একটু বোস। (প্রস্থানোদ্যত)

সতীশ। সাবিত্রী শোনো—

সাবিত্রী। কি?

সতীশ। একটা কথা এই বেলা জিজ্ঞেস করে রাখি।

সাবিত্রী। (রহস্যজনকভাবে হাসিয়া) কি? কাল রাত্রের কথা?

সতীশ। হ্যাঁ, আমি কি ভাবে বাসায় ফিরেছিলাম তুমি কিছু খবর জান? আমার কিছু মনে নেই—

সাবিত্রী। জানি—রাত তিনটেয়—ঘোড়ার গাড়ীতে—খুব সম্ভব সেকেন্ ক্লাস গাড়ীতে—

সতীশ। গাড়ীর বিবরণ দিতে হবে না—তারপর কি হয়েছিল তাই বল।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) তারপর রাস্তার ওপরেই শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সতীশ। স্থানটা শোবার পক্ষে ভাল জায়গা নয়—কাজটা ভাল করিনি। তারপর তুলে আনলে কে? বেহারী?

সাবিত্রী। না। (মৃদু হাসিল)

সতীশ। কোনও গণ্ডগোল করেছিলাম?

সাবিত্রী। বিশেষ নয়। তবে বার বার আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন—রাস্তায় আপনি বেশ আছেন—ঘরে যাবার দরকার নেই।

সতীশ। তোমার সঙ্গে কোনও রকম দুর্ব্যবহার করিনি তো?

সাবিত্রী। না।

সতীশ। কাল সন্ধেবেলার ঘটনার জন্যে আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি—আমায় মাপ করতে হবে সাবিত্রী।

সাবিত্রী। আচ্ছা, আমি বিবেচনা করে দেখবো। (সতীশ হাসিয়া ফেলিল) আর একটা কথা মনে করিয়ে দেব ?

সতীশ। দাও।

সাবিত্রী। আপনি দিব্যি করেছেন—

সতীশ। দিব্যি ? কি দিব্যি করেছি ?

সাবিত্রী। আর কোনদিন মদ খাবেন না।

সতীশ। হঠাৎ দিব্যি করতে গেলাম কেন ? এ রকম দুর্বুদ্ধি তো আমার হবার কথা নয়।

সাবিত্রী। হবার কথা নয় বটে, তবে তখন হয়েছিল। আর শুধু দিব্যি নয়—

সতীশ। হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে—তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করেছি।

সাবিত্রী। ঐ মাসি আসছে—যাও তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো।

মোক্ষদার প্রবেশ

সতীশ। আসল যে কাজে এসেছি সেইটেই এখনও হলোনা যে, দেখি ঝি, আগে তোমার বৌমার চিঠি পড়ে দিই—

মোক্ষদা। না বাবু—আর আপনাকে চিঠি পড়তে হবে না, সাবি যখন এসেছে তখন ওকে দিয়েই পড়িয়ে নেবো—আপনি ভাল হয়ে বসুন।

সাবিত্রী। যাও না ঠাকুর—হাতমুখ ধুয়ে এসো না।

মোক্ষদা। আঃ (রাগতভাবে সাবিত্রীর দিকে চাহিল), আসুন বাবু।

সতীশ। না না, তোমাকে আর যেতে হবে না ঝি—বাইরে আলো আছে—আমি যাচ্ছি।

প্রস্থান

মোক্ষদা। আচ্ছা সাবি, এ কি আক্কেল তোর ? মানুষ দেখে মানুষ চিনতে পারিস না ? এমন নাহলে আর দাসীবিত্তি করিস ? কোথায় আজ তুই নিজে চাকর-দাসী রাখবি, পায়ের ওপোর পা দিয়ে বসে খাবি—তা নয়—একটু চোখ খুলে দেখিস বাছা—মানুষের কপাল ফিরতে দেরী লাগে না—

সাবিত্রী। কি বলছ মাসী—উনি শুনতে পাবেন যে—

মোক্ষদা। না না—শুনতে পাবেন না—আর শোন্—

সাবিত্রী। কি ?

মোক্ষদা। একবার আমার ঘরে আয় মা—একখানা ঢাকাই কাপড় বার করে দি—পরে ব'স্।

সাবিত্রী। বেশ তো—তুমি এক কাজ কর মাসী—তুমি তবে ঢাকাই বার করগে—আমি বাউন ঠাকুরকে খেতে বসিয়ে দিয়ে এখুনি যাচ্ছি।

মোক্ষদা। আবার বামুন ঠাকুর বলে—কেন, 'বাবু' বলতে পারিস না? ওঁর নাম সতীশবাবু।

সাবিত্রী। আচ্ছা, আচ্ছা—এবার থেকে বাবু বলেই ডাকবো। তুমি যাও মাসী—ঢাকাই বার করগে—আমি ততক্ষণ খাবারের ব্যবস্থা করিগে।

মোক্ষদা ও সাবিত্রীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ।
পাশের ঘর হইতে গান ভাসিয়া আসিল।

(নেপথ্যে) "প্রেমব্রত আজ আমার হল উদ্‌যাপন
নমঃ শ্রীকৃষ্ণ বলে দেহ দিব বিসর্জন।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সতীশ। কে গান গাইছে গো? গলাটি খাসা মিষ্টি তো?

(পুনরায় গান) "রিপু ছয়ে কাষ্ঠ করিব
মদনে আহুতি দিব
ব্রত অন্তে বর ল'ব
যেন না ঝরে নয়ন।

সাবিত্রী। হ্যাঁ, তুমি খেতে বস। একটু দাঁড়াও, তোমায় একটা প্রণাম ক'রে নি—না বুঝে, না জেনে কত অপরাধ করেছি—হয়তো মনে কত কষ্ট দিয়েছি—মার্জনা কোরো।

সতীশ। সাবিত্রী! আজকের দিনের কথা আমি ভুলবো না--এ দিনটি আমার কাছে সত্যি ভাল দিন। সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠি--অত্যন্ত গ্লানি আর অবসাদ নিয়ে উঠেছিলুম। আজকের দিনটি এভাবে কাটবে মনে করিনি।

**সাবিত্রী তখন কাঁদিতে পারিলে বাঁচে। বোধ হয় কাঁদিবার জন্য বাহিরে গেল।
সতীশ একটু খাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে।
সাবিত্রী একটু পরে ঘরে আসিল।**

সাবিত্রী। এ কি, উঠলে যে? কিছুই খেলে না তো?

সতীশ। না, খাওয়া আমার হয়ে গেছে।

মোক্ষদা আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া সাবিত্রী সহজ রসিকতায় মন দিল।

সাবিত্রী। দেখুন, আমায় একখানা ঢাকাই শাড়ী কিনে দিতে হবে।

সতীশ। সত্যি তোমার ঢাকাই শাড়ী চাই?

সাবিত্রী। সত্যি বইকি।

সতীশ। পরবে কখন?

সাবিত্রী। আজ পরবার সময় নেই বটে—এর পর তো সময় হতে পারে। আর আমি খেটে খাই বলে মাসী দুঃখ করছিল—তাই মনে করছি এখন থেকে আর খেটে খাব না—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাব।

সতীশ। বটে? সঙ্কল্পটি খুব ভাল তো—

সাবিত্রী। ঐ সঙ্গে একটি দাসী না হলে আর মান থাকছে না—তাও আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে।

মুখে কাপড় দিয়া উৎকট হাসি।

মোক্ষদার প্রবেশ

মোক্ষদা। ওঃ—বাবু বুঝি সাবিকে চেনেন? তাই বলি মাসীর সঙ্গে এতক্ষণ তামাসা হচ্ছিল। তা এ তো ভাল কথা—আহ্লাদের কথা, আগে বল্লেই তো হতো।

মোক্ষদা ও সাবিত্রীর প্রস্থান। একটু পরে পান ও সিগারেট লইয়া সাবিত্রীর প্রবেশ। সতীশ শয্যায় আসিয়া বসিল এবং সিগারেট ধরাইল। সাবিত্রী নীচে মাটিতে বসিল। একটু হাসিয়া নিঃশব্দে মুখ নীচু করিল। মিনিট দুই কাটিবার পর সহসা সাবিত্রী মুখ তুলিয়া বলিল।

সাবিত্রী। রাত হল বাসায় যাবে না?

সতীশ। (শুষ্ক গলায়) না গেলে থাকব কোথায়?

সাবিত্রী। এইখানেই থাকবে। না যেতে পার তো কাজ নেই। মাসী এখনও জেগে আছে—তার বিছানাতেই শুতে পারব।

সাবিত্রী সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সতীশ এক মুহূর্তের জন্ত নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ। নাঃ—চললাম।

সাবিত্রী। আচ্ছা আর একটু বসো।

সাবিত্রী উঠিয়া সতীশের জুতা জোড়াটা তুলিয়া আনিল। আঁচল দিয়া পা মুছাইয়া জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিল।

বাসার লোক যদি জানতে পারে।

সতীশ। কেমন করে জানবে?

সাবিত্রী। আমিই যদি বলে দিই?

সতীশ। কি বলবে তুমি? বলবার তো কিছুই নেই।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) কিছুই নেই? সত্যি বলছ? বলবার কথা না থাকলে আজ কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে দিতাম না। আজ বাসায় যাও কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি যদি না ছাড় তো একদিন সমস্ত প্রকাশ করে দেব।

সতীশ। বল্লেই বা—বাসার লোক তো আমার গার্জেন নয়।

সাবিত্রী। নয় জানি। কিন্তু মাসী আমার সে ভারও অনায়াসে নিতে পারবে, তার জিবকে ঠেকিয়ে রাখবে কি দিয়ে?

সতীশ। যদি তাকে আটকানো দরকার হয়—টাকা দিয়ে আটকাবো।

সাবিত্রী। তাতে টাকার অপব্যয় হবে—কাজ হবে না; তা ছাড়া মাসীকে না-হয় টাকা দিয়ে বশ করলে—আমাকে কি দিয়ে বশ করবে?

সতীশ। (ফস করিয়া বলিয়া ফেলিল) ভালবাসা দিয়ে।

সাবিত্রী। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) এই নিয়ে চারবার হল।

সতীশ। অর্থাৎ?

সাবিত্রী। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তিনজন এই জিনিসটিই দিতে চেয়েছিলেন।

সতীশ। তুমি নাও নি?

সাবিত্রী। না, জঞ্জাল জড়ো করে রাখবার মতো জায়গা আমার নেই।

সতীশ। (কঠিন হইয়া) বটে? তাই দেখছি! তারা নির্বোধ, তাদের এমন বস্তু দেবার প্রস্তাব করা উচিত ছিল যা বাক্সে তুলে রাখতে কারো জঞ্জাল মনে হয় না। আমিও কম নির্বোধ নই—ভুলে গিয়েছিলাম এ বস্তুটা তোমাদের কত নিন্দের—কত ঘেন্নার জিনিস। এ বয়সে এ ভুল হওয়া আমার উচিৎ হয়নি। আচ্ছা চললাম।

সাবিত্রী চুপ করিয়া রহিল। সতীশ যাইতে গিয়া ফিরিল।

সতীশ। শিকারী যেমন বঁড়শীতে মাছ গেঁথে খানিক্ষণ জলে খেলিয়ে আমোদ করে এতদিন আমাকে নিয়ে তুমি বোধ করি সেই তামাসা করছিলে।—না?

সাবিত্রী। না—বঁড়শীতে গেঁথে তোমায় এক টানেই ডাঙায় তোলা যায়—খেলিয়ে তোলবার মত বড় মাছ তুমি নও।

সতীশ। নই ?

সাবিত্রী। না—তুমি অসচ্চরিত্র। একটা বেশ্যাকে ভালবেসে তুমি ভালবাসার বড়াই করছ কার কাছে ? যাও—তুমি আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান কোরো না।

সতীশ। (রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া) ওঃ, তাই নাকি ? আমি অসচ্চরিত্র ? কিন্তু যাই বল সাবিত্রী, বাপ-মায়ে তোমার নামটি সার্থক দিয়েছিল—"সাবিত্রী"।

সাবিত্রী। তুমি যাও।

সতীশ। যাচ্ছি—তবে যাবার আগে আর একবার আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে না ? কিংবা—আর কোনও খেলা—আর কিছু।

সাবিত্রী। ওঃ, মাগো—তুমি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর ! তুমি যাও—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও—না যাও তো মাথা খুঁড়ে মরবো, তুমি যাও—

সতীশ আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। একটু পরে সতীশ আবার আসিল—দেখিল সাবিত্রী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে—আস্তে আস্তে ডাকিল "সাবিত্রী"। সাড়া না পাইয়া বুঝিল সাবিত্রী মূর্চ্ছিতা—অচেতন দেহটা তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। চাদর ভিজাইয়া মুখে চোখে দিল—পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সতীশ। সাবিত্রী !

সাবিত্রী। [মাথার কাপড় টানিয়া দিল] তুমি এখনো যাওনি ?

সতীশ চুপ করিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সাবিত্রী। (উঠিয়া) চল, তোমায় দোর খুলে দিয়ে আসি।

সতীশ। তুমি উঠো না সাবিত্রী—আমার মনে হচ্ছে তুমি এখনো খুব অসুস্থ—

সাবিত্রী। না—আমি সুস্থ হয়েছি, চল।

সতীশ কি একটা বলিবার জন্য মুখ তুলিল।

আর একটা কথাও না। তোমার দেহটাকে ত তুমি আগেই নষ্ট করেছ—কিন্তু সে না-হয় একদিন পুড়েও ছাই হতে পারে, কিন্তু একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে আর কালি মাখিও না—হয় তুমি ও মেস ছেড়ে চলে যাও না-হয় আমি ওখানে যাব না !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ভাগলপুর, শিবপ্রসাদের বাড়ী। তাঁর ছোট ছেলে উপেন্দ্রনাথের শয়নঘর ও তাহার পাশের দরদালান। সেখানে চেয়ার টেবিল আছে। শিবপ্রসাদ সেখানে চা পান করেন ও খবরের কাগজ পড়েন। শিবপ্রসাদ কাগজ পড়িতেছেন ও চা খাইতেছেন। নিকটে সতীশ ও অদূরে ঘোমটা দিয়া ছোট বধূ সুরবালা দাঁড়াইয়া।

শিব। ছোট বৌমা, তোমার বাপের বাড়ীর কিপটে স্বভাব তোমায় পেয়ে বসেছে মা—ও আর ঘোচানো গেল না।

সতীশ। বৌদির আবার কিপটে স্বভাব কোথায় দেখলেন কাকাবাবু?

শিব। চায়ে আজও চিনি কম হয়েছে—চিনি নিয়ে এসো মা—এক চামচেতে হবে না—ও, বৌমা বুঝি সতীশের সঙ্গে কথা কওনা—তাই, নইলে এতক্ষণ—বুঝলে সতীশ, বাপের হয়ে উনি ওকালতি করতেন।

মহেশ্বরীর প্রবেশ

মহেশ্বরী। আজও চিনি কম হয়েছে বাবা?

শিব। হুঁ—হবে না? ও বেটী যে কেপ্পনের মেয়ে। ওঁর বাবা যত টাকা জমাচ্ছেন—তত কেপ্পন হচ্ছেন।

মহেশ্বরী। এটা কিন্তু তোমার অন্যায় বাবা। ছোট বৌয়ের বাপ এবার পূজোয় মেয়েকে ৫০০ টাকা দামের বেনারসী দিয়েছেন—তিনি হলেন কৃপণ?

শিব। আমি ছেলের বাপ—আমি বুঝি তাঁকে সহজে ছাড়ব? আমি ত বলে দিয়েছি ও কাপড়ের দাম ৩৭।৶০ আনা।

মহে। ঐ দেখ বাবা বৌয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। (হাসিয়া) তুই আয় ছোট বৌ। বাবা তোকে ক্ষেপাচ্ছেন।

শিব। হ্যাঁ, ও তোমার মত ক্ষ্যাপা মেয়ে কিনা! তোমার চায়ে চিনি ঠিক হয়েছিল মা—আমি একটু চিনি বেশী খাই কিনা—একটু বলা ভুল, অর্থাৎ দুধ মিষ্টির জন্যই চা খাই। তারপর সতীশচন্দ্র! তোমার খবর কি? তুমি কি পড়তে না চাকরী করতে কোথায় গিয়েছিলে না?

সুরবালা ও মহেশ্বরীর প্রস্থান

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ—কলকাতায় গিয়েছিলাম ডাক্তারী পড়তে।

শিব। ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিলে? ক্যাম্বেলে?

সতীশ। আজ্ঞে না—হোমিওপ্যাথি স্কুলে।

শিব। ও তো পড়বার দরকার হয় না। ও তোমার নামের পাশে M. B. (Chicago) লিখে Practice আরম্ভ করে দাও। তোমার বাবার তো মহাজন নেই—তাঁর খাতকদের গলা টিপে ধরবে আর মারবে—ব্যস।

সতীশ। আজ্ঞে—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তো লোক মরে না কাকাবাবু।

শিব। কে বলেছে তোমায়? ডাক্তারের তেমন হাতযশ থাকলে হোমিও প্যাথিতেও মেরে ফেলতে পারে। তারপর—কি মনে করে?

সতীশ। একবার উপীনদার সঙ্গে দেখা কোরব।

শিব। ও, উপীনের সঙ্গে দেখা করবে। তা বেলা সাড়ে আটটার সময় এসেছ কেন? এখনো তার তৃতীয় প্রহর রাত। এ সময়ে বাবাজী ত শুনতে পাই বড় একটা ওঠে না। তা তুমি কি চা-টা খাও না?

সতীশ। আজ্ঞে না।

শিব। চা খাও না কেন? কলকাতায় থাক—ডাক্তারী পড়—আর চা খাও না? মুর্গী খাও?

সতীশ। আজ্ঞে না—

শিব। তবে কি করলে এতদিন ধরে? তোমার বাবা কেমন আছেন?

সতীশ। খুব ভাল নয়—এই শীতকালটায় ক'বছর ধরেই শরীরটা তাঁর ভাল যাচ্ছে না।

শিব। Very bad symptom, আমারও তাই—Pension নেওয়ার পর থেকে শরীরের সঙ্গে Systemগুলোর ঠিক সন্ধি হচ্ছে না। ওরে ভূতো—

ভূতোর প্রবেশ

ভূতো। বাবু—

শিব। পুরুতঠাকুর মশায়কে একবার বৈঠকখানা ঘরে ডেকে দিস, এক দান রংয়ে বসা যাক। বুঝলে সতীশ, চাকরী ছাড়ার মুস্কিল এই—Time hangs heavy on me—সময় আর কাটতে চায় না। তাই বৌমার বাপকে গালাগাল দিই আর পাশা খেলি। তুমি ছিলে বলে গালাগালিটা আজ জমল না।

(প্রস্থান)

হন্তদন্ত হইয়া দিবাকরের প্রবেশ

দিবাকর। ঠাকুর, শীগগির ভাত দাও—শীগগির ভাত দাও। নটা বেজে দশ মিনিট। যা হয়েছে তাই।

সতীশ। ওরে দিবাকর—তোর কাছে একটা দরকার আছে।

দিবা। এখন নয়—বিকেল পাঁচটার পর।

সতীশ। একটা কথা—বড়দিনের সময় এক রাত্তির থিয়েটার আছে—তুই বাঁশী বাজাবি?

দিবা। আমার পরীক্ষা সত্যেদা।

সতীশ। সে তো মার্চ মাসে।

দিবাকর। তা হোক—তুমি এখন যাও—বড় তাড়া—

সতীশ। তুই কি রে?

সতীশের প্রস্থান ও মহেশ্বরীর প্রবেশ

মহে। ও দিবু—তোর গলা শুনে এলাম—একবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে পূজোটা সেরে আয় দাদা। সমস্ত যোগাড় ঠিক আছে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার—যা—

দিবা। আমি পারব না দিদি—আমার কলেজের প্রথম ঘণ্টা তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে।

মহে। তোর প্রথম ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যাবে বলে ঠাকুর পূজো হবে না রে? তুই বলিস কি?

দিবা। কেন ভট্‌চায্যি মশায় কোথায়? তাঁর কি হল?

মহে। কেন তাঁর কথা কি তুই জানিস নে নাকি? তিনি ত.বাবার সঙ্গে এই পাশা খেলায় বসলেন। খেলা ভাঙ্গতে কত বেলা হবে তার ঠিক কি? তিনি উঠতে চাইলেও বাবা তাঁকে উঠতে দেবেন না।

দিবা। তাহলে মেজদাকে বল—আজ তাঁর কাছারী বন্ধ।

মহে। ধীরেনের কাল থেকে শরীর ভাল নেই, সে নাইবে না, পূজো করবে কি করে?

দিবা। তাহলে ছোড়্দাকে বল।

মহে। সে কি কোনও দিন পূজো করে যে আজ করবে? তার ওপর উপীন কাল থিয়েটার দেখে এসেছে—এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি—বিছানায় শুয়ে।

দিবা। কোনও না কোনও কাজে রোজই আমার প্রথম ঘণ্টা চলে যায়—আমি পরীক্ষা দেব কি করে?

মহে। তোমার পরীক্ষা না দিলেও যদি বা চলে কিন্তু ঠাকুর পূজো না হলে ত চলে না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারিনে—আমার কাজ আছে।

ঠাকুর। (নেপথ্যে) ও দিবাবাবু, আসুন না, ভাত দিয়েছি।

মহে। (নেপথ্যাভিমুখে) আচ্ছা ঠাকুর তোমার কি একটু আক্কেল নেই? আমি ওকে পূজো করতে পাঠাচ্ছি, এই সময় তুমি ভাত বেড়ে ডাকাডাকি করছ? ভাত এখন তুলে নিয়ে যাও—পূজো হয়ে গেলে তার পর দিও—

মহেশ্বরীর প্রস্থান ও সুরবালার প্রবেশ

সুরবালা। ঠাকুর পো। স্কুল যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

প্রস্থান

দিবা। আচ্ছা—যাই, যাহোক করে পূজো সেরে আসি। উঃ মাগো—

প্রস্থান

—দৃশ্যান্তর—

পাশে উপেন্দ্রর শয়নঘর। তখন পর্যন্ত উপেন শুইয়া। সুরবালা দিবাকরকে লইয়া আসিল, একটি রেকাবিতে ৪টি সন্দেশ দিবাকরের হাতে দিল। দিবাকর সন্দেশ লইয়া চলিয়া গেল।

উপেন। ব্যাপার কি?

সুরবালা। এ কি! তুমি জেগে আছো নাকি?

উপেন। ঘণ্টা দুই—এগারটা পর্যন্ত মানুষ ঘুমুতে পারে?

সুর। তুমি সব পার। নইলে মানুষ এগারটা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকতে পারে?

উপেন। সবাই পারে না, আমি পারি, কারণ শুয়ে থাকার মত ভাল জিনিস সংসারে আমি দেখতে পাই না। সে যাই হোক দিবাকরের কি হল?

সুরবালা উপেন্দ্রর বিছানার কাছে গিয়া প্রায় তার কানে কানে বলিল।

সুরবালা। ঠাকুর পো রাগ করে না খেয়ে কলেজে যাচ্ছিল তাই ডেকে পাঠিয়ে ছিলুম।

উপেন। হেতু?

সুরবালা। রাগ সত্যিই হয়, ও বেচারার সকালে পড়বার সময় নেই—সকালে বাজারে যেতে হবে, ফিরে এসে ঠাকুর পূজো করতে হবে, এগারটা বারটা বেজে যায়—খায় বা কখন—কলেজেই বা যায় কখন।

উপেন। ঠিক বোঝা গেল না—পুরুত ঠাকুর মশাইয়ের জ্বর নাকি?

সুরবালা। জ্বর কেন হবে? তোমার যেমন কথা। তিনি বাবার সঙ্গে পাশা খেলতে বসেছেন। আর তাঁরই বা অপরাধ কি। বাবা ডেকে পাঠালে তিনি আর না বলতে পারেন না।

উপেন। তা তো পারেন না—শুনেছিলাম তো ভূতোর সঙ্গে তিনিই বাজারে যান।

সুরবালা। সে দু-একদিন সখ করে গিয়েছিলেন। এখন ঠাকুর পো রোজই যায়।

উপেন। এইবার বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। আচ্ছা—

পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সুরবালা। কর কি? আবার পাশ ফিরে শুচ্ছ যে?

উপেন। পাঁচ মিনিট—বিশেষ আশঙ্কা নেই—তুমি ঠাকুরকে চায়ের জল চাপাতে বল—ঘড়ি দেখ, পাঁচ মিনিটের ওপর সাড়ে পাঁচ মিনিট হবে না।

সুরবালার প্রস্থান ও ক্ষণকাল পরে চা লইয়া প্রবেশ। ভূতো চিঠি আনিল। উপেন্দ্র ততক্ষণ উঠে বসেছেন, চা লইলেন।

সুরবালা। মুখ ধোবে না।

উপেন। না—সকালে উঠে একবার মুখ ধুয়েছি—বারবার মুখ ধোবার আবশ্যক কি? তারপর ভূতো তোমার খবর কি?

ভূতো। চিঠি।

উপেন। দাও, একেবারে দুখানা চিঠি? এক হাতে ঢাল—এক হাতে তলোয়ার, এক হাতে চা—এক হাতে চিঠি, কাকে দেখি—কাকে রাখি?

সুরবালা। আগে চা খাও—তার পর চিঠি প'ড়ো—

উপেন। বাঃ, চমৎকার পরামর্শ! এইজন্যই বোধহয় মহাকবি গৃহিণীকে সচিব বলেছিলেন। আমি ত দস্তুরমত বিপদে পড়েছিলাম। ওহে ভূত—হলঘরে আজকের কাগজখানা থাকে ত নিয়ে এস।

ভূতো। আছে বাবু। এনে দিচ্ছি।

প্রস্থান

সুরবালা। এখানা ত দেখছি—বাবার চিঠি।

উপেন। ঠিক ধরেছ—হাতের লেখা তাঁরই বটে। আচ্ছা তুমি তবে সুরু কর—আমি চাটা খেয়ে নিই, হয়ত অত্যন্ত সুখবর আছে—"আগামী ৫ই মাঘ শচীর শুভ-বিবাহ, তুমি পশুরাজকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে এখানে আসিবে।"

সুরবালা চিঠি পড়িতে লাগিল। ভূতো কাগজ আনিল।

উপেন। দেখ ভূত—কারো ঘাড়েটাড়ে চেপ না যেন।

ভূতো। আজ্ঞে না—

উপেন। তোমার ছোট বৌদির বড় ভূতের ভয়—তোমার ভাই বেরাদারদের সব সাবধান করে দিও।

ভূতো। আমি তো আর সে ভূত নই বাবু।

উপেন। তবে তুমি কি ভূত? গো-ভূত?

ভূতো। আজ্ঞে না—আমি ভূতনাথ।

উপেন। আচ্ছা—

ভূতো। ছোট বৌদি?

সুরবালা। কি রে?

ভূতো। চারটে পয়সা।

উপেন। পয়সা কি হবে?

ভূতো। কলকাতা থেকে মেজিক খেলা এয়েচে—তাই দেখবো।

সুরবালা। আচ্ছা, খেলা দেখতে যাবার আগে নিয়ে যাস্।

ভূতোর প্রস্থান

উপেন্দ্র। পড়লে চিঠি?

সুরবালা। পড়লুম।

উপেন। যা বল্লুম তাই তো?

সুরবালা। প্রায়—শচীর বিয়ের কথাই বটে। সম্বন্ধ ঠিক করার জন্য তোমার ওপর জোর তাগাদা এসেছে।

উপেন। শচী তো নেহাৎ ছেলেমানুষ—তার বিয়ের জন্য তোমার বাবা এত ব্যস্ত হলেন কেন?

সুরবালা। তেরয় পা দিয়েছে—রোগা বলেই যা নিস্তার নইলে আমার মত বাড়ন্ত গড়ন হলে বিপদ হত।

উপেন। বিপদ আর কি? তোমার বাবার তো আর টাকার অভাব নেই? তোমার সময় আমি যেমন তাড়া করে গিয়েছিলুম সে রকম তাড়া করে যাবার লোক সংসারে কম নেই।

সুরবালা। তুমি কি বাবার টাকা দেখে গিয়েছিলে নাকি?

উপেন। "না" বলতে পারলে তোমার মান থাকে বটে—কিন্তু মিথ্যে কথাই বা বলি কেমন করে?

সুরবালা। বরং এইটাই তোমার মিথ্যে কথা। তুমি বাবার টাকা দেখে যাওনি। বাবার টাকা থাক বা না থাক—আমি যেখানে যে ঘরে জন্মাতুম—আমায় আনবার জন্য তোমাকে সেই ঘরে যেতে হত—বুঝতে পাচ্ছ?

উপেন। কতক কতক পাচ্ছি। আচ্ছা, ধর—তুমি যদি কায়েতের ঘরে জন্মাতে?

সুরবালা। বেশ যা হোক—বামুনের ঘরের মেয়ে বুঝি কায়েতের ঘরে জন্মায়? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর?

উপেন। তাইতো বটে। এইজন্যেই বোধ করি পশার হচ্ছে না।

সুরবালা। পশার হবে, হবে—খুব হবে, না-হয় একটু দেরীতে হবে। ততদিন তুমি দশটা-চারটে আমার কাছে হাজির থেকো, আমি তোমায় মাসে পাঁচশো করে দেব।

উপেন। আচ্ছা।

সুরবালা। যাক্—বাবার চিঠির কি উত্তর দেবে?

উপেন। খোঁজাখুজির দরকার নেই। পাত্র আপনি হাজির হবে।

সুরবালা। সত্যি, আমি বিশ্বাস করি,—শচীর পাত্র ঠিক হয়েই আছে—সে ছাড়া অন্য পাত্রে শচীর বিয়ে হবে না। তবে তুমি বাবাকে ওকথা লিখলে বাবা দুঃখু করবেন—রাগ করতেও পারেন।

উপেন। সত্যি, শচীর পাত্র ঠিক হয়ে আছে—তুমিও জান, আমিও জানি।

সুরবালা। আমি জানি? কে বল না?

উপেন। এখন বলব না—আগে সব ঠিক হয়ে যাক—

সুরবালা। কিন্তু শচীর যে একটু দোষ আছে।

উপেন। কিছু দোষ নেই—বেশ ভাল মেয়ে।

সুরবালা। না, আছে—গোপন করাটা ঠিক হবে না। একবার ওর কঠিন ব্যায়রাম হয়েছিল, সেই থেকে সামান্য একটু খুঁড়িয়ে চলে।

উপেন। কই—আমার চোখে ত পড়েনি কোনদিন?

সুরবালা। পুরুষ মানুষের চোখে কি কোনও দিন পড়ে? মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

উপেন। শচীর তো আর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। আশা করা যায় পুরুষের সঙ্গে হবে। কিছু গোলমাল হবে না—কারণ দিবাকর তোমার বোনকে অযত্ন করবে না—আর তুমি কিম্বা দিদি—শচীকে গঞ্জনা দেবে না।

সুরবালা। দিবাকর ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে?

উপেন। হ্যাঁ।

সুরবালা। বাবা রাজী হবেন না। ওঁর বাপ-মা নেই—বাড়ীঘর নেই—এক কথায় কিছুই নেই।

উপেন। সবই আছে যখন আমি ওর ছোড়দা।

সতীশ। (নেপথ্যে) উপীনদা এখনো ঘুমুচ্ছ নাকি? না ঘুম ভাঙ্গলো?

উপেন। স'তে না?

সতীশ। (নেপথ্যে) হ্যাঁ দাদা, আমি।

সুরবালার প্রস্থান

উপেন। আয়, আয়—এইখানেই আয়।

সতীশের প্রবেশ

স'তে ভাই, একটুখানি বোস—এক মিনিট। চিঠিটা অনেকক্ষণ এসেছে—পড়ে নি।

উপেন্দ্র চিঠি পড়িতে লাগিল

সতীশ। কোথাকার চিঠি দাদা?

উপেন। বলছি—পড়া শেষ হোক।

সতীশ। কি—কোনও খারাপ খবর নাকি?

উপেন। খারাপ বটে—তবে বর্তমানে যাদের সঙ্গে কারবার চলছে তাদের কেউ নয়—a man of the bygone days—rather a man from the pages of history.

সতীশ। চিনি ?

উপেন। না। (চিন্তা ও সঙ্কল্প) আজ রাতের ট্রেনে আমার সঙ্গে তোকে কলকাতা যেতে হবে।

সতীশ। কলকাতায় ? আমি ? এ হুকুমটা কোরো না দাদা। কলকাতা বেশ সহর, চমৎকার দেশ—কলের জল, হেদো—গোলদীঘি—

উপেন। কেন বল দেখি ? কি হল কলকাতার ? জায়গাটার কি দোষ ?

সতীশ। না, জায়গার দোষ নয়—আমার ধাতে সইল না।

উপেন। তুই দেখছি ঘা খেয়েছিস।

সতীশ। তা খেয়েছি দাদা—এক ঘায়েই ডাক্তারি পড়ার সখ ঘুচে গেল।

উপেন। সেটা খারাপ হয়নি। ডাক্তারিতে পড়েছিস তো—"বিষস্য বিষমৌষধি" —কলকাতায় গিয়ে যখন ঘা খেয়েছ তখন নিশ্চয় জেনো ঐ কলকাতাতেই তার ওষুধ আছে। অবশ্যি যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছা।

সতীশ। (এক মিনিট চিন্তার পর) যাব—

উপেন। তবে যা, বাড়ী থেকে বলে কয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে আয়।

সতীশ। পোশ বৌঠান সঙ্গে যাবেন ?

উপেন। না—আমি আর তুই।

সতীশ। তাহলে ত তুমি যাবে আর আসবে।

উপেন। সেই জন্যেই তো তোকে সঙ্গে নিচ্ছি—দরকার হলে তুই থাকতে পারবি।

সতীশ। আচ্ছা।

সতীশের প্রস্থান ও সুরবালার প্রবেশ

সুরবালা। তুমি আমার ওপর রাগ করে কলকাতা যাচ্ছ ?

উপেন। হঁ্যা ?

সুরবালা। আমার ওপর রাগ করা তোমার উচিৎ ?

উপেন। অনুচিত নয়। তুমি যদি স্ত্রী হয়ে স্বামীর কথায় অবিশ্বাস করতে পার—আমি পুরুষমানুষ হয়ে রাগ করতে পারি নে ?

সুরবালা। আমি অবিশ্বাস করিনি। তুমি দিবাকর ঠাকুরপোর সঙ্গে শচীর বিয়ের সম্বন্ধ কর। তুমি যা করবে তাতেই শচীর ভাল হবে।

উপেন। তবে যাও চট করে দিদিকে একবার ডেকে দাও।

সুরবালা। কলকাতা যাবে না তো?

উপেন। কলকাতা যাব অন্য কারণে। আমার এক বাল্যবন্ধুর কঠিন অসুখ—বিপদে পড়ে আমায় ডাকছে—এই চিঠি—না গেলে কি চলে?

সুরবালা। তবে ঘুরে এসো—শিগগির ফিরো।

উপেন। শুধু দু'দিনের ছুটি—মঞ্জুর তো?

সুরবালা। মঞ্জুর।

উপেন। দিদিকে ডেকে দাও।

হাসিতে হাসিতে সুরবালার প্রস্থান। উপেন্দ্র আর একবার পত্রখানি তুলিলেন। মহেশ্বরীর প্রবেশ।

মহে। হ্যাঁরে উপীন—বেলা বারটা বাজে যে। স্নান করবিনে? খাওয়া দাওয়া করবিনে?

উপেন। সে হবে'খন দিদি—এসো একটা পরামর্শ করা যাক।

মহে। কি পরামর্শ।

উপেন। শ্বশুর মশাইয়ের সব খবর রাখ তো! বক্সারে থাকতে তোমাদের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

মহে। হ্যাঁ, তা ছিল।

উপেন। শ্বশুর মশাইয়ের অগাধ সম্পত্তি—তোমার কি মনে হয়?

মহে। দেশে জমিদারী আছে, নিজে যথেষ্ট রোজগার করেছেন—এখনও করছেন।

উপেন। পশু আর শচী দুই বোন—ওরাই তো সব পাবে—শ্বশুর মশাইয়ের ত আর ছেলে নেই?

মহে। হ্যাঁ—তা পাবে বৈকি।

উপেন। তবে? এত সম্পত্তি বেহাত হতে দেওয়া তো সুবুদ্ধির কাজ নয়।

মহে। তা তো নয়। তা কি উপায়ে সম্পত্তি হাত করবে?

উপেন। আমি বলি শচীর সঙ্গে দিবার বিয়ে দেওয়া যাক।

মহে। তা বেশ তো! তবে শচীর একটু দোষ আছে—দিবা কি রাজী হবে?

উপেন। কেন হবে না দিদি? সংসারে তার আপনার বলতে কেউ নেই। তার পক্ষে এ সুবিধা ছাড়া শুধু বোকামি নয়—পাপ।

মহে। তুই নেয়ে নে ভাই—বেলা হয়েছে।

প্রস্থান

দিবাকরের প্রবেশ

উপেন। কি রে কলেজ পালিয়ে এলি নাকি?

দিবা। না—প্রফেসার ব্যানার্জির অসুখ—English poetry আর General Philosophyর ক্লাশ বন্ধ।

উপেন। তোর বিয়ের সম্বন্ধ করলুম তোর ছোট বৌদির বোন শচীর সঙ্গে—খুব ভাল মেয়ে—পায়ে একটু খুঁত আছে—সে কিছু নয়। এক্ষুনি শ্বশুর মশায়কে চিঠি লিখতে হবে। তোর কিছু বলবার আছে?

দিবা। আজ্ঞে দেখুন—

উপেন। "আজ্ঞে" "দেখুন" "হয়তো" ওসব ভণিতার কথা শুনতে চাইনা; তোমার মত কি অমত স্পষ্ট করে বলো—আমি চিঠি লিখে স্নান করবো—ভাত খাবো।

দিবা। আমি ভেবেছিলাম—বিয়ে কোরব না।

উপেন। কেন? দেশহিতৈষী হবে—না থিয়েটার করবে?

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কিসের?

উপেন। তাড়াতাড়ি কিছু নয়। বিয়ে হবে তোমার এগজামিনের পর—ধরো বৈশাখ মাসে—

দিবা। একটু ভেবে দেখা তো উচিৎ।

উপেন। তা উচিৎ বৈকি? তুমি বিয়ের ভাবনা ভাব—তোমার পরীক্ষার ভাবনা কি আমি ভাববো?

দিবা। দেখুন—এরকম দায়িত্ব গ্রহণের আগে—

উপেন। বিজ্ঞের মত কিছু বলা দরকার, কেমন? শোন দায়িত্ব তোমার কিছু নেই—তুমি বিয়ে করেই খালাস। এই চেয়ারে বোসো—কি ভেবে দেখতে চাও ভাবো, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কি ভাবা যায়?

সুরবালার প্রবেশ

উপেন। ভাববি কিরে বাপু? বিয়ে করবার সময় দুটি বিষয় ভাবতে হয়—এক পরিবার প্রতিপালন করতে পারব কি না—আর, পছন্দ হবে কি না। আপাততঃ প্রতিপালন তোমায় করতে হবে না—শ্বশুর মশাইয়ের অনেক টাকা—সে ভাবনা তোমার নেই। বাকি রইলো পছন্দ অপছন্দ। তা একবার বক্সারে গিয়ে মেয়ে দেখে এসো—

দিবা। আমি ভাবছি বড়লোকের মেয়ে—

উপেন। বড়লোকের মেয়ের অপরাধ? এ বাড়ীতে আরো বড়লোকের মেয়ে এসেছেন? একথা বল্লে তাদের অপমান করা হয়। তোমার চোখের সামনে আর একজন বড়লোকের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর কোন গ্যাদা গুমোর দেখেছো কোনদিন?

দিবা। ক্ষমা করুন বৌদি—আমি বড়লোকের মেয়ের দোষের কথা বলছিনে। আমার আপত্তি—আমি নিজে গরীব—

উপেন। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী—এ কথা মান তো?

দিবা। এ কথা না মানলে নরকেও আমার স্থান হবে না।

উপেন। আরে বাপরে—স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য—অত ঘোরালো করে কথা বলতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন—আমি বলছি, শচীকে বিয়ে করলে তোমার ভাল হবে।

সুরবালা। ঠাকুরপো! তোমার দাদা যখন বলছেন এ বিয়েতে তোমার ভাল হবে—আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পারি তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে—ওঁর কথা কখনো মিছে হয় না।

উপেন। অকাট্য যুক্তি! আর তোমার আপত্তি করার কিছু নেই তো?

দিবা। আজ্ঞে না। বৌদি! আপনি যদি এ বিয়েতে সুখী হন—আমি এ বিয়ে করব।

উপেন। বাধিত হলাম। যাও, এইবার খেয়েদেয়ে পড়াশুনা কর গে। দিনরাত বিয়ের কথা ভেবে ভেবে এগজামিনটি ফেল কোরো না যেন।

দিবাকরের প্রস্থান

"পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ"—বিয়ে করবার ষোলআনা ইচ্ছে—তবু বলবে "উচিৎ-অনুচিৎ"—বড়লোকের মেয়ে, হ্যান ত্যান—সাত সতেরো।

সুরবালা। বাবা আসছেন— তুমি শিগগির যাও নাইতে।

উপেন। দিবাটা এক কথায় রাজী হলে কি আর এত দেরী হতো ?

সুরবালার প্রস্থান ও শিবপ্রসাদের প্রবেশ

শিব। উপীন, তুমি এখনো বাড়ীতে রয়েছো। কাছারীতে গেলে না ?

উপেন। আজ্ঞে না—শুনেছি আজ কিসের একটা ছুটি আছে—

শিব। শুনেছ—সঠিক জানা নেই তোমার ?

উপেন। আজ্ঞে না—

শিব। তোমার এই ভাবটা কিছুদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করে আসছি উপীন, এটি ভাল নয়। নীলাম্বরবাবুও সেদিন বলছিলেন—তুমি প্রায়ই কোর্ট কামাই কর—ছেলেবেলায় তোমার ত এরকম স্কুলপালানো অভ্যেস ছিল না ? হেতু কি ?

উপেন। কাজকর্ম থাকে না—শুধু শুধু Bar Libraryতে বসে কাগজ পড়া—না-হয় তাস খেলা—ভাল লাগে না।

শিব। কাজকর্ম নেই বলে যাও না ? না, আদালত যাও না বলেই কাজকর্ম পাও না ? তুমি কি মনে করেছ বল তো ? আমি তোমার জন্যে খুব চিন্তিত আছি উপীন—

উপেন। মনে আর কি করব বাবা—মনে আমি কিছু করিনি—

শিব। জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও বাবা—টাকা উপার্জন করতে হবে নিজের চেষ্টায়। উপার্জন যদি করতে না পার, তুমি যে M.A., D.L, PRS.—এটা ভুলতে লোকের দু'দিন দেরী হবে না।

উপেন। সেটা বুঝতে পারি বাবা।

শিব। বুঝে সুঝে চুপ করে বসে আছ এইটেই বড় ভাবনার কথা উপীন। তোমার শ্বশুর মশাই তোমায় লাখ দু'পাঁচ দিয়ে যেতে পারেন—কিন্তু তার ওপর তো নির্ভর করা চলে না।

উপেন। আমি শ্বশুরের টাকার প্রত্যাশা করেছিনে বাবা—

শিব। দেখো তুমি উল্টো বুঝে বসে আছ। আমি তা বলছি না। প্রত্যাশা কেন করবে না ? খুবই প্রত্যাশা করবে—ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদেরই—হয়তো তিনি তোমাদেরই দিয়ে যাবেন কিন্তু না দিতেও পারেন—সেটা তার মর্জি, বুঝেছ ?

উপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিব। যে দিনকাল পড়েছে—কিছুই বলা যায় না। রায়বাহাদুর ত আছেনই—হয়তো Knight হবার সখ হলো—পাঁচ লাখ টাকা দান করে বসলেন—গেরো কি একরকম—তোমার সব upset হয়ে গেল। ছোট বৌমা অবশ্যি বলবেন—

মহেশ্বরী ও সুরবালার প্রবেশ

—ওঁর বাবা ঋষি তপস্বী মানুষ—কিন্তু যে মানুষ মাসে ২৫।৩০ হাজার টাকা রোজগার করেন—তাঁকে উনি ঋষি বললেও আমি বলি কি করে ?

উপেন। বাবা, আমি আজ একবার কলকাতায় যাব।

শিব। সে ভাল—আমিও তাই ভাবছি কদিন থেকে—ডিষ্ট্রিক কোর্টে তোমার সুবিধে হবে না—কলকাতায় গিয়ে হাইকোর্টের হালচালটা একবার দেখে এসো।

উপেন। আমায় অন্য কাজে যেতে হবে—

শিব। অন্য কি কাজ ?

উপেন। আমার এক বাল্য বন্ধুর খুব অসুখ—আপনিও তাকে জানেন—

শিব। কে বল তো ? কার ছেলে ?

উপেন। আপনি যখন নোয়াখালিতে বদলী হন—আমার সেই সময়কার মাস্টার মশাই রামগোপালবাবু—তাঁর ছেলে হারাণ—এক রকম মৃত্যু শয্যায়—এই চিঠি এসেছে—

শিব। হারাণ ? হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ মনে আছে—লম্বা পাতলা চেহারা—খুব ভাল ছেলে ছিল—তোমার দু'ক্লাশ ওপরেই পড়তো বোধ হয়।

উপেন। হ্যাঁ, আমায় খুব ভালবাসতেন হারাণদা।—চিঠিখানা পড়ে বড় কষ্ট হল বাবা—

শিব। তাইতো, হারাণ ছোকরা মৃত্যুশয্যায় ? বিয়ে-থা করেছিল ? কি কাজ করতো ?

উপেন। সে সব কথা চিঠিতে লেখেননি। বুড়ো মায়ের কথা বার কয়েক লেখা। মনে হল—মার কথা ভেবেই তিনি শান্তিতে মরতে পারছেন না—

শিব। শান্তিতে মরা—ওটা একটা কথার কথা—শান্তিতে কেউ মরে না—মৃত্যুতে কষ্ট আছেই—

উপেন। না বাবা—কষ্ট রোগের—মৃত্যুতে তার শান্তি—আমার মনে হয় মৃত্যু ঘুঠিক মের নতন—

শিব। না না, ওসব কথা বলো না উপীন—হারাণ সেরে উঠুক—সেরে উঠুক। ওর মা বেঁচে আছেন—ও যেন না মারা যায়। তুমি আজ রাত্তিরেই যাও উপীন—চেষ্টা করা দরকার।

উপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই ঠিক করেছি।

শিব। যা রে মহেশ্বরী—ঠাকুরকে খেতে দিতে বল—আঃ, মনটা খারাপ হয়ে গেল, এইটেই বুড়ো বয়সের দোষ—মন কোনও রকম ওলোট পালোট সইতে পারে না—অসুখটা কি ছিল লিখেছে?

উপেন। আজ্ঞে না—শুধু জানিয়েছে আমি দিনে-দিনে তিলে-তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি—

শিব। থাক থাক, আর ওকথা আলোচনার দরকার নেই—ছেলে ছোকরা—জীবনের ঠিক উন্নতির সময়টিতে তিল তিল করে মারা যাচ্ছে—ওঃ এর চেয়ে করুণ আর কিছু নেই। চল উপীন—আমার সঙ্গে বসে খাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—হারাণবাবুর বাড়ী। পাথুরেঘাটা গলির ভিতর অপরিষ্কার পরিত্যক্ত ঘর, অন্ধকার ঘরে লোকজন কেহ নাই, একধারে ছেঁড়া তোষক বালিশ ইত্যাদি, সতীশ ও উপেন্দ্রর প্রবেশ।

সতীশ। নীচে ত কারো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না—ওপরেও কেউ আছে বলে মনে হয় না, এ যেন ছেলেবেলার গল্পের সেই নির্বান্ধব পুরী, হয় ভূতের বাড়ী—না-হয় চোর ডাকাত থাকে।

উপেন। তুই থাম সতে। বাড়ী এই বটে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই, ৮।১০ বছর আগে একবার এসেছিলুম হারাণদার সঙ্গে, প্রথমটা ঠিক করতে পারিনি—

সতীশ। এ বাড়ীতে তোমার কি দরকার থাকতে পারে উপীনদা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এখানে খুব সম্ভব কেউ থাকে না—আর যদিও বা থাকে—তারা খুব ভাল লোক নয়।

উপেন। তুই একটু থাম দিকিনি ভাই—আমি হারাণদাকে একটা ডাক দিয়ে দেখি—"হারাণদা, ও হারাণদা—"

নেপথ্যে নারীকণ্ঠ—কে ?

দরজা খুলে দিতে বলুন—হারাণদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি থাকেন এ বাড়ীতে ?

নেপথ্যে নারীকণ্ঠ—যাচ্ছি, একটু দাঁড়ান

কিরণময়ী প্রবেশ করিলেন—বেশ সুসজ্জিতা, অসাধারণ রূপসী—সে রূপ দেখিয়া উপেন্দ্র ও সতীশ চমকাইয়া উঠিল, এখানে এতখানি রূপের দেখা মিলিবে কেহই আশা করে নাই। সতীশ উপেন্দ্রর গা ঠেলিয়া দিল।

উপেন। হারাণদা কোথায় ?

কিরণ। আপনারা কারা ? কি জন্য এখানে এসেছেন ? এখানে কেউ বড় আসে না—আমরা একাই থাকি—

উপেন। হারাণদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—আছেন তিনি বাড়ীতে ?

কিরণ। আপনার নাম কি উপেনবাবু ? ভাগলপুর থেকে আসছেন ?

উপেন। হ্যাঁ, হারাণদা আছেন ?

কিরণ। হ্যাঁ, আছেন—উঠতে হাঁটতে পারেন না। আমায় বলছিলেন বটে, "উপীনকে চিঠি দিয়েছি সে নিশ্চয়ই আসবে"। আপনি যে পত্র পাঠ চলে আসবেন আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারিনি—সেইজন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না।

সতীশ। বিশ্বাস করেননি কেন ?

কিরণ। শুধু বাল্যবন্ধুর উপকার করতে ভাগলপুর থেকে ট্রেন খরচা করে কলকাতায় আসে—এতখানি নিঃস্বার্থ মানুষ আমি আজও দেখিনি।

উপেন্দ্র ও সতীশ দৃষ্টিবিনিময় করিল।

আপনারা এই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন কেমন করে ?

সতীশ। অতি কষ্টে—দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে।

কিরণ। খুব দুঃসাহসের কাজ করেছেন—সিঁড়ির অনেকগুলো ইট আলগা হয়ে আছে—এখানে সেখানে ফাটল আছে—ইঁদুরের গর্ত আছে—মাঝে মাঝে সাপও বেরোয়—

সতীশ। আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন না তো ?

কিরণ। না, সাবধান করে দিচ্ছি। আমরাই রাত্রে নীচে নামিনে—মানে বাড়ীটা অত্যন্ত পুরানো কিনা—

সতীশ। সেটা আপনি পরিচয় না দিলেও বোঝা যায়—যাক্—এখন আমরা নিরাপদ কি?

কিরণ। অনেকটা—তবে সম্পূর্ণ নয়। আপনারা কি ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন এখন?

সতীশ। ইচ্ছেটা তো সেই রকমই ছিল—এখন আপনার অনুগ্রহ।

কিরণ। তাহলে আপনাদের এইখানেই আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি খোঁজটা নিয়ে আসি। উনি সব সময়ে সকলের সঙ্গে দেখা করেন না—ভুগে ভুগে খুব খিটখিটে হয়ে পড়েছেন—সামান্য কারণে রেগে ওঠেন।

উপেন। আপনি জেনে আসুন—আমরা অপেক্ষা করছি।

কিরণময়ীর হাতে হারিকেন ছিল—সেটা লইয়া প্রস্থানোদ্যত।

সতীশ। আলোটা এখানে রেখে গেলে কি আপনার বিশেষ ক্ষতি হবে? আমরা নিয়ে সরে পড়ব না—

কিরণ। তা জানি—আলোটা রেখে গেলে ক্ষতি হবে না বটে—তবে অসুবিধা হবে। আচ্ছা, আলোটা এইখানেই থাক।

সতীশ। ধন্যবাদ।

কিরণময়ীর প্রস্থান

উপেন। তুই তো আচ্ছা ঠ্যাঁটা হয়েছিস স'তে। ভদ্রমহিলার মুখের ওপর এইসব কথাগুলো বলতে পারলি?

সতীশ। বলবার ইচ্ছে ছিল না মোটেই—ওঁর হালচাল দেখে কথাগুলো মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো—দাদা, অতিথি সৎকারের নমুনা দেখলে তো? আমাদের অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রাখবার ইচ্ছাটাই ছিল ওঁর।

উপেন। থাম, থাম—উনি বোধ হয় হারাণদার স্ত্রী।

সতীশ। বোধ হয় নয়—নিশ্চয়ই। সেটা বুঝতে পেরেছি "উনি" "ওঁর" এই সমস্ত কথায়। এখন কিছু বলব না দাদা—আগে তোমার হারাণদাকে দেখে নি। (হঠাৎ) ওরে বাপরে—ওকি ও?

উপেন। (সভয়ে) কি রে?

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। (খিল খিল করিয়া হাসিয়া) ভয় পেয়েছেন দেখছি—দেখুন, এটি আমার শ্বশুরের ভিটে—আপনারা অমর্যাদা করছেন।

উপেন। এমনি ভয় দেখিয়ে দিলে রাস্কেলটা। হঠাৎ এমনি করে উঠল।

সতীশ। ভয় কি সাধে দেখাই উপীনদা? আত্মরক্ষার জন্য ওটা আবশ্যক হয়েছিল। (কিরণময়ীর প্রতি) আপনার শ্বশুরের ভিটের অপমান করা উদ্দেশ্য নয়—বোধ হয় সাধ্যও নয়। বরং যথেষ্ট সম্মান করে আপনার আশ্রিত প্রজাপুঞ্জের পথ ছেড়ে দিয়ে এইটুকু জায়গা দখল করে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছি।

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

কিরণ। (হাসিয়া হারিকেন লইয়া) যাক্—আর আপনাদের কষ্ট দেব না—এইবার নির্ভয়ে রাজদর্শনে চলুন।

সকলের প্রস্থান

ঘরের ভিতর

ঘরের ভিতর একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে, মলিন শয্যায় কঙ্কালসার প্রায় মুমূর্ষু হারাণ শুইয়া আছে। কিরণময়ীর সঙ্গে উপেন ও সতীশ প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনজনে নিস্তব্ধ, সহজে কেহ কথা বলিল না।

হারাণ। আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর উঠতে বসতে পারিনে। তোমায় কষ্ট দিলাম ভাই, তুমি ছাড়া কেউ আসত না। তুমি আসবে—আমি জানতাম।

উপেন। তাই তো হারাণদা, এখানে এসে তোমার এ অবস্থা দেখব ভাবিনি। কি অসুখ? কতদিন ভুগছ?

হারাণ। বলছি—বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি, একসঙ্গে বেশী কথা বলতে পারি না। একটু জল দাও—জল খেয়ে নিই।

উপেন্দ্র জল দিল।

অসুখের কথা না বলাই ভাল। ওদিক দিয়ে আর কিছু করবার নেই। জ্বর কাশি—আমার সাম্‌নে বলে না—বোধ হয় টি-বি।

উপেন। একসঙ্গে বেশী কথা ব'লো না হারাণদা।

হারাণ। বেশী কিছু বলবার নেই—ছ'মাস শুয়ে। মাঝে মাঝে তোমায় মনে

পড়তো। মাস দুই-তিন আগে তোমাকে চিঠি দিলে হয়তো কিছু সুবিধা হতো—যাক্—সে তো আর হবার নেই।

উপেন। মা কোথায়? তিনি কেমন আছেন?

হারাণ। ভালই ছিলেন—আজ দিন আষ্টেক তাঁরও জ্বর—ঐ ঘরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। কিরণ! মাকে ডেকে দাও—বল উপীন এসেছেন।

কিরণ। মা এখন ঘুমুচ্ছেন। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন—ঘুমুলে তাঁকে যেন জাগান না হয়।

হারাণ। ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার। চুলোয় যাক্ ডাক্তার—তুমি যাও, তুমি যাও।

উপেন। থাকনা হারাণদা—তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই—কাল দেখা করলেই চলবে।

কিরণময়ীর প্রস্থান

হারাণ। বেশীক্ষণ তোমাদের এইখানে বসিয়ে রাখব না। এ নরক, এখানে দু'দণ্ড বসে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

উপেন। চুপ কর হারাণদা—আমার কিছু তাড়া নেই—অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারব—তুমি শান্ত হও—একটু জিরিয়ে নাও—তারপর কেন আমায় ডেকেছ ধীরে-সুস্থে বল।

হারাণ। না মলে আর শান্ত হব না ভাই। শোন, যেজন্য তোমায় ডেকেছি। ওকালতি আর করা হয়নি—মাষ্টারি করছিলাম। তিনটে মানুষের সংসার চলে যেত। দু-পাঁচ শো টাকাও জমেছিল—ছ'মাস শুয়ে আর কিছু নেই—এখন তো মরতে বসেছি।

উপেন। ওসব কথা এখন থাক হারাণদা—সে বুঝতে পারছি। আমি যখন এসে পড়েছি ও-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক—ব্যবস্থা হবে।

হারাণ। থাকবার মধ্যে আছে দু'হাজার টাকার একটা Life Insure—আর এই ভাঙ্গা পৈতৃক বাড়ীটে। তুমি উকিল, এর একটা লেখাপড়া করে নেবে—যাতে এ সকলের ওপর পুরোপুরি তোমারই হাত থাকে। তারপর রইলে তুমি, আর আমার বুড়ো মা—

উপেন। আর তোমার স্ত্রী।

হারাণ। আমার স্ত্রী কিরণ? হ্যাঁ, ওর বাপ-মা বেঁচে নেই—ওকেও দেখো।

সতীশ। আটটা বেজে গেছে উপীনদা—যতীশবাবুরা বোধ হয় ব্যস্ত হচ্ছেন।

হারাণ। কথা আমার শেষ হয়ে গেছে—এ ছেলেটি কে উপীন?

উপেন। আমার ছোট ভাই—বন্ধু, অনেক কিছু। ওকে তুমি তোমার ছোট ভাই বলে জানবে। ওর নাম সতীশ। আমার কাছে যা বলবার, ওর কাছে তা গোপন করবার আবশ্যক হবে না।

হারাণ। গোপন করবার কিছু নেই ভাই।

উপেন। এখন তাহলে উঠি হারাণদা—কাল সকালে এসে সব ব্যবস্থা করব। তুমি একেবারে হতাশ হয়ো না দাদা। ভগবান দয়া করলে তুমি এখনও সেরে উঠতে পারো।

হারাণ। ওসব স্তোকবাক্য আর দিও না ভাই—কোথায় উঠেছ?

উপেন। আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধুর ওখানে। তাহলে আসি হারাণদা।

হারাণ। দেখি তোমার হাতখানা, আর দু'এক মিনিট বস। ভেবে দেখি আর কিছু বলবার আছে কি না। ভগবান হয়তো আছেন। পৃথিবীতে যখন তোমার মতন মানুষ আছে ভগবান থাকলেও থাকতে পারেন।

পূর্বের অপরিচ্ছন্ন ঘর

অনঙ্গ ডাক্তার ও ঝি নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে।

অনঙ্গ। কই ঝি, তোমার বৌদি এলেন না?

ঝি। না—তিনি এখন আসবেন না। বাড়ীতে দুটি ভদ্দরলোক এয়েছে—তিনি কাজে ব্যস্ত আছে—তুমি বাড়ী যাও।

অনঙ্গ। ব্যস্ত আছে কি গো? কাজ তো আমারও আছে—

ঝি। তবে যাও না বাবু—কাজ থাকে কাজ কর গে—

অনঙ্গ। তুমি আর একবার যাও ঝি, বল বিশেষ জরুরী দরকার আছে।

ঝি। আপনি বোঝ না কেন ডাক্তারবাবু? সে আসবে না। তোমার নাম করতে আমায় গালাগাল দিলে। অতি বদমেজাজী মানুষ। আমি খুব বলেছি—আর বলতে পারব না। তুমি যাবে তো যাও—আর না যাবে তো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাক—সাপখোপে খায় তো খাক—আমি কি করব?

অনঙ্গ। আচ্ছা, আজ তাহলে আমি আসি। তুমি তাঁকে ব'লো—ডাক্তারবাবু সব কাজ ফেলে মা কেমন আছেন দেখতে এসেছিল।

কিরণময়ীর প্রবেশ ও ঝিয়ের প্রস্থান

কিরণ। মায়ের জ্বর সেই রকমই আছে—ঘুমুচ্ছেন। আজ আর দেখার দরকার হবে না।

অনঙ্গ। তাহলে আমি যাই—আমার অনেক রুগী—ডাক্তারখানায় আমার পথ চেয়ে বসে আছে। রাত আটটা বেজে গেল—বড্ড দেরী হয়ে গেল।

কিরণ। বেশ তো যাও না—তাড়াতাড়ি গিয়ে রুগী দেখ গে। যাও—আবার থমকে দাঁড়ালে কেন?

অনঙ্গ। তুমি কি মনে কর—আমি যেতে জানিনে?

কিরণ। এমন অন্যায় কথা কেন মনে করতে যাব? তা, হ্যাঁ ডাক্তার, কতগুলি রুগী তোমার পথচেয়ে বসে আছে শুনি?

অনঙ্গ। তুমি কি মনে কর কেউ আমায় ডাকে না?

কিরণ। আমার তো তাই ধারণা—

অনঙ্গ। একদিন সকালবেলা ডিস্‌পেন্সারির সামনের রাস্তা দিয়ে নিজের চোখে দেখে আসবে—

কিরণ। (হাসিতে হাসিতে) সেদিন গিয়েছিলুম—দেখলুম ভয়ানক ভীড়, যেন রাসের মেলা বসেছে।

অনঙ্গ। আচ্ছা, আচ্ছা, চেয়ে দ্যাখো—আমি যেতে পারি কি না।

কিরণ। যাচ্ছ তো?

অনঙ্গ। হ্যাঁ, যাচ্ছি।

কিরণ। বেশ যাও, কিন্তু জেনে যাও—এই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

ঠিক সেই সময় উপেন্দ্র ও সতীশ বাহিরে যাইবার জন্ত প্রবেশ করিল।

উপেন। আপনি বোধ হয় ডাক্তারবাবু? হারাণদাকে দেখতে এসেছেন? এখনো তিনি জেগে আছেন। (কিরণময়ীকে) আপনি ওঁকে নিয়ে যান।

কিরণ। এখন আর ওঁর যাবার দরকার হবে না। উনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন কিনা—তাই মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যান।

উপেন। দেখুন ডাক্তারবাবু, কাল সকালে আমি আবার আসব। সেই সময়টিতে আপনি যদি একটু সময় করে আসতে পারেন, হারাণদার স্থায়ী চিকিৎসার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করি।

কিরণ। সকালে ওঁর ডাক্তারখানায় ভয়ানক ভীড়—ওঁর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ থাকে না—সকালে কি উনি পেরে উঠবেন ?

সতীশ। খুব পারবেন—খুব পারবেন। না পারেন একটা ফি দেওয়া যাবে—তাহলেই পারবেন।

উপেন। আঃ সতে, তুই অতি অসভ্য, কথা বলতে জানিসনে, শুনছিস উনি এঁদের বিশেষ বন্ধু। কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, আপনার ফিস আমি আপনাকে দেব, একটু চেষ্টা করে দেখবেন।

অনঙ্গ। আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে—আজ আসি।

প্রস্থান

উপেন। আমরাও তাহলে আসি, নমস্কার। কাল আবার দেখা হবে।

কিরণ। উপীনবাবু! একটা কথা।

উপেন। কি বলুন ?

কিরণ। আপনি আমাদের কে ?

উপেন। কে ?

কিরণ। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করছি—আমাদের সঙ্গে আপনার কোনও আত্মীয়তা আছে কি না ? চিঠি লেখার আগে আর কখনো আপনার নাম শুনিনি।

সতীশ। আচ্ছা উপীনদা, এস না ছাই, রাত হয়ে গেল।

উপেন। যাচ্ছি রে, একটু দাঁড়া না। আত্মীয় আমি নই, বিশেষ বন্ধু।

কিরণ। ওঃ বন্ধু! এতেই এত ? আচ্ছা উপীনবাবু, আপনি সমস্তই কি আপনার নামে লিখে নেবেন ?

সতীশ। সেই রকমই তো স্থির হয়েছে।

কিরণ। স্থির হয়েছে! বেশ ভাল কথা। এতদিন কষ্ট করে যাহোক দু'সন্ধ্যে দু'মুঠো জুটছিল, এখন দেখছি পথে দাঁড়াতে হবে। বেশ তাই হোক—আপনারা সব ভাগ করে নিন।

সতীশ। যাঁর জিনিস সে যদি দিয়ে যায়—কারো কিছু বলবার নেই।

কিরণ। আমার আছে, মরণ কালে মতিচ্ছন্ন হয়। আমার স্বামীরও তাই হয়েছে। কিন্তু, আপনারা লিখে নেবার কে ?

সতীশ। কে তা জানি না, তবে হারাণবাবুর যে আজও মতিচ্ছন্ন হয়নি—ওঁর এখনও বুদ্ধি আছে—তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

কিরণ। চমৎকার! কিন্তু ইনি যে শেষকালে আমাদের পথে বসাবেন না তা কি করে জানব? কেমন করে বিশ্বাস করব, ইনি ফাঁকি দেবেন না?

উপেন। আচ্ছা থাক—আজ আমি আপনাকে কিছু বলব না।

সতীশ। আমি বলছি, আপনার সে কথা জানবার আবশ্যক নেই বৌঠাকরুণ!

কিরণ। বৌঠাকরুণ! আবশ্যক নেই!

সতীশ। না, আবশ্যক নেই। আপনি যদি নিজের অধিকার নিজে না নষ্ট করতেন, হারাণবাবু হয়তো এতখানি সতর্ক হতেন না। এতরাত্রে আপনার সঙ্গে ঝগড়া রাগারাগি করতে চাইনে—ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা একটু ভেবে দেখবেন—

কিরণ। আমার কথা উনি কি বলেছেন শুনি?

উপেন। কিছু বলেন নি, কিছু বলেন নি, আপনি সতীশের পাগলামীতে উত্তেজিত হবেন না। সতে, তোর কথাবার্তা ভদ্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তুমি অনধিকারচর্চা করছ, আর কথা ব'লো না—চল।

সতীশ। বেশ তাই—আর কোনও কথা বলব না—

উপেন। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। স্বামীর সম্পত্তি থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারও নেই। আমার মনে হয়, আপনাদের বিশেষ সুবিধা হবে ভেবেই হারাণদা একটা লেখাপড়ার কথা তুলছেন। এ ব্যবস্থায় যদি আপনার মত না থাকে আপনি যা যা করতে বলেন সেই ব্যবস্থাই করা যাবে। আপনার স্বামীর যা কিছু আছে আপনিই তা পাবেন, আগে থেকে মিথ্যে আশঙ্কা করবেন না। এস সতীশ—নমস্কার।

সতীশ ও উপেন্দ্র চলিয়া গেল। কিরণময়ী দাঁড়াইয়া রহিল।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—ব্যারিষ্টার যতীশবাবুর বাসা, বৈঠকখানা ঘরে চেয়ার টেবিল সাজান। যতীশ, উপেন্দ্র, শশাঙ্ক ও সরোজিনী বসিয়া কথোপকথন করিতেছে।

শশাঙ্ক। তাহলে উঠুন—আর দেরী কেন?

যতীশ। উপেনের জন্য তো ভাবনা নেই—আমি সতীশবাবুর জন্য ভাবছি—আচ্ছা আর একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক—

উপেন। আমি তো তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না, আমার অনেক কাজ—এই ক'ঘণ্টার মধ্যে সব সেরে নিতে হবে।

শশাঙ্ক। না—কাজ থাকলে আর আপনাকে অনুরোধ করা চলবে না—তাহলে চলুন, আমরা তিন জনেই যাই—

যতীশ। বাধ্য হয়ে হয়তো তাই যেতে হবে, কিন্তু তোমার বন্ধু সব ওলট-পালট করে দিলেন। আমরা মনে করেছিলুম আজ তাঁর গান শুনব, তারপর বোট্যানিকাল গার্ডেনে যাব। সকালে উঠে সতীশবাবু উধাও—

শশাঙ্ক। সতীশবাবুর গানের বদলে আমরা তাহলে Miss Chatterjeeর গান শুনব—

উপেন। না—সতেটাকে নিয়ে আর ভদ্রসমাজে মেলামেশা দায়।

যতীশ। উনি আমাদের মতন সাধারণ মানুষ নন বলেই আমাদের সাধারণ ভদ্রতার গণ্ডির মধ্যে থাকেন না—এই যেমন কবি শিল্পী—এঁরা আমাদের মত সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঠিক মিলেমিশে চলতে পারেন না। সমাজ এঁদের রক্ষা করে—এঁরাও সমাজকে রক্ষা করেন।

শশাঙ্ক। যাক্—আপনি গান ধরুন মিস্ Chatterjee।

সরোজিনী। আমার আবার গান! কাল রাতে সতীশবাবু গেয়েছিলেন—সে আশ্চর্য গান।

শশাঙ্ক। আমার তো খুব ভাল লাগে—আপনার চমৎকার কণ্ঠ।

বিহারীর প্রবেশ

উপেন এই তো সতীশের বাহন! তোমার বাবু কোথায় বেহারী?

বেহারী। কেমন করে বলব বাবু? আপনি বল্লেন, আমি খুঁজে দেখে এলাম, কোথাও নেই—

সরো। আমাদের আচার-ব্যবহার তাঁর ভাল লাগেনি বলে বোধ হয় আমাদের ওপর রাগ করে চলে গেছেন—

বেহারী। না দিদিঠাকরুণ, আপনি ও কথা ব'লো না—আমার বাবু তেমন না, যদি রাগ হত, তোমার মুখের উপর যা খুসী তাই বলে চলে যেত। তাছাড়া আপনার মা ঠাকরুণকে উনি মায়ের মত দেখে—মায়ের কাছে মায়ের রান্না খায়—তাঁকে না বলে কোথাও যাবে না।

বিহারীর প্রস্থান

উপেন। A humbag of the first water।

সরো। এ আপনার ভারী অন্যায় উপেনবাবু—humbug তিনি মোটেই নন—তাঁর রুচি যদি আপনার রুচির সঙ্গে না মেলে তো দোষ আপনার—তাঁর নয়।

উপেন। বেশ, বেশ—দোষ আমারই। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি সতীশ খুব ভাল লোক। আপনি আমাদের Mr. Roy কে একখানা গান শুনিয়ে দিন।

সরো। (গাহিল) বুঝি ডেকেছিলাম নীরব রাতে
কওনি কথা, দাওনি সাড়া
হয়ত ছিলে সাথে সাথে—

সতীশের প্রবেশ

যতীশ। এই তো সতীশবাবু—

শশাঙ্ক। গানটা নষ্ট করবেন না যতীশবাবু—আপনি গান সরোজিনী দেবী—

(গান চলিল) খুঁজে তোমায় পাইনি তখন
আঁখির আগে এলে কখন
শিশির ধোয়া শিউলি ঝরা।
শরৎ প্রাতে
আজ প্রভাতে।
অন্ধকারের আবরণে
দেখিনি ও মূর্তি কেমন
সেদিন যেমন ভেবেছিলাম

দেখেছি তুমি নও ত তেমন—
এলে সকল সুরের গানে
প্রাণের সম্মিলিত তানে।
তরুণ উষার অরুণ আলো
এলে আমার নয়ন পাতে
আজ প্রভাতে।

শশাঙ্ক। Really this is divine—এমন নইলে গান।

সতীশ। আপনার খুব ভাল লেগেছে?

শশাঙ্ক। Certainly—কেন, আপনার ভাল লাগেনি নাকি?

সতীশ। না, এই প্যানপ্যানানির নাম যদি গান হয় তো আমি নাচার—আপনি কখনও গান শোনেন নি—গানের কিছু বোঝেন না।

উপেন। আঃ সতীশ!

সতীশ। সরোজিনী দেবী, আপনি মনে কষ্ট পাবেন—তা আমি কি করব বলুন—মৌখিক ভদ্রতা আমার জানা নেই। তবে এ ধরনের গান আপনি আর গাইবেন না—

শশাঙ্ক। মিস্ Chatterjeeর গান আপনার ভাল না লেগে থাকে সতীশবাবু—সে দোষ তাঁর গানের নয়—আপনার কানের। আপনি যাকে গান বলেন—আমরা তাকে গান বলিনে।

সতীশ। আপনার মতামতের কোনও মূল্য নেই, মিষ্টার শশাঙ্ক বাবু সাহেব—

শশাঙ্ক। আপনার যদি European music কিছু জানা থাকত—

সতীশ। অনুমান করা যেতে পারে—আপনারও সেটা কিছু জানা নেই। দু'দিন বিলেতে থেকে ইউরোপের সব বিদ্যা পকেট ভর্তি করে এনেছেন—এ বিশ্বাস আপনার যদি থাকে আমার নেই—

শশাঙ্ক। যাক্ ইউরোপের কথা ছেড়ে দিন।

সতীশ। খুব ভাল কথা—এবার আপনার বক্তব্য বলুন।

শশাঙ্ক। আপনি যে গানের নিন্দা করলেন—সেই গানই তো এখনকার সভ্য-সমাজে সবাই ভাল বলেন—

সতীশ। সভ্য সমাজ মানে আপনাদের বিলেত-ফেরতের সমাজ—যাঁরা দেশের কোন খবরই রাখেন না—আর প্রতি কথায় সে-দেশের দোহাই দেন। সে-দেশেরও

কোন ধারই ধারেন না। নিজেদের মাথা তো নিজেরা খাচ্ছেনই—মেয়েগুলোকে আর নষ্ট করবেন না—

উপেন। আঃ সতীশ! তর্ক করতে চাও তর্ক কর—কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষকে ঠেস দিয়ে কথা ব'লো না—তুমি সরোজিনীকে অপমান করেছ।

সরো। না না, উপেনবাবু—আমার গান যদি ওঁর ভাল না লাগে—সেকথা উনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন—

উপেন। না, বলতে পারেন না। তাছাড়া আপনার গান মোটেই খারাপ নয়। অন্য ভদ্রমহিলারা ভদ্রসমাজে যেমন গান গেয়ে থাকেন সরোজিনী দেবীর গান তার চেয়ে ভাল বই খারাপ নয়।

শশাঙ্ক। Exactly so, আমার বলবার কথাও তাই।

সতীশ। সেটা যে আমি অস্বীকার করছি তা নয়। তবে ওঁদের এই ধরনের গান শুনলে আমার কান ঝালাপালা করে ওঠে।

সরো। আপনি আমাকে গান শেখাবেন।

সতীশ। আমার কাছে গান শিখলে সে গান তো আপনাদের সভ্য সমাজে চলবে না—

সরো। তা না চলুক—আমি সত্যিকারের ভাল গান শিখব—

সতীশ। নাই বা শিখলেন। কি হবে আপনার গান শিখে? পুরুষ মানুষের সামনে আর নাই বা নিজের বাহাদুরী দেখালেন?

সরোজিনী লজ্জিত হইল।

উপেন। আঃ সতে! তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।

বেহারী। বাবু! বাড়ীর ভিতর মা ঠাকরুণ আপনারে ডাকতিছেন—ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন—

প্রস্থান

যতীশ। মা, তুমি আবার কাকে লজ্জা করছ।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগৎ। তোমরা বাপু সোমত্ত বোনকে দশজনের সামনে বার করতে পার—আমাদের সেকালের অভ্যেস—আজও বাইরের ঘরে পা দিতে বুক দুরদুর করে। সবিটা তো লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে—পুরুষের বেহদ্দ। (সরোজিনী লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল) ইংরিজী লেখাপড়া শিখলেই কি অমন ধিঙ্গি হতে হবে?

উপেন। মা, আপনি শুধু শুধু সরোজিনীকে বকলেন। আমি ওকে গান করতে বলেছিলাম।

জগৎ। বলেছিলে বলেই যে গাইতে হবে এমন কি কথা বাবা? লজ্জা মেয়েদের ভূষণ। লাজ-লজ্জাই যদি না রইল—মেয়েদের রইল কি? তোমার বউটিকেও তো দেখেছি বাবা, দেখলে চোখ জুড়োয়। সে তো আর ত্রেতাযুগের মেয়ে নয়—ওসব আমার পোড়া কপালের দোষ।

সরো। দাদা একরকম বলবেন, তুমি একরকম বলবে—আমি কি করব বল দেখি মা?

জগৎ। কিছু করতে হবে না বাছা—তুমি যত পার পুরুষদের সঙ্গে নেচে নেচে বেড়াও। তা গাইলি গাইলি ঠাকুরদেবতার গান গা—শ্যামা বিষয়ের গান গা—তা নয় যত রাজ্যের বেহ্ম সমাজের বিদি-কিচ্ছি গান—তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু।

সতীশ। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে এক মত মা—

জগৎ। তুমি—উপীন—তোমরা না-হয় ঘরের ছেলে—তোমাদের সামনে না-হয় গাইলে—কিন্তু এ কি রকম বেহায়াপনা বল তো বাবা! যে বাড়ীতে আসবে তার সামনে ঐ আঠারো বছরের ধাড়ী মেয়ে টুংটাং বাজিয়ে গান করবে?

সতীশ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—সরোজিনী আর কখনও টুংটাং বাজিয়ে গান করবেন না, এখন থেকে শুধু প্যাঁ-পোঁ বাজাবেন আর গাইবেন।

জগৎ। তা হ্যাঁ বাবা সতীশ—তুমি নাকি আর আমাদের এখানে থাকবে না? আজই নাকি অন্য কোথাও চলে যাবে?

উপেন। না না, আপনি ভুল শুনেছেন মা—সতীশ যাবে না, আমি আজ ভাগলপুর চলে যাব।

জগৎ। তুমি যাবে তা তো জানি। আমি শুনলুম, সতীশ কলকাতায় কিছুদিন থাকবে—অথচ আমাদের এখানে থাকবে না।

উপেন। হ্যাঁরে সতে—এসব আবার কি? এখানে থাকবি না তো কোথায় থাকবি। আমি তোর ওপর একটা ভার দিয়ে যাচ্ছি।

সতীশ। ভার তোমার ঠিক রইল দাদা—সে তুমি ভেবো না।

উপেন। তোমার মতলবখানা কি শুনি?

সতীশ। ডাক্তারী বিদ্যেটা আর একবার তেড়ে ধরবো।

উপেন। কিছুতেই ছাড়বে না?

সতীশ। না দাদা, আমার আগেকার বাসাটা আজও খালি পড়ে আছে—বেহারীটাও সঙ্গে আছে—আর কেতাবগুলোও ইঁদুরে কাটেনি। আজ সন্ধ্যের পরই যাব।

উপেন। ভাবিয়ে তুললি সতে। এমনিতেই তো আমাদের দেশে যথেষ্ট লোক মরে—আমি ভেবেছিলুম তুই তাদের গান গেয়ে, সানাই বাজিয়ে আনন্দ দিবি, তাহলে তুইও শেষ পর্যন্ত তাদের মারবি?

জগৎ। আজ কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না বাবা, সে আমি বলে রাখছি। উপীন চলে যাক্—তারপর যেও। একদিন বাছাদের দুটো ভাল করে খাওয়ান হলো না। (সরোজিনীকে) বিবি সেজে তো বসে আছ—কোথায় যাওয়া হবে?

উপেন। ওঁরা একবার বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে যাবেন।

জগৎ। ওঁরা যাবেন মানে? তোমরা যাবে না?

উপেন। আমরা আর যেতে পারছি কই মা? আমার সেই বন্ধুটির সংসারের ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, সবই আজ আমায় শেষ করে ফেলতে হবে মা। আজ আমার পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। সতীশ, তৈরী হয়ে নাও।

জগৎ। খেয়ে যেও বাবা সতীশ—আমার নিরামিষ হেঁসেলে সব হয়ে গেছে। এরা দু'ভাই বাড়ীতে রইলো, আর তোমরা ভাই বোনে চললে চড়ুইভাতি করতে—চমৎকার ব্যবস্থা।

প্রস্থান

সরো। আজ আর আমি কোথাও যেতে পারব না, দাদা।

যতীশ। আচ্ছা, তুমি বাড়ীর ভেতর মায়ের কাছে থাক গে—মা বড্ড রাগ করেছেন—চেষ্টা করে দেখ যদি ঠাণ্ডা করতে পার।

সরোজিনীর প্রস্থান

চলুন Mr. Roy, আমি আর আপনি দুজনেই ঘুরে আসি।

শশাঙ্ক। Picnic in a park with a male co-partner—it looks odd Mr. Chatterjee.

যতীশ। আচ্ছা, তাহলে ভাই উপীন—তোমরা একটু বোস, আমি দশমিনিটের মধ্যে কাজটা সেরে আসছি।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, আমিও আসি—অনুগ্রহ করে আপনার carএ একটা lift দেবেন Mr. Chatterjee ?

যতীশ। Oh certainly—চলুন।

উভয়ের প্রস্থান

সতীশ। হেঁটে যান না মশাই।

উপেন। আজ আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করব সতে।

সতীশ। না—ঝগড়া ক'রো না।

উপেন। আচ্ছা, তোর কি হয়েছে ? পুরুষমানুষদের সঙ্গে না-হয় ঝগড়া করলি—ভদ্রমহিলাদের সম্ভ্রম রেখে কথা বলতে জানিস না ? সেদিন হারাণদার স্ত্রীকে যাচ্ছেতাই বললি—আজ বেচারা সরোজিনীকে না-হক কড়া কথা শুনিয়ে দিলি। তুই তো এমন ছিলিনে ?

সতীশ। হয়তো আগে ছিলাম না—সম্প্রতি হয়েছি। কারণ নিশ্চয়ই আছে দাদা, তবে আজ বলবো না।

উপেন। কিন্তু একজনের আচরণ দিয়ে কি সবাইকার বিচার করা উচিত ?

সতীশ। তাই তো তুমি করে থাকো দাদা, তুমি মনে কর—দুনিয়ার সব স্ত্রীলোক পোশ-বৌঠানের মত।

উপেন। কি অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে জানিনা—তবে আমার মতে—অবিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল।

সতীশ। যাই হোক উপীনদা—তোমার হারাণদার ওখানে তুমি আর যেও না—উনি লোকটি খুব ভাল নন—

উপেন। উনি কে ? হারাণদা ?

সতীশ। হারাণদা ভাল-মন্দের বাইরে। ওঁর মাকেও দেখিনি। আমি বলছি তৃতীয় ব্যক্তির কথা।

উপেন। তৃতীয় ব্যক্তির অপরাধ ?

সতীশ। অপরাধের কথা না বলাই ভাল দাদা। তোমার সুখের সংসার—বড় আনন্দের সংসার। কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না দাদা। আমি ওঁদের খোঁজ করব—তুমি আর ওখানে যেও না।

উপেন। শুধু শুধু ভদ্রমহিলার নামে কুৎসা করলে হবে না সতীশ। তাঁর সম্বন্ধে সত্যি তোমার কি মনে হয়েছে বলতে হবে।

সতীশ। স্বামী যার মরছে—সে সময়ে যে স্ত্রী সাজগোজ করে কপালে টিপ প'রে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে রসিকতা করে—স্বামীর সম্পত্তির লোভে ঝগড়া করে—তিনি বড় সহজ মেয়ে নন। একটু চোখ থাকলে তুমিই দেখতে পেতে দাদা। আর ঐ ডাক্তারটি—। তুমি মনে কোরো না দাদা, হারাণদা তোমায় হঠাৎ ডেকেছেন। অনেক ভেবেচিন্তে তোমার উপর ভার দিয়েছেন।

উপেন। সতীশ! তুমি এতখানি ইতর হয়ে গেছ, আমার সে ধারণা ছিল না—

সতীশ। আমি ইতর হয়েছি? কেন, মন্দকে মন্দ বলেছি—তাই? আচ্ছা, আমি ইতর হয়েছি—কিন্তু তোমায় অনুরোধ জানাচ্ছি—খাল কেটে কুমীর এনো না উপীনদা। চিরকালটা তুমি ভালর সঙ্গে মিশে ভাল হয়েই আছ—কিন্তু আমার মত ভালমন্দ দেখে যদি পাকা হতে, আমার এত কথা বলবার আবশ্যক হত না—তোমার নিজের চোখেই অনেক জিনিস ধরা পড়ে যেত।

সরোজিনী খালি পায়ে লালপেড়ে শাড়ী পরিয়া প্রবেশ করিল।

সরো। উপীনদা—আপনারা আসুন, মা ডাকছেন—

উপেন। বাঃ! সুন্দর—তোমায় যে বড় ভাল দেখাচ্ছে সরোজিনী দিদি। মা তাহলে ঠিকই বলেন—কি বলিস সতে? একবার ভাল করে চেয়ে দেখ—

সতীশ। (মৃদু হাসিয়া) কেন?

উপেন। দুনিয়ার কেবল খারাপই দেখে এসেছ—একটিবার ভাল দেখে নাও। আচ্ছা দিদি, তুমি যাও—আমরা আসছি।

লজ্জিতভাবে সরোজিনীর প্রস্থান

দেখ, বল আমায়—ঘটকালি করব?

সতীশ। তুমি কি আইবুড়ো মেয়ে দেখলেই বিয়ের সম্বন্ধ করবে নাকি?

উপেন। আমার স্বভাব জানিস তো ভাই—বিয়ের সম্বন্ধ করতে পেলে আমি আর কিছুই চাই না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—সতীশের বাসা। পাশাপাশি দুখানা ঘর—একটি ছোট, অপরটি বড়। বেহারী ও পূর্বেকার মেসের ঠাকুর কথা কহিতেছে।

বেহারী। বহুকাল পরে দেখা বাবাঠাকুর—ভাল করে বোসো। কেমন আছ? এক ছিলিম চড়াব নাকি বাবা?

ঠাকুর। তা চড়া—ওর তো আর সময় অসময় নেই—নাম করলেই খেতে হয়। তারপর, বাসার খবর কি? রাঁধে কে?

বেহারী। একটা খোট্টা বাউন বাবা—একেবারে জানোয়ার—কিচ্ছু জানে না—

ঠাকুর। ভগবান ওদের লেজ দিতে ভুল করেছেন—এই যা, নইলে ওরা কি মানুষ বেহারী?

বেহারী। ও বাসায় কাজ করে কে?

ঠাকুর। কত এল, কত গেল—এক মাসে চারবার লোকবদল হল। এখন এক বেটা এসেছে—বেটা গাঁজা সাজতেই জানে না। দুঃখের কথা আর কি বলব বাবা! তা তোদের কষ্ট হবে না, সাবি আমার চালাক মেয়ে—দুদিনে শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম করিয়ে নেবে। আমি এখানে আসব বেহারী—তুই আমার সাবি মাকে বলবি—আমি দু'টাকা বেশী পেলে আর সতীশবাবুর গায়ে লাগবেনি—বলে "ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি"। তা সাবি কোথায় গেল? গঙ্গা নাইতে গেছে বুঝি?

বেহারী। আজ্ঞে ঠাকুর মশাই—সে তো এখানে লেই—

ঠাকুর। আচ্ছা লেই তো লেই—বাবু বারণ করে দিয়েছে? ওসব আমার জানা আছে রে—জানা আছে। সাবি লেই—আর সতীশবাবু আলাদা বাসা করেছে—আমায় বাঙ্গাল পেলি নাকি বেহারী?

বেহারী। সত্যি বাবাঠাকুর—এই কলকে ছুঁয়ে দিব্যি করছি দেবতা, সে এখানে আসেনি। তার আর বাবুর সামনে আসবার মুখ লেই বাবা। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

ঠাকুর। কি দেখে এসেছিস—আমায় বল না বেহারী?

বেহারী। তোমায় বলতে পারি বাবা—তুমি আমার গুরুতুল্যি—সাবধান বাবা! বাবুর কানে না ওঠে।

ঠাকুর। উঠবে না রে বাবা, উঠবে না—তুই বল।

বেহারী। সে খারাপ হয়ে গেছে বাবাঠাকুর। বাবুর যখন জ্বর, এইদিন তার সেই মোক্ষদামাসীর বাসায় যাই—সে কি কাণ্ড বাবাঠাকুর, যদি দেখতে—সব কটা মদ খেয়ে হই হাই করছে—কেউ গান গাইছে, কেউ লাচতেছে—বাড়ীময় পাঁঠার হাড়, ডিমের খোসা, কঁ্যাকড়ার ঠ্যাং, পানের পিক—সে যেন লরক দেবতা। সাবিত্রীর ঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে দেখি সে মেঝের ওপর গালে হাত দিয়ে ব'সে, আর বিপিনবাবু—সেই মাতালটা—তার বিছানায় শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে লাক ডাকাচ্ছে। ওকে মা বলে ডেকেছি বাবা—বেটি লামে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। সে এখন বিপিন বাবুর ওখানে আছে।

ঠাকুর। সাবি তো তেমন মেয়ে ছিলকনি বেহারী—তুই ভুল দেখিসনি তো বাবা?

বেহারী। লা বাবাঠাকুর—আমি আর একদিন গিছলাম। সেদিন তার মোক্ষদামাসী আমায় সব কথা বললে—কেন যে মেয়েটি এমন হয়ে গেল—

ঠাকুর। কি জানিস বাবা, শাস্তরে আছে—ইস্ত্রীনাম চরিত্রং—ও কখন কি হয় সে দেবতারাই জানে না। তা ছাড়া নিমাইসন্ন্যাসে লেখা আছে—

বেহারী। তাই তো তোমায় সাবধান করছি ঠাকুর, ও-পথে আর যেওনি—

ঠাকুর। আরে দূর ব্যাটা পাগল—পাগল, সে যে ইস্ত্রী আর এ যে ইস্ত্রীনোক। দু'জন দুরকমের—ও কখনও এক হয় রে বাবা? তুই বাবুকে বলে রাখবি—

বেহারী। টাকা আমার কাছে আছে—আমি দিয়ে দিচ্ছি। টাকার কথা লা—বাবু আমার সে রকম লয়—

বেহারী বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া দিল।

এই লাও বাবা। আমি বাবুর মেজাজ বুঝে সব ঠিক করে লেব।

ঠাকুর। সাবিকে পস্তাতে হবেই—তুই দেখে লিস। তখন বলবি—"হ্যাঁ চক্কোত্তি বলেছিল বটে।" তবে তুই যেন বাবুর কাছে বিপিনবাবুর নামটি করবি নি।

বেহারী। কেন বাবাঠাকুর—লাম করতে দোষ কি?

ঠাকুর। আরে বাবা—এই থেকেই তো হত খুন, জখম, জেল, ফাঁসী—একবার চোখোচোখি হলে আর রক্ষে আছে?

বেহারী। পথে ঘাটে যদি দেখা হয় বাবা?

ঠাকুর। মুখ্যু আর কাকে বলে। সে কি বিপিন মাতালের দাসীবিত্তি করতে গেছে রে বেহারী? সে এখন গাড়ীঘোড়া চড়ে বেড়ায়—পথে দেখা হবেক নি—

বেহারী। আশীর্বাদ কর বাবাঠাকুর সে রাজরানী হোক—গাড়ীঘোড়া চড়ুক—আমার বাবুর সঙ্গে যেন চোখোচোখি না হয় বাবা। মেয়েটা বড় ভাল ছিল—হয়তো আমারই ভুল।

ঠাকুর। সে আমি মন্তর পড়ে ঠিক করে রাখব—বেহারী। মন্তরের গুণে সাবির গাড়ী যদি বিডিন ইষ্টিট দিয়ে যায়—আর বাবু যদি হেদোর মোড়ে দাঁড়ায়—সেই গাড়ী ঘুরে মেছোবাজার যাবে। বাবা—ডাকলে ডাকশোনে মন্তর বেহারী, চালাকিটি নয়।

বেহারী। একটু ছি-চরণের ধূলো দাও বাবা।

ঠাকুরের প্রস্থান

ক্ষণ পরেই সতীশের প্রবেশ

সতীশ। হ্যাঁরে বেহারী, ও-মেসের ঠাকুর এসেছিল না?

বেহারী। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

সতীশ। সাবিত্রী ওদের মেসে আর যায় নি?

বেহারী। না।

সতীশ। কাজটা ভাল হল না বেহারী। সাবিত্রী এক সময় আমার ঢের করেছে—আর ধরতে গেলে আমার জন্যেই তার ও-বাসার কাজ গেল। তুই তার মাসীর ওখানে আর খোঁজ নিয়েছিলি?

বেহারী। মাসীর ওখানে নেই।

সতীশ। নেই তো গেল কোথায়? অত বড় মানুষটা উবে যাবে নাকি? তুই যাসনি—আন্দাজে বলছিস।

বেহারী। আমি খোঁজ নিয়েছি বাবু—সত্যি নেই।

সতীশ। আচ্ছা, হারাণদার ওখানে যাবার পথে আমি নিজেই যাব—

বেহারী। বাবু! আপনি আর সেখানে যেও না—

সতীশ। তার কি হয়েছে আমি জানতে চাই—পুলিশে খবর দেব?

বেহারী। তার কিছু হয়নি বাবু—সে কলকাতাতেই আছে।

সতীশ। কোথায় আছে?

বেহারী। আমি জানি—কিন্তু বলব না।

সতীশ। জানিস যদি—বলবিনে কেন?

বেহারী। আপনি দুঃখু পাবেন বাবু—

সতীশ। পাই পাব—তুই বল না হারামজাদা।

বেহারী। আমি যে দিব্যি করেছি—আপনাকে সেকথা বলব না।

সতীশ। ব্রাহ্মণের কাছে বললে দিব্যির পাপ কেটে যাবে—তুই বল।

বেহারী। আমার দোষ কিছু লেই বাবু—মা-গঙ্গা সাক্ষী, সূর্যদেব সাক্ষী—আর আপনি বেরাম্ভন, অন্নদাতা—

সতীশ। এ বেটা তো বেজায় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে—ভনিতে রাখ বাপু—বল।

বেহারী। আজ্ঞে, সে বিপিনবাবুর বাড়ীতে আছে।

সতীশ। কোন্ বিপিন?

বেহারী। মাতাল বিপিনবাবু।

সতীশ। তুই কি করে জানলি হারামজাদা—মিথ্যেকথার জায়গা পাওনি?

বেহারী। মিথ্যেকথা লা বাবু—আমি লিজে দেখেছি বাবু।

সতীশ। হুঁ, তুমি নিজে দেখেছ—না শোনা কথা?

বেহারী। আজ্ঞে লা বাবু—আমি অনেকক্ষণ ধরে লিজের চোখে লীরিক্ষণ করে দেখেছি—

সতীশ। দেখ্, উপীনদা আজ আসতে পারে; আমি এখন বেরুচ্ছি—রাতে হয়তো ফিরব না, দেখবি তাঁর যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

বেহারী। বাবু!

সতীশ। কি রে?

বেহারী। আমি আপনার পুত্র সন্তান, জাতে গয়লা, একগাছা হাতে পেলে এখনো পাঁচ-ছ জনের মওড়া রাখতে পারি। দাঙ্গা করতেও জানি—মরতেও জানি।

সতীশ। আরে গেল যা—বেটা কে রে! আমি কি দাঙ্গা করতে যাচ্ছি নাকি? আহাম্মক কোথাকার।

বেহারী। আমি যে শুনেছি বাবু, এসব কথা শোনার পর হঠাৎ মানুষের মাথায় খুন চাপে।

সতীশ। না রে না—আমার মাথায় খুন চাপেনি—ঠিক আছে।

সতীশের প্রস্থান ও বৈরাগীর প্রবেশ

বৈরাগী। এই যে বেহারী ভায়া, বাবু বুঝি বেরিয়ে গেলেন ?

বেহারী। হ্যাঁ, দা-ঠাকুর বস। এক ছিলিম চড়াব নাকি দাদা ?

বৈরাগী। চড়াও—বাবু নেই—তুমি তো বাবুর খাজাঞ্চি মশাই আছ—তোমাকেই শোনাই—

(গাহিল) কার মুখ তোর পড়ল মনে রে
তাই ভুলে গেলি ত্রি-সংসার।
ক্ষ্যাপা মন ! জানিস কি তার সমাচার ?
কারে তুই দেখিস আপন—
দেখ্‌লি স্বপন—
সোনার গাছে হীরার ফুল
সে যে বন নয় ভাই ভীষণ মরু
তারই মাঝে মায়া তরু
ক্ষ্যাপা তোর আগাগোড়াই ভুল—
তুই চক্ষু মুদে শুয়েছিলি
এক দেখতে দেখলি আর।

বেহারী। নাও দাদা—জোরে টান দাও—খাসা গান গেয়েছ। মায়াতরুই বটে। সত্যি দাদা—আগাগোড়াই ভুল। মনটা বড় বিগড়ে গিয়েছিল—একটু বাগে পাওয়া গেল। এস দা-ঠাকুর—তোমায় চাল-পয়সা দিই।

উভয়ের প্রস্থান। নেপথ্যে সাবিত্রী ডাকিল।

সাবিত্রী। (নেপথ্যে) বেহারী ! বেহারী বাড়ী আছ ?

বেহারী। কে ? এস—এস—এই ঘরে এস।

সাবিত্রীর প্রবেশ

বেহারী। তুমি ? তোমার এমন দশা হয়েছে ? একেবারে হাড় সার হয়ে গেছ—বস, বস—অসুখ হয়েছিল ?

সাবিত্রী। হ্যাঁ, অনেক কথা। বাবুকে এই বাড়ী থেকে বেরুতে দেখলাম। তোমাদের খোঁজেই এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

বেহারী। কি হয়েছে—আমায় সব বল তো মা—

সাবিত্রী। বড় বিপদ বেহারী—বাবু কি এখন ফিরে আসবেন ?

বেহারী। দিনমানে তো নয়ই—বোধ হয় রাতেও ফিরবেন না। এক বন্ধুর বাড়াবাড়ি অসুখ—জান তো, বাবু আমার দয়ায় সাগর।

সাবিত্রী। তোমার বাবুর সঙ্গে আর আমি দেখা করতে চাইনে। তাঁর কাছ থেকে চেয়ে আমায় গোটা তিরিশেক টাকা যোগাড় করে দিতে হবে।

বেহারী। তোমার টাকার দরকার আমি শুনেছিলাম, তুমি বিপিনবাবুর বাড়ীতে—

সাবিত্রী। বিপিনবাবুর নাম কোরো না বেহারী। সেদিন তোমায় সবকথা বুঝিয়ে বলব বলে আমি তোমায় ডেকেছিলাম—তুমি সে কথা শুনলে না।

বেহারী। কতদিন ভেবেছি হয়তো আমার দেখার ভুল।

সাবিত্রী। তুমি ঠিকই দেখেছিলে বাবা—সবই আমার অদৃষ্টের দোষ। শুধু এইটুকু জেনে রাখ বেহারী—বিপিন আমার কেউ নয়। আমি চেতলার এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কাজ করতাম। দু'মাস অসুখে ভুগেছি—কিছু দেনা হয়েছে বাবা—শোধ দিতে পারলে পশ্চিমে কোথাও চলে যাই।

বেহারী। কলকাতায় আর থাকবে না মা?

সাবিত্রী। তোমার বাবু জানলে আবার খোঁজ করবেন।

সতীশ। (নেপথ্যে) ও বেহারী—দোরটা খুলে দে—

বেহারী। বাবু নাকি? যাই—

সাবিত্রী। তোমার বাবুর সাথে দেখা করব না বেহারী।

বেহারী। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস—

উভয়ের প্রস্থান। সতীশ ও বেহারীর প্রবেশ

সতীশ। পথে যেতে পিওন এই টেলিগ্রামটা দিলে। উপীনদা সন্ধ্যার ট্রেনেই আসছেন। হাওড়া ষ্টেশনে চললাম। আমরা একেবারে পাথুরেঘাটায় উঠব। কাল সকালে আসব—তোকে জানিয়ে গেলাম—তুই রাত নটা-দশটার সময় পাথুরেঘাটায় গিয়ে একবার খোঁজ নিস।

বেহারী। কিছু আহার করে লিবেন বাবু?

সতীশ। না রে না—খাবার সময় আর নেই, আর ক্ষিদেও লাগেনি। কি রে বেহারা, কিছু বলবি?

বেহারী। আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু—একটা লিবেদন আছে।

সতীশ। ভনিতে না করে শীগগির বলে ফেল।

বেহারী। আজ্ঞে, গোটা তিরিশেক টাকা—

সতীশ। চক্কোবর্তীকে ১০০৲ টাকা দিতে হবে। এ মাসে আর নয়।

বেহারী। একজন বড় দীন দুঃখী বাবু—বড্ড দায়ে পড়েছে—

সতীশ। কর্জ্জ চাইছে?

বেহারী। না দিলেই নয় বাবু—না-হয় আমার মাইনে থেকে দিন—

সতীশ। মাইনে? এ পর্যন্ত কত মাইনে নিয়েছিস বল তো বেহারী?

বেহারী। যেমন নিয়েছি তেমনি ছেলেদের জন্য দেশে তিন বিঘে জমি, এক জোড়া হেলে খরিদ করেছি। একখানা নতুন ঘর তুলে দিয়েছি—

সতীশ। ছেলেদের জন্য কিনে দিয়েছ—তবে তো আমার ভয়ানক উপকার করেছ দেখতে পাচ্ছি—

বেহারী। এসব তো আর মাইনের টাকা নয়—আপনি তো আমায় একশো টাকা করে মাইনে দাও না—মাইনের টাকা তো আপনার কাছে গচ্ছিত আছে—আজ সেই থেকে দিন।

সতীশ। আঃ—আমার টাকা নেই।

প্রস্থান

বেহারী সাবিত্রীকে লইয়া আসিল।

বেহারী। এইবার নিশ্চিন্দি হয়ে বস মা —

সাবিত্রী। বাবু টাকা দিলেন না বেহারী?

বেহারী। তোমার লাম করে চাইলে বাবু পাঁচশো টাকা দিতেন—তুমি যে লাম করতে দিচ্ছ লা—

সাবিত্রী। না, ওঁর কাছে আমার নাম ক'রো না—

বেহারী। তা ভাবনা লেই মা! বাবু যখন হাসতে হাসতে বলেছেন—টাকা দিতে পারব লা—তখন তুমি ধরে লিতে পার ও-টাকা আদায় হয়ে গেছে। জানই তো বাবু আমার দাতা কর্ণ। কাল সকালে ডেকে টাকা দেবেন।

সাবিত্রী। তাহলে কাল দুপুরের ট্রেনে কাশী যাব। বড় দুর্বল শরীর—একটা রাত এখানেই থাকা চলতে পারবে বোধ হয়—কি বল বেহারী?

বেহারী। নিশ্চয়ই। একটু জলটল খাবে মা?

সাবিত্রী। না বাবা, এখন আর কিছুই নয়—একেবারে সন্ধ্যার পর।

বেহারী। তোমার এই চেহারাটা দেখে আমি শুধু ভাবছি মা—তোমার মনিবও

মনিব, আমার মনিবও মনিব। দেশ থেকে বুড়ী একটা চিঠি দিয়েছিল দুঃখ জানিয়ে। কি করে চিঠিখানা বাবুর হাতে গিয়ে পড়ে—বাবু তাই না পড়ে আমায় ডেকে বললেন—"হ্যাঁরে বেহারী! তোর কি কিছুই নেই?" আমি বললাম—"গরীব দুঃখীর কি আর থাকে বাবু।" চারদিন পরে ৬০০৲ টাকা হাতে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী সবই কললাম। ফিরে আসবার সময় বুড়ী কেঁদে বললে—"আমায় নিয়ে চল—একবার ছিচরণ দর্শন করে আসি।" আমি বললাম—"না রে না, আর ঋণ বাড়াব না—গেলেই তোর হাতে দু-একশো দেবে।" এই আমার মনিব। আর তোমার মনিব—তোমার অসুখের সময় তোমার ওষুধ খরচা কেটে নিলে। বললে, "ধার শোধ করে চলে যাও।" মনিষ্যি লা চামার। আচ্ছা দাঁড়াও মা, তোমায় পান-দোক্তা এনে দি।

প্রস্থান ও পান দোক্তা লইয়া পুনঃ প্রবেশ

সাবিত্রী। বেহারী, আমায় একটুও ভোলনি দেখছি। আমি একটু বেশী পান খাই, তাও মনে আছে?

বেহারী। পশুপক্ষীতে তোমার গুণের কথা ভোলে না মা—আমি কি পশু-পক্ষীরও অধোম—তাই তুমি বলতি চাও নাকি? আহা, পরের বাড়ী চাকরী করতে গিয়ে কত দুঃখই পেয়েছ মা। আর আমরা না জেনে না শুনে বিপিনবাবুর নাম করে—

সাবিত্রী। চুপ কর বেহারী—চুপ কর—

বেহারী। দেখি মা, আগে ঠাকুরমশায়কে রান্নার জোগাড় গুছিয়ে দিয়ে আসি, তারপর তোমার কাছে বসে মায়ে-পোয়ে গল্প কোরব। একটা জানোয়ার ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে জানটা বেরিয়ে গেল।

প্রস্থান

সাবিত্রী নিজের মনে পান সাজিতে লাগিল। দোরের কাছে সতীশ ডাকিল।

সতীশ। (নেপথ্যে) বেহারী, বেহারী—কোথায় গেলি রে। একটা আলো ধর—বৌদি এসেছেন।

বেহারী। (দূর হইতে) যাই বাবু—

সতীশ ও উপেন্দ্রর প্রবেশ

সতীশ। এস উপীন দা। (দুইজনে তদবস্থায় সাবিত্রীকে দেখিলেন) এ কি—সাবিত্রী—তুমি!

ততক্ষণে দিবাকর ও সুরবালা আসিল।

উপেন। সাবিত্রী! ওঃ, আর এস না সুরবালা—ঐখানে দাঁড়াও।

সুরবালা। কেন—কি হয়েছে?

উপেন। দিবাকর! তোর বৌদিকে গাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চল্। আচ্ছা সতীশ, আমিও চললাম।

দিবাকর, সুরবালা ও উপেন্দ্রর প্রস্থান।

সতীশ ও সাবিত্রী অনেকক্ষণ দুজনেই নির্বাক হইয়া রহিল।

সাবিত্রী। উনি কে?

সতীশ। উপীনদা আর বৌঠাকরুণ।

সাবিত্রী। ওই উপীনদা? ওই বৌঠাকরুণ? ওঁরা? তবে সব ফিরিয়ে আনি। আমার জন্যে ওঁরা চলে গেলেন? কেন? আমি কে? বাসার একটা দাসী বই তো নয়। আমি যাচ্ছি।

সতীশ। না—দরকার নেই।

সাবিত্রী। না কি গো। সর্বনাশ ক'রো না সতীশবাবু—আমি যা—আমার ঠিক পরিচয় জানতে দাও ওঁদের—

সতীশ। তোমার ঠিক পরিচয় কি—আগে আমি জানি, তারপর দরকার হয় ওঁরা জানবেন।

সাবিত্রী। আমার ঠিক পরিচয়? যা বল্লাম—বাসার দাসী।

সতীশ। আমি নিজের মনে জানি তুমি শুধু দাসী নও। তুমি এ বাড়ীতে ঢুকলে কেন? তুমি—

সাবিত্রী। আপনি আমার পুরানো মনিব। তাই অসময়ে কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছিলাম।

সতীশ। অসময়? তোমার অসময়? অসময় কেমন করে হল? বিপিন তোমায় তাড়িয়েছে? সখ মিটে গেল? (সাবিত্রী নিরুত্তর) কি ভিক্ষে চাও? তিরিশটে টাকা? তুমি অনেকক্ষণ এসেছ—কেমন?

দেরাজ হইতে একমুঠো নোট বাহির করিল।

এই নাও, টাকা নাও—নিয়ে বিদেয় হও, বিদেয় হও—আর কখনও এসো না—

সাবিত্রী তিনখানা নোট লইল।

সাবিত্রী!

সাবিত্রী। আজ্ঞে।

সতীশ। গল্পে শুনেছি, বইয়ে পড়েছি—অমুক অমুককে ঘৃণা করে। আমার বিশ্বাস হত না। কখনো ভেবে পাইনি—মানুষ মানুষকে কি করে ঘৃণা করতে পারে। আজ দেখছি—পারে। আচ্ছা সাবিত্রী, সংসারে টাকার চেয়ে বড় বোধ হয় তোমাদের আর কিছুই নেই—নইলে তিনখানা নোট তুমি কিছুতেই হাত দিয়ে তুলে নিতে পারতে না। আজ আমার কাছে যা কিছু আছে সব তোমায় দেব—তুমি একটা সত্যি কথা আমায় বলে যাও—

সাবিত্রী। জিজ্ঞাসা করুন—

সতীশ। আচ্ছা সাবিত্রী, কখনো কাউকে কোনদিন ভালবাসনি?

সাবিত্রী। কি হবে পরের কথা জেনে?

সতীশ। তোমার অসুখ নাকি?

সাবিত্রী। না—আচ্ছা আমি আসি—

সতীশ। সাবিত্রী, একটা দিনের জন্যও কি আমায় ভালবাসনি? আমার এক পরমাত্মীয়া আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—তুমি আমায় ভালবাস—চরম দুঃখের দিনে তুমি আসবে। সে কি শুধু কথার কথা? স্তোক বাক্য? এতদিন কি শুধু ঘুমের ঘোরেই এই দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি?

সাবিত্রী। আপনি এসব কি বলছেন? আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই বেহারীর কাছে টাকা চাইতে এসেছিলাম—এত হাঙ্গামা হবে জানলে আসতাম না। (চেষ্টা করিয়া) দেখুন, আপনারা খুশি হলে ভাল বাসতেও পারেন—আবার রাগ হলে ঘেন্না করতেও পারেন—আপনারা করেও থাকেন তাই। আমাদের হাত-পা বাঁধা—এ-পথে যখন পা দিয়েছি—তখন সুপথ কুপথ যাই হোক—এই ধরে না চললে আর উপায় নেই।

অতি চেষ্টায় যেন নিজের বুকে মৃত্যুশেল হানিল।

আপনিই বলুন দেখি—ও-বাসায় আপনি যেমন নানারকমে দু'পয়সা দিতেন—তেমনি আপনাকেও সকলের চাইতে যত্ন করতাম কি না? আমি নয়—বেহারী, ঠাকুরমশাই—সবাই তাই। আমি সামান্য মানুষ—টাকার বশ। আপনি যদি আবার দয়া করে স্থান দেন—আপনাকেই ভালবাসব।

সতীশ। আচ্ছা, তুমি যাও।

সাবিত্রী দরজার কাছে আসিতে বেহারী তাহাকে ধরিল।

বেহারী। এ কি! এ কি মা—মাটিতে পড়ে যাবে যে? তোমার সর্ব অঙ্গ কাঁপছে মা—তুমি বস—এইখানেই বস—

সাবিত্রী বসিল

সতীশ। ওর মুখে চোখে জল দে—মাথায় পাখার বাতাস কর। আজ রাতে আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। আমার বিছানায় শুতে দিবি। আমি রাত্রে বাসায় থাকব না—পাথুরেঘাটায় যাচ্ছি। আর এই চাবি নে—যা টাকার দরকার হয় যেন নিয়ে যায়—

সতীশের প্রস্থান

সাবিত্রী। বেহারী, সব কথা শুনেছিলে তুমি?

বেহারী। শুনেছি মা—মিথ্যেকথা কেন বললে মা?

সাবিত্রী। বেহারী, তোমার বাবু যে বললেন—আমায় ঘেন্না করেন—এই কি তার লক্ষণ? এত যত্ন আমায় কে করত? আমার এত মিথ্যেকথা সব ভেসে গেল, কিছুই কাজে লাগল না—উনি যেমন ভালবাসতেন আজও যে আমায় তেমনি ভালবাসেন বেহারী।

বেহারী। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, মা। তাতে দোষ কি? তুমি কেন মিথ্যেকথা বললে?

সাবিত্রী। কেন বল্লাম—হয়তো একদিন বুঝতে পারবে। বলতে বুক ফেটে গেছে—তবু বলতে হয়েছে।

উঠিয়া দাঁড়াইল

বেহারী। আবার উঠে দাঁড়ালে কেন?

সাবিত্রী। আমি এখনি চলে যাব।

বেহারী। তোমার শরীর দুর্বল মা—

সাবিত্রী। শরীর ঠিক আছে বেহারী। দুটো কথা তোমায় বলে যাই, বাবুকে কোনওদিন জানিও না আমি মিথ্যে বলেছি—আর আমার ঠিকানা এই কাগজে লেখা আছে, যদি কখনও দরকার মনে কর, আমায় খবর দিও—আমি আসব।

বেহারী প্রণাম করিল

বেহারী। একখানা গাড়ী ডেকে দিই মা?

সাবিত্রী। না, আমি হেঁটে যেতে পারব। ভগবান করুন—তোমরা সুখে থাক—আমার এই পোড়ার মুখ নিয়ে আর যেন কখনো আসতে না হয়—

সাবিত্রী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বেহারী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা, পাথুরেঘাটার বাড়ীতে কিরণময়ী একটা ষ্টোভ জ্বালাইয়া কি করিতেছিল।

অঘোরময়ীর প্রবেশ

অঘোর। উপীন এখন ঘুমুচ্ছে—তুমি এইবার নেয়ে একটু কিছু মুখে দিয়ে নাও না মা—

কিরণ। তুমি এত সকালে উঠলে কেন মা? তোমার তো এখনও জ্বর ছাড়ে নি—

অঘোর। না ছাড়ুক গে বাছা—আমার তো মরণ হবে না—আমাদের দুই মায়ে-পোয়ের সেবা ক'রে তুমি যে আধখানা হয়ে গেলে মা। আজ একমাস যে ভাবে খাটছ—কপালের মাঝখানে দুটো চোখ আছে—দেখছি তো বাছা?

কিরণ। তুমি ওঁর কাছে গিয়ে একটু বস। উপীনবাবু সমস্ত রাত জেগে এই সবে একটু ঘুমিয়েছেন—আমি তাঁর চা তৈরী করে একঘণ্টা পরে ডাকব। তুমি যাও—উপীনবাবুর স্ত্রী এসেছেন—তাঁর সঙ্গে একটু কথা কও গে—

অঘোর। তুমি একটু কিছু মুখে দেবে না মা? তোমার মুখের দিকে যে আর চেয়ে দেখা যায় না মা—

কিরণ। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখবার অনেক সময় পাবে মা, আজ না দেখলেও চলবে। তুমি যাও—মুখে মাঝে মাঝে একটু জল দিও—একটু পরে ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

অঘোরময়ীর প্রস্থান। ঝি-এর সঙ্গে সতীশের প্রবেশ

ঝি। আসুন বাবু—বৌঠাকরুণ এখানেই আছেন।

কিরণ। এস ভাই, বস। ঝি, তুমি এই হরলিকসটা ঐ ঘরে নিয়ে যাও—একটু তন্দ্রার ভাব ভাব আছে—জাগলে ডেকে দিও—

ঝি। আচ্ছা, মা।

প্রস্থান

সতীশ। হারাণদা কেমন আছেন?

কিরণ। ও-কথা আর কেন জিগ্যেস করছ ভাই? এখন আমি আর কিছু ভাবতে পারছিনে—

সতীশ। একদিন আমি তোমায় বিদ্রূপ করেছিলাম, আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর দিদি—

কিরণ। ঠিকই করেছিলে ভাই। আমি সেদিন ঐ রকমই ছিলাম বোধ হয়। তুমি আমার ভেতরের মানুষটাকে দেখেছিলে।

সতীশ। সেটা বাইরের মানুষ দিদি—ভেতরের মানুষ আজ একমাস ধরে দেখছি। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে স্ত্রী স্বামীর জন্য এতখানি পারে।

কিরণ। আজ মনে সন্দেহই হচ্ছে—এত করেও বুঝি শেষরক্ষা হয় না। হয়তো আমার নিজের ভেতর কোথাও গলতি আছে। আমি একবার দেখে আসি—যেও না, আজ আমার বড় বিপদের দিন।

প্রস্থান

সতীশ সিগারেট ধরাইল। একটু পরে ঝির প্রবেশ

ঝি। একটু বাবুর ঘরে যাবেন? বৌঠাকরুণ বললেন—

সতীশ। সেখানে আর কে আছে?

ঝি। আপনার সেই বন্ধু উপীন দাদাবাবু কাল রাত্রে এসেছেন—তখন দশটা বেজে গেছে—সেই থেকেই সমস্ত রাত বসেছিলেন—এইমাত্র ঘরের এক পাশে শুয়ে একটু ঘুমিয়েছেন—

সতীশ। উপীনবাবুর স্ত্রী, ছোট ভাই—তাঁরা আছেন?

ঝি। তাঁরা এই সকালে এলেন। আপনি যদি ও-ঘরে না যাও তো এই ঘরেই বস। আমি নীচে গিয়ে বাসন কটা মেজে আনি।

প্রস্থান

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। ওকি ঠাকুরপো! এতক্ষণ তোমার মুখের দিকে চেয়ে দেখিনি—মুখচোখ একেবারে বসে গেছে।

সতীশ। সেই ছোট লোক উপীনবাবু তোমায় বলেছে তো? তুমিও তার কথা বিশ্বাস করেছ?

কিরণ। কি বিশ্বাস করব?

সতীশ। যা তোমায় বুঝিয়েছে—আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সারারাত আমোদ করেছি—রাত জেগেছি! নিশ্চয়ই তোমায় লাগিয়েছে—আমি একেবারে বয়ে গেছি—আমাতে আর কিছু পদার্থ নেই—

কিরণ। এসব তুমি কি বলছ ঠাকুরপো ?—

সতীশ। তাকে ব'লো বৌঠাকরুণ—অমন করে ফরফরিয়ে না এলেও চলতে পারত। আমায় জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথাই বলতাম। সে ছাড়াও সংসারে সত্যি কথা বলতে ভয় পায় না—এমন লোকও আছে।

প্রস্থানোদ্যত

কিরণ। যেও না ঠাকুরপো, শোন—

সতীশ। কি আর শুনব ? শোনবার কি আছে ? বাবার কাছে পর্যন্ত আমার নামে পাঁচকথা লাগিয়েছে। আমার কাছে একবার জিজ্ঞেস করতেও পারলেন না—উনি এতবড় সাধু! বেশ—তাকে ব'লো—আমিও তাকে গ্রাহ্য করিনে—তার খোসামোদ না করলেও আমার চলবে—সে যেখানে থাকে আমি সেখানে থাকিনে—

প্রস্থান

উপেন্দ্রর প্রবেশ

উপেন। (গম্ভীরভাবে) ব্যাপার কি বৌঠাকরুণ ?

কিরণ। সতীশ ঠাকুরপো এসেছিল।

উপেন। চলে গেল ?

কিরণ। হঠাৎ রাগ করে চলে গেল—কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না—

উপেন। যাক্—বুঝবার দরকার নেই।

অঘোরময়ীর প্রবেশ

অঘোর। ও বৌমা—উপীন তো ঘুম থেকে উঠেছে—এইবার শীগগির চা দাও মা—

উপেন। থাক—দরকার নেই।

অঘোর। তুমি তো চা খাও বাবা—না না, সে হবে না—সারারাত জেগে আছ—এর ওপর তোমার অসুখ-বিসুখ হলে বাঁচব না বাবা—

উপেন্দ্র। (অনেকক্ষণ অঘোরময়ীর প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আপনি ব্যস্ত হবেন না মাসীমা—আপনি হারাণদার কাছে গিয়ে বসুন—

অঘোর। আমি আর দেখতে পারছিনে বাবা। আমার বুকের ভেতর কেমন করে—

কিরণ। তুমি একটু ব'সো গে মা—আমি এখনই যাচ্ছি—

অঘোরময়ীর প্রস্থান ও সুরবালার প্রবেশ

এস ভাই। আপনার একবার যতীশবাবুর ওখানে দেখা দিয়ে আসা তো দরকার।

উপেন। তেমন দরকার নেই—তাঁরা সব জানেন।

সুরবালা। না, না—তুমি একবার যাও। সমস্ত রাত জেগেছ—একটু বিশ্রাম তো দরকার। দিদি আছেন—আমি আছি—ঠাকুরপো আছে।

উপেন। আমি ভাবছি, একবার Kingston সাহেবকে একটা কল দিয়ে দেখি—

কিরণ। তাতে যদি আপনার মনে শান্তি হয় দেখতে পারেন আনিয়ে—

সুরবালা। তাহলে তুমি আর দেরী করছ কেন? সাহেব ডাক্তার যদি আনতেই হয়—এই বেলা। এস দিদি, মাসীমা ওঁর কাছে একলা আছেন—আমরা ও-ঘরে যাই—

কিরণ। তোমার দেখা পেয়ে আমি মনে বড় ভরসা পেয়েছি ছোটবৌ। কখনো ভাবিনি তোমায় এত কাছে পাব। তোমারই পুণ্যে যদি সব দিক—তুমি ও-ঘরে যাও ভাই—আমি ঠাকুরপোকে দুটো কথা বলে এখুনি যাচ্ছি।

সুরবালার প্রস্থান

উপেন। আপনাদের আজ কি রকম ব্যবস্থা হবে?

কিরণ। সেকথা আর কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমার আর মায়ের যা দুঃখ তার ভাগ তো আর কেউ নিতে পারবে না। আপনি আর দেরী করবেন না—এইবেলা উঠে পড়ুন—আমি ওঁকে একটু দুধ খাইয়ে আসি—

উপেন। ওষুধ আর-এক দাগ দেবেন না—

কিরণ। অনেক ওষুধ জোর করে খাইয়েছি—আর খাওয়াতে চাইনে।

উপেন। আচ্ছা।

কিরণ। শুনুন—একবার সতীশঠাকুরপোকে তো একটা খবর দেওয়া দরকার। উনি রাগ করেছেন বটে—আমারও তো দুর্দিন—ওঁর মত একজন শক্ত সমর্থ লোক বাড়ীতে থাকলে তবু একটা ভরসা পাওয়া যায়—

উপেন। আমি নিজে যাব না—খবর পাঠাব।

প্রস্থান

ঝির প্রবেশ

ঝি। বৌঠাকরুণ।

কিরণ। কি রে?

ঝি। সেই মুখপোড়া ডাক্তার আবার এসেছে।

কিরণ। তাকে ডেকে আন—

ঝির প্রস্থান ও ডাক্তারের প্রবেশ

ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন—এদিকে আসবেন না।

অনঙ্গ। দশ-বারো দিন এখানে ছিলাম না—তাই আসতে পারিনি। হারাণবাবু কেমন আছেন?

কিরণ। সেই রকমই—আর ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই।

অনঙ্গ। তোমাদের দরকার মিটেছে তা আমি জানি। আমার দরকার এখনো শেষ হয়নি—তাই আসতে হল।

কিরণ। বেশ তো, মা আপনাকে ডাকিয়েছিলেন, তিনি ও-ঘরে আছেন, ডেকে আনব?

অনঙ্গ। কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন দরকার নেই। দরকার না থাকলেও ডাক্তার-বিদেয় বলে একটা কথা আছে—সেটা ভুলে গেলে চলবে না। আজ পাঁচ-ছমাস পরে এ ভারটা তুমি নেবে কি তোমার শাশুড়ী নেবেন—সে তোমাদের কথা। কিন্তু, যাও বললেই তো আর ডাক্তার যায় না, কিরণ।

কিরণ। কি চান আপনি—টাকা?

অনঙ্গ। আপনি কেন, কিরণ? এখানে আর কেউ নেই, "তুমি" বললেও দোষ হবে না। এতদিন কি আমি টাকা চেয়েছিলাম?

কিরণ। (অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আজ কি চান? আজ টাকা পেলে আপনার সমস্ত দাবী-দাওয়া শোধ হয়ে যাবে?

অনঙ্গ। অগত্যা—। টাকা চাই না এ-কথা বলা শক্ত। আর এখন যখন টাকার অভাব তোমার নেই—টাকা দিয়েই বিদেয় কর। আমি দু'দিক দিয়ে ঠকতে রাজী নই।

কিরণ। আপনাকে ঠকাব না—টাকা দেব।

অনঙ্গ। বেশ, বেশ। তুমি এতদিনে আমার মনের কথা টের পেয়েছ—এজন্য তোমায় আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। যাক আর বেশী বিরক্ত করব না। কাল একবার আসতে পারি?

কিরণ। না—আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

অনঙ্গ। তাড়াতাড়ি কিসের কিরণ? তুমি কাল সকালে দিও। এতদিন অপেক্ষা করতে পেরেছি, আজকের দিনটাও অপেক্ষা করতে পারব।

কিরণ। না, না—আজই। আজ এসে আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন, আপনার ঋণ শোধ না করলে আমি আমার স্বামীকে বাঁচাতে পারব না।

অনঙ্গমোহন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই কিরণময়ী একটি গহনা-বাঁধা পুটুলী লইয়া আসিল।

কিরণ। এই নিন আপনি। আপনার দাবী যে কত সে হিসাব এতদিন পরে করতে যাওয়া বৃথা। অত সময়ও আমার নেই, ধৈর্যও থাকবে না। যা কিছু আমার ছিল সমস্ত আপনাকে এনে দিয়েছি, এই নিয়ে আমায় মুক্তি দিন—আপনি যান।

অনঙ্গমোহন কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দেরী করছেন কেন? বিশ্বাস করুন, আর আমার কিছুই নেই, যা ছিল সমস্তই এনে দিয়েছি—রাত হচ্ছে, আপনি বিদেয় হোন।

অনঙ্গ। আমি তো তোমার গায়ের গহনা চাইনি। আমি চেয়েছিলুম টাকা—তাও—

কিরণ। গহনা যে টাকা এ বোঝবার বয়েস আপনার হয়েছে। অনর্থক ছুতো করে মিছে দেরী করবেন না।

অনঙ্গ। না, তোমার গহনা আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

কিরণ। কেন পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন—আপনাকে নিতে হবে। আপনি দয়া করবেন কাকে? এসব আমি আপনাকে দিয়েছি—আর ফিরিয়ে নিতে পারব না। আপনি যদি না নেন—গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দেব, কিন্তু বাড়ীতে রেখে কোন মতেই আমার স্বামীর অকল্যাণ করতে পারব না।

পা দিয়া গহনা ঠেলিয়া দিল।

নিন—তুলুন এসব—

হতবুদ্ধি ডাক্তার গহনা কুড়াইতে লাগিল।

হ্যাঁ, নিয়ে যান—এর চিহ্ন এ বাড়ীতে থাকলে আমার সব চেষ্টা বিফল হবে।

অনঙ্গ। আমি যাচ্ছি—কিন্তু তুমি ভুল করলে, আমায়ও ভুল বুঝলে। আমি এতখানি অর্থপিশাচ নই যে তোমার গায়ের গহনা—আমায় মাপ কর কিরণ—

কিরণ। আঃ, নাম ধরে ডাকবেন না। ঐগুলির মায়া কাটাতে পারিনি বলে

আপনার সাহায্য আমায় নিতে হয়েছিল। এইবার আপনি চলে যান—আমার অনেক কাজ—

অনঙ্গ। আচ্ছা, তুমি বলছ—আমি চলে যাচ্ছি। এই কার্ডখানা রেখে দাও, আমার বাড়ীর ঠিকানা—যদি কখনও আবশ্যক হয়—

কিরণ। আচ্ছা দিন।

কার্ড লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িল।

আপনি মাপ করবার কথা বলেছিলেন—আপনাকে মাপ করে আমার সমস্ত ঋণ একেবারে নিঃশেষ করে দিলাম। যাবার সময় আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ করে যান যে, কোন দিন কোন কারণে যেন আপনার কথা আমার মনে না পড়ে—

অনঙ্গের ধীরে ধীরে প্রস্থান ও অঘোরময়ীর প্রবেশ

অঘোর। বৌমা। একবার ঘরে এস মা—আমি আর একা বসে থাকতে পারছিনে মা—

কিরণ। চল মা যাই—

অঘোর। এ কি বৌমা—এসব কি কাণ্ড? তোমার গায়ের গহনা?

কিরণ। ডাক্তার বিদেয় করেছি মা—আর আমাদের কোনও ঋণ নেই। তুমি এসো।

তৃতীয় দৃশ্য

ভাগলপুর। শিবপ্রসাদ হলঘরে বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন। নিকটে ছোট বধূ দাঁড়াইয়া চা প্রস্তুত করিতেছেন।

শিব। হ্যাঁ, তারপর কি হল? তোমরা যাওয়ার তিনদিন পরে বুঝি হারাণ মারা গেল?

সুরবালা। হ্যাঁ—সে রাত্রে আর আমি যাইনি—উনি একাই গেলেন—আমি পরদিন বিকেলে যাই।

শিব। বেশ মনে আছে ছেলেটাকে—খুব পড়ত—দিনরাত বললেই হয়।

সুরবালা। ওঁর স্ত্রীও শুনলাম ভাল লেখাপড়া জানেন—

শিব। ছেলেমেয়ে কিছু নেই বোধ হয়?

সুরবালা। না, অমন মেয়ে আমি দেখিনি বাবা, যেমন রূপ তেমনি গুণ! শেষ সময়টা যা করলেন—একেবারে চুপটি করে স্থির হয়ে বসে। আমি প্রথম গিয়ে যখন দেখলুম আমার মনে হল, সাবিত্রী কি বেহুলা—মরা স্বামী যদি বাঁচে এরকম সেবায়ই বাঁচে। তা একালে তো আর সেসব হয় না।

শিব। না, একালে ওসব হয় না বৌমা। বড্ড শোক পেয়েছেন।

সুরবালা। তা পেয়েছেন বৈ কি। তবে বাইরে দেখে ওঁকে ঠিক বোঝা যায় না। হারাণবাবু যখন মারা গেলেন তখনো চুপচাপ—কান্নাকাটি কিছু নয়—তার পরদিন হঠাৎ আমার ছ'খানা হাত ধরে কি কান্না! বললেন—ছ'মাস আগে যদি তোমরা ছ'জনে আসতে—ওঁকে বাঁচাতে পারতাম।

শিব। থাক মা থাক, ওসব কথা থাক।

সুরবালা চায়ের কাপ শ্বশুরের হাতে দিল।

সুরবালা। আপনি চা খান বাবা—

শিব। হ্যাঁ, খাই। শুনলাম নাকি তোমার কদিন ধরে জ্বর হচ্ছে মা, বেশী উঠে হেঁটে বেড়িও না—যাও মা শোও গে—

সুরবালা। জ্বর কিছু না—সামান্য একটু ঘুস ঘুসে জ্বর।

অল্প কাশিল

শিব। ঘুসঘুসে জ্বরই হোক, আর যাই হোক—জ্বর তো বটে। অসাবধান হওয়াটা কিছু নয় মা—সাবধানে থেকো—

সুরবালা। না বাবা, সে জ্বরই নয়—টের পাওয়া যায় না—সামান্য একটু; ৯৯ ডিগ্রীও নয়।

শিব। তুমি ব্যস্ত হয়ে উপীনের সঙ্গে যেতে চাইলে—আমি না বলতে পারলাম না মা। আমার ইচ্ছে ছিল না তুমি যাও। দিবাকরকে তো দেখতে পাচ্ছি না—সে কোথায়? তোমাদের সঙ্গে ফেরে নি?

সুরবালা। না, দিবাকর ঠাকুরপো কলকাতায় থেকে বি-এ পড়বেন—

শিব। কেন? এখানকার কলেজের মাষ্টারেরা তাকে পেরে উঠল না বুঝি? আচ্ছা বৌমা, তুমি শোওগে, আর দাঁড়িয়ে থেকো না মা, আমি উপীনকে ছুটো কথা বলে যাচ্ছি—

সুরবালার প্রস্থান ও মহেশ্বরীর প্রবেশ

হ্যাঁরে মহেশ্বরী, বৌমার জ্বরটা কি রকম রে ?

মহে। কোথায় জ্বর বাবা—ওসব উপীনের বাড়াবাড়ি। মাসখানেক কলকাতার কোন্ ঘুপচির ভেতর ছিল—সেখানে না আছে রোদ না আছে হাওয়া বাতাস—তাই শরীরটা কদিন ভাল ছিল না বোধ হয়।

শিব। তা হলে জ্বর ঠিক নয় ? রামরতনকে ডেকেছিলাম যে—

মহে। হ্যাঁ, রামরতনবাবু এসেছিলেন আজ সকালে। এ কলকাতায় যাওয়াই বা কেন, আর এত হ্যাঙ্গামাই বা কেন ? উপীন যেন একেবারে বৌ বৌ করে পাগল—আপনার সামনেই বৌএর কথা বলছে—একটু হিসেব-জ্ঞান নেই—ওতে পাঁচজনেও নিন্দে করে—ও-বেচারাও লজ্জা পায়।

শিব। সে ভাল, সে ভাল—খুব ভাল। বিশেষ যখন আমার এত গুণের বৌমা—যেন রাম-সীতা। রামায়ণ মহাভারত পড়ে পড়ে বৌমাটি আমার নিজেও পৌরাণিক হচ্ছেন—স্বামীটিকেও পৌরাণিক করে তুলছেন—

মহে। এ তো আর পুরাণের কাল নয় বাবা—এ-কালে অত বাড়াবাড়ি করলে লোকে নিন্দে করে।

মহেশ্বরীর প্রস্থান ও উপেন্দ্রর প্রবেশ

শিব। এই যে উপীন—এস বাবা, বস। কি ব্যবস্থা করে এলে কলকাতায় ?

উপেন। হারাণদার একটা Life Insure ছিল—হাজার দুই। টাকাটা তুলে বৌঠাকরুণের হাতে দিলাম। বাড়ীটি আছে, ভাড়া লাগে না। আর হারাণদার মাকে ওঁদের কে এক আত্মীয় যাচ্ছিলেন পশ্চিমে তীর্থ করতে—যেতে চাইলেন—শ'আড়াই টাকা দিয়ে এলাম।

শিব। তা বেশ করেছ—শোকাতাপা মানুষ—দু'দশদিন ঘুরে আসুক—মনটা শান্ত হবে। তা, বৌমা—মানে হারাণের স্ত্রী—Insureএর টাকাটা নিয়ে কি বাপের বাড়ী গেলেন ?

উপেন। না, বাপের বাড়ীতে নয়—তিনি হারাণদার পৈতৃক বাড়ীতেই থেকে গেলেন।

শিব। ওঃ, সেইখানেই তুমি দিবাকে রেখে এসেছ ?

উপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিব। এটি তো খুব ভাল কাজ করনি বাবা।

উপেন। আজ্ঞে দিবা তো ছেলেমানুষ—

শিব। হুঁ, ছেলেমানুষ বটে! তবে হারাণের স্ত্রীরও তো বয়েস বেশী নয়। কোন প্রবীণ লোক এ ব্যবস্থা করত না। তোমরা আজকালের ছেলে—তোমাদের মনের বল খুব বেশী। আর, হারাণের স্ত্রীর কথা বৌমার কাছে যা শুনলাম—তাতে মনে হল খুব ভাল। তবু—কথাটা তেমন ভাল লাগল না।

উপেন। তিনি নিজেই প্রস্তাব করলেন। হারাণদার মাও বললেন। আমি আর না বলতে পারলাম না—

শিব। থাক্ থাক্, তুমি নিজে যখন দেখেশুনে ব্যবস্থা করে এসেছ—I think it is all right—চোখে দেখে যতটা বোঝা যায়—দূর থেকে তো আর সে ভাবে বোঝা যায় না। মেয়েটি সত্যি খুব ভাল?

উপেন। ভাল কি মন্দ—ঠিক বলতে পারিনে। তবে তিনি অসাধারণ।

শিব। অসাধারণ কি? বাংলা করে বল। abnormal?

উপেন। হ্যাঁ, একরকম তাই। সচরাচর যেসব গেরস্তঘরের মেয়ে নজরে পড়ে ঠিক সে রকম নয়।

শিব। আচ্ছা, ভার যখন নিয়েছ শেষ পর্যন্ত ভার বইতে চেষ্টা করতে হবে। বন্ধুকে তার অসুখের সময় দেখা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এক—আর তার দুঃস্থ পরিবারের ভার নেওয়া আর এক ব্যাপার।

শিবপ্রসাদের প্রস্থান ও সুরবালার প্রবেশ

সুরবালা। বাবা একটু ভয় পেয়েছেন—

উপেন। হ্যাঁ, ভয় পাবার কারণ একটু আছে বৈকি।

সুরবালা। হ্যাঁ, একটা পরিবারের যাবজ্জীবন ভার বওয়া তো সোজা নয়। তবে দিবাকর-ঠাকুরপোকে আমার কলকাতায় পাঠাবার মত ছিল না। তুমি তো এই কলেজের বি-এ।

উপেন। হ্যাঁ, কাজটা খুব ভাল হয়নি বোধ হয়। বিয়ের সম্বন্ধ করতেই ছোকরা বৌ-এর কথা ভেবে ভেবেই ফেল করল।

সুরবালা। কোথায় বৌ তার ঠিক নেই—বৌ-এর কথা ভেবে ফেল করল—তোমার যেমন কথা! না, না—তুমি বাপু বুঝে দেখ—

উপেন। এতদিন তো ফেল হয়নি, আজই বা হঠাৎ ফেল হতে গেল কেন? ছোকরার মধ্যে একটু রোমান্স দেখা দিয়েছে—

সুরবালা। রোমান্স কাকে বলে?

উপেন। নারীর রূপ যৌবন সম্বন্ধে চিন্তা করা—হঠাৎ যে চিন্তা মাথায় ঢুকলে মানুষ হয় সাহিত্যিক হয় আর না-হয় বকে যায়। ও পদ্য-টদ্য লেখে কি না খবর রাখ?

সুরবালা। পদ্য লিখলে বুঝি লোকে এগজামিনে ফেল করে? তবে শচীর বিয়েটা পেছিয়ে গেল এই যা—পাশ না করলে তুমি তো আর বিয়ে দেবে না।

উপেন। না—

সুরবালা। আচ্ছা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব, ঠিক উত্তরটি তোমায় দিতে হবে।

উপেন। কি কথা?

সুরবালা। তোমার কিরণ বৌঠাকরুণের কথা। মানুষটিকে তোমার কেমন মনে হয় বল দেখি?

উপেন। এ-কথাটি আমিও তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম—তোমার কেমন মনে হয়?

সুরবালা। দেখ, মানুষটিকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

উপেন। সেদিন তোমার কাছে উনি এসেছিলেন কেন জান?

ভূতোর প্রবেশ

কি রে ভূতো?

ভূতো। আজ্ঞে কর্তাবাবু আমায় বলে দিলেন, তোর ছোট বৌদি শুয়ে আছে কি না দেখে আয়। আপনি তো শুয়ে নেই—আমি কি বলব?

উপেন। চোখে যা দেখলে তাই বলবে।

সুরবালা। বাবার যেমন কাণ্ড! উনি মনে করেছেন আমার অসুখ, অথচ বেশ ভাল আছি।

উপেন। আমার অন্যায় হয়েছে—এতক্ষণ তোমায় বকানো ঠিক হয়নি। তুমি শুয়ে থাক গে—

সুরবালা। আচ্ছা, কেন বল দেখি তোমরা আমায় মিছিমিছি শুইয়ে রাখছ? ভাত খেতেও দেবে না বোধ হয়?

উপেন। ভাত দুটো খেতে পার—

ভূতো। কর্তাবাবুকে কি বলব বৌদি ?

সুরবালা। মিছে কথা বলিসনি—বলবি, শুয়েছিল একটু উঠেছে, আবার এক্ষুনি গিয়ে শোবে।

ভূতো। আচ্ছা।

প্রস্থান

উপেন। যাও, তুমি শোও গে—

সুরবালা। তাহলে তুমি ঘরে এস—আমি শুধু শুধু চুপ করে শুয়ে থাকতে পারব না, আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে।

উপেন। পাঁচ মিনিটের ভেতর যাচ্ছি—যতীশ আর দিবাকে দু'খানা চিঠি লিখে দিই—

সুরবালা। কেন এসেছিলেন তা তো বললে না আমায়—বল—

উপেন। উনি এসেছিলেন—ঈশ্বর আছেন কি না এই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে—

সুরবালা। তোমার যেমন কথা—আমি মস্ত বড় পণ্ডিত কিনা তাই আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন—

উপেন। তোমার কাছে একটা কথা বলব পশু, শুনে রাখ, বলা উচিত—

সুরবালা। কি ?

উপেন। কিরণময়ী তোমায় ভালবাসেন না, আমায় ভালবাসেন।

সুরবালা। আঃ, কি যে বল তুমি! এই কথা নিয়ে আবার কেউ ঠাট্টা করে নাকি ? ছিঃ—

উপেন। আমি ঠাট্টা করছিনে পশু—সত্যি ভালবাসেন। তিনি নিজে আমায় বলেছেন।

সুরবালা। তুমি চুপ কর—বোলো না ও-কথা। ও-কথা বলতে নেই, শুনতে নেই।

উপেন। তুমি বিশ্বাস করলে না ?

সুরবালা। না। (শিবপ্রসাদের গলা পাইলেন) বাবা আসছেন, আমি শুয়ে পড়িগে।

সুরবালার প্রস্থান ও শিবপ্রসাদের প্রবেশ

শিব। ছোট বৌমা পালিয়ে গেলেন বুঝি ?

উপেন। হ্যাঁ, আপনার ভয়ে। আজ যে আপনি এত সকাল সকাল ভেতরে এলেন বাবা? অসুখ করেনি তো?

শিব। না, অসুখ করেনি, ভালই আছি। রামরতনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

উপেন। কে? ডাক্তার রামরতনবাবু? না, কাল হয়েছিল, আজ আর হয়নি। সকালে এসেছিল শুনলাম।

শিব। এইমাত্র আমার কাছে এসেছিল। ও তো—আচ্ছা, হারাণ কি অসুখে মারা যায় হে?

উপেন। কেন? পুরানো জ্বর কাশি, এইসব ছিল—

শিব। শুধু জ্বর কাশি? অনেকদিন তো ভুগছিল—আর কিছু?

উপেন। (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ, তাই শুনেছি—

শিব। তুমি কি বলে বৌমাকে সেই বাড়ীতে নিয়ে গেলে? তোমরা পুরুষ মানুষ, সাবধান হতে জান—উনি স্ত্রীলোক, অসাবধান। আর দিবাকেই বা কি বলে সেখানে রেখে এলে? না বাপু, কাজটা ভাল হয়নি।

উপেন। কেন? রামরতনবাবু কি কোনও রকম—

শিব। আমি তো কিছুই বুঝলাম না। ভেঙে তো কিছু বলে না, আমতা আমতা করে—আপনাদের বাড়ীতে লোকজনের ভিড়, সমুদ্রের হাওয়া আর না-হয় নৈনীতাল পাহাড়। পাঁচরকম কথা বলে—

মহেশ্বরীর প্রবেশ

মহে। তোমার খেলা ভেঙেছে বাবা?

শিব। ওরে মহেশ্বরী, ছোট বৌমাকে একবার ডেকে আন তো।

মহে। কেন বাবা? কি, ব্যাপার কি?

শিব। না, কিছু না—তুই ডেকে আন।

মহেশ্বরী উভয়ের মুখের দিকে চাহিল, কিছু বুঝিল না—আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

শিব। রাম বেশ ভাল ডাক্তার—কি বল?

উপেন। হ্যাঁ খুব ভাল। হার্ট, lungs specalist—বেশ বিচক্ষণ চিকিৎসক।

শিব। তাছাড়া বেশ মাথা ঠাণ্ডা, ও যখন আমতা আমতা করছে তখন আমাদের খুব সাবধান হওয়া দরকার—কি বল?

উপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা দরকার বৈ কি—

সুরবালা ও মহেশ্বরীর প্রবেশ

শিব। হ্যাঁ মা, তোমার বাবার বক্সারের বাড়ী খুব ভাল বাড়ী—কেমন?

সুরবালা। খাসা বাড়ী—গঙ্গার গায়ে। বর্ষাকালে দোতলার গাড়ী-বারান্দার নীচে পর্যন্ত গঙ্গার জল ওঠে—চমৎকার জায়গা।

শিব। অনেকদিন তো যাওনি বাপের বাড়ীতে—যাবে একবার? দিন পনের কি মাসখানেক থেকে আসবে?

সুরবালা। কেন, বাবার অসুখ-বিসুখ না তো? তিনি কি আমায় যেতে লিখেছেন?

শিব। না না, তিনি ভাল আছেন। আজই উপীনকে বলছিলাম—

মহেশ্বরী। তা পনের দিন বক্সারে থাকলে ছোটবৌ-এর শরীর বেশ শুধরে যাবে।

সুরবালা। আমার কোনও অসুখ করেনি বাবা। আপনি কেন মিছে ভাবছেন?

শিব। না না, অসুখের কথা নয়। তবু তোমার বাপ না ভাবেন যে বুড়ো শ্বশুর মেয়েটিকে আমার পর করে দিলে। তাঁর মেয়ে বাপের চেয়ে শ্বশুরকে বেশী ভক্তি করে, বেশী ভালবাসে—এ তো আর তিনি বিশ্বাস করবেন না—?

সুরবালার মুখ খুসীতে ভরপুর হইল। সকলেই মৃদু হাস্য করিলেন।

শিব। তাহলে একবার ঘুরে এসো মা—আমি বরং ভট্‌চায্যি মশাইকে দিয়ে পাঁজিখানা দেখিয়ে রাখি।

সুরবালা। (ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাস্যে) আচ্ছা—

শিব। এইবার যাও—আবার শুয়ে পড়গে। মহেশ্বরী, ঠাকুর পূজো হয়ে গেলে ভট্‌চায্যি মশাইকে পাঠিয়ে দিবি আমার কাছে।

মহেশ্বরী ও সুরবালার প্রস্থান

দিবাকর তো এখানে নেই—তুমি নিয়ে যাও বৌমাকে—থেকো না সেখানে—পৌঁছে দিয়েই কাজকর্মের অজুহাত দেখিয়ে চলে আসবে। দিন পনের পর একবার রামরতনকে পাঠিয়ে দেব বক্সারে—তারপর যা হয় দেখা যাবে—

উপেন। আপনি যা বলছেন তাই হবে। বাবা আপনি যখন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন—

শিব। অবিশ্যি লাভ কিছুই নেই—যা হবার হবেই—কারো সাধ্য নেই আটকায়। তবু মানুষের মন—সাবধান হতেই হবে। চিন্তিত হই কি সাধে উপীন? ছোট বৌমা যে সংসারের কতখানি আমি জানি—না, না—তুমি লজ্জিত হয়োনা। এ ভাল—খুব ভাল। কখনো কারো অন্যায় করিনি, প্রবঞ্চনা করিনি, লোকের প্রাণে ব্যথা দিইনি—সত্যি পথ ধরে চলতে হবে, তারপর ভগবান যা করেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—পাথুরেঘাটায় হারাণবাবুর বাড়ী। কিরণময়ী বসিয়া একখানি হাতের লেখা রামায়ণ পড়িতেছিল। হন্তদন্ত হইয়া ঘরে আসিল দিবাকর—সে এখন প্রায় বাবু।

দিবা। বৌদি।

কিরণ। কি ঠাকুরপো—এমন অসময়ে যে—

দিবা। ওঃ, তুমি পড়ছিলে? আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এখন—

কিরণ। ঘুমুচ্ছি—তাই নিরিবিলি ভেবে জাগাতে এসেছ?

দিবা। তোমার কেবল ঠাট্টা। ও-রকম ঠাট্টা করলে আমি কিন্তু বাড়ী ছেড়ে পালাব।

কিরণ। যেও না ঠাকুরপো—এস, এস। আমি তোমার সূর্যোদয় চন্দ্রোদয়—সব পড়ে ফেলেছি।

দিবা। কেমন লাগল বলুন?

কিরণ। তোমার সূর্যোদয়ের সম্পাদকের যা মত, আমারও তাই—বাঙ্গালীর গৌরব সুপ্রসিদ্ধ নবীন লেখক শ্রীযুক্ত দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত নিখুঁত প্রেমের ছবি। সম্পাদক তোমার মাসতুতো ভাই—না ঠাকুরপো?

দিবা। তুমি আমাদের চোর বলছ নাকি বৌদি?

কিরণ। না না—খুব ভাল লেখা, একেবারে মৌলিক রচনা। কি নাম বললে? হ্যাঁ, "বিষের-ছুরি"—বেশ নামটি তো ঠাকুরপো।

দিবা। ওটা কিছুনা বৌদি। বড্ড তাড়াতাড়ি লেখা—এসে ধরে পড়ল—

কিরণ। কে? মাসতুতো ভাই? এই যে—"নগেন্দ্র নন্দিনী কিছুই জানেন না—বসন্ত সন্ধ্যায় মালতীকুঞ্জে বসিয়া মালা গাঁথিতেছেন—" (হাসিতে লাগিল) ঠাকুরপো! নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাস?—কেমন?

দিবা। আমি? কস্মিন কালেও না।

কিরণ। তবে? এই তো তোমার গল্পে লেখা আছে—"বক্ষে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক

দংশন করিয়া উঠিল”—তুমি নিশ্চয়ই লুকিয়ে কাউকে ভালবাস—আমাকে না তো? দেখো—

দিবা। যাও বৌদি, অমন কথা বললে আমি কিন্তু সত্যি চলে যাব।

কিরণ। ভাল যদি না বেসে থাকো তো বৃশ্চিক দংশনের খবরটি পেলে কোথায়?

দিবা। ওটা একটা উপমা। এই এত লোকে প্রেমের গল্প লিখেছে—তারা কি সবাই ভালবাসছে, না বিচ্ছেদের জ্বালা সয়েছে? তোমার মতে কাজ করতে হলে তো দেখছি সাহিত্যচর্চা শিখতে হয়।

কিরণ। তুমি যা করছ তাকে সাহিত্যচর্চা বলে না—একে বলে অনধিকার-চর্চা।

দিবা। তবে তুমি বলতে চাও, কল্পনা কিছুই নয়?

কিরণ। কিছুই নয় এ-কথা বলিনে, কিন্তু নিছক কল্পনা শুধু গড়তেই পারে, প্রাণ দিতে পারে না। আচ্ছা ঠাকুরপো তুমি বোসো, আমি গা ধুয়ে আসি। “বিষের ছুরি” লিখেছ, এইবার একখানা মধুর কাটারী-টাটারী আরম্ভ কর—

হাসিয়া প্রস্থান। উত্তেজিত দিবাকর ঘরময় পায়চারী করিল, তারপর একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ঘর ঝাঁট দিতে ঝির প্রবেশ।

ঝি। আচ্ছা দাদাবাবু,—তোমার কি আর কোনও কাজ নেই?

দিবা। কি কাজ থাকবে আর?

ঝি। কত লোকে কত কাজ করে? পুরুষ বেটাছেলে কেউ চাকরি করে, কেউ পড়ে, কেউ ব্যাবসা-বাণিজ্যি করে—পাঁচ কাজ নিয়ে থাকে। তুমি কি কিছুই করনা?

দিবা। কেন বল তো ঝি, এ রকম কথা বলছ?

ঝি। না, এমনি—তোমায় তো আপিসে যেতেও দেখিনে, ইস্কুলে যেতেও দেখিনে—

দিবা। আমি বই লিখি আর পড়ি। আমার লেখা মাসিক পত্রে বেরোয়। তুমি মাসিক পত্র পড়ো ঝি?

ঝি। মাসিক পত্র কাকে বলে?

দিবা। ওঃ, তুমি মাসিক পত্র জান না?

ঝি। আচ্ছা দাদাবাবু, তোমার মা-বাপ আছেন?

দিবা। না।

ঝি। সেই জন্যই তোমায় এখানে রেখেছে। আচ্ছা, আগে সেই এক সতীশ দাদাবাবু আসত—তিনি তো আর আসে না। তিনিও তো তোমাদের দেশের মানুষ?

দিবা। হ্যাঁ।

ঝি। তিনি কিন্তু তোমার মত না। আমাদের বাবুর যখন বড় অসুখ তখন আসত, তুমি তখন ছিলে না—খুব করেছিল, একেবারে নিজের ছোট ভায়ের মতো। বড়বাবুও বেশ লোক—তারা তো কেউ তোমার মতো না—

দিবা। আমি কি?

গা ধুইয়া কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। হ্যাঁ ঠাকুরপো, সতীশ ঠাকুরপো সেই থেকে আর আসেনা কেন বলতে পার? কেমন আছে? কলকাতায় আছে তো?

দিবা। কি জানি, জানিনে—

ঝি। উনি কিছু জানে না—শুধু পড়ে আর দিনরাত গালে হাত দিয়ে ভাবে।

কিরণ। সত্যি, দিনরাত কি ভাব? আমাকে না তো?

দিবা। আঃ বৌদি। না, শোন—আমি ভেবে দেখলাম তোমার কথাই সত্যি।

কিরণ। আমার কি কথা সত্যি?

দিবা। আমার লেখা সম্বন্ধে তুমি যা বললে। সত্যিই তো আমি ভালবাসার কি জানি যে অত কথা লিখতে গেলাম? অথচ নভেল লেখার নেশাটা আমার কাটছে না। তাই ভাবছি তোমার কাছেই আমি শিখব—

কিরণ। আমার কাছে কি শিখবে ঠাকুরপো? ভালবাসা?

দিবা। তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা—আমি চললুম।

দিবাকর প্রস্থানোদ্যত। কিরণময়ী খপ করিয়া হাত দুখানা ধরিল।

কিরণ। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) ওঃ, তুমি ঠাট্টা চাওনা, সত্যি চাও?

দিবা। আঃ।

হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু কিরণময়ী তাহাকে টানিয়া বিছানায় বসাইল।

কিরণ। তুমি যে আমার দেওর হও ঠাকুর পো। তোমার সঙ্গে যে ঠাট্টা-তামাসারই সুবাদ। এসব না করে বাঁচি কি করে বলো তো ভাই?

দিবা। আচ্ছা বৌদি, তুমি এত লেখাপড়া কেমন করে শিখলে। কলেজে পড়নি তো?

কিরণ। না।

দিবা। সব হারাণদা শিখিয়ে ছিলেন?

কিরণ। সব।

দিবা। আমি প্রায়ই দেখেছি বৌদি—নভেল, নাটক কি কাব্যগ্রন্থের মূল কথাট নারীতত্ত্ব—রূপতত্ত্ব।

কিরণ। তাই নাকি?

দিবা। হ্যাঁ তাই। নারীর রূপ জিনিসটা কি? কেন মানুষ নারীর রূপ দেখলেই পিপাসিত হয়ে তার দিকে ছুটে যায়।

কিরণ। পিপাসিত হয়ে ছুটে যায় নাকি ঠাকুরপো?

দিবা। যায় বৈকি, নিশ্চয়ই যায়—এখন রূপ জিনিসটা কি, আর তার সঙ্গে ভাল-বাসাই বা এমনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে কেন?

কিরণ। (হাসিয়া) সতীশ ঠাকুরপো ঠিক এই কথা একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আরও একজন করেছিলেন, আজ তুমিও জিজ্ঞাসা করছ। আমি ভাবছি আমার রূপ দেখেই কি তোমাদের এই প্রশ্ন মনে আসে?

দিবা। (লজ্জায়) আমায় মাপ কর বৌদি। আমি জানতাম না।

কিরণ। (হাসিমুখে) মাপ তোমায় এক-আধবার নয় ভাই একশোবার করলাম। আমার আর একটি দেওরকে যখন বলতে লজ্জা করিনি তখন তোমাকে বলতেও পেছুব না। আমার নিজেকে দেখে কি মনে হয় জান ঠাকুরপো? সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সব চেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপবর্ণনা। এই জন্যই, ঠাকুরপো, নারীর বাল্যরূপ যদিও মানুষকে আকৃষ্ট করে তবু তাকে মাতাল করে না। শুধু নারী নয়, ঠাকুরপো, পুরুষের এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ যৌবন, আর এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।

দিবা। কিন্তু—

কিরণ। আর কিন্তুতে কাজ নেই ভাই।

ঝি। বৌদি।

কিরণ। কিরে?

ঝি। সেই বোষ্টম-ঠাকরুণ এসেছে, ডাকব—গান শুনবে ?

কিরণ। হ্যাঁ, ডাক।

ঝির প্রস্থান

বৈষ্ণব কবিতা, গান পড়েছ কিছু ? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস,—

বৈষ্ণবীর প্রবেশ

এই যে, এস তো বৈষ্ণব-ঠাকরুণ, একখানা রূপতত্ত্বের গান গাও তো। আমার এই ঠাকুরপোটি রূপ কি, রস কি, এইসব জানতে চায়।

বৈষ্ণব। সবাই তো জানতে পারে না মা—যে জানে সে জানে। আচ্ছা আমি গাই—

(গাহিল) বঁধু তুমি যে পরশমণি হে

বঁধু তুমি যে পরশমণি

ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার

সোনার বরণ মানি।

অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন

আমি হৃদয়ে মাথায়ে রাখি

ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া

নয়ন মুদিয়া থাকি।

চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতী

তঁহু সে পিরীতি জান হে

বঁধু যে তোমার এক কলেবর

দুঁহু সে একপ্রাণ হে।

কিরণ। এই নাও।

পয়সা দিলেন

বৈষ্ণবী। আচ্ছা, আসি মা। রাধেকৃষ্ণ—

প্রস্থান

দিবা। আচ্ছা বৌদি, তুমি চোখ বুজলেই প্রাণের ভিতর তোমার স্বামীর মুখ দেখতে পাও ?

কিরণ। স্বামীর? হুঁ, দেখতে পাই বৈ কি ভাই। যিনি আমার সত্যি স্বামী তাঁকে দেখতে পাই।

দিবা। তোমার সত্যি স্বামী? তুমি যে আমায় হেঁয়ালী বলতে লাগলে বৌদি। তুমি কি "দেবী চৌধুরাণী"র নিশি ঠাকরুণের মত শ্রীকৃষ্ণকে সর্বস্ব সমর্পণ করেছ নাকি?

কিরণ। না। তুমি তো জান, আমি ঠাকুর দেবতা মানিনা, শুধু ইহলোক মানি।

দিবা। তবে তুমি কি করে তোমার স্বামীর কাছে যাবে—তিনি তো মরণের ওপারে চলে গেছেন।

কিরণ। আমি যাকে চাই সে এখনো এপারেই আছে—(হাসিয়া) ওপারে যায়নি। এতদিন তার কাছে যেতাম শুধু যদি একবার আমায় জানাত—সে আমায় চায় কি না।

দিবা। কে তোমায় জানাবে—কি যে তুমি বল বৌদি?

কিরণ। তুমি ভারী চালাক ঠাকুরপো—নিজে কিছু বলবে না, শুধু আমার মুখ থেকে কথা শুনতে চাও। যাও, আমি আর কিছু বলব না।

দিবা। আমি আর কি জানি বৌদি, যে বলব। কত নতুন কথা যে শিখলাম তোমার কাছে—

কিরণ। তাহলে আমায় গুরু বলে তোমার মানা উচিত—

দিবা। নিশ্চয়ই। একশোবার তোমায় গুরু বলে স্বীকার করছি। সত্যি বৌদি, আমি যদি এমনি চিরকাল তোমার কাছে থাকতে পাই তো আর কিছু চাই না।

কিরণ। বল কি, এত টান?

দিবা। সত্যি বৌদি, তোমায় ছেড়ে আর একদিনও আমি কোথাও থাকতে পারব না—

কিরণ। চুপ, চুপ—কেউ যদি শুনতে পায় তো অবাক হয়ে যাবে ঠাকুরপো। যাক্, অনেক তো গল্প হলো—এইবার চল ও-ঘরে, খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

দিবা। উঠতে ইচ্ছে করছে না বৌদি—তোমার কথা শুনলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হয়।

কিরণ। ভুলে তো গিয়েছ—আমি তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি—সময়মত খাওয়া দরকার—নইলে মাথার ঠিক থাকে না।

দিবা। আচ্ছা বৌদি, আমার নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা হয় কেন?

কিরণ। (হাসিয়া) কেন হয় জান না ?

দিবা। না বললে কেমন করে জানবে।

কিরণ। না বললেও জানা যায়—আর তুমিও ঠিক জানো, শুধু ছলনা করে বলছ না—আমিও বলছি না।

দিবাকরের চিবুক নাড়িয়া প্রস্থানোদ্যত। নেপথ্যে দরজার কাছে ঝি

ঝি। (নেপথ্যে) আমি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি বৌদি, আর তুমি শুনতে পাও না ? মা যে নীচে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছেন।

কিরণ। (দরজার কাছে গিয়া) তোর আস্পর্ধাও তো কম নয় ঝি—আমি নীচে গিয়ে দোর খুলে দেব—তুই পারিসনে—

ঝি। (নেপথ্যে) আমার হাতজোড়া ছিল, তাই—নইলে আর শুধু শুধু তোমায় বলতে যাব কেন—

দিবা। ঝিয়ের কথা ছেড়ে দাও বৌদি। আচ্ছা, গোবিন্দলাল যে ভ্রমরের মত স্ত্রীকে ছেড়ে রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হল—বঙ্কিমবাবু লিখে গেছেন—এটা কি সম্ভব বৌদি ?

অঘোরময়ী। (নেপথ্যে) হ্যাঁরে ঝি ! তোরা কি সব কানের মাথা খেয়েছিস ? আধঘণ্টা ধরে যে আমরা কড়া নাড়ছি।

ঝি। (নেপথ্যে) চোখ-কানের মাথা না খেলে কি আর তোমার বাড়ীতে কেউ চাকরী করে মা।

অঘোর। (নেপথ্যে) বৌমা কোথায় ?

ঝি। (নেপথ্যে) দেওরকে নিয়ে সারাদিন সোহাগ করছেন—আর কি করবেন ? ও মা ! বড়বাবু যে—

দিবা। ছোড়দা যে বৌদি, আমি আমার ঘরে যাই।

দিবাকরের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া অঘোরময়ী ও উপেন্দ্রর প্রবেশ

উপেন। ভাল আছেন বৌ-ঠাকরুণ ?

কিরণ। হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ ঠাকুরপো ? বৌ ভাল আছে তো ? বাড়ীর সব ?—খবর না দিয়ে হঠাৎ যে ?

উপেন। মক্কেলের কাজে আসা—হঠাৎই এলাম, কালই আবার যেতে হবে।

মাসীমার সাথে পথে দেখা। তারপর—দিবাকরের খবর কি বলুন তো? সে না দেয় চিঠিপত্র, না দেয় একটা খবর—কোথায় গেল? বেরিয়েছে বুঝি?

কিরণ। মাথা ধরেছে বলে শুয়েছে। কি জানি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে—

অঘোর। এই তো তুমি তার ঘর থেকে বেরুলে বৌমা, সে ঘুমুচ্ছে কি না তাও জান না?

উপেন। (উচ্চকণ্ঠে ডাকিল) দিবাকর, দিবাকর—ঘুমিয়েছিস?

দিবাকরের প্রবেশ

দিবা। কখন এলেন ছোড়দা?

উপেন। তোর মাথা ধরেছে নাকি?

দিবা। সামান্য।

অঘোর। মাথা ধরবে না বাছা? মাথার আর অপরাধ কি? একেবারে ঘরের বার হও না। সকালে বললাম, "দিবু, আমার সঙ্গে একবার মায়ের ওখানে চল তো বাবা"—না, "না মাসীমা কাজ আছে"। কি কাজ তোমার ছিল বলো তো বাপু?

উপেন। চিঠিপত্র লিখিস না—কি হয়েছে তোর? কোন্ কলেজে ভর্তি হলি?

দিবা। কলেজ খুললেই ভর্তি হব—এখনও হইনি।

উপেন। খুললে ভর্তি হব—এখনও হইনি! দু'সপ্তাহের ওপর কলেজ খুলে গেছে—তাও জান না?

অঘোর। কি করে জানবে বলো তো উপীন? দুটিতে মিলে দিনরাত ফষ্টিনষ্টি, আর হাসিতামাসা। আমি কতদিন বলি—"বৌমা, ও পরের ছেলে, উপীনের ছোটভাই—লেখাপড়া করতে এসেছে, ওর সঙ্গে অষ্টপ্রহর অত গল্পগুজব ফুসফাস কেন তোমার? হ'লোই বা দেওর—তোমার তো কপাল পুড়েছে, ও সোমত্ত ছেলে, তুমি বৌ-মানুষ—একটু সরমভয় থাকবে না?

সকলেই নীরব

তুমি এখানে বসে আছ উপীন তাই—নইলে এতক্ষণে এসে আমার চুলের মুঠি ধরত, এমন লক্ষ্মী বৌ আমার। আমি বলছি উপীন—দিবার একটুও দোষ নেই, সব দোষ ঐ হতভাগীর—

কিরণময়ীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া

ওগো বড় মানুষের মেয়ে! বাছা আমার সারাদিন উপোস করে আছে, কিছু খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ করগে। অমন করে চলে গেলে তো হবে না।

কিরণ। (দরজার কাছে আসিয়া) তাইতো যাচ্ছি মা, রান্নাঘরে। পালিয়ো না যেন ঠাকুরপো—আমি এক্ষুনি আসছি।

প্রস্থান

উপেন। (দিবাকরকে) তোর বাক্স-বিছানা কি-সব আছে বেঁধে নে। এক্ষুনি আমার সঙ্গে তোর এ-বাসা ছেড়ে যেতে হবে।

অঘোর। না না, সে কি উপীন—ছেলেমানুষ এত রাত্রে কোথায় যাবে।

উপেন। কিছু ভয় নেই মাসীমা, আমি তো সঙ্গে আছি।

অঘোর। আমাবস্তে—শনিবার—আজ নিয়ে যেয়ো না বাবা। ছেলেমানুষ, এখানে থাকলে তো লেখাপড়া হবে না। কাল-পরশু যাবে এখন। আজ রাত্রে আমি যেতে দেব না বাবা।

উপেন। তাহলে কালই, পরশু না। কাল বেলা দশটার ভেতর যতীশের বাড়ী পৌছানো চাই, বুঝলে ? কাল সকালে আর না বোলো না, মাসীমা।

অঘোর। বস উপীন। আমি জপটা সেরে আসি। ধর্মকর্মে মন দেব কি বাবা—ঐ আগুনের ফুলকি আচলে বাঁধা, ও যে কখন কাকে পুড়িয়ে মারবে কে জানে।

প্রস্থান

উপেন। যাও, তোমার ঘরে যাও। যা বলেছি মনে থাকে যেন—

দিবাকর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াছিল। যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় খাবার হস্তে কিরণময়ীর প্রবেশ।

কিরণ। এস, ছোট্-ঠাকুরপো—তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। খেয়ে নেবে এসো।

দিবাকর নীরবে চলিয়া গেল।

আজ এই দিয়েই যাহোক দুটো খাও ঠাকুরপো, বেশী কিছু করতে গেলে অনর্থক রাত হয়ে যাবে—

উপেন। (খাবারের থালা একপাশে ঠেলিয়া দিয়া) বৌঠান, খাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু আমি খেতে আসিনি—আপনার সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা কইতে চাই।

কিরণ। আমার বহু ভাগ্য। কিন্তু খাবেন না কেন ?

উপেন। আপনার ছোঁওয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

কিরণ। তাহলে খেয়ে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া রহিল, পরে মুখ তুলিয়া একটু হাসিল।

ঘৃণা হবার কথাই বটে। কিন্তু তোমার মুখ থেকে এ-কথা শুনব আমি কখনও ভাবিনি। সে শুধু একটি লোক ছিল যে অমনি করে ঘৃণায় থালাটা সরিয়ে দিতে পারত—সে সতীশ, তুমি নও ঠাকুরপো।

উপেন ক্রোধে, বিস্ময়ে ও ঘৃণায় অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী তেমনি শান্ত কঠোর ভাবে বলিতে লাগিল

তোমার রাগ বলো, ঘৃণা বলো ঠাকুরপো—সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে তো, কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা তুমিও তো তাই। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কতদূর কি দাঁড়িয়েছে—সে শুধু তোমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলাম, তখন তো আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখনি। নিজের বেলা বুঝি পরস্ত্রীর হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশী মিঠে লাগে ঠাকুরপো?

উপেন। (দুর্নিবার ক্রোধ প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া) বৌঠান, তার নামটাও আপনার কানে তুললে তার অপমান করা হয়। কিন্তু তবুও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আজও আমার সুরবালা বেঁচে আছে। সে বলে, "আমাকে যে একবার ভালবেসেছে তার সাধ্য নেই আর কাউকে ভালবাসে"। আমি এই ভরসাতেই দিবাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম—এসব বিষয়ে সুরবালার কখনও ভুল হয় না।

কিরণ। থামো ঠাকুরপো—তার ভুল হয়েছে তোমার হয়নি, এ-কথা এমন অসংশয়ে তুমি কি করে বিশ্বাস করলে?

উপেন। (হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া) রাত হয়ে যাচ্ছে—আমার তর্ক করবার সময় নেই বৌঠান। আমি যে আপনাকে বেশ চিনি। কিন্তু এ-কথাটা নিশ্চয়ই জেনে রাখবেন যে, ভাল আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না—সে সাধ্য আপনার নেই। শুধু সর্বনাশ করতেই পারবেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—শেষকালে কিনা দিবাটাকে—

কিরণময়ী চক্ষের পলকে ঝুঁকিয়া উপেন্দ্র পা জড়াইয়া ধরিল।

কিরণ। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো। সমস্ত মিথ্যে। ছিঃ ছিঃ, তোমার আসনে কিনা দিবা—

উপেন। চুপ।

উপেন্দ্র অসহ্য ঘৃণায় তাহার মাথাটা সজোরে ঠেলিয়া দিতেই কিরণময়ী পা ছাড়িয়া চিৎ হইয়া পড়িল।

নাস্তিক, অপবিত্র—ভাইপার।

উপেন্দ্র কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিরণ। আচ্ছা (দিবাকরকে ডাকিল) ছোটঠাকুরপো, এইদিকে এস তো, শোন—তোমার ছোড়দা চলে গেছে—কোন ভয় নেই, এস—

দিবাকরের প্রবেশ

কিরণ। তুমি নাকি আমায় ছেড়ে চলে যাবে ঠাকুরপো ?

দিবা। বৌদি, তুমি তো জান আমি নিরুপায়—ছোড়দা যে কাল সকালেই আমায় যেতে বলেছেন।

কিরণ। কে ছোড়দা ? সে কি আমার চেয়েও তোমার আপনার ?

দিবা। আমি কি করব বলো বৌদি, আমি যে পরাধীন।

কিরণ। তুমি পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেছ, তুমি কেন পরাধীন হবে ? তুমি পরাধীন না। এখন আমার চেয়ে তোমার আপনার আর কেউ আছে ? বলো—সত্যি বলো, মনরাখা কথা ব'লো না—আছে ?

দিবা। না।

কিরণ। আমি যা বলব তুমি তাই করবে ?

দিবা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

কিরণ। তোমার ছোড়দা আমার অপমান করেছে, তোমার অপমান করেছে—কি দোষ আমরা করেছি ঠাকুরপো ?

দিবা। সত্যিই তো আমরা কোন দোষ করিনি।

কিরণ। তোমার ছোড়দা আমার হাতে খেলেন না, তুমিই বলো ঠাকুরপো, আমি কি এতই পাপী ?

দিবা। তুমি পাপী! বৌদি, আমি কেমন করে জানাব যে আমি তোমায় কতখানি শ্রদ্ধা করি।

কিরণ। তুমি শুনেছ আমার শাশুড়ী আমায় অপমান করেছে, তোমার ছোড়দা একটা কথাও বলেনি—আমি এ-বাড়ীতে আর থাকব না—কিছুতেই না। তুমি যাবে আমার আমার সঙ্গে ? আসতে পারবে সমস্ত সংসার ছেড়ে আমার কাছে ?

দিবা। তুমি যদি বল বৌদি, তোমার আদেশে আমি সব করতে পারি। তুমি যেখানে যেতে বলবে যাব।

কিরণ। বেশ, তুমি ঠিক হয়ে থেক—ঘুমিয়ো না। আর একঘণ্টা পরে আমার শাশুড়ী ঘুমুলে আমরা এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। তুমি আমায় নিয়ে যাবে।

দিবা। কোথায় যাবে বৌদি ?

কিরণ। যেখানে দুচোখ যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাঁওতাল পরগণা—দেওঘর।

যতীশবাবুর বাড়ী।

বাহিরের ঘরে সরোজিনী গাহিতেছে। অতি নিবিষ্টমনে জগৎতারিণী গান শুনিতেছেন।

(গান) সখিরে—মথুরা মণ্ডলে গিয়া
আসি আসি বলি আর না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া,
আসিবার আশে লিখিনু দিব্যেশে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু' আঁখি হইল অন্ধ।
এ ব্রজমণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে নন্দলাল
মিছা পরিহার ত্যাজিয়ে বিহার
রহিব কতেক কাল।

যতীশের প্রবেশ

যতীশ। মা যে আজ বড় মন দিয়ে সরোর গান শুনছ ? তুমি নিজে গাইতে বললে বুঝি আর দোষ হয় না ?

জগৎ। আমি কি গান গাইতে বারণ করি?—যার-তার সামনে গাইবে না, আর যা-তা গাইবে না। এ তো ঠাকুর দেবতার গান, ভাল গান—এ গান কেন গাইবে না।

যতীশ। "কুলিশ পাষাণ হিয়া"—ঠাকুর দেবতার গান?

জগৎ। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

যতীশ। কলকাতা থেকে একটি বন্ধু আসবার কথা আছে—একবার ষ্টেশনে যাচ্ছি।

জগৎ। বোনের বিয়ের কি করছ? আমি তো বাবা বলে বলে হার মেনেছি। এরপর ও-মেয়ে আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে?

যতীশ। ওর চেয়ে অনেক বেশী বয়সের মেয়ের আজও বিয়ে হয়নি। তুমি নির্ভাবনায় থাক মা।

জগৎ। কর্তা যা করে গেছেন আমি তাতে কথাটি বলিনি বাবা। তুমি বিলেত গেছ, বোনকে মেম করে তুলেছ, সব সহ্য করেছি, তাই বলে আমি বেঁচে থাকতে তুমি যে অজাত কুজাতের ছেলেকে ভগ্নীপোত করবে—তা আমি সইব না। তার চেয়ে আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও বাপু।

যতীশ। শশাঙ্কবাবু বামুনের ছেলে, মা।

জগৎ। বামুনের ছেলে তো পৈতে গলায় দেয় না কেন?

যতীশ। অনেকদিন বিলেতে ছিল, ও-সব কুসংস্কার আর নেই। তুমি ওর ওপর চটে আছ—নইলে ছেলেটি মন্দ নয়। ব্যারিষ্টার, এরই মধ্যে পশারও হয়েছে। চাল-চলন একটু সাহেবের মতন, এই যা।. সেটুকু মাপ করে নিলে ভবিষ্যতে মন্দ দাঁড়াবে না।

জগৎ। তুই 'ছেলেটি' কি বলছিস। ওর বয়সের গাছ-পাথর নেই। মুখখানা চোয়াড়ে, চোখ দুটো ভাঁটার মত।

যতীশ। যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। তুমি ওকে যতটা খারাপ দেখছ ও ততটা খারাপ নয়। খুব বিনয়ী, নম্র—সরোজিনীকে অত্যন্ত ভক্তি করে। আপনি, আজ্ঞে ছাড়া কথা বলে না। ওর গানের কত সুখ্যাতি করে। আর সরোজিনীও মনে মনে ওকেই চায়। মিষ্টার রায় অনেকদিন আসেন না বলেই তো ও গান করছিল—'কুলিশ পাষাণ হিয়া'—

জগৎ। ও যা মেয়ে, ওর বরাতে ঐরকম চোয়াড়ে বরই জুটবে।

সরো। দেখ দাদা, তুমি আমায় শুধু শুধু মার কাছে বকুনি খাওয়াচ্ছ।

যতীশ। না, আমি তাই ভেবেছিলাম।

জগৎ। না না, বাপু—ও পাজী লোক। ঐরকম ভাঁটার মত চোখ আবার কেউ ভাল হয় নাকি। তাছাড়া বিলেত গিয়েছে বলে সাহেব হবে, এই বা কি কথা? তাহলে ও পাঞ্জাবে গেলে পাঞ্জাবী হবে, কাবুলে গেলে কাবুলী হবে, কটকে গেলে উড়ে হবে, চীনে গেলে চীনেমান হবে নাকি? অমন বরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে সরি আইবুড়ো হয়ে থাকবে তাও ভাল।

যতীশ। তাহলে তোমার কি ইচ্ছে সতীশের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়?

জগৎ। সতীশই ওর বর। সেদিন গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করেছে। আর সতীশের মত ছেলে তুই কোথায় পাবি শুনি?

যতীশ। সতীশ কিন্তু ভাল লেখাপড়া জানে না মা।

জগৎ। লেখাপড়া জানে না কিসে? না-হয় পাশই করেনি—সরি তো নিজে ওর বাসাবাড়ী দেখে এসেছে। কত মোটা মোটা ইংরিজি বই সব সেখানে আছে।

যতীশ। সেগুলো পড়ে তো, না ঘর-সাজানোই আছে? মা, শোন একটা কথা। (জনান্তিকে) দেখ মা, তোমাদের সময় তোমরা একরকম ছিলে। ন'বছর বয়সে তোমাদের বিয়ে হয়েছে। বাবা মায়ে সম্বন্ধ। এখন দিনকাল পালটে গেছে। মেয়েকে মেয়েদের স্কুলে পড়িয়েছ। ও ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছে। বরটি যদি মোটেই লেখাপড়া না জানে—দুদিন বাদে তোমার মেয়েই কি তাকে পছন্দ করবে? তাছাড়া সতীশের সম্বন্ধে আরও একটা সন্দেহ আমার আছে।

জগৎ। কি সন্দেহ?

যতীশ। ও এই সাঁওতাল পরগণায় মাঠের মাঝখানে একা একা থাকে কেন?

জগৎ। হাওয়া বদল করতে এসেছে রে, বাপু।

যতীশ। শহরের ভিতর আর পাঁচজনের সঙ্গে থাকলে হাওয়া কি দূষিত হ'তো? একটু ভেবে দেখো মা, সন্দেহ তোমারও হবে।

জগৎ। আচ্ছা, সে তো আসছে আজ—আমি তাকে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করব'খন।

যতীশ। যার সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে হবে তার সম্বন্ধে সব কথা জানা দরকার তো, তুমি একটু বুঝে দেখ, মা।

জগৎ। তোমার ইচ্ছে না থাকে তুমিই বোঝ বাপু, আমায় আর ভালমন্দ কিছু জিজ্ঞেস ক'রো না।

যতীশ। এই দেখ। মা, তুমি রাগ করলে—তাহলে আমি আর কি করব—আমি কি রাগের কথা বললুম।

জগৎ। কর্তা, অমনি করে শেষ জীবনটা আমায় জব্দ করে গেলেন—এখন তোদের নিয়ে একটু শান্তিতে থাকব—তা তুই তো বিয়ে করবার নামটি করছিসনে—একটা মেয়ে, তাকেও যদি মনের মত বরে দিতে না পারি কি সুখে সংসারে থাকব আমায় বলতে পারিস?

যতীশ। সতীশের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় আমার আপত্তি নেই মা, শুধু সে যে সত্যি ভাললোক এইটুকু যাচাই করে দেখতে চাই। সতীশ তোমায় মা বলে ডাকে, আর পাঁউরুটি বিস্কুট খায় না বলেই সে যে মনু পরাশরের মত সদ্‌ব্রাহ্মণ এইটে আমি ঠিক মনে করতে পারছিনে। আচ্ছা, আমি এখন আসি মা, ট্রেনের সময় হ'ল। এই যে, বেহারী! এস, এস—তোমার বাবুর কথাই হচ্ছিল—এলেন না তিনি?

বেহারীর প্রবেশ

বেহারী। এখুনি আসবেন। বাবু একটু বাজারের দিকে গেলেন কিনা, আমি আগেই এলাম।

যতীশ। বেশ বেশ, আচ্ছা আমি চললাম।

প্রস্থান

জগৎ। সরি, তুই বেহারীর সঙ্গে বসে গল্প কর—আমি ঠাকুরকে রান্নার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।

প্রস্থান

সরো। ব'সো বেহারী। তুমি বুঝি তামাক খাও, তা এখানে তো তামাক নেই—

বেহারী। থাক্ থাক্, আর তামাকের দরকার নেই।

সরো। না না, তাও কি হয়? ব'সো আমি দেখছি (সিগার কেস হইতে সিগার লইয়া) এই নাও, এইটি খাও।

বেহারী। না দিদিমণি, ওসব সায়েবরা খায়—গরুর চর্বি দিয়ে আঁটা, ও আমি খাব না।

সরো। আমি বলছি, সেসব কিছু নেই ওতে।

সিগার দিল

বেহারী। ওরে বাপরে—এ যে আবার রাংতা দিয়ে মোড়া। হয়তো একটা এক পয়সা দাম।

সরো। এক পয়সা কি গো, একটার দাম চার আনা।

বেহারী। চার আনা—প্রায় বড় তামাকের দর? দাকাটা চার সের।

বিহারী সিগার ধরাইল।

সরো। শোনো বেহারী, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব, ঠিক উত্তরটি দেবে।

বেহারী। বল দিদিমণি।

সরো। তোমার বাবু হঠাৎ কলকাতা ছাড়লেন কেন?

বেহারী। কি জানি মা—উনি একরকম—সেবার একবার চলে গেলেন। তারপর তোমাদের বাড়ী দু'দিন থেকেই বললেন আবার ডাক্তারী পড়ব।

সরো। ক'দিনই বা ছিলেন—মাসখানেকও তো নয়। কেন ছাড়লেন জান?

বেহারী। উপীনবাবুর ওপর রাগ করে বোধ হয়—একটা বার কেবল আমায় বলেছিল—উপীনদাও যখন আমায় অবিশ্বাস করলেন, তখন এ সংসারে আর থাকব না—বনে জঙ্গলে বিবাগী হয়ে থাকব।

সরো। তাই বুঝি সাঁওতাল পরগণায় বনবাসী হয়ে আছেন?

বেহারী। হ্যাঁ।

সরো। তা উপীনদা ওঁকে অবিশ্বাস করলেন কেন? কি হয়েছিল?

বেহারী। সেটা আর আমি বলব না।

সরো। বলবে না কেন? তোমার বাবু মদ খান?

বেহারী। আগে খুব খাতেন—তারপর একজন লোকের গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করেন—সেই থেকে আর খান না।

সরো। সেই লোকটি কে?

বেহারী। আমি বলব না দিদিমণি—কিছুতেই না।

সরো। আচ্ছা, তোমার বাবু আর কোনও নেশা করেন?

বেহারী। আমি বড় তামাক খাই কিনা—দিন দুই আমার হাত থেকে নিয়ে গোটা দুই দম দিয়েছিল। আজকাল এক গুরু জুটেছে।

সরো। আমি তোমাদের বাসায় একদিন গিয়েছিলাম—দেখি একখানা শাড়ী টাঙান আছে ছাদে। বাসায় তো স্ত্রীলোক কেউ ছিল না—শাড়ীখানা কার ?

বেহারী। সে আমি বলতে পারব না দিদিমণি—বাবু শুনতে পেলে আমায় জুতো মেরে বিদেয় করে দেবে—বড় বদরাগী। তুমি অন্যকথা বল দিদিমণি। বাবুদের ভাগলপুরের বাড়ী—মস্তবড় বাড়ী—উপর-নীচে সব শুদ্ধ চৌষট্টিখানা ঘর।

সরো। কার শাড়ী তুমি বলবে না ?

বেহারী। আর সেখানে একটা ঝিল আছে—তুমি বললে বিশ্বাস করবে না—দেড় ক্রোশ লম্বা। একটা মুখ গঙ্গার সঙ্গে মেলেছে।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। এই যে Mr. বেহারী। খুব আসর জমিয়েছ দেখছি—আর হাতে সিগার—সাহেব হয়েছিস নাকি ?

বেহারী। বেশ আছে তো আছে বাবু—বাইরে গিয়ে খেয়ে আসি। শুনুন (সতীশের কানে কানে কহিল), দিদিমণি জিজ্ঞেস করছিল, শাড়ী কার ? আমি বললুম—তোমার অত খোঁজে দরকার কি ? তুমি যেন আবার অন্য কথা ব'লো না।

প্রস্থান

সরো। বেহারী বুঝি আপনাকে সাবধান করে দিলে ?

সতীশ। হ্যাঁ, বুঝলাম না, কিছু কি জিজ্ঞাসা করেছিলে ওকে ?

সরো। আপনার কলকাতার বাসা বাড়ীতে একখান শাড়ী দেখেছিলাম। কার শাড়ী জানতে চাইলাম।

সতীশ। বললে না বুঝি ? আচ্ছা আহাম্মক ?

সরো। কার শাড়ী সতীশবাবু ?

সতীশ। কার আবার—আমার সাবেক বাসার একটা ঝি ছিল তার। বোধ হয় ভুলে ফেলে গেছে। শয়তান বদমাইস—ব্যায়রামে মরছিল, এসেছিল কিছু ভিক্ষে চাইতে—

সরো। তা না-হয় এসেছিল কিন্তু আপনি এত চটছেন কেন ?

জগৎতারিণীর প্রবেশ

জগৎ। এই যে বাবা সতীশ, তুমি এসেছ ? একটু ব'সো বাবা। যতীশ গেছে ষ্টেশনে, সে আসুক, একসঙ্গে খেতে দেব।

সতীশ। সেদিনকার ব্যাপার সব শুনেছেন তো মা? আপনি তো তখন ছিলেন না এখানে।

জগৎ। আমি থাকলে কি আর ঐসব ধিঙ্গিপনা চলত?

সতীশ। আর যতীশবাবুকে সেদিন খুব বলেছি—বোনকে মেমসাহেব করে তোলার ফল পেলেন তো হাতে হাতে। তিনি বোধ হয় আমার উপর চটে আছেন।

সরো। গুণ্ডারা শুধু গাড়ী আটক করেছিল, অপমান কিছু করেনি। অপমান যেটুকু বাকী ছিল উনিই করেছেন।

জগৎ। তুই থাম, থাম—আবার কথা বলে—লজ্জাও করে না। সেই থেকে, বুঝলে বাবা সতীশ, আমি ওর বিবিয়ানা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছি। নিজেই আমার পায়ে হাত দিয়ে বলেছে—আর কখনও বিবিয়ানা করবে না।

সতীশ। শুনেছি, যার যা স্বভাব সেটি সহজে যায় না।

শশাঙ্ক সাহেব ও যতীশবাবুর প্রবেশ

যতীশ। আসুন মিষ্টার রায়। মা, কলকাতা থেকে মিষ্টার রায় এসছেন। সতীশবাবু কেমন আছেন?

সতীশ। ভাল।

মুখ ফিরাইয়া বসিল।

শশাঙ্ক। Hallo Miss Chatterjee, how do you do? Hope you are all right.

সরোজিনী উত্তর দিল না।

যতীশ। (জনান্তিকে) মাকে আগে নমস্কার করুন।

শশাঙ্ক। Oh Chatterjee! First of all, the lady in love must be addressed, then of course her mother if she happens to be present—then the rest of the company. You ought to know Mr. Chatterjee the actual English etiquette, you saw genuine British families.

মা, আপনি কেমন আছেন?

জগৎতারিণীর কাছে গিয়া পায়ে হাত দিতে গেল।

জগৎ। থাক থাক বাছা, পা ছুঁয়োনা, আমি এখনো ঠাকুর পূজো করিনি।

শশাঙ্ক। Well Mr. Chatterjee, you should not indulge your mother in these barbarian practices.

কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া সতীশকে দেখাইয়া

এঁকে যেন কোথায় দেখেছি।

সতীশ। কথাটা ইংরাজীতে বললেই পারতেন, কেন কষ্ট করে বাংলা বললেন?

জগৎ। যতীশ, শোন, তোমার বন্ধু এখানে কেন এসেছেন? ওঁকে বলে দাও ওঁর সঙ্গে আমি সরোজিনীর বিয়ে দেব না, উনি যেন খাওয়া-দাওয়া করে রাতের ট্রেনে কলকাতায় যান।

প্রস্থান

শশাঙ্ক। আমি শুনতে পেয়েছি Mr. Chatterjee—আপনার আর কষ্ট করে বলতে হবে না। ও, আপনার নাম বোধ করি সতীশবাবু—if I do not forget.

সতীশ। আপনার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি।

শশাঙ্ক। কিন্তু আমার একটা কথা বলবার আছে। আমার কথা না, আপনার সম্বন্ধে কথা। আপনার মা উপস্থিত থাকলে ভাল হয়।

যতীশ। সরোজিনী, মাকে ডেকে আন্।

সরোজিনীর প্রস্থান

শশাঙ্ক। তারপর সতীশবাবু, আপনি কোথায় ডাক্তারী শেখবার একটা চেষ্টা করেছিলেন না?

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, চেষ্টা করছিলাম, এখন আর দরকার হবে না।

শশাঙ্ক। ও, এই যে—

সরোজিনী ও জগৎতারিণীর প্রবেশ

সরোজিনী দেবী আপনি যাবেন না, আপনার উপস্থিত থাকা দরকার।

সতীশ যাইবার চেষ্টা করিল। জগৎতারিণী দাঁড়াইয়া, সরোজিনী ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

এ কি সতীশবাবু, আপনি উঠলে চলবে না।

সতীশ। আমি তাহলে চললাম যতীশবাবু—আমার কাজ আছে।

শশাঙ্ক। না, আপনার থাকা দরকার। সতীশবাবু, কথা আপনার সম্বন্ধেই।

সতীশ। আমার সম্বন্ধে আপনার কোনও কথা থাকতে পারে না।

শশাঙ্ক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আছে।

জগৎ। তুমি ব'সো না বাবা, ওর কি বলবার আছে বলে নিক্।

শশাঙ্ক। আমার ছেলেবেলা থেকে স্বভাব—যাদের ভালবাসি, তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না।

সতীশ। আপনার স্বভাব কেমন জানবার ইচ্ছা আমার নেই। আমায় কি বলবেন বলুন।

শশাঙ্ক। আমি শুনেছি যে আপনার সঙ্গে শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

সতীশ। ভুল শুনেছেন, সম্বন্ধ এখনও হয়নি। তারপর বলুন—

শশাঙ্ক। যতীশবাবু আমার পরম বন্ধু।

সতীশ। অনাবশ্যক কথা—আমার সম্বন্ধে কি প্রশ্ন তাই জিজ্ঞাসা করুন।

শশাঙ্ক। আমি জানতে চাই—আপনি সাঁওতাল পরগণার মাঠে নির্জন বাস করছেন কেন?

সতীশ। আমার খুশি। আর কি জিজ্ঞাসা করবেন?

শশাঙ্ক। আপনি কলকাতার রাখালবাবু বলে কোন ভদ্রলোককে চেনেন?

সতীশ। আঃ! চুলোয় যাক্ রাখালবাবু—আপনার নিজের কিছু বলবার আছে?

শশাঙ্ক। সাবিত্রী কে?

সতীশ। তার ঠিক পরিচয় আমারও জানা নেই। আপনি কিংবা রাখালবাবু জানেন বোধ হয়। বলেছিল তার বাড়ী বাংলা দেশে।

শশাঙ্ক। আপনার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

সতীশ। আপনাকে তার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি না।

যতীশ। আপনি জবাব না দিতে পারেন সতীশবাবু—শশাঙ্কবাবুকে অপমান করবেন না। উনি আমাদের ভালর জন্যই এইসব কথা উত্থাপন করেছেন।

সতীশ। সাবিত্রী কে সরোজিনী দেবীকে আমি বলেছি। আবশ্যক হয় মাকে যতীশবাবুকে জানাব।

জগৎ। বাবা সতীশ! আমি কিছু জানতে চাই না, তুমি বাড়ীর ভেতর এসো।

যতীশ। না মা, তুমি মনে ক'রোনা এসব ব্যাপার তুচ্ছ।

জগৎ। এসব ঐ বদমায়েসের কাজ, ঐ ভাঁটাচোখোটার। ও পাজী—আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

বেহারী আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

যতীশ। মা, তুমি অনর্থক শশাঙ্কবাবুকে অপমান করছ, এই দেখ উপীনের চিঠি।

জগৎ। আমি দেখতে চাই না বাবা। আমি মানুষ চিনতে পারি। দলিল দস্তাবেজ নিয়ে মানুষ প্রমাণ করবার দরকার হয় না।

সতীশ উপীনের চিঠি উল্টাইল।

সতীশ। এ কি! পোশ বৌঠানের বাঁচবার আশা নেই—এই অবস্থায় তাকে আপনি আমার কথা নিয়ে বিরক্ত করছেন।

যতীশ। আবশ্যক হয়েছিল। বলুন সাবিত্রী কে? তার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?

বেহারী। আমি জানি বাবু—বলব।

সতীশ। আঃ বেহারী, থাম তুই। সাবিত্রীকে আমি এক সময় ভালবেসেছিলাম, আজও হয়তো বাসি—ঠিক জানা নেই। সে যদি ইচ্ছে করে চলে না যেত—আমি নিজের ইচ্ছায় তাকে ছাড়তাম না।

যতীশ। মা, নিজের কানে শুনলে তো। এর পরও তুমি যদি সতীশের সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ে দিতে চাও, দাও—আমি এর ভেতর নেই।

জগৎ। যখনই ঐ লোকটা এসেছে—আমার প্রাণ কেঁপে উঠেছিল—আমি তখনই জানি, একটা কাণ্ড হবে।

বেহারী। তা আপনারা অত গণ্ডগোল করছো কেন? আমি সব জানি। বাবু যদি হুকুম করে, বলতে পারি। বলব বাবু?

সতীশ। না।

বেহারী। কেন বলব না? আপনি হুকুম দাও, বলি।

সরো। বলো তো বেহারী—তুমি কি জানো?

সতীশ। খবরদার, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। বেরো এখান থেকে—

বেহারী। তিনি দিব্যি দিয়ে যাবেন, তুমি জুতা মারবে, আমি তাহলে কি করব বল—গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব?

সতীশ। তাই ঝুলগে—দূর হ, দূর হ।

বেহারী। আমার গায়ে-মুয়ে চড়াতে ইচ্ছে হচ্চে।

প্রস্থান

সতীশ। তাহলে আসি যতীশবাবু, নমস্কার—

জগৎ। সতীশ, শোন বাবা (নিকটে গিয়া) বলবার মুখ নেই, তবু বলছি—দুটো খেয়ে যাবে না বাবা?

সতীশ। আজ না মা।

জগৎতারিণীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বর্মায়—সুরবালার পিত্রালয়। গঙ্গার ধারে বাড়ী॥

সুরবালা ও উপেন্দ্র। বাঁশীর সুর আরম্ভ।

সুর। আমার জন্যে তুমি তো অনেক করলে—আর বোধ হয় কোন উপায় নেই?

উপেন। কেন ওসব কথা ভাবছ পণ্ড—

সুর। আচ্ছা, ডাক্তারেরা সবাই জবাব দিয়ে দিয়েছে? এমন কোন ওষুধ নেই, যাতে আমি বাঁচি।

উপেন। উঃ ভগবান! স্বামীদের বুকে তুমি অনন্ত ভালবাসাই দিয়েছ, কিন্তু এমন একবিন্দু ক্ষমতা দাওনি যে তার স্নেহাস্পদকে সে একটা দিনও বেশী ধরে রাখে! (চোখে জল)

সুরবালা তার শীর্ণ হাত তুলিয়া স্বামীর চোখ মুছিয়া দিল।

সুর ছিঃ, কেঁদো না—তোমার কান্না আমি সইতে পারি না। আমার একটা কথা রাখবে?

উপেন। (ঘাড় নাড়িয়া) রাখব।

সুর। ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে শচীর বিয়ে দিও।

উপেন। শচীর জন্য তুমি ভেবো না, পণ্ড—আমি তার ভালো সম্বন্ধ ঠিক করে দেব।

সুর। না, তা হয় না।

উপেন। কেন হয় না পণ্ড—প্রথমে তো তোমার মত ছিল না। শুধু আমার মতেই মত দিয়েছিলে। এখন আমার নিজেরই মত বদলে গেছে। এ বিয়েতে কাজ নেই সুরো।

সুর। না, সে হবে না। একবার তোমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছে, সে তো মিথ্যে হবার কথা নয়। তুমি তাকে এখানে আসতে টেলিগ্রাম করে দাও। অনেকদিন তাকে দেখিনি। হয়তো এখনো দু'একদিন বাঁচব। সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করে। সবাই আমাকে ভাল বাসতো। (স্বামীর হাত ধরিয়া) আমার এই শেষ মিনতি, তুমি ছোট ঠাকুরপোর সঙ্গেই শচীর বিয়ে দিও।

উপেন। কেন বল তো?

সুর। আমার মন বলছে। সতী তোমাদের বাড়ী গেলে তোমার কোন কষ্ট হবে না—তোমাকে সে দেখতে পারবে—আর—

উপেন। আর—

সুর। আর তার মুখ দেখে তুমি কোনদিন আমাকে ভুলতে পারবে না। বলো—আমাকে কথা দাও—

উপেন। আচ্ছা, যদি অসম্ভব না হয়, তোমাকে কথা দিলাম সুরো—

সুর। তুমি আত্মা পরলোক এসব বিশ্বাস কর?

উপেন। তুমি যা বিশ্বাস কর আমি তা বিশ্বাস করি।

সুর। (খুব গোপনে) শোন! রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী সব আছে। একটা কথাও মিথ্যে না। সবাই আমার কাছে আসেন—আমি সবাইকে দেখতে পাই। আমি শুধু একটা কথা ভাবছি।

উপেন। কি পশু?

সুর। (হাত ধরিয়া) দেখ, ভগবান সাক্ষী, তোমার কথায় আমার কখনো কোনদিনই কোন সন্দেহ হয়নি। আজ আমায় একটা সত্যিকথা বল—আমায় ভুলিও না, আমি আবার তোমাকে পাব তো?

উপেন। (শান্ত দৃঢ় স্বরে) পাবে বৈকি।

সুর। কতদিনে পাব? আমি তো চললুম। কিন্তু ততদিন কোথায় তোমার জন্যে বসে থাকব?

উপেন। স্বর্গে থাকবে। সেখান থেকে আমাকে সর্বদাই দেখতে পাবে।

সুর। তাহলে তুমি বেশীদিন আমায় ফেলে থেক না, আমি একলাটি থাকতে পারব না। আমায় একটু পায়ের ধুলো দাও। আমি রামসীতার কাছে কাছে থাকব—রামসীতা আমি বড় ভালবাসি। তুমি সেখানে যেও—দেখ, দেখ—

উপেন। কি দেখব পশু? কৈ কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।

সুর। দেখতে পাচ্ছ না—ঐ যে রামসীতা, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, ওঁরা আমাকে ডাকছেন—আমি যাই—যাই—

মৃত্যু

উপেন। পশু—সুরবালা—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহেশপুর—সতীশের গ্রামের বাড়ী। দোতালার বৈঠকখানা ঘরে থাকো-বাবার আড্ডা। থাকো-বাবা ও তার ভক্তবৃন্দ কালীচরণ, অভয়ানন্দ, বলরাম ও সতীশ। কালীচরণ পানীয় দিতেছে— সম্মুখের পাত্রে কারণ।

থাকো (একপাত্র পান করিয়া—অবশিষ্টাংশ সতীশের হাতে তুলিয়া দিবার সময়) বাবা সতীশ, প্রসাদ নাও।

সতীশ। (ইতস্তত করিয়া) আমার সেই লিভারের ব্যথাটা দেখা দিয়েছে বাবা—আমি আজ খাব না বাবা—

কালী। উঁহুঁ, সে কি হয়, বাবার প্রসাদ—

থাকো। লিভার টিভার সব হজম হয়ে যাবে, কিছু থাকবে না। খাও বাবা —খেয়ে নাও। (সতীশ পান করিল) এসব তন্ত্রের সাধনা, বড় শক্ত বাবা, বড় শক্ত। আজ চতুর্দশীর রাত—আজ যোগিনীচক্রে বসতে হবে। রামপ্রসাদটা একটু আধটু বুঝতে পেরেছিল—তা ও পারল না—সেই জন্যে গেয়ে গেছে— গা না বেটাচ্ছেলে, গানখানা গা না।

ভক্ত। (গাহিল) সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই
জয় কালী বলে—
আমায় মন মাতালে পাগল করে
মদ মাতালে মাতাল বলে॥

থাকো। (আর এক পাত্র পান করিয়া) নাও, বাবা সতীশ, আর এক পাত্র নাও।

সতীশ। দেখুন বাবা, এ সংসারে তিনটি স্ত্রীলোককে আমি দেখেছি বড় ভাল। দুটি আমায় ভালবাসত, একটি স্নেহ করত। তাদের কথা ভুলতে পারছিনে বাবা। একটি সমাজের চোখে নীচে—

থাকো। কারণবারি পান করলে আর কারও কথা মনে পড়বে না—হৃদয় শ্মশান হবে। আর সেই শ্মশানেই তো আমার শ্যামা মা নৃত্য করবেন। তুমি পরম ভাগ্যবান।

সতীশ। আপনি কারণ করুন বাবা—আমার মনটা আজ চঞ্চল হয়ে আছে। যাদের কথা এতদিন ভুলেছিলুম, তাদের সবাইকে মনে পড়ছে বাবা, আমি আসছি।

সতীশের প্রস্থান ও বেহারীর প্রবেশ

বেহারী। ও বাবা, বাবা—

থাকো। কি রে শালা?

বেহারী। তোমায় বলি শোন, তুমি বাবাই হও আর ঠাকুরদাই হও আমার বাবুকে দিন দুপুরে মদ গাঁজা খাইও না।

থাকো। এ পরম পবিত্র কারণ বারি, তুই শালা মদ বলিস?

বেহারী। আমাদের দেশে ওরে মদই কয়।

থাকো। চোপরাও শালা, হলই বা মদ—তোর বাবার কি রে শালা—

বেহারী। তুমি আমার বাবুকে খারাপ করে দিচ্ছ। আমি বাবা বলে মানব না—তা তোমাদের বলে দিচ্ছি।

থাকো। কি করবি রে শালা, কি করবি?

বেহারীকে খড়ম প্রহার

বেহারী। তবে রে হারামজাদা বাবা, তোমার বড় বাড় বেড়েছে। র'সো তোমার বাবাগিরি বার করছি।

নিকটস্থ ত্রিশূল লইয়া বাবাকে আক্রমণ

এই ত্রিশূলের খোঁচায় তোমায় মা কালীর কাছে পাঠিয়ে দেব।

থাকো। আরে গেল যা. এ বেটাচ্ছেলে ত্রিশূল নিয়ে মারবে নাকি? এই—এই—এই, ওকে থামা না, শালা মারতে আসে যে—

সতীশের প্রবেশ। বেহারীও নিস্তব্ধ

থাকো। বাবা সতীশ, তোমার এই বেহারীকে সামলাও বাবা—

সতীশ। তোকে আর এখানে থাকতে হবে না, শ'দুই টাকা দিচ্ছি, তুই নিয়ে দেশে যা। সেখানে মাস মাস তোর মাইনে পাঠিয়ে দেব।

বেহারী। ঐ যমদূত বাবার হাতে তোমায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে দেশে যাব?

সতীশ। তোকে দিন দুই দেখিনি—কোথায় গিয়েছিলি?—বাড়ী?

বেহারী। আজ্ঞে না—একবার কাশী গিয়েছিলাম।

সতীশ। কাশী? কাশীতে কেন?

বেহারী। মাকে আনতে।

সতীশ। ওঃ—সাবিত্রী কাশীতে থাকে নাকি?

বেহারী। হ্যাঁ।

সতীশ। আমায় না জানিয়ে গিয়েছিলি কেন? ওদের তো আর মানসম্ভ্রম লাজলজ্জার ভয় নেই—তোকে আহাম্মক পেয়ে তোর সঙ্গে যদি চলেই আসত এখানে—কি বিপদে পড়তিস বল দেখি?

বেহারী। বিপদে কেন পড়ব?

সতীশ। আমি তো আর তাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিতাম না, নিশ্চয় দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিতাম। তাকে নিয়ে এই রাত্তিরে কি মুস্কিলে পড়তিস বল তো? সাধে কি আর তোকে ভেমো গয়লা বলি! যা, খাওয়া-দাওয়া কর গে। ও রকম বোকার মত কাজ আর করবি নে।

বেহারী। আচ্ছা।

সতীশ। কালীচরণ—

থাকো। বেহারী শালা এখনো ঘরে রয়েচে যে, বাবা সতীশ।

বেহারী। আচ্ছা, আমি ঘর থেকে যাচ্ছি, তবে তোমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে বাবা।

প্রস্থান

থাকো। দিন ঘুনিয়ে এসেছে, বেটাচ্ছেলে বলে কি? শালা মারবে নাকি আমায়? খুন করবে? বাবা সতীশ—ও শালা খুনে। ওকে তুমি পুলিশে ধরিয়ে দাও বাবা, দরোয়ানকে বরং একবার—

সতীশ। ও পাগল—আসুন বাবা, একবার যোগিনীচক্রে বসা যাক।

থাকো। না না, ভাল কথা না—ও তোমার কাছে পাগল বাবা—আমার সম্বন্ধে ঠিক পাগল নয়। বেটার টনটনে জ্ঞান। আস্পর্ধার কথা শুনেছ? বলে কিনা আমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে—এ কি পাগলের কথা বাবা?

সতীশ। আপনি চক্রে বসুন।

থাকো। বসছি, কিন্তু বাবা—চক্কর টক্কর মাথায় উঠেছে। ওরে বেটা কেলে—ডবল পাওয়ার দে। চরসটা তৈরি কর বাপ। বেটাচ্ছেলে সব তন্ময়তা নষ্ট করে দিলে।

সতীশ। কালীচরণ আমাকেও বেশ বড় একটা পাত্র দাও তো। মনটা আমারও কেমন খিচড়ে গেল।

বেহারীর পুনঃ প্রবেশ

বেহারী। বাবু! মা আপনাকে ডাকছেন।

সতীশ। (পান পাত্র লইয়া) কে ডাকছেন?

বেহারী। মা।

সতীশ। কে?—সাবিত্রী?

বেহারী। হ্যাঁ, তিনি।

সতীশ। তোর সঙ্গে বুঝি এসেছে এখানে।

বেহারী। হ্যাঁ।

সতীশ। কালীচরণ, দুটো এলাচ দাও তো চট করে (পিকদানীতে মদ ফেলিয়া)—তা আগে বললিনে কেন? তুই যা—বল গে দু'চারজন বন্ধু এসেছেন—তাদের সঙ্গে কথা কচ্ছেন। আধঘণ্টা পরে যাচ্ছি।

বেহারী। মা, এই পাশের ঘরে দোরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। একটিবার আসুন।

সতীশ। আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা। বল গে তাঁর জ্বর হয়েছে।

বেহারী। তিনি বললেন এক্ষুনি—একটুও দেরী না।

সতীশ। ঐ তো তোর দোষ।

থাকো। কে এসেছে বাবা সতীশ?

বেহারী। তোমার যম।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। তোমার জ্বর হয়েছে? (কপালে হাত দিয়া) হ্যাঁ, কপালটা বেশ গরম তো। (বেহারীকে) বেহারী, এঁদের বলে দাও, বার বাড়ীর পুরানো আটচালায় এঁরা গিয়ে বসুন।

বেহারী। বাবা যে যোগিনীচক্রে বসতে যাচ্ছিলেন মা।

সাবিত্রী। তুমি বলে দাও যে ওসব চক্কর-টক্কর এখানে চলবে না। যে কদ্দিন থাকবেন খাওয়া দাওয়া করবেন। তারপর পাঁচ-সাতদিনের ভেতরে যেখানের মানুষ

সেখানে যাবেন। ওঁর যা কিছু আছে সব যেন নিয়ে যান—বাড়ীর ভেতরে এসব কেন?

বেহারী। নাও বাবা, ওঠ ওঠ—আর দেরী ক'রো না।

থাকো। হ্যাঁ উঠছি—তা ইনি কে বেহারী?

বেহারী। তা সে খোঁজে তোমার দরকার কি ঠাকুর? তুমি উঠে পড়ো না। যা বলছি তাই করো—নীচে যাও। এই নাও তোমার ত্রিশূল।

থাকো-বাবা উঠিলেন

বিনি পয়সায় মদ গাঁজা খেয়ে লোকজনকে মারধোর করা তোমার বার করে দিচ্ছি।

থাকো। আচ্ছা, বাবা সতীশ, আমি নীচেই যাচ্ছি। চক্রের সাধনা বড় গুরুতর—এসব আসেই—সবই মহামায়ার খেলা।

বেহারী। এইবার ঠিক বুঝেছ ঠাকুর। মহামায়ার খেলায় এ-ডেরা তোমার উঠল।

থাকো। আমি তোমার উপর রাগ করছি না, বাবা সতীশ। আমি বুঝতে পারছি সব। তবে সাধককে এসব অতিক্রম করতে হবে। আচ্ছা কাল সকালে দেখা হবে।

বেহারী। দেখাটেখা আর বেশী হবে না বাবা—চল, আমিই এসব নীচে দিয়ে আসছি।

ভক্তগণসহ থাকো-বাবাকে লইয়া বেহারীর প্রস্থান

সাবিত্রী। আমার ওপর তোমার খুব রাগ হচ্ছে—না? নিশ্চয়ই ভাবছ কি করে এই বেহায়া আপদটাকে দূর করা যায়—কেমন? দেখি, কে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে—তুমি নিজে, না তোমার ঐ সাধুজী। (সাবিত্রী বিছানা ঝাড়িল) দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভটা কি? ব'স—আর সত্যি অসুখ করে থাকে তো শুয়ে পড়।

সতীশ। বিপিনবাবুর কি হ'লো? তিনি বুঝি এখন কাশীবাস করছেন?

সাবিত্রী। ওঃ, খুব স্মরণশক্তি তো তোমার—বিপিনবাবুর কথাটি আজও ভোলনি? তা যাক্—বিপিনবাবুর কথা থাক। কাণ্ডখানা কি আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? উপীনদার সঙ্গে ঝগড়া করলে—শেষে কিনা সরোজিনীর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলে? সে না-হয় একদিন মিটবে, কিন্তু এসব কি হচ্ছে?—যত সব

হতভাগার দল জুটিয়ে, গেরুয়া কাপড় প'রে, তন্ত্রমন্ত্রের ঢাক পিটিয়ে বুক ফুলিয়ে মদ গাঁজা চালাচ্ছ?

সতীশ। বুক ফুলিয়ে মদ গাঁজা খাওয়ায় দোষ কি?

সাবিত্রী। দোষ কি তুমি জান না?

সতীশ। না। আমি সন্ন্যাসী হয়েছি—আমি এখন স্বামী সতীশানন্দ।

সাবিত্রী। হ্যাঁ, আনন্দ তো চোখেই দেখছি—স্বামী তুমি এখনও হওনি। তবে শীঘ্রই তোমায় স্বামী হতে হবে সেই ব্যবস্থা করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। উপীনদাকে তার করেছি, সরোজিনীকে তার করেছি—তাঁরা এলেন বলে।

সতীশ। কেন আমায় না জানিয়ে এসব করলে?

সাবিত্রী। আমায় খুশি!

সতীশ। আমি তোমার কথা শুনব না—তুমি জোর করবার কে?

সাবিত্রী। কেউ না। (হাসিয়া)—একেবারে কেউ নয়?

সতীশ। না।

সাবিত্রী। তবে মদের গ্লাস পিকদানীতে ফেলে এলাচ চিবুচ্ছিলে কেন?

সতীশ। সে তুমি চেঁচামেচি করবে, এই ভয়ে।

সাবিত্রী। তবু সাবিত্রী কেউ না। ধন্য তুমি! কি বলে বেহারীর কাছে বলছিলে আমি এলে আমায় ফটকের বাইরে বিদায় করে দেবে? কথাটা বলতে একটু কষ্ট হ'লো না।

বেহারীর প্রবেশ

বেহারী। বাবু, বড়বাবু এসেছেন।

সতীশ। কে বড়বাবু?

সাবিত্রী। উপীনদা?

উপেন্দ্রর প্রবেশ

উপেন। হ্যাঁ, আমি, তুমি সাবিত্রী নিশ্চয়।

বেহারীর প্রস্থান। সাবিত্রী উপেন্দ্রর পদধূলি লইল।

তুমি যে কত বড়—তা আমায় এখানে আসতে লিখে সে প্রমাণ তুমি দিয়েছ। এই তো চাই। তুমি আমার ছোট বোন, আমি তোমার দাদা।

সতীশ। (অতি লজ্জায় পায়ের ধূলা লইল) উপীনদা—তুমি? তোমার এমন চেহারা হয়েছে?

উপেন। চেহারার দিকে আর চেয়ে দেখো না ভাই—আমার দিন ফুরিয়েছে। আর বেশীদিন তোদের কাছে পাব না।

সতীশ। সে কি দাদা! আমাদের পোশ বৌঠান কেমন আছেন?

উপেন। সে আর নেই রে—আজ একমাস মারা গেছে।

সতীশ। পোশ বৌঠান নেই?

উপেন। না, সেই আমায় ডাক দিয়েছে। যাবার সময় বলে গিয়েছিল বেশীদিন একা ফেলে রেখ না। কাঁদিসনে—কান্নার কিছু নেই। এই সংসার—তুদিনের আলাপ পরিচয়, তাতেই কত মায়া, কত বন্ধন, কত ব্যথা। ইদানীং প্রায়ই তোর নাম করত।

সতীশ। তুমি ব'সো দাদা।

উপেন। নীচের ঘরে সরোজিনী বসে আছে। সাবিত্রী, যাও, তাকে এ-ঘরে নিয়ে এস।

সাবিত্রী। আমি তাঁকে আনতে যাব?

উপেন। নিশ্চয়ই যাবে। তুমি আমার ছোট বোন। সংসারে কোনও ভদ্র-মহিলার চেয়ে তুমি ছোট নও।

সাবিত্রীর প্রস্থান ও বেহারীর প্রবেশ

বেহারী। আমি সেই বেহারী বড়বাবু—আপনি আমায় তখন চিনতে পারেন নি। (প্রণাম করিল)

উপেন। হ্যাঁ, তুমি বেহারীই বটে। এখন চিনতে পেরেছি। স্মরণ শক্তি তুর্বল হয়ে আসছে। তা, তুমি ভাল আছ?

বেহারী। আমার আর থাকা না-থাকায় কি এসে যায় বাবু! আপনাকে দেখে যে বড্ড কান্না পাচ্ছে।

সতীশ। তুই যা। সাবিত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর গে।

বেহারী। যাচ্ছি বাবু। ব্যাবস্থা আর আমি কি করব। সে আমার মা-ই সব করবেন।

প্রস্থান

উপেন। জ্যাঠা মশাই মারা গেছেন, সে খবর আমি বস্মারে থাকতে পাই।

সতীশ। শোন দাদা, তোমায় সব কথা বলা দরকার। তুমি সাবিত্রীকে ভালো মনে করছ। সেই রাতের পর থেকে আমি ওর কোন খবর জানি না। এইমাত্র সাবিত্রী এখানে এসেছে—ও ভালো কি মন্দ, এতদিন কোথায় ছিল, কি ভাবে ছিল—আমি কিছুই জানি না।

উপেন। তোমার আর কিছু বলার আছে?

সতীশ। সাবিত্রী সম্বন্ধে আর কিছু বলবার নেই।

উপেন। তাহলে শোন সতীশ—মাসখানেক পূর্বে যখন আমি পুরীতে হাওয়া বদলাতে যাই, সেখানে প্রথমদিন ভুবন মুখুয্যে বলে এক ভদ্রলোকের হোটেলে উঠি। সেখানে হঠাৎ মোক্ষদার সঙ্গে দেখা। তার কাছে শুনি যে এই ভুবন মুখুয্যেই সাবিত্রীকে বিয়ে করব বলে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। ওদের কাছ থেকে একে একে সব কথাই শুনলাম। তুমি যা জান সবই মিথ্যে। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে সে ভাল বাসেনি। সতীশ, যে নিরুপায় নারী এতবড় প্রলোভন অনায়াসে জয় করতে পারে, তাকে অপমান করবার অধিকার আমার নেই। সেই জন্যেই আজ আমি এসেছি। তোর প্রতি অবিচার করেছি, সাবিত্রীর উপর অবিচার করেছি, অপরাধ স্বীকার না করলে তো মরবার সময় শান্তি পাব না, ভাই।

সতীশ। তোমার অপরাধ উপীনদা! তুমি নিষ্কলঙ্ক—পরম পবিত্র—কোনও অপরাধ কি তোমার গায়ে লাগে দাদা? কিন্তু তুমি সরোজিনীকে কেন এখানে নিয়ে এলে? আমি তো সরোজিনীকে গ্রহণ করতে পারব না।

উপেন। আমি কি এনেছি রে। আমার কাছে সাবিত্রীর সব কথা শুনে সরোজিনী নিজে এল। মা সরোজিনীকে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন—যার জিনিস তার কাছে নিয়ে যাও বাবা, আমি সতীশের হাতে মেয়ে দিচ্ছি।

সাবিত্রীর সহিত সরোজিনী প্রবেশ করিয়া সতীশকে প্রণাম করিল।

উপেন। এস বোন, এস।

সতীশ। তুমি যে আমায় মহা সমস্যায় ফেললে, উপীনদা।

উপেন। এতে মানুষের হাত নেই সতে। সমস্যা যিনি দিয়েছেন তিনিই এর মীমাংসা করবেন।

সতীশ। কিন্তু দাদা, তুমি তো জান আমার অশেষ দোষ। আমি মাতাল—চরিত্রহীন। আমার মত পাষণ্ড স্বামীকে সাবিত্রী ছাড়া আর কোনও স্ত্রী ক্ষমা করতে পারবে না।

উপেন। সরোজিনী জানে, ওর দাদাও বিশ্বাস করে, তুমি চরিত্রহীন নও। আমি এখানে এসেছি সতে আমার এই বোনটিকে তোর হাতে দিয়ে আমার এই অক্ষ বোনটিকে নিয়ে যাব বলে।

সাবিত্রী। তুমি আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে দাদা?

উপেন। তাই তো এসেছি বোন। তুমি আমার কাছে না থাকলে আমার জীবনের শেষ দিন কটা কে আমায় দেখবে? আর কাউকে ডাকতে সাহস হয় না। আমি জানি, অন্তরে বাহিরে তুমি সন্ন্যাসিনী—পরের জন্যই তুমি বেঁচে আছ।

সাবিত্রী। আমি যাব দাদা। এখন তুমি কোথায় থাকবে?

উপেন। কলকাতায় যাব। যদিও নিশ্চয়ই জানি বাঁচব না—তবু বাবা আজও বেঁচে আছেন—শুধু তাঁর জন্য বাঁচবার একটা চেষ্টা করতে হবে, কাজেই কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। তারপর—যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি—বেহারী—

বেহারী। (নেপথ্যে) যাই বাবু—

সাবিত্রী। বেহারীকে কেন? কি বলবে আমায় বল দাদা।

উপেন। বলছি। হ্যাঁ, সতীশ—মরবার আগে দিবাকর ছোঁড়াটার খোঁজ করে যদি আমার কাছে একবার আনতে পারিস, আমি শান্তিতে মরি। খুব সম্ভব তারা আরাকানে আছে। কাল সকালে সব কথা বলব।

বেহারীর প্রবেশ

বেহারী। বাবু, আমায় ডাকলেন?

উপেন। একটা নির্জন ঘর চাই। একটু বিশ্রাম করব। এখানে থাকলে তো সতীশের সঙ্গে কথা কইতেই হবে।

বেহারী। চলুন, বাবুর শোবার ঘরে নিয়ে যাই।

উপেন। আমার সঙ্গে আমার নিজের বিছানা আছে, আমি সেই বিছানায় শোব। এখানকার বিছানায় আমায় শুতে দিয়ো না।

সাবিত্রী। আমি যাচ্ছি দাদা।

উপেন। না, আমরা কাল চলে যাব, তুমি সতীশের সঙ্গে কথা কও—সতীশ তোমায় কিছু বলতে পারে। সরোজিনী দিদি! তুমি এস, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সরোজিনী, উপেন্দ্র ও বেহারীর প্রস্থান

সতীশ। সাবিত্রী, আমায় তুমি এতদিন বলোনি কেন?

সাবিত্রী। বলবার কথা তো কিছু নেই—কি ব'লব?

সতীশ। আমি তোমায় যেতে দেব না। উপীনদা যতীশ বাবুদের মুখ চেয়ে তোমায় এখান থেকে সরিয়ে নিতে চান। আমি তোমায় বিয়ে করব, আর কাউকে বিয়ে করব না।

সাবিত্রী। আমার তাতে মত নেই। আমি বিধবা, একদিন ভুল করে ঘরের বাইরে এসেছি, এ কলঙ্ক আমার মলেও যাবে না। আমায় বিয়ে করলে তোমাকে সারা জীবন দুঃখু পেতে হবে। শুধু তুমি নও, তোমার যে সন্তান হবে—তারাও আমার জন্যেই দশজনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তুমি বুঝতে পারচ না, উপীনদা বুঝতে পেরেছেন—তাই তিনি আমায় নিয়ে যেতে চান।

সতীশ। তুমি এমনি করেই আমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমার সর্বনাশ করছ। এসব কথা শুনব না—আমি সমাজ মানিনে।

সাবিত্রী। সমাজ মানিনে—এ-কথা বলা চলে না। মানুষ মানলেই সমাজ মানতে হয়। সমাজ যে স্ত্রীকে স্বীকার না করে, সে স্ত্রী তো কোনদিনই স্ত্রীর যোগ্য সম্মান পায় না। যা কখনও হয় না, হতে পারে না—সে চেষ্টা ক'রো না।

সতীশ। (সাবিত্রীর হাত চাপিয়া) সাবিত্রী! এসব কথা শোনবার আজ আমার ধৈর্য নেই—আজ শুধু আমাকে ছুঁয়ে একটা সত্যি কথা বল যে তুমি আমায় ভাল বাস কি না?

সাবিত্রী। ভাল বাসি কি না—একথা কি মুখে বলা যায়? নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? কিসের জন্যে তোমাকে চিরকাল এত দুঃখ দিলুম—অথচ আমার এই দেহটা তোমাকে দিতে পারলুম না।

আঁচলে চোখ মুছিল।

আজ তোমার কাছে কোনও কথাই গোপন করব না। আমার এই দেহটা, আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পুজো তো কিছুতেই হতে পারে না।—এটা নিশ্চয়ই জেনো, এত ভাল যদি না বাসতুম তাহলে হয়তো এমন করে তোমাকে আজ আমায় ছেড়ে যেতে হত না। তুমি ব'স—আমি উপীনদার খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা করে আসি।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরাকান। কিরণময়ীর ঘর। এক দিকে দড়ির খাট অন্যদিকে মাদুর পাতা, সামান্য আসবাবপত্র, ছিন্নমলিন শয্যা। কালিঝুলি মাখা রুক্ষ অবসন্ন দিবাকর মাথা হেঁট করিয়া খাটিয়ায় বসিয়া আছে। অদূরে কিরণময়ী দাঁড়াইয়া। দু'জনের মুখে কথা নেই।

কিরণ। হাঁড়িতে ভাত রান্না আছে। ওঠো, ভাত বেড়ে দি, ভাত খাও।

দিবা। না, ভাত খাব না।

কিরণ। সারাদিন খাওনি, কারখানার খাটুনি—তারপর বাড়ীতে ফিরেই এই ঝগড়া, কিচিমিচি।

দিবা। আমায় কিছু ব'লো না।

কিরণ। আজ না খেলে, কাল তো খেতে হবে।

দিবা। খাওয়ার কথা তুমি আমায় ব'লো না। উঃ, মাগো, আমি কি ছিলাম কি হয়েছি। আমি যে ভিতরে ভিতরে এত পশু হয়ে গেছি, আজকের আগে তা তো কোনদিন বুঝতে পারিনি। আমি তোমায় লাথি মেরেছি, এ কি করে সম্ভব হ'ল, বৌদি? আমি তোমার কাছে মাপ চাইব না—আমি শুধু তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ অপরাধের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না—যদি থাকে, আমায় বলো।

কিরণ। পশু তুমি না ঠাকুরপো—পশুর মত কাজ যদি কেউ করে থাকে সে আমি। তোমার কোন অপরাধ নেই—সব অপরাধ আমার। আমার সম্বন্ধে তুমি যা শুনেছ, সে কথা শুনলে সবাই রাগান্বিত হয়। রাগের মাথায় মানুষ কত কি করে—খুন করে, আত্মহত্যা করে—তুমি তো সামান্য একটা লাথি মেরেছ।

দিবা। আজ যে ভাবে আমি বেঁচে আছি, সে ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল, আমার আত্মহত্যা করাই উচিত।

কিরণ। তুমি দেশে ফিরে যেতে চাও?

দিবা। না, দেশে ফিরে যাবার আর মুখ নেই—যাদের কাছে ফিরে যাবার জন্য মন কেঁদে ওঠে—তাঁরা তো আমার মুখ দেখবেন না, তবে কার কাছে যাব, আর কেনই বা যাব—

কিরণ। সত্যি, আমিই তোমার সর্বনাশ করেছি, এমন সর্বনাশ আর কেউ কারো করে না। তোমার জীবন নষ্ট হতে বসেছে, তবু তুমি যদি ইচ্ছা কর, এখনও বাঁচতে পার—তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার পথ খোলা।

দিবা। কই, আমি তো কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। এক বছর আগেও আমি অতি নিরীহ কলেজের ছাত্র ছিলাম। এখন আমার চারি দিকে অন্ধকার —আমি যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, আমি নিজেই জানি না। মনের বল আমার কোন দিনই ছিল না—আজও নেই।

কিরণ। তুমি এখানে আর এসো না, এ বাড়ীতে থেকো না, যদি কলকাতায় না'ও যাও, আমি যেখানে থাকি তার ত্রিসীমানায় এসো না।

দিবা। আর তুমি ?

কিরণ। আমার কথা শুনে লাভ নেই, তবে এদেশে যদি থাক দু-একদিনের মধ্যেই শুনতে পাবে।

দিবা। তাহলে বাড়ীউলির কথাই সত্যি ?

কিরণ। (শান্ত কঠিন স্বরে) হতেও পারে। তবে আর যাই হোক তোমার কাঁধে ভর দিয়ে অধঃপাতে নেমেছিলুম বলেই যে তার শেষ ধাপটা পর্যন্ত তোমাকে আশ্রয় করেই নাবতে হবে তার কোনও মানে নেই।

দিবা। তাহলে শুধু আমার সর্বনাশ করবার জন্যই এই পথে টেনে এনেছিলে ? কোন দিনই ভালো বাসনি।

কিরণ। না, তোমায় নয়, তবে একজনের সর্বনাশ করব মনে করেই তোমার সর্বনাশ করিছি। আর আমার ? যাক্—সবই আমার আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে। আমাকে তুমি মাপ করো ঠাকুরপো। তোমার মাইনে থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি পঞ্চাশটা টাকা, সেই টাকা নিয়ে তুমি এখনি কোথাও চলে যাও।

টাকা প্রদান

দিবা। আর তুমি ? তোমার কি হবে ? তুমি কি এইখানেই থাকবে ?

কিরণ। আমি যে ভুল করেছি তার আর সংশোধন নেই। আমার কাছে আরকান যা কলকাতাও তাই—তুমি যাও।

কিরণময়ী চলিয়া যাইতেছিল। ফিরিয়া আসিয়া

হ্যাঁ, তুমি কি জিজ্ঞাসা করছিলে ঠাকুরপো ? তোমাকে কোনও দিন ভাল বেসেছিলুম কি না ? বেসেছিলুম বৈকি ভাই, কিন্তু বয়সে আমি তোমার চেয়ে বড়ো, তাই যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমায় প্রথম সঁপে দিয়ে যান সেই দিন থেকেই তোমায় ছোট ভায়ের মত ভাল বেসেছিলুম। এমনি একটি

ছোট ভাই আমার ছিল—পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়। তোমার মুখ দেখে তার কথা মনে পড়েছিল, তাই তো এই ছ'মাস ধরে এক ঘরে বাস করেও তোমাকে এই দেহটা নষ্ট করতে দিতে পারিনি। তোমার চোখের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম-নিবেদনে, আমার সমস্ত দেহ লজ্জায়, ঘৃণায় এমন করে শিউরে উঠে, ঠাকুরপো, তাই তোমার লাথি খেয়ে আজ সমস্ত মন আমার এমন করে বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠেছে। যাও—যাও দিবাকর—সরে যাও।

বিছানা তুলিয়া দিবাকরের সম্মুখে রাখিল।

আর তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার আরও একটি ছোট ভাই আজও বেঁচে আছে। সেই সতীশের মুখ চেয়েও আমাকে চিরদিন তোমার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তুমি যাও, পার তো ভবিষ্যতে আমায় ক্ষমা ক'রো—

প্রস্থান

কিরণময়ী ঘরের ভিতরে গেলে দিবাকর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সতীশ। (নেপথ্যে) এই উল্লু, ইধর আও—তোমকো একঠো সিকি বকশিষ দেগা। আরে কে রে—তুই দিবাকর না?

দিবা। কে সতীশদা—তুমি?

সতীশ। হ্যাঁ—আরে আমি উপীনদা নই রে—সতীশদা—কুকাজের রাজা। আমাকে দেখে ভয়ে চমকানোর দরকার নেই। তুই এই বাড়ীতে থাকিস নাকি? কামিনী বাড়ীউলির বাড়ী? তাহলে কিরণ বৌদি এই বাড়ীতেই থাকেন তো?

দিবা। হ্যাঁ। (প্রস্থানোদ্যত)

সতীশ। তা, আর যাচ্ছ কোন্ চুলোয়?

সতীশ ও দিবাকর ঘরের ভিতর আসিল।

মগের মুল্লুক তো মগের মুল্লুক—কেউ যদি বাংলা কথা বোঝে। এত বিশুদ্ধ হিন্দি বলছি—যে শুনছে মনে করছে গ্রীক ভাষা বলছি।

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। (প্রবেশ করিয়া) এ কি! সতীশ ঠাকুরপো,—তুমি?

সতীশ। আবার ঠাকুরপো কেন দিদি? আমি তোমার ছোট ভাই। মগের মুল্লুকে এসে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

কিরণ। তুমি এখানে—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

সতীশ। না, স্বপ্ন দেখছ না, জেগেই আছ। উঃ কি দেশ—আর কি মানুষ—বাপ! জাহাজ থেকে নেমেছি ভোরবেলা, আর সন্ধে হয়—সমস্ত দিন কামিনী বাড়ী উলির নাম করেছি—কেউ কি বলে দেয়। তা এমন চমৎকার কুলীর ব্যারাকটি কেমন করে সন্ধান করলে? সহরে বুঝি এর চেয়ে খারাপ বাড়ী পাওয়া গেল না?

দিবা। আমি তাহলে উঠি সতীশদা—

সতীশ। কেন? সান্ধ্য ভ্রমণে বেরুচ্ছ নাকি? পোষাক পত্র সেইরকম বটে! এই হতভাগা—কথা ক' না—গায়ে এত কালি মেখেছিস কেন রে? দিদি, একখানা আয়না বের কর—নিজের মুখখানা একবার দেখুক হতভাগা—আহা-হা, কি ছিরি হয়েছে—"হাতে কালি মুখে কালি বাছা আমার লিখে এলি।"

দিবা। তুমি আমায় গালাগাল দাও সতীশদা। তোমার এ গালাগাল আজ যে আমার কত ভাল লাগছে।

সতীশ। আরো গালাগাল দেবো'খন, ভয় নেই—যা, আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়।

দিবা। ও মুখের কালি নয় সতীশদা—আঁতের কালি, মুখে ফুটে উঠেছে।

সতীশ। থাক, আর পণ্ডিতিভাষা বলতে হবে না। দিদি, এইবার গুছিয়ে গাছিয়ে নাও—কাল ভোর ছটায় কলকাতার জাহাজ ছাড়বে—আমি তোমাদের নিতে এসেছি।

কিরণ। উপীন ঠাকুরপো পাঠিয়েছেন তো? বেশ, দিবাকরকে নিয়ে যাও, প্রার্থনা করি সে যেন যেতে পারে।

সতীশ। শুধু পরের হুকুম তামিল করতেই এতদূর আসিনি দিদি—আমার নিজের তরফ থেকে তার চেয়ে বড় তাগিদ আছে। ভাবছ—তবে এতকাল পরে কেন? খবর পাইনি দিদি—বাবা মারা গেলেন, নিজেও যেতে বসেছিলোম—হয়তো আর দেখাই হত না। যাও দিদি, তাড়াতাড়ি দুটো ভাত চড়াও, ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।

কিরণ। আমার হাতে তুমি খাবে?

সতীশ। কেন খাব না? কি হয়েছে হাতে?—আঙুলহাড়া?

কিরণ। না, হাতে কিছু হয়নি—আমি কুলত্যাগ করিছি।

সতীশ। দিবাকর তোমার ছোটভাই—তুমি তার সঙ্গে এসেছ—তাতে কুল-

ত্যাগ হয়না—এটুকু জ্ঞান আমার আছে। যাও, শিগ্‌গীর যাও—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

কিরণ। আমি কার কাছে যাব ঠাকুরপো? আমার কে আছে?

সতীশ। আমার কাছে যাবে বৌদি। আমি আছি।

কিরণ। আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি ভাল হবে?

সতীশ। তোমার কি মনে নেই বৌদি—অনেকদিন আগে এই ভালমন্দ একদিন চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে গিয়েছিল—সেদিন ছোটভাই বলে আমায় ডেকেছিলে। অন্যায় যদি কিছু করে থাক তার জবাব দেবে তুমি—কিন্তু আমার জবাবদিহি এই যে আমি ছোটভাই—তোমাকে বিচার করবার অধিকার আমার নেই।

কিরণ। কিন্তু সমাজ আছে তো? (রুদ্ধশ্বাসে) হয় না ঠাকুরপো—আমি ফিরে যাব না—তুমি দিবাকর ঠাকুরপোকে নিয়ে যাও।

প্রস্থান

সতীশ। তুমিও বল—"বৌঠানকে নিয়ে যাও, আমি যাব না"।

দিবা। সত্যিই আমি যাব না সতীশ দা।

সতীশ। তোর ঘাড় যাবে। উপীনদার হুকুম—জীবিত কি মৃত বিদ্রোহী দিবাকরের মুণ্ডু চাই।

দিবা। তাহলে মরা মুণ্ডুই নিয়ে যাও সতীশদা। কাল সকাল ছ'টার মধ্যেই দিতে পারব।

সতীশ। আরে বাপ রে, ছেলের রাগ দেখ!—যাবিনে কেন?

দিবা। উপীনদার কাছে কেমন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব?

সতীশ। মাথা নীচু করেই দাঁড়িও—উঁচু করতে হবে না। তুই অত ভাবছিস কেন রে? উপীনদা আর সে উপীনদা নেই রে—আমরা পাঁচজনে মিলে তাঁকে এক-রকম ঠিক করে এনেছি।

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। ঠিক করে আনা কি রকম ঠাকুরপো?

সতীশ। (শুষ্ক হাসিয়া) গেলেই দেখতে পাবে বৌদি।

কিরণ। আমি তো তোমাকে বলেছি ঠাকুরপো—আমি যেতে পারব না।

দিবা। (দৃঢ়স্বরে) আমিও কিছুতেই যাব না—সতীশদা, তুমি মিথ্যে আমার জন্যে টাকা নষ্ট ক'রো না।

সতীশ। (উঠিতেছিল হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল) আমি অনেক গর্ব করে বলে এসেছি, তাদের আনবই—এখন শুধু হাতে ফিরে গেলে তার যে কত বাজবে, সে তো আমি চোখে দেখেই এসেছি। দিবাকর! এত অধর্ম করিসনে। তোকে দেখবার জন্যেই তাঁর প্রাণ এখনও আটকে রয়েছে। নইলে অনেক আগেই যেত।

কিরণ। ঠাকুরপো, তোমার উপীনদা—

সতীশ। মৃত্যুশয্যায়।

কিরণ। মৃত্যুশয্যায়!

আর বলিতে পারিল না—সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সতীশ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—ঐ ধূলো-বালির উপর অমন করে শুয়ো না বৌদি—

তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া পায়ে ধাক্কা দিয়া দেখিল কিরণময়ীর সংজ্ঞা নাই। স্তব্ধ দিবাকরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল

ঠিক এই ভয়ই আমার ছিল। আমি জানতুম—এ খবর বৌদি সইতে পারবে না।

দিবাকর চকিত হইয়া সতীশের দিকে চাহিল—সতীশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল

এতদিন এত কাছে থেকেও কি তুই একথা টের পাসনি দিবা? আমার ভয় হয় বুঝিবা বৌদিকে আমি মেরে ফেলতেই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তবুও নিয়ে যেতেই হবে। এ জগতে দুটি লোক কিছুতেই সে শোক সইতে পারবে না—একটি তো আগেই স্বর্গে গেছেন, আর একটি—। যা, জল নিয়ে আয় দিবাকর, আমি বাতাস করি।

দিবাকর জল আনিতে গেল। সতীশ কিরণময়ীর মাথাটা নিজের কোলে তুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণপরে জল আনিয়া দিবাকর কিরণময়ীর চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কিরণময়ী চোখ খুলিল।

কিরণ। ঠাকুরপো—এ কি ছোট্ ঠাকুরপো, তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? তুমি বোস।

দিবাকর কিরণময়ীর পদতলে বসিয়া পড়িল।

দিবা। আমি সমস্ত বুঝেছি, বৌদি—তুমি আমার পূজনীয়া ও গুরুজন। তবে কেন—কেন এতকাল সব গোপন করে—আমাকে এ নরকে ডোবালে?

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা

উপেন্দ্রর বাটী। একটি কক্ষে উপেন্দ্র শয্যায় শায়িত, সাবিত্রী নিকটে বসিয়া বাতাস করিতেছে।

উপেন। হাড় কখানা গঙ্গায় দিস দিদি—অনেক জ্বালায় জ্বলেছি। জানলাটা একটু খুলে দে—অরুন্ধতী নক্ষত্রটা একবার দেখব। তোর বৌদি বিয়ের পর থেকে রোজ ঐ নক্ষত্রটা দেখ্‌তো।

সাবিত্রী। গায়ে জোলো হাওয়া লাগবে যে দাদা।

উপেন। লাগুক—আমার আর ভয় কি?

সাবিত্রী। আকাশে মেঘ করে আছে—নক্ষত্র দেখা যাবে না।

উপেন। মেঘ—আহা অসময়ের মেঘ। ওরে খোল, জানলাটা খোল। একবার মেঘ দেখে নিই—আর তো দেখতে পারব না।

সাবিত্রী। ভাল হও, কত মেঘ দেখবে দাদা।

উপেন। জানলা খুলে দে সাবিত্রী, নইলে এর পর বর্ষার দিনে যখন আকাশে মেঘ উঠবে কেঁদে কেঁদে মরবি, তা বলে দিচ্ছি।

সাবিত্রী জানলা খুলিয়া দিল।

বাঃ বাঃ বাঃ—জমাট অন্ধকার, মেঘকে নিয়েই কত কাব্য, কত গান—

এই মত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে,
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে,
কামনার মোক্ষধাম, অলকার মাঝে
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে।
নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীল শৈল মূলে
সুবর্ণ সরোজ ফুল সরোবর কূলে।
মণি হর্মে সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।

এমন কবিতা আর কখনও শুনেছিস? যদি আবার জন্ম নিতে হয়, হে ভগবান, প্রার্থনা করছি, এই বাংলা দেশেই পাঠিও—যেখানকার কবি চণ্ডীদাস, কালিদাস,

জয়দেব, বিদ্যাপতি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ। সতেটা যদি থাকত একটু গান শুনতাম।
—আসেনি আজও ?

সাবিত্রী। দুপুরবেলা এসেছেন—তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে।

উপেন। গেল কোথায় ?

সাবিত্রী। বাবা আসবেন, তার করেছেন। হাওড়া ষ্টেশনে গেছেন।

উপেন। বাবাকে কেন খবর দিলে দিদি। তিনি কি সইতে পারবেন ? দিবাকর এলো না বুঝি ? দেখা পেয়েছিল ?

সাবিত্রী। এসেছেন, ও-ঘরে আছেন।

উপেন। তাকে ডেকে আনো। আর কেউ আসেনি ?—কিরণ বৌঠান ?

সাবিত্রী। হ্যাঁ তিনি এসেছেন। জাহাজে তিনদিন উপোস করে তোমার নামে কালীঘাটে পূজা মানৎ করেছেন। তুমি ঘুমুচ্ছ দেখে তোমার সঙ্গে দেখা না করেই আগেই মায়ের ওখানে পূজো দিতে গেছেন।

উপেন। হ্যাঁরে তুই বলিস কি ? কিরণ বৌঠান কালীঘাটে পুজো দিতে গেছেন ?

সাবিত্রী। হ্যাঁ, তাই তো গেছেন ?

উপেন। কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্! ভগবান কাকে যে কখন কি মতি দেন। আচ্ছা, তুই দিবাকরকে ডাক্।

সাবিত্রী দিবাকরকে ডাকিয়া আনিল।

উপেন্দ্র। দিবা, এদিকে আয়, কাঁদিসনি। এখন একটু ভাল আছি। সব সময় একরকম থাকি নে। জ্বর হলে বেহুঁস হয়ে পড়ি। সাবিত্রী তুই তো জানিস আমি উইল করেছি। আমার নিজের টাকা—সতীশের কাছে উইল আছে, দিবাকরের নামে কিছু দিয়েছি। শ্বশুর মশাইকে বলে রেখেছি, শচীর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা। তোর বৌদির এইটিই ছিল শেষ অনুরোধ। বি.এ.-টা পাশ করিস। সাবিত্রী, কাজটার ভার তোর ওপরে। সতীশ ও দিবাকর—এই অপগণ্ড ভাই দুটোকে তোর হাতে দিলাম, তুই এদের দেখিস।

দিবা। তুমি আমায় ক্ষমা কর ছোড়দা, আমি যে ক্ষমার অযোগ্য।

উপেন। ভুল সবার হয়, মুনি-ঋষিদেরও—আমরা তো অতি তুচ্ছ মানুষ। ভাই, আমি মলে বেশীদিন কান্নাকাটি করিসনি। ভাল করে লেখাপড়া করে জীবনের উন্নতি করবার চেষ্টা করবি।

কিরণময়ীকে আসিতে দেখিয়া দিবাকর চলিয়া গেল।

সাবিত্রী। এই যে কিরণ বৌদি ফিরে এসেছেন দাদা।

দোরের কাছে গিয়া ডাকিল।

আস্থন, দাদা এখনও জেগে আছেন।

কিরণময়ীর প্রবেশ

কিরণ। ঠাকুরপো! এই নাও, মায়ের কপালের সিঁদুর। এই চরণামৃত একটু মুখে দাও। মায়ের কাছে বলে এসেছি, "মা, ঠাকুরপোর সব আপোদ বালাই নিয়ে আমি যেন মরি। তুমি ঠাকুরপোকে বাঁচিয়ে দাও।"

দিবাকরকে

আহা, তুমি কেন অমন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ, ভাই? তোমাকে কি এরা লজ্জা দিচ্ছে? ওকে তোমরা দুঃখ দিও না ঠাকুরপো। ও সংসারে কারোর চেয়ে হীন নয়। আমার হাতে যেমন ওকে সঁপে দিয়েছিলে—আমি সে সত্য একদিনের জন্যও ভাঙিনি, ওকে প্রাণপণে রক্ষে করে এসেছি, কিন্তু আর আমার দেখবার সময় নেই। ওকে তুমি ফিরিয়ে নাও। এখন আমি শুধু এই চাই, ঠাকুরপো তুমি সেরে ওঠো।

উপেন। আমার তো সারবার রোগ হয়নি বৌঠান, এ শিবের অসাধ্য।

কিরণ। তা হোক, মা কালী ইচ্ছা করলে সব হয় বৈকি—বড় জাগ্রত দেবতা! লোকে কথায় বলে—কালীঘাটের কালী—মায়ের ডান পায়ের দুটো আঙুল পড়েছিল —তুমি সন্দেহ ক'রো না ঠাকুরপো। আমি কাল মায়ের মন্দিরে গিয়ে হত্যে দেব। আমার মুখে এসব শুনে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ ঠাকুরপো?

উপেন। তুমি এসব মান বৌঠান?

কিরণ। হ্যাঁ, মানি। আমি স্বপ্ন দেখেছি, লালশাড়ীপরা একটি মেয়ে, অনেকটা তোমার সুরবালার মত দেখতে—আমায় এসে বললে "কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে গিয়ে হত্যে দে, বুক চিরে রক্ত দিস, ভাল হবে।"

উপেন। আচ্ছা, তোমার মনে যাতে শান্তি হয় তাই কর।

উপেন্দ্রর চোখে জল, কিরণময়ী হেঁট হইয়া অশ্রু মুছাইয়া দিল।

কিরণ। কেঁদ না ঠাকুরপো—তুমি ভাল হয়ে উঠবে, ভাল হয়ে উঠবে—ভয় নেই।

সাবিত্রী। আপনি এবার আস্থন, একটু জল মুখে দেবেন—রাত্তির নটা বাজে।

কিরণ। হ্যাঁ, এইবার যাই।—তুমি বুঝি সাবিত্রী?

সাবিত্রী। হ্যাঁ, আমি সাবিত্রী।

কিরণ। তোমার কথা শুনেছি—সতীশ বলেছিল। মায়ের দয়ায় ঠাকুরপো একটু ভাল হয়ে উঠুক—তারপর সবাইয়ের সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয় করব। তুমি ঘুমোও ঠাকুরপো। কাল সকালে অর্ধেক অসুখ সেরে যাবে। এসো—

কিরণময়ীর প্রস্থান ও বেহারীর প্রবেশ

সাবিত্রী। কিরে?

বেহারী। কর্তাবাবু নীচে এসেছেন, বাবু জানতে চাইলেন এখন তাঁকে ওপরে আনা হবে?

উপেন। বাবা এসেছেন সাবিত্রী?

সাবিত্রী। হ্যাঁ, দাদা।

উপেন। দিদি এসেছেন কি?

বেহারী। না বাবু, কর্তাবাবু একাই এসেছেন। তাঁর দিকে আর চেয়ে দেখা যায় না বাবু। তিনি বসে বসে হাঁপাচ্ছেন—আর বলছেন, শীঘ্র নিয়ে চল আমায় ওপরে।

উপেন। ডেকে নিয়ে এস।

বেহারীর প্রস্থান

কেনই বা এলেন বাবা।

সাবিত্রী। থাকতে পারবেন কেন দাদা?

উপেন। থাকতেই হবে, না থাকলে আর উপায় কি? আমারও মহা পাপ, বাপ থাকতে এইভাবে যাওয়া। তবু ভাল, মা আগে যেতে পেরেছেন।

সতীশ ও শিবপ্রসাদের প্রবেশ

সতীশ। আসুন কাকা, এই ঘরে।

শিব। হ্যাঁ, যাই বাবা। উপীন, উপীন—কই বাবা, তুমি কই?

উপেন্দ্রর শিয়রের কাছে গেলেন।

উপেন। এই যে বাবা—আমি ভাল আছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন।

শিবপ্রসাদ অনেকক্ষণ উপেন্দ্রর হাতে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

শিব। পূর্বজন্মের মহাপাতক, নইলে এরকম হবে কেন? আমার সুখের সংসার, মনে একটু গর্ব হয়েছিল—বুঝলে সতীশ, এমন ছেলে, এমন বৌ—ঠিক রাম-সীতা,

কলিকালে হয় না। দর্পহারী মধুসূদন কি করে জানতে পারলেন, বললেন—র'সো, দেখাচ্ছি মজা। একটি ফুঁ দিলেন—ব্যস্ সব অন্ধকার—

কিরণময়ী ব্যতীত সকলের প্রবেশ

উপেন। আপনি জ্ঞানী—আপনাকে আমি আর কি বোঝাব বাবা—

শিব। হ্যাঁ, জ্ঞানী বৈকি, মহাজ্ঞানী। যেদিন ছোট বৌমাকে গঙ্গাতীরে শ্মশানে দিয়ে এসেছি, সেইদিনই জানি শিবপ্রসাদ মুখুয্যের বরাতে ভগবান অনেক কিছু লিখেছেন। নির্বংশ যে হয় তার পৌত্তুর মরে আগে।

সতীশ। উপীনদার সামনে এসব কথা বলবেন না, কাকাবাবু—ওঁর কষ্ট হচ্ছে, হাঁপানী বাড়তে পারে।

শিব। ওরই হাঁপানী বাড়বে, সতীশ, তোমরা তাই দেখছ—আর আমি যে দম ফেটে মারা গেলাম। আমার উপায় কি ?

সতীশ। আপনি ধৈর্য ধরুন কাকাবাবু।

শিব। ধৈর্য, হ্যাঁ ধৈর্য—তা ধরতেই হবে বাবা। বেঁধে মারে সয় ভাল, তার ওপর তো কোন কথা নেই, সইতেই হবে।

উপেন। একটু পায়ের ধূলো, বাবা। আমার মাথায় একটু পায়ের ধূলো দিন। আপনি এখান থেকে চলে যান, এখানে থাকবেন না বাবা।

শিব। থাকব না, থাকব না এখানে। থাকব না বটে—কিন্তু, যাব কোথায় আমায় বলতে পার সতীশ ? মহেশ্বরীটে আসবার জন্যে ঝোলাঝুলি—শেষ পর্যন্ত গালাগালি দিলাম। মায়ের মতন করে মানুষ করেছিল—শ্বশুর বাড়িতে গেছে, ওকে সঙ্গে নিয়ে গেছে—তাকে আমি কি বলে বোঝাব ? সেটা যে আমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে।

সতীশ। আপনি এখানে থাকবেন না কাকাবাবু—চলুন, বাইরের ঘরে বসবেন চলুন।

শিব। জায়গা নেই সতীশ—জায়গা নেই, পৃথিবীতে কোথাও জায়গা নেই। একটিবার কাশী গিয়ে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার পাদপদ্মে গিয়ে দেখব—যদি স্থান দেন—নইলে আর যাব কোথায় ? কাল সকালেই যাব—আজকের রাতটা কোন গতিকে কাটিয়ে দিই এখানে। তোমরা আমায় খবর দিও না। আমি জানব উপীন বেঁচে আছে।

শিবপ্রসাদের সহিত বেহারীর প্রস্থান। পাঁচ মিনিট সকলে নিস্তব্ধ পরে উপেন কহিল

উপেন। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। এই যে দাদা, এই তো আমি রয়েছি।

উপেন। সরোজিনী, এইদিকে আয়—বোস। সতীশ!

সতীশ। কি দাদা?

উপেন। তোর গান শোনবার ইচ্ছে হয়েছিল—এখন আর গান শুনব না। খুব একটা করুণ সুর সানাই বাঁশীতে বাজাবি একবার?

সতীশ। বাজাব দাদা।

উপেন। পাশের ঘরে গিয়ে বাজা, আমি শুনতে শুনতে ঘুমুবো—খুব করুণ রাগিণী।

সতীশের প্রস্থান। ক্ষণপরে করুণ সুর বাজিয়া উঠিল।

বাঃ বাঃ বাঃ—ঠিক সুরটি ধরেছে। সতীশ বড় ভাল, ওর কাছে মরেও সুখ। Fine emotion-এর ভাষা সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু না।

সুর রসঘন হইয়া আসিল।

[আবৃত্তি] কোথায় সে তীর, ফুল পল্লব পুঞ্জিত
কোথা সে নীড়, কোথা অশ্বত্থ শাখা,
তবু বিহঙ্গ—ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ ক'রো না পাখা॥

ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।

চন্দ্রনাথ

নাট্যরূপ

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশী। হরদয়ালের কক্ষ। চন্দ্রনাথ কাগজ পড়িতেছে ; একটু পরে সুলোচনা চা লইয়া প্রবেশ করিল।

সুলোচনা। বাবা, চা এনেছি।

চন্দ্রনাথ বই রাখিয়া চায়ের কাপ গ্রহণ করিতে করিতে বলিল

চন্দ্রনাথ। ও, চা এনেছেন—দিন।

পান করিতে আরম্ভ করিল।

সুলো। কিছু মিষ্টি নিয়ে আসব বাবা ?

চন্দ্র। না না, ওসব কিছু আনতে হবে না। এই চা-ই যথেষ্ট। মিষ্টির আমি ভক্ত নই।

সুলো। তাহলে না-হয় কিছু নোন্‌তা খাবার-দাবার তৈরি করে দিই।

চন্দ্র। কিছু করবার দরকার নেই। আপনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন কেন ? সারাদিন তো দেখি, আমার খাবারের আয়োজন করতেই আপনি রান্নাঘরে কাটিয়ে দেন।

সুলো। না বাবা, কি আর এমন করি ! কেবলই ভাবি যে এখানে হয়তো তোমার মোটেই যত্ন হচ্ছে না।

চন্দ্র। (চা-এর কাপ রাখিয়া) যত্ন হচ্ছে না—কি যে বলেন ? আমার মা ছাড়া বোধহয় পৃথিবীতে আর কেউ এত যত্ন করতে পারত না। আপনার যত্নের জন্যেই তো কাশী ছেড়ে আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

সুলো। বাইরে যত যত্নই হোক্ না কেন বাবা, সে কি আর বাড়ীর মত হয় ?

চন্দ্র। আমার আবার বাড়ী আর বাইরে—ও দুইই এক।

সুলো। কেন ?

চন্দ্র। যত্ন করবার যাঁরা ছিলেন—সেই বাবা মা দুজনকেই হারিয়েছি। সংসারে থাকবার মধ্যে এক কাকা। তিনিও বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে পৃথক হয়ে গেলেন বাবা মারা যাবার বছরখানেক পর। গয়াতে তাঁর বাৎসরিক কাজ সেরে ভেবেছিলুম, এইবার পশ্চিমের তীর্থে তীর্থেই ঘুরব। কিন্তু দেখুন না এখান থেকে চট্ করে কোথাও যেতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

সুলো। বাড়ীতে তাহলে কেউ এখন নেই ?

চন্দ্র। একেবারে কেউ নেই বলতে পারি না। আছেন আমার মামা আর মামী—আর বাবার আমলের সরকার মশাই। তাঁদের উপরেই সব ভার দিয়ে আপাততঃ চলে এসেছি।

সুলো। হরদয়াল বাবুর সঙ্গে বুঝি আগে থেকে জানাশোনা ছিল ?

চন্দ্র। হ্যাঁ, এর আগেও বাবার সঙ্গে দু'চারবার এখানে এসে কাটিয়ে গেছি, তখন অবশ্য আপনারা ছিলেন না। উনি আমাদের বহুদিনের পাণ্ডা আর অতি অমায়িক ভদ্রলোক বলেই একরকম আত্মীয়ের মতই হয়ে গেছেন।

সুলো। সত্যি বাবা, ওঁর মত দয়ার প্রাণ দেখা যায় না—উনি দয়া করে ঠাঁই না দিলে যে কোথায় যেতুম বলতে পারি না।

চন্দ্র। আপনাদের বাড়ী কোথায় ?

সুলো। নবদ্বীপের কাছে।

চন্দ্র। আপনি বাড়ী যান না ?

সুলো। না।

চন্দ্র। কেন ? সেখানে কি কেউ নেই ?

সুলো। খেতে দেয় এমন কেউ নেই

চন্দ্র। ওঃ—! আপনার মেয়েটিও তো বড় হয়েছে। ওর বিয়ে দেবেন না ?

সুলো। আমার ইচ্ছে হলেই তো হবে না বাবা—সে ওর বরাত।

চন্দ্র। কেন ? আপনার মেয়েটি তো ভারী শান্তশিষ্ট। দেখতেও খারাপ নয়, বোধহয় সুন্দরী বলা যেতে পারে—নয় কি ?

সুলো। আমি মা, মায়ের চোখকে তো বিশ্বাস নেই বাবা। তবে সরযূ, বোধহয়, আমার কুৎসিত নয়।

চন্দ্র। আপনারা তো ব্রাহ্মণ ?

সুলো। হ্যাঁ।

চন্দ্র। কোন্ শ্রেণী ?

সুলো। (ব্যস্ত হইয়া) আমি আস্‌চি বাবা—অনেকক্ষণ ভাতটা চাপিয়ে এসেছি, একবার দেখে আসি।

চন্দ্র। আচ্ছা। দুটো পান পাঠিয়ে দেবেন তো—যদি অবশ্য সাজা থাকে।

সুলো। সেজেই পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা

সুলোচনার প্রস্থান

চন্দ্রনাথ পুনরায় বই পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হরদয়াল প্রবেশ করিল।

হরদয়াল। এই যে চন্দ্রনাথবাবু, আজকে আর বেড়াতে বেরোন নি ?

চন্দ্র। না, আজ ভারি আলিস্যি হচ্ছে। আপনার যে আজ এত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে গেল ?

হর। কোথায় আর কাজ শেষ হ'লো ? এই একপ্রস্থ যাত্রীদের সব থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে এলুম। আবার একটু পরেই মন্দিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে যেতে হবে।

চন্দ্র। তাহলে আবার এলেন কেন ?

হর। একটু দেরী আছে তো—তাই ভাবলুম আপনি যদি বাসায় থাকেন একবার দেখে যাই। একলা মানুষ—সব কিছু আমাকেই দেখতে হয় তো। আপনার কাছে সব সময় তো আসতেও পারি না। (বসিলেন)

চন্দ্র। তাতে কি হয়েছে। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। তাছাড়া মনে হচ্ছে এটা যেন নিজের বাড়ী।

হর। সত্যই তো—এ আপনার নিজেরই বাড়ী। আজ তো আপনি এখানে প্রথম এলেন না। কর্তার সঙ্গে কতবার এখানে এসেচেন। আপনার হয়তো মনে নেই—আপনি তখন খুব ছোট, কোলে করে আপনাকে কত ঠাকুর দেখিয়েছি।

চন্দ্র। তা হবে। তবে জ্ঞান হবার পরও তো বাবার সঙ্গে দু'একবার এখানে এসেছি।

হর। হ্যাঁ—তা এসেছেন। কর্তার কাশী জায়গাটা খুব ভাল লাগতো—আর আমায়ও তিনি খুব স্নেহ করতেন। বড়লোক যজমান পাবার লোভে কত পাণ্ডা তাঁর খোসামোদী করত, কিন্তু তিনি সকলকে সাফ বলে দিয়েছিলেন যে, এই হরদয়াল ঘোষাল ছাড়া তাঁর কাছে আর কারুর খাতির নেই। আপনি তো তাঁরই ছেলে, আপনারও তাই কাশীর ওপর টান হয়েছে, আর আমাকেও ছাড়তে পারেন না।

চন্দ্র। সে কথা সত্যি ঠাকুরমশাই, কাশীর মত তৃপ্তি আমি আর কোথাও পাইনি। আজ এক বছর তো পশ্চিমে পশ্চিমে ঘুরলাম!

হর। এক বছর বাইরে বাইরে ঘুরছেন ?

চন্দ্র। হ্যাঁ, বাবা মারা যাওয়ার পর একা বাড়ীতে ভাল লাগল না।

হর। কেন, আপনার কাকা মণিশঙ্করবাবু নেই ?

চন্দ্র। হ্যাঁ আছেন—তবে তিনি আর আমার সঙ্গে থাকেন না। বাবা থাকতেই মনোমালিন্য হয়েছিল। তিনি মারা যাবার পর শ্রাদ্ধের দিনে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে একরকম সম্পর্কই রাখেন না।

হর। বলেন কি! মণিশঙ্করবাবু তো দেখেছি বরাবরই আপনাকে স্নেহ করতেন। শেষকালে তিনি এরকম ক'রে বসলেন—কারণটা কি বলুন তো?

চন্দ্র। কারণ আমি তো আজও জানি না, তবু তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিলুম—"কাকা, আপনি আমার পিতৃতুল্য—যদি কোন দোষ করে থাকি তো ক্ষমা করবেন"। তবু তিনি শুনলেন না—বললেন—"তোমরা আজকালকার বি-এ, এম-এ পাশ করা ছেলে, আমরা সেকেলে মুখ্যু মানুষ, তোমাদের সঙ্গে আমার খাপ খাবে না"। সেই যে চলে গেলেন আর আমার বাড়ী ঢুকলেন না।

হর। দেখ কালের গতি। একমাত্র ভাইপো আপনি, আপনার ওপর তাঁর এত স্নেহ,—কি এমন অজানা কারণ থাকতে পারে যার জন্য তাঁর সব স্নেহ মমতা চলে গেল? আশ্চর্য!

চন্দ্র। স্নেহ হয়তো তাঁর যায়নি—তবে অভিমানটাই প্রবল আমাদের বংশে। তাই তিনিও যেমন অভিমান করে সরে রইলেন, আমিও তেমনি চলে এলাম দূরে।

হর। তাহলে বাড়ীতে কে আছেন এখন?

চন্দ্র। মামা আর মামী থাকেন। আর বিষয়-সম্পত্তি পুরোনো সরকার মশাই দেখছেন।

হর। কিন্তু এমন করে আপনি আর কতদিন থাকবেন? এইবার বাড়ী ফিরে একটি গৃহলক্ষ্মী আনুন। এ রকম করে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবেন না। বলেন তো আমি সম্বন্ধ খুঁজি।

চন্দ্র। সম্বন্ধ আপনাকে আর কষ্ট করে খুঁজতে হবে না ঠাকুর মশাই—আমি ক'নে দেখে রেখেছি—দু-একদিনের মধ্যেই পাকা খবর দেব বলে ভাবছিলুম।

হর। এ তো ভারী সুখের খবর—আনন্দের কথা। শূন্য ঘর কি মানায়? তা মেয়েটি থাকেন কোথায়?

চন্দ্র। আপনারই বাড়ীতে।

হর। (সবিস্ময়ে) আমার বাড়ীতে!

চন্দ্র। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন? কিন্তু--সে আপনার চোখের সামনেই আছে, —"সরযূ"।

হর। (দাঁড়াইয়া) সুলোচনার মেয়ে সরযূ! কিন্তু ওদের যে চালচুলো কিছুই নেই চন্দ্রনাথবাবু। দেখছেন তো ওর মা আমার বাড়ীতে রাঁধুনীগিরি ক'রে খায়।

চন্দ্র। কিন্তু ঠাকুরমশাই রাঁধুনীর কাজটা অনাথা ব্রাহ্মণের মেয়ের পক্ষে তো অপরাধের নয়।

হর। তা নয়। তবু আপনার তো একটা বংশমর্যাদা আছে! সুলোচনা মণিকর্ণিকার ঘাটে ঐ মেয়েটির হাত ধরে ভিক্ষা করছিল—তীর্থ করতে এসে স্বামীকে হারিয়ে এ ছাড়া তার আর কোন পথ ছিল না। ব্রাহ্মণের মেয়ে জেনে আমি ওকে আশ্রয় দিই—সেই থেকে আমার বাড়ীতেই আছে। ওরা বড় গরীব, কেউ কোথাও নেই, বিয়ে অবশ্য মেয়েটার আমাকেই দিতে হ'ত, কিন্তু আপনি যে বিয়ে করবেন—এটা আমি ভাবতেও পারি না। সত্যি বলছেন ?

চন্দ্র। সত্যি বলছি আমি ওকে বিবাহ করব। বাড়ীতে টাকাকড়ি, গয়না-গাঁটি পাঠিয়ে দেবার জন্য চিঠিও দিয়েছি কয়েকদিন আগে। আপনাকে কথাটা বলি-বলি করেও বলতে পারিনি।

হর। ওদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে ?

চন্দ্র। না, তা হয়নি। তবে আপনার কি মনে হয় আপত্তি হবে ?

হর। "আপত্তি"! বাবার ভাগ্যি—ওদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে আপনি সুলোচনার মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করেছেন। সুলোচনা খবর শুনে মূর্চ্ছা না যায় তাই ভাবছি।

চন্দ্র। যাই হোক খবর জানাবার ভার আপনার। আমি আজ-কালের মধ্যে কাজ চুকিয়ে শীঘ্র বাড়ী যেতে চাই।

হর। যে আজ্ঞে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি মন্দির থেকে ফিরে এসেই সব ব্যবস্থা করছি। (যাইতে যাইতে) দেখ বরাত। ভিখিরির মেয়ে এক নিমেষে রাজরাণী হতে চল্‌লো—

প্রস্থান

অন্যদিক হইতে সরযূর পান লইয়া প্রবেশ

সরযূ। আপনার পান।

চন্দ্র। ওঃ পান এনেছ—দাও।

পান লইয়া

দাঁড়াও সরযূ, যেওনা—একটা কথা আছে। তুমি রাঁধতে জান ?

সরযূ জানাইল "হ্যাঁ"।

চন্দ্র। কি কি রাঁধতে শিখেছ বল দেখি।

সরযূ মাথা নত করিয়া রহিল।

আচ্ছা আমার সঙ্গে কথা কইতে এত ভয় পাও। কেন? আমাকে কি সত্যিই একটা দৈত্য দানব ব'লে মনে হয়?

সরযূ মাথা নত করিয়া হাসিল।

না না, হাসি নয়। আমি কি সত্যিই একটা ভয়ঙ্কর মানুষ?

সর। না। (বলিয়া ঘাড় নাড়িল)

চন্দ্র। তাহলে যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও। তুমি আর তোমার মা দুজনেই কি এখানে কাজ করো?

সর। হ্যাঁ।

চন্দ্র। তুমি কত মাইনে পাও?

সর। আমি মাইনে পাই না—মা পান। আমি শুধু খেতে পাই।

চন্দ্র। শুধু খেতে পাও? আর এত কাজ করো?

সর। না, খুব বেশি কাজ তো করি না—

চন্দ্র। আচ্ছা—মনে করো, আমি যদি তোমাকে খেতে পরতে দি, তাহলে আমার বাড়ী গিয়ে তুমি কাজ করতে পার?

সর। মাকে জিজ্ঞাসা করব।

চন্দ্র। বেশ মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে ব'লে যাবে তিনি কি বলেন।

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

শোন, আমার মুখের দিকে চাও। কি বলবে ভাল ক'রে মনে ক'রে রাখ।

হাত ধরিয়া

মাকে বলবে যে চন্দ্রনাথবাবু চিরকালের জন্য—আমার সব ভার নিয়ে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান, তিনি তাতে রাজী আছেন কি না—

সরযূ হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান করিল—চন্দ্রনাথ হাসিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশীর রাস্তা। গান গাহিতে গাহিতে উদাসীর প্রবেশ ও গান শেষে প্রস্থান।
কৈলাস ও মুকুন্দর উভয় দিক হইতে প্রবেশ

মুকুন্দ। মিশিরজীকে আজকেও মাৎ করে এলে খুড়ো?

কৈলাস। এঁ্যা। ওঃ মুকুন্দ! তা মাৎ করব না, তুমি বল কি মুকুন্দ? ওকে বোড়ের চালেই মাথা ঘুরিয়ে দিলুম, ও ঘেমে নেয়ে অস্থির—ও খেলবে আমার সঙ্গে? খুড়ো তো তোমার ধান-চাল দিয়ে খেলা শেখেনি বাবা, রীতিমত কসরৎ ক'রে শিখেছে।

মুকুন্দ। নাঃ—সে কথা কেউ অস্বীকারও তো করে না। সবাই বলে যে—কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দির আর কৈলাস খুড়োর দাবার চাল—এ দুটোই যা দেখবার আছে।

কৈলাস। বলবে না? এর জন্য কম সাধনা করেছি হে। তা ছাড়া আমার এই ঘুঁটিগুলো খুব পয়মন্ত্র—এরা আমাকে জেতাবেই।

মুকুন্দ। তাই বুঝি তুমি ওগুলোকে আর কাছ ছাড়া করতে পার না।

কৈলাস। কি ক'রে করি বাবাজী, ওরাই তো আমার সব। ওদের দৌলতেই তো সুনাম। তাই যক্ষের ধনের মত ওগুলোকে আগলে থাকি। সংসারে ওরা ছাড়া আমার আপনার বলতে কে আছে বলো। ওদের নিয়েই তো ভুলে থাকা—

মুকুন্দ। তা সত্যি।

কৈলাস। যাক্ মুকুন্দ তোমার সঙ্গে যখন দেখাই হয়ে গেল বেশ ভালই হল। চল না ওই ঘাটটায় গিয়ে দুজনে ছকটা পেতে একটু বসি—

মুকুন্দ। না খুড়ো, এখন একটু কাজ আছে—সন্ধ্যের পর বরং আসব।

কৈলাস। সন্ধ্যের পর আজ আর খেলা হবে না।

মুকুন্দ। সে কি! হঠাৎ এ নিয়ম ভঙ্গ?

কৈলাস। সন্ধ্যের পর ভবতারণের বাড়ী যেতে হবে।

মুকুন্দ। তাকেও শিষ্য করেছ নাকি?

কৈলাস। না না, তা কেন, তার ছোট মেয়েটির বড় অসুখ। কোবরেজ বলেছে—বাত—শ্লেষ্মা—বিকার।

মুকুন্দ। তাই নাকি? ক'দিন হয়েছে?

কৈলাস। সাত-আট দিন। রোজই ওদের রাত জাগতে হয়; আর পারছে না। তাই ভবতারণ বলছিল—খুড়ো যদি—। আমি বললুম—নিশ্চয়, যাব বৈকি।

মুকুন্দ। ওঃ, এতও পার তুমি। কার মড়া পোড়াতে, কার রোগের সেবা করতে—

কৈলাস। আহা, ও-কথা ব'লো না। আমার নিজের কোন কাজের বালাই নেই বলেই তো পরের কাজে ডাক আসে। আমার তো কেউ নেই, কিছু নেই। থাকলে কি আর পারতুম। তা চল না এক দান বসি, কতক্ষণ আর লাগবে? দেখ মুকুন্দ, রাস্তায় চলতে চলতে একটা চাল মাথায় এসে গেছে, ভারি জোর চাল (বসিয়া) গজ—গজ—ঘোড়া—ঘোড়া—ঘোড়া—গজ—গজ। চল না, একবার পরখ ক'রে দেখি, তোমায় শেখাব হে—

মুকুন্দ। এখন থাক খুড়ো। দয়ালদা খানকতক টিকিট রিজার্ভ করতে দিয়েছেন। তাঁর নাতনী আর নাতজামাইয়ের জন্য।

কৈলাস। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কালই তো বিয়ে—না?

মুকুন্দ। হ্যাঁ, কালই—তোমাকে দয়ালদা বলেনি?

কৈলাস। হ্যাঁ—বলেছে বৈকি।

মুকুন্দ। শুনেছ তো, কোথাকার রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। এ যেন ঘুঁটেকুড়ুনীর রাজা জামাই।

কৈলাস। আহা, মেয়েটি বড় সুলক্ষণা হে। ওর তো অমন বর হবেই। কত শান্ত—কত লক্ষ্মী—যেমন মা তেমনি মেয়ে।

মুকুন্দ। কাল যাচ্ছ তো বিয়েতে?

কৈলাস। না বাবাজী, আমি তো কমলা-মা মারা যাবার পর থেকে কারুর বিয়েতে যাই না। আমি দয়ালকে সেকথা বলেছি—আর আমার আশীর্বাদও পাঠিয়ে দিয়েছি। আহা দয়াল পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছে, আজ যা হোক ঈশ্বরের ইচ্ছায় মেয়েটির একটা গতি হ'ল। আহা সুখে থাক—এইটেই প্রার্থনা করি।

মুকুন্দ। মেয়ে-জামাই দেখতে যাবে না?

কৈলাস। সে তো দেখবই হে, পরে দেখব। বুঝছ না, আমি বড় অপয়া—বিয়ের কনের অমঙ্গল হয় আমার মুখ দেখলে, তাই আর আমি কারো বিয়েতে যাই না। কমলা-মায়ের কত ঘটা ক'রে বিয়ে দিয়েছিলাম জান? কিন্তু সে আমার এক মাসও রইল না।

মুকুন্দ। যাক, যাক—ওসব কথা ভেবে আর মন খারাপ ক'রো না খুড়ো। আমি তাহলে চলি, তা না হ'লে রিজার্ভের আবার সুবিধে হবে না।

কৈলাস। হ্যাঁ—এসো—এসো।

উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কাশী। হরদয়াল ঘোষালের বাড়ীর কক্ষ। সরযূ কনের বেশে চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছে। সুলোচনা কাপড় গুছাইয়া দিতেছে। ঘরের জানালা দিয়া রাস্তা দেখা যাইতেছে।

সুলোচনা। লক্ষ্মী মা আমার, কাঁদিসনি। ভেবে দেখ তোর মত ভাগ্যবতী কজন হয়? সেখানে গিয়ে তুই আমার কথা মাঝে মাঝে মনে করিস, কিন্তু আমার নাম কখনও মুখে আনিস নি। যদি আবার কখনও কাশীতে আসিস তখনই তো দেখা হবে মা।

সরযূ। না মা, আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না। তুমিও আমার সঙ্গে চলো মা।

সুলোচনা। আমার যে যাবার উপায় নেই, তা কি তুই জানিস্ না মা।

সরযূ। আমি চলে গেলে তুমি কেমন করে থাকবে?

সুলোচনা। ওরে, তুই সুখে আছিস্, তাই জেনেই আমি স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকব মা। আমার মেয়ে হয়ে কত দুঃখ না পেয়েছিস্। আজ বাবা বিশ্বেশ্বর তোর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, তাতে আমার যে কি আনন্দ তা কি তুই বুঝিস্ না?

(নেপথ্য) হরদয়াল। কি গো—সব হ'ল?

সুলোচনা। যাই মা, দেরী হয়ে যাচ্ছে, তোদের যাত্রার উদ্যোগ করি গিয়ে। তুই এগুলো গুছিয়ে তোরঙ্গটা চাবি দিয়ে দে।

সুলোচনা প্রস্থান করিল, সরযূ তোরঙ্গটা চাবি দিল। মুটে সঙ্গে হরদয়াল প্রবেশ করিল।

হরদয়াল। কি রে, আর দেরী কিসের? এগুলো সব গোছান হয়েছে তো?

সরযূ। হ্যাঁ।

হরদয়াল। (মুটেকে) যা এগুলো আগে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়।

মুটে বিছানা তোরঙ্গ লইয়া যাইতেছে, হরদয়াল তুলিয়া দিতেছে—এই সময় রাখাল জানালায় উঁকি দিল। হরদয়াল পিছন ফিরিতেই রাখাল বসিয়া পড়িল।

হরদয়াল। সরযূ, তোর মা কোথায় রে?

সরযূ। মা যাওয়ার জোগাড় করছেন।

হর। শিগগির সেরে নিতে বল—ওদিকে গাড়ীর সময় হয়ে এল যে।

প্রস্থান

রাখালকে আবার জানালায় দেখা গেল।

সরযূ। (চমকাইয়া) তুমি!

রাখাল। (হাসিয়া) হ্যাঁ, তোদের দেখতে এলুম। তোর নাকি বিয়ে হ'ল? তোর মা কোথায়? আমায় তোরা ভুলে গেছিস্—একটা নেমন্তন্নও তো করলি না?

সরযূ। এখানে তুমি এলে কেন?

রাখাল। জামাই দেখতে এলুম রে!

সরযূ। তুমি যাও—এক্ষুনি চলে যাও—নইলে কেউ দেখতে পেলে—

রাখাল। দেখতে পেলে কি হবে—ভয় পাচ্ছিস্ আমি সব ফাঁস করে দেব ব'লে? ওরে না-না, সে ভয় নেই। আগেকার সব কথা আমি ছাড়া আর কে জানে বল? যাই তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি—

সরযূ। না, না, আজ নয়, আজ নয়,—দুদিন পরে এসো।

রাখাল। উঃ, বেইমানের বেটী বেইমান।

(নেপথ্যে) চন্দ্রনাথ। মা—

(নেপথ্যে) সুলোচনা। এসো বাবা—এসো রাজরাজেশ্বর হও।

রাখাল। (নেপথ্য দেখাইয়া) ঐ বুঝি জামাই?

সরযূ। তুমি যাও, যাও বলছি। মা—মা—

রাখাল তীব্র দৃষ্টি হানিয়া চলিয়া গেল।

সরযূ জানালা বন্ধ করিল। চন্দ্রনাথ ও সুলোচনা প্রবেশ করিল।

চন্দ্রনাথ। এ কি, এত কাঁপছ কেন সরযূ? কি হয়েছে?

সুলোচনা। কি আর হবে বাবা—বাছার আমার মন কেমন করছে। ছেলেবেলা থেকে কখনও আমায় ছেড়ে থাকেনি—আর আজ? (কাঁদিয়া) আবার কবে দেখা হবে—বাবা বিশ্বনাথ জানেন।

চন্দ্রনাথ। তাই তো বলছিলাম মা, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না।

স্থলোচনা। তা কি হয় বাবা।

চন্দ্রনাথ। কেন হবে না? আপনি সেখানে আমার মায়ের মত থাকবেন। ছেলের বাড়ীতে থাকতে তো আর মায়ের লজ্জা নেই।

স্থলোচনা। সে হয় না বাবা। বিধবা, অনাথিনী, পথের ভিখারিণীকে তুমি কন্যাদায় হ'তে রক্ষা করেছ,—এইই আমার যথেষ্ট। সরযূকে তুমি সুখী ক'রো বাবা —তাতেই আমার শান্তি, তাতেই আমার তৃপ্তি। আর আমি ঘর-সংসারের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না—যতদিন বাঁচব গঙ্গাস্নান করে আর বিশ্বনাথের নাম করে কাটিয়ে দেব। মাঝে মাঝে তোমরা এখানে এলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

চন্দ্রনাথ। বেশ, একান্তই যদি কাশী ছেড়ে কোথাও যেতে না চান তবে অন্ততঃ স্বাধীনভাবে অপর কোন বাড়ীতে গিয়ে থাকুন, খরচপত্রের জন্য কোন ভাবনা নেই।

স্থলোচনা। একলা মেয়েমানুষ—কোথায় আর যাব বল? তা ছাড়া দয়াল-ঠাকুর আমাকে নিতান্ত দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন, উনি আমার বাবার মত, তাঁকে ছেড়ে আমার কোথাও যাওয়া কি উচিত হবে বাবা?

চন্দ্র। সেটা অবশ্য সত্যি, তবু যেভাবে আছেন—

স্থলোচনা। আমার পরিচয় তোমার মান কোন দিনই খাটো করবে না বাবা।

চন্দ্র। না, না—সে কথা আমি বলছি না। আচ্ছা, যা ভাল বুঝবেন করবেন।

সরকার মশায়ের প্রবেশ

সরকার। ছোটবাবু, আর আধঘণ্টা মাত্র সময় আছে, এখুনি না গেলে—

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ,—আমি যাচ্ছি সরকার মশাই, চলুন।

সরকারের প্রস্থান

স্থলোচনা। আমি আশীর্বাদী ফুলটা নিয়ে আসি, একটু দাঁড়াও বাবা।

প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। ছিঃ সরযূ, যাবার সময় কাঁদতে নেই। আবার তো আসব আমরা কাশীতে। তুমি লিখতে জান তো?

সরযূ। না।

চন্দ্র। আচ্ছা, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাব। তুমি নিজের হাতে মাকে চিঠি লিখবে—কেমন?

হরদয়ালের দ্রুত প্রবেশ

হরদয়াল। এ কি, এখনও দাঁড়িয়ে কেন? এক্ষুনি না বেরুলে আর তো গাড়ী ধরা যাবে না।

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ যাচ্ছি। মা আশীর্বাদী ফুল আনতে গেছেন।

হরদয়াল। সে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা ততক্ষণ গাড়ীতে গিয়ে বস্থন।

চন্দ্র। বেশ। এসো সরযূ।

উভয়ের প্রস্থান

হরদয়াল। আঃ, এরা এমন দেরী করে। স্থলোচনা—

(নেপথ্যে) স্থলোচনা। যাচ্ছি বাবা।

হরদয়াল। শিগগীর এসো।

স্থলোচনার প্রবেশ

দাও ফুলগুলো দাও আর শাঁখটা বাজাও।

হরদয়ালের প্রস্থান

শাঁখ বাজাইতে উদ্যত এমন সময় রাখাল উঁকি দিল।

স্থলোচনা। এ কি, তুমি!

রাখাল। হ্যাঁ।

স্থলোচনা। এখানে কেন এলে? টাকার জন্য তো? আমি দেব—দেব। তোমার পায়ে পড়ি আর-একদিন এসো—আজ নয়।

(নেপথ্যে) হরদয়াল। শাঁখটা বাজাও না—

স্থলোচনা কম্পিত হস্তে শাঁখ-ধরিল ও তারপর রাখালের দিকে চাহিয়া ফুঁ দিল

রাখাল। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

চন্দ্রনাথের বাড়ীর দরদালান

হরিবালা ও হরকালীর প্রবেশ

হরিবালা। তা চন্দর কবে আসবে কিছুই লেখেনি ?

হরকালী। আমাদের সে চিঠি লিখবে ? তবেই হয়েছে ! মামা, মামী রইলো কি মরলো তার খোঁজ নিতে বয়ে গেছে।

হরিবালা। ওমা সে কি কথা। সে তো সে রকম ছেলে নয়।

হরকালী। আমি কি বলেছি—সে ছেলে খারাপ ? তবে তোমরা বাইরে থেকে যে ভাব, মামা-মামীর জন্যে তার দরদ উথলে পড়ছে, সেটা সত্যি নয়।

হরিবালা। এ তোমার রাগের কথা বৌমা। চন্দরের মত ছেলে এ যুগে ক'টা হয় !—অতবড় জমিদার, বাপের একমাত্তর ছেলে কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার বলে জিনিস নেই। এই ধরো না, আমরা বাইরের লোক, তবু ঠানদি ঠানদি ক'রে কম আদর-যত্ন করে ?

হরকালী। হ্যাঁ, বাইরের লোককে করবে না কেন—তা না হলে নাম হবে কেন ? কিন্তু ঘরে যে আমরা রয়েছি—আমাদের কথা একটু ভাব, আমাদের কি গতি হবে সে সব বন্দোবস্ত কর, তা নয় শুধু একবছর ধরে বাইরে বাইরে ঘুরছিস। আর আমরা রইলুম কি গেলুম তার খোঁজ নিস্ না।

হরিবালা। খোঁজ নেয় না—তা কি হয় ? তোমাদের যদি খোঁজই না নেবে তাহলে দেশ থেকে আগে তোমাদের ডেকে এনে ঘর বাড়ী জমিদারীর সব ভার কি ছেড়ে দিত ?

হরকালী। তাহলে কথাটা যখন তুললে পিসি, আমাকেও দুকথা বলতে হ'লো। বলি ঘরবাড়ী আগলাতে, ভিটেতে সন্ধ্যে দিতে তো লোকের দরকার গো—তাই আমাদের আদর ক'রে ডেকে আনা হোল। কিন্তু কৈ আসল জিনিসের ভার তো আমাদের দিলে না।

হরিবালা। কি আসল জিনিস ?

হরকালী। জমিদারী গো জমিদারী—সে ভার রইলো সেই বুড়ো গোমস্তার

উপর। টাকাকড়ি সব সিন্দুকে জমা, তাতেও হাত দেবার জো নেই। সব সেই বুড়ো নাড়াচাড়া করছে—আর আমরা জুল জুল ক'রে চেয়ে দেখছি।

হরিবালা। তা, তোমাদের তো বাছা সে কোন অস্থবিধের মধ্যে রাখেনি। তোমাকেও মাসোহারা দেয় শুনেছি।

হরকালী। সে কটা টাকা? পঞ্চাশ টাকা বৈ তো নয়। তাও হয়তো এসে বন্ধ করে দেবে। বাইরে থেকেই তোমরা ভাবো চন্দর তার মামা মামীকে কি স্থখেই রেখেছে—ভেতরের খপর তো আর রাখো না।

মধু চাকরের প্রবেশ

মধু। মামীমা, পুরুৎ মশাইকে কি বলতে হবে বলছিলেন?

হরকালী। এ্যাঁ, তুই এখনও পুরুৎবাড়ী যাসনি? তবেই আমার লক্ষ্মীপূজো হয়েছে! এতক্ষণ কোন চুলোয় ছিলি? আমি যে কখন তোকে ডেকে পাঠিয়েছি।

মধু। কি করব বলুন। মামাবাবু বললেন, আগে গরুর জাব দে তারপর যাবি।

হরকালী। কেন? হরি, পঞ্চা সেগুলো কি সব মরেছে? বাড়ীতে সাত-সাতটা চাকর, তার ভেতর আর কেউ জাবনা দিতে পারে না? সব তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ম'ল—তাদের আর চাকরী করা কেন? মামাবাবুকে তাদের কথা বলতে পারলিনি?

মধু। তা কি করব বলুন, তিনি আমাকেই হুকুম করলেন।

হরকালী। হুকুম করা আমি দেখাচ্ছি। তুই একবার ওকে ডেকে দে। সকাল থেকে কোথায় গরুর সেবা, গাছের সেবা তাই করেই গেলেন—এদিকে বাড়ীতে আমি ছটফট করে মরছি।

মধুর প্রস্থান

দেখছো পিসি সব কাণ্ড-কারখানা? লক্ষ্মীপূজো চুলোয় গেল, উনি গরুকে নিয়ে পড়লেন, বুড়ো গোমস্তা সিন্দুক ঘাঁটছেন আর উনি গোবর ঘাঁটছেন। সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। যেটি না দেখব সেটি আর হবে না—একা মেয়েছেলে কতদিকে সামলাই বল তো?

হরিবালা। তা চন্দরের বিয়ে দিয়ে আর একটিকে তো আনলেই পার? তোমারও সেবা করবে বাড়ীর সব দেখবে শুনবে। তাকেও তো ঘরবাসী করতে হবে।

হরকালী। তা কি আর আমি ঠিক ক'রে রাখিনি পিসি ? সবই ঠিক আছে—কিন্তু ছেলের যে দেখা নেই, এই এক বছর ধরে তিনি তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন।

(নেপথ্যে) ব্রজকিশোর। কোথায় গো তুমি, গেলে কোথায়।

হরিবালা। আমি চলি মা, আবার কাল আসব 'খন।

হরকালী। হ্যাঁ কাল এসো, লক্ষ্মীর চৌকিতে একটু আলপনা দিয়ে যেও।

হরিবালার প্রস্থান ও ব্রজকিশোরের প্রবেশ

ব্রজ। আমায় ডাকছিলে ?

হরকালী। হ্যাঁ, বলি এতক্ষণ কি করছিলে ?

ব্রজ। কি আর করব—গোয়াল-টোয়ালগুলো পরিষ্কার করছিলুম। লোকজন কি সব দেখে ?

হরকালী। দেখুক আর না দেখুক তোমার কি ? এ কি তোমার নিজের সম্পত্তি ?

ব্রজ। নিজের নয় তো আবার কার ?

হরকালী। এই যে কথায় আছে না—"জন জামাই ভাগ্না এই তিন নয় আপনা" —এটা মনে থাকে যেন। নিজের বাড়ী ? দয়া করে ভাগ্নে ঠাঁই দিয়েছে তাই, নইলে তোমার বাড়ীটা কিসের শুনি ? তবে হ্যাঁ, তোমার বাড়ী হতে পারত যদি আমি যা বলেছিলুম তা করতে ?

ব্রজ। কি করতুম ?

হরকালী। আহা ন্যাকা। কি করতুম ! বলি চন্দর যখন বিদেশে গেল তখন কিছু লিখিয়ে নিতে পারলে না ?

ব্রজ। লিখিয়ে নেব কি ? সে কি জন্মের মত চলে গেল ? বিদেশে বেড়াতে গেছে।

হরকালী। তারপর বিদেশ বিভুঁই জায়গা, সেখানে যদি তার একটা ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় ?

ব্রজ। ওঃ—আমি অতদূর ভাবিনি—

হরকালী। তা ভাববে কেন ? তোমায় যে বাহাত্তরে ধরেছে—মাথায় শকুন উড়ছে।

ব্রজ। শকুনদের সব ওড়াই সার। তারা তো জানে না যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের হাতের নোয়ার বাঁধনে আমি অক্ষয় অমর হয়ে রয়েছি।

হর। আঃ গেল যা। যার ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই তার আবার মুখ নেড়ে

কথা কইতে লজ্জা করে না? দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। যাও, যাও—সামনে থেকে চলে যাও বলছি, নইলে অনর্থ হবে। হাড় জ্বলে গেল আমার তোমার হাতে প'ড়ে।

ব্রজ। তা এখন তো আর কারুর হাতে তোমায় তুলে দিতে পারা যায় না—কি ক'র বল?

হর। থাম, খুব রসিকতা হয়েছে। নিজের ভাল কিছুই দেখলে না।

ব্রজ। কি দেখব বল?

হর। এখনও সময় আছে। শোন,—চন্দরকে আসতে লেখ। তারপর আমার বোনঝি স্থরোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দাও, তবে ভাগ্নেকে হাতে রাখতে পারবে।

ব্রজ। স্থরোর সঙ্গে চন্দরের বিয়ে? তার কি বিয়ের বয়স হয়েছে? তুমি আকাশ-কুসুম নিয়েই থাকো।

হর। কেন? আকাশ-কুসুম কিসের? তুমি চিঠি লিখেই দেখ না, তারপর আমি তো আছি।

ব্রজ। চিঠি আর লিখতে হবে না। কোন্ কালে চন্দরের বিয়ে হয়ে গেছে। বৌমাকে নিয়ে সে এল বলে।

হর। তার মানে?

ব্রজ। মানে, কাশীতে সে নিজেই একটি মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করেছে বলে জানিয়েছে।

হর। কাকে জানালে?—তোমায়?

ব্রজ। আমায় জানাবে কেন? জানিয়েছিল সরকারটাকে।

হর। সরকারটা তোমায় কিছু বলেনি?

ব্রজ। রামঃ, তখন কি জানি যে বুড়োটা সব চেপে যাচ্ছে। সদরে মামলা করতে যাবার নাম করে সরলো। তারপর খাজাঞ্চিখানা থেকে শুনলুম যে টাকাকড়ি নিয়ে সে কাশী চলে গেছে। আমি যখন খবর পাই তখনও কথাটা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু এইমাত্র টেলিগ্রাফে খবর এল—বাবুর বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরদোর যেন পরিষ্কার রাখা হয়। আজই ওরা পৌছুবে।

হর। ওমা, আমার কি সর্বনাশ হল মা, কি সর্বনাশ হল। আমার বাড়াভাতে কে এমন করে ছাই দিল গো—

ব্রজ। আঃ, কর কি, চুপ করো না।

হর। ওমা, কেন মরতে এ বাড়ীতে এসেছিলুম গো—

ব্রজ। আবার চেঁচায়—চুপ করো না, ভেবে দেখি কি করা যায়।

হর। তুমি ভেবে ছাই করবে—ঘটে কি কিছু আছে!

ব্রজ। আছে কি না তা দেখাচ্ছি। বিয়ে করলেই হ'লো? কোথাকার কে তার ঠিক নেই, জাতকুলের ঠিক নেই, অভিভাবকদের মত নেওয়া নেই—বিয়ে অমনি করলেই হ'লো? দাঁড়াও না দেখাচ্ছি।

হর। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বিদেশে গিয়ে শেষে তুই এই করে বসলি! জানিনা বাব আজকালকার ছেলেদের কথা। একটা মেয়ে দেখল, আর গলে গেল, একটা কারুর মত নিলে না গা? আমরা না-হয় মামা-মামী, গরীব দুঃখী মানুষ—তোদের ভাতে আছি, আমাদের না-হয় গেরাহ্যি না করলি কিন্তু তোর কাকা তো এখনও বেঁচে? সে আলাদা থাকলেও তোর সঙ্গে তো আর সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেয়নি।

ব্রজ। সত্যিই তো।

হর। তুই তাঁকেও একটা কথা জিজ্ঞেস করলি না?

ব্রজ। আমি যাই একবার ও-বাড়ীর মণিশঙ্করবাবুর কাছে। ব'লে আসি তাঁর ভাইপোর কীর্তিকলাপের কথা। তার পর তিনি যা করবেন তাই হবে।

হর। তিনি এখন আর কি করবেন?

ব্রজ। তিনি কি করবেন দেখো। হাজার হোক তিনি গাঁয়ের সমাজের মাথা, তাঁর অমতে বিয়ে করে চন্দর কি ক'রে সমাজের মধ্যে থাকে একবার দেখি।

হর। তাহলে শিগগির যাও--গিয়ে তাঁকে সব জানিয়ে এস।

ব্রজকিশোরের প্রস্থান

এখন তিনি কি আর কিছু করবেন? হাজার হলেও নিজের ভাইপো।

হাসিতে হাসিতে মধুর প্রবেশ

মধু। মামীমা, দাদাবাবু এসেছেন।

হর। এসে গেছে?

মধু। হ্যাঁ গো। আবার সঙ্গে করে বৌদিমণি এনেছেন।

হর। এ্যাঁ—

মধু। হ্যাঁ, সরকার মশাই বললেন একবার শাঁখটা বাজাতে।

হর। এর মধ্যে এসে গেল। তারা কোথায় রে?

মধু। এই ওপরেই আসছেন। আপনি শাঁখটা বাজান, আমি ততক্ষণ জিনিস-পত্তরগুলো নামিয়ে নিয়ে আসি।

প্রস্থান

হর। এঃ, শাঁখ বাজাবে? শাঁখ বাজাবে না হাতী। এই চললুম আমি শুতে।

প্রস্থান

চন্দ্রনাথ ও সরযূর প্রবেশ

চন্দ্র। মামীমা। মামীমা কোথায় গো? বোধ হয় ভেতরে আছেন। এসো। সরযূ, এখানে থাকতে পারবে তো?

সরযূ মাথা নত করিল।

এখানেও তুমি যদি এত লজ্জা কর, তাহলে তো বড় মুস্কিল। এখন থেকে তোমাকেই তো সব দেখতে শুনতে হবে। এখন তুমিই হলে এ বাড়ীর গিন্নী, বুঝেচ? আবার মাথা নীচু করে? মাথা তোলো বলছি।

সরযূ মুখ তুলিয়া একটু হাসিল

হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এইবার শোন। এই বাড়ীর যা কিছু দেখছ এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর পড়ল, কেমন? আমার বাড়ী বাগান, সব তোমায় দেখতে হবে। আমার বাড়ী ঘর, কি রকম দেখছ বল তো? পছন্দ হয়েছে?

সরযূ। (চারিদিক চাহিয়া) এ সব তোমার?

চন্দ্র। না, সব তোমার। এঁস ভেতরে যাই।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

চন্দ্রনাথের ঘর, মধু পরিষ্কার করিতেছে।

(নেপথ্যে) হরকালী। মধু, মধু।

মধু। জ্বালিয়ে খেলে। একটু জিরেন নেই। দিনরাত কেবল মধু আর মধু।

হরিচরণের প্রবেশ

হরি। এই যে মধুদা, তুমি এখানে। ওদিকে মামীমা তোমাকে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে যে।

মধু। ডাকুক গে। আমি এখন যেতে পারবুনি—তুই যা।

হরি। আরে আমি তো গেছলুম, তবু বললে মধুকে ডাক।

মধু। কেন, আমাকে ডাকছে কেন?

হরি। পুরুত মশায়ের বাড়ী যেতে হবে, লক্ষ্মীপূজোর ফর্দ আনতে।

মধু। এটুকু আর তুমি করতে পার না?

হরি। পারব না কেন? আমাকে যে আবার গঙ্গাজল আনতে বললেন।

মধু। তাহলে আমরা সবাই বেরিয়ে যাই, আর এ ঘরের কাজকর্ম সব পড়ে থাক।

হরি। তা মুনিব যা বলবে, তা তো করতে হবে—

মধু। মুনিব! মুনিব কে? মুনিব আমাদের দাদাবাবু আর বৌদিমণি। তাঁরা যা বলবেন তাই হবে। তাঁদের কাজ আগে।

হরি। তাহলে মামীমার কাজ করবে কে?

মধু। মামীমার কাজ? সে কাজের অন্য লোক আছে।

হরি। কে?

মধু। কেন মামাবাবু।

হরি। মামাবাবু?

মধু। হ্যাঁ, সারাদিন তো ঘরে বসে আছেন, একবার পুরুত বাড়ী যেতে পারেন না?

হরি। তা আমরা থাকতে—

মধু। তোমার ইচ্ছে হয়—তুমি পুরুতবাড়ী, গঙ্গার ঘাট যেখানে খুশি যাও। আমি ওসব পারব না। দু'বছর ধরে চোপর দিন একবার কাজের কামাই নেই,

হুকুমের পর হুকুম চালাচ্ছেন। খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল। এখন এত পারব না, এখন দাদাবাবু বৌদিমণি এয়েছেন—আমি তাঁদের কাজ করব, হ্যাঁ—

হরি। যা ভাল বোঝ কর দাদা। আমি তাহলে এখন গঙ্গার দিকে যাই নইলে এখুনি অবার গালমন্দ খেতে হবে।

প্রস্থান

মধু। হ্যাঁ, তাই যাও। বাবাঃ! দাদাবাবু ফিরে এলো না হাড় জুড়লো। এইবার মামা-মামীকে দেশে পাঠিয়ে দেয় তো বাঁচি।

(নেপথ্যে) হরকালী। মধু! মধু!

হরকালীর প্রবেশ

হরকালী। আচ্ছা মধু তোর আক্কেলটা কি? বলি লক্ষ্মীপুজোর যোগাড় করবি, না এখানেই ঘুরঘুর করবি?

মধু। আগে এ ঘরটা সাফ করি, তার পর যাব।

হর। ওসব বৌমা করবে 'খন। নিজের ঘরের কাজ কবে চাকরবাকর করে, তা তো জানিনা বাছা। সবই বাহাচাল্লি। নে—নে, চল্।

মধু। বৌদিমণি কনে বৌ। নিজে কাজ করবেন?

হরকালী। ওঃ, কনে বৌ! চিরকালই কনে বৌ থাকবে? আমরা আর কনে ছিলুম না যেন। বিয়ের সাতদিনের মধ্যে হেঁসেলে হাঁড়ী ঠেলতে হয়েছে, বুঝলি হতভাগা।

মধু। কি যে বলেন মামীমা,—আমরা থাকতে বৌদিমণি কাজ করবেন? সে আমরা পারব না—আপনি যাই বলুন না

হরকালী। ওঃ, কি দরদ! তোদেরই তো এখন পোয়া বারো। দাদাবাবু বৌদিমণি এয়েছে। এখন তো তোরা সাপের পাঁচ পা দেখবি। আর কি আমার কথা শুনবি।

মধু। মামীমা যে কি বলেন—দাদাবাবু আর বৌদিমণি এখুনি ঘরে আসবেন ব'লে ঘরটা একটু পরিষ্কার করে যাচ্ছি। আপনার যেন আর দেরী সইল না।

হরকালী। না, সইছে না। লক্ষ্মীপূজো তোমার জন্যে আটকে থাকবে? এটা পরে করলেও চলত? যা খুশি কর। জানি—ঘরে যখন অলক্ষ্মী ঢুকেছে আর কি লক্ষ্মী থাকবে এখানে?

প্রস্থান

মধু। ওঃ, ধন্যি লোক বটে, একেবারে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। ঠিক হয়েছে, দাদা-বাবু বিয়ে করেছে, ঠিক হয়েছে। আমরা বেঁচেছি।

সরযূর প্রবেশ

এই যে আসুন বৌদিমণি। আমার নাম মধু। যখনি কিছু দরকার হবে আমাকে ডাকবেন, আমি তক্ষুনি আসব।

সরযূ ঘাড় নাড়িল

দাদাবাবুকে ডেকে দেব ?

সরযূ ইসারায় নিষেধ করিল। মধুর প্রস্থান

সরযূ ধীরে ধীরে জানালার কাছে গেল। ফুলের মালা হস্তে হরিবালার প্রবেশ, সরযূর গলায় মালা পরাইয়া দিল।

হরিবালা। চিনতে পারছ না তো ? তা তোমার দোষ কি ভাই—তুমি নতুন লোক ঘরে এসেছ। কিন্তু তোমার বরের সঙ্গে আমার অনেকদিনের চেনাশোনা। আমায় "ঠানদি, ঠানদি" বলে বটে কিন্তু বাপু তোমার আগে আমার সঙ্গে প্রেম। সেই হিসেবে তুমি আমার সতীন হলে। কি—হিংসে হচ্ছে ? তা কি আর করব বল, উপায় তো নেই—আমারও ঐ অবস্থা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় মালা দিয়ে সই পাতাতে এলুম। কেমন, সই বলবে তো ?

সরযূ। (হাসিয়া) বেশ।

হরিবালা। বেশ নয়। সই বলতে হবে। বল—"সই"—

সরযূ। আচ্ছা পরে বলব।

হরি। পরে-টরে আমি শুনতে চাই না। এখখুনি বলতে হবে। (সরযূর কণ্ঠ জড়াইয়া) বেশ, তাহলে ভাই আমার মালা ফিরিয়ে দাও, আমি আর-কোথাও যাই।

সরযূ। নতুন কোনো সই-এর সন্ধানে নাকি ?

হরিবালা। ওমা, এই তো বেশ কথা কও। আমি ভেবেছিলুম সই বুঝি আমার একেবারে বোবা। ভাই সই, শোন—এ বাড়ীতে আমি ছাড়া তোমার কোন সঙ্গী জুটবে না। এরা বড়লোক ব'লে সবাই এ বাড়ীতে আসতে চায় না আর যদি বা আসে তাও কালেভদ্রে, কারণ তোমার মামীশাশুড়ীর যা মুখ তাতে এলেও তো কারুর নিশ্চিন্তি নেই কিনা। তা, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো ?

সরযূ। হ্যাঁ।

হরিবালা। তবে..তোমার কাছে হয়তো বেশী মুখ করতে পারবে না। হাজার হোক তুমিই তো আসলে এ বাড়ীর গিন্নী—আমার চন্দরদাদার বৌ—তোমাকে কিছু বলতে হয়তো ভরসা পাবে না। যাই হোক ভাই, তুমি এসেছ শুনে বাড়ীর কাজ ফেলে চলে এসেছি, এবার যাই ভাই।

সরযূ। রোজ আসবেন তো।

হরিবালা। আসবেন কি লা? বল—"সই তুই রোজ আসবি।"—বলতে পারবি না?

সরযূ। রক্ষে করুন ঠানদি, গলায় ছুরি দিলেও আমি তা বলতে পারব না।

হরিবালা। বেশ, তা না-হয় নাই বললি। কিন্তু "তুমি" বলতেই হবে। বল—সই তুমি রোজ এসো।

সরযূ। সই তুমি রোজ এসো।

হরিবালা। হ্যাঁ ভাই, রোজ আসব। চলি—

চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্র। আরে ঠানদি যে, কোথায় চললে? আমার বৌয়ের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করো।

হরিবালা। সে কি আর তোমার অপেক্ষায় বসে আছি দাদা! সবার আগে আলাপ ক'রে নিয়েছি, ঝগড়া করেছি—ভাব করেছি।

চন্দ্র। এর মধ্যে তাহলে অনেক কিছু করে ফেলেছ বল?

হরিবালা। করেছিই তো। এবার তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুধু বাকী আছে।

চন্দ্র। কেন, আমি আবার কি করলুম।

হরিবালা। কি করলে? আমি থাকতে একেবারে চুপি চুপি একটি টুকটুকে সতীনকে ধরে নিয়ে এলে?

চন্দ্র। বল তো না-হয় এখুনি বাতিল করে দিই।

হরিবালা। তাই বলতুম, কিন্তু আজ যে সই পাতিয়ে ফেলেছি।

চন্দ্র। যাক, তাহলে তো সব চুকেই গেল। আমার দুজনই থাক। একজন নবীনা আর একজন প্রবীণা—একজন ভালবাসবে আর একজন আশীর্বাদ করবে।

হরি। আশীর্বাদ করি তোমরা দুজনে সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার কর আর আমি যেন তাই দেখে যেতে পারি।

চন্দ্র। ঠানদি, এখন আর একটু ব'স, তোমার সইয়ের সঙ্গে আলাপ করো।

হরি। এখন থাক ভাই, ও-বেলা কাজকর্ম সেরে আসব। উপস্থিত তুমি জমাও।

প্রস্থান

চন্দ্র। ঠানদি আমাদের খুব আমুদে, একাই একশো—তোমার কেমন লাগল ?

সরযূ। খুব ভাল—

চন্দ্র। আমার চেয়েও ?

সরযূ। (লজ্জায় মুখ ঘুরাইয়া) জানিনা।

চন্দ্র। আচ্ছা সরযূ, আমি যদি তোমাকে না দেখতুম, যদি বিয়ে না করতুম, এতদিন তুমি কার কাছে থাকতে বল তো ?

সরযূ ভীতভাবে চাহিল

বল না ?

সরযূ। তুমি আমাকে আশ্রয় না দিলে আমার যে কি হ'ত তা আমি ভাবতেও পারি না।

চন্দ্র। আমার বুকেই থাকতে সরযূ। তুমি এ জগতে যেখানেই থাকতে তোমাকে পাবার জন্যে আমাকে সেখানেই যেতে হত। (কাছে লইয়া) তোমার আকর্ষণেই যে আমি কাশী গিয়েছিলুম সরযূ। কি ভাবছ এত ? আমি বড় আশ্চর্য হয়ে যাই সরযূ যে তুমি এত ভয় পাও কেন ? তুমি আজও আমায় চিনতে পারনি, আমি কিন্তু তোমায় কাশীতে দেখেই চিনেছিলুম—তুমি আমারই।

সরযূ। কে বললে আমি তোমায় চিনতে পারিনি ?

চন্দ্র। তবে তুমি কেন এত দূরে দূরে থাক। আমি তো তোমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করিনি—আমি যে তোমায় নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসি। বল—আর কখনও ভয়ে ভয়ে থাকবে না ?

সরযূ। আচ্ছা।

(নেপথ্যে) হরকালী। মধু মধু—ওরে ও হতভাগা—

চন্দ্র। মামীমা—মামীমা, শোন।

হরকালীর প্রবেশ

তোমার সঙ্গে তো কোন কথাই হ'লো না। বলি বৌ পছন্দ হয়েছে তো ?

হরকালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ বৌ হয়েছে।

চন্দ্র। কিন্তু তোমরা তো সেদিন আমার বৌকে খুব ঘটা করে বরণ করলে না?

হরকালী। কি ক'রে করব বল? আমি কি আগে কিছু জানতাম যে যোগাড় করে রাখব? একেবারে তোমাদের আসবার সময় তার পেলুম।

চন্দ্র। তা বটে। বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে খবর দেবার আর সময় পাওয়া গেল না।

হরকালী। তা আর কি করবে। বৌকে তুমি ভাল করে বরণ করে এনেছ তো তাহলেই হ'লো—তোমার পছন্দ হলেই হ'লো। এখন চললুম চন্দর তোমার কাকার বাড়ী, একটু সকাল সকাল যেতে বলে গেছেন কিনা।

চন্দ্র। কেন?

হরকালী। তোমার কাকীমার আজ অনন্তব্রত উদযাপন, তাই নেমতন্ন করে গেছেন।

প্রস্থান

চন্দ্র। আমার মামা-মামীকে কাকা বাড়ীতে ডাকলেন, অথচ আমি এসেছি জেনেও একটা খবর পর্যন্ত নিলেন না। আমি তাঁর কাছে আজ এত পর!

সরযূ। আমাকে পায়ে স্থান দিয়েই হয়তো তুমি আরও পর হয়ে গেলে, নইলে বোধ হয় তাঁর সঙ্গে তোমার মিল হ'ত।

চন্দ্র। সে রকম মিল হয়ে আমার দরকার নেই। এতকালের স্নেহ ভালবাসা যদি তিনি অভিমানের বশে বিসর্জন দিতে পারেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে সামাজিক আমন্ত্রণটাও আমার আশা করা ভুল। আমি বেশ আছি, আমি খুব ভাল আছি।

সরযূ। আমাকে বিয়ে করার আগে তাঁর মত নাওনি বলে হয় তো তিনি রাগ করেছেন।

চন্দ্র। তাঁর মত নিতে গেলে বোধহয় তোমাকে পেতাম না সরযূ। বংশ, কুল, মান-মর্যাদা নিয়ে তিনি হয় তো আপত্তি জানাতেন।

সরযূ। এখনও তো জানাতে পারেন? তাহলে কি হবে?

চন্দ্র। (কাছে টানিয়া) হবে এই যে, সবাইকে দূরে ঠেলে দিয়ে আমি তোমায় আরও নিবিড়ভাবে পাব।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাশী। হরদয়ালের বাড়ীর খিড়কি।

রাখাল। (নিম্ন স্বরে) সুলোচনা, সুলোচনা—

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। কি সর্বনাশ! তুমি একেবারে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েছ? যাও, যাও—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার আর সর্বনাশ ক'রো না।

রাখাল। হাজার দুয়েক টাকা আমায় যোগাড় করে দাও দেখি—আর আমি তোমায় বিরক্ত করতে আসব না।

সুলোচনা। দু' হাজার টাকা! তুমি পাগল নাকি? অত টাকা আমি কোথায় পাব?

রাখাল। কেন, তোমার মেয়ে বড়লোকের ঘরে পড়েছে, সে দু' হাজার টাকা দিতে পারে না?

সুলোচনা। তুমি মাতাল, অসচ্চরিত্র—দু' হাজার টাকা তোমার ক'দিন? তুমি আবার আসবে, আবার টাকা চাইবে। আমি বার বার তোমায় কেমন করে টাকা যোগাব।

রাখাল। বার বার আমি টাকা চাইব না। আমি কথা দিচ্ছি—আমি মদ ছেড়ে দেব, এই টাকা নিয়ে ব্যবসা করব। তুমি সরযূকে চিঠি লেখো।

সুলোচনা। না, আমি তা পারব না। টাকার জন্যে আমি সরযূকে চিঠি লিখতে পারব না।

রাখাল। এখন ভাল কথায় বলচি—আমার কথা শোন।

সুলোচনা। না, আর আমি তোমার মতলব শুনব না। একদিন তোমার মতলব শুনে আজ আমার এই অবস্থা!

রাখাল। কেন, অবস্থাটা মন্দ কিসে? দিব্যি কাশীতে বাস করছ। রাজা জামাইয়ের শাশুড়ী হয়েছ। তোমার আবার ভাবনাটা কিসের?

সুলোচনা। তুমি যদি মানুষ হতে তাহলে বুঝতে আমার ভাবনাটা কিসের। তুমি জান না কি ভাবে আমি পনের-ষোল বছর কাটিয়েছি। তোমার কথায় গৃহস্থের

কুলবধূ আমি—মেয়ের হাত ধরে পথে বেরিয়ে এসেছিলুম। তারপর তুমি আমায় ভিখারিণী করে চলে গেছ।

রাখাল। সব দোষ আমার?

সুলোচনা। না না, তোমার দোষ হবে কেন, সব দোষ আমার! আমি যে মেয়েমানুষ! তোমার ভালবাসার কথায়, তোমার কান্নায় আমি আমার ইহকাল-পরকাল ভুলে গিয়েছিলুম, তা না হলে অমন স্বামীর ঘর ত্যাগ করে চলে আসবার দুর্বুদ্ধি আমার হল কেন।

রাখাল। মেয়েমানুষ এমনি নেমকহারামই হয় বটে। আমিও কোন অন্যায় করিনি। তোমাকে যখন বিয়ে করতে চাইলুম তোমার বাবা তখন আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ে না, তখন তোমার কান্নার কথা? মনে পড়ে না কি বলেছিলে যে, বাবা তোমাকে তাড়িয়ে দিলেও চিরদিন তুমি আমাকেই স্বামী বলে মনে করবে?

সুলোচনা। ভুল করেছিলুম। তখন ছেলেমানুষ, বুঝতে পারিনি যে, যাকে সত্যিই ভালবেসেছিলুম সে মিথ্যে ভালবাসার ভান করে আমার গয়নাগাঁটি সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় রাস্তায় বসিয়ে যাবে।

রাখাল। যাও, যাও—ওসব নাকে কান্না ঢের শুনেছি। সরযূকে টাকা পাঠাবার জন্যে চিঠি না লিখলে ভাল হবে না, বলে দিচ্ছি।

সুলোচনা। না না, ও-কাজ আমি মরে গেলেও করতে পারব না।

বাহিরে হরদয়ালকে আসিতে দেখিয়া

তুমি শিগগীর এখান থেকে যাও।

সুলোচনার দ্রুত প্রস্থান ও হরদয়ালের প্রবেশ

হরদয়াল। কে তুমি? কার অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছ?

রাখাল। না, মানে এই সুলোচনার কাছে একবার এসেছিলুম।

হরদয়াল। মদ খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় ভদ্র গৃহস্থের মেয়ের সঙ্গে এসেছ দেখা করতে! ব্যাটা মাতাল, তুমি হরদয়াল ঘোষালকে চেন না? জান, আমি তোমায় জেলে দিতে পারি।

রাখাল। (ব্যঙ্গস্বরে) জানি বৈকি, খুব জানি।

হরদয়াল। খুব জানি? বটে? চল্ বেটা এখুনি তোকে জেলে দেব।

হরদয়াল রাখালকে ধাক্কা দিল।

রাখাল। ঠাকুর, একেবারে অতখানি বিক্রম প্রকাশ করে ব'সো না। একটু স্থির হও। পুলিশে দেবে কি থানায় দেবে, একটু বিলম্ব করে দিও। কিন্তু আমি তোমাকে এখুনি কাশীছাড়া করতে পারি—তা জান ?

হরদয়াল। (চীৎকার করিয়া) হারামজাদা, পাজি, তুমি আমাকে কাশী ছাড়া করবে ? চল্লিশ বছর আমার এখানে বাস, আর তুই ব্যাটা আমার কাছে গুণ্ডাগিরী করতে এসেছিস ?

রাখাল। গুণ্ডাগিরী নয় ঠাকুর, গুণ্ডাগিরী নয়। বেশ, পুলিশে নিয়ে চল, সব কথা সেখানেই ফাঁস করা যাবে।

হরদয়াল। কি ফাঁস করবি ? বলি, কি ফাঁস করবি ?

রাখাল। যা জানি। যা বললে কাশী ছেড়ে পালাতে তুমি পথ পাবে না—যা শুনলে কাশীর সমস্ত লোক বলবে তুমি অব্রাহ্মণ।

হরদয়াল। আমি অব্রাহ্মণ ?

রাখাল। হ্যাঁ, তুমি নিজে তো জাত হারিয়েছই তাছাড়া এই ক'বছর ধরে তোমার বাড়ীতে যত যজমানকে ভাত বেচেছ, তাদের সবারই জাত খেয়ে বসে আছ।

হরদয়াল। (অবাক হইয়া) আমি লোকের জাত মেরেছি? কথাটা কি ভেঙে বলো তো বাপু।

রাখাল। একাই শুনবে, না পাড়াপড়সী দু'দশজনকে ডাকবে ? আমি বলি সবাইকে ডাক, সবার সামনে কথাটা জমবে ভাল।

হরদয়াল। রাগ ক'রো না বাপু। আমি তোমায় ঠিক না জেনে একটু রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছি। ব্যাপারটা আমায় খুলে বল তো।

রাখাল। আপনার ঘরে যে রাঁধুনীটা আছে, সে কি জাত খোঁজ নিয়েছেন কি ?

হরদয়াল। সুলোচনা ? সে তো ব্রাহ্মণ কন্যা, অতি শুদ্ধচারিণী।

রাখাল। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ কন্যা তা মানি। কিন্তু সে যদি কুলত্যাগ করে চলে আসে—তাহলে তাকে কি শুদ্ধচারিণী বলা চলে, না, তার হাতে খাওয়া চলে ?

হরদয়াল। শিব, শিব। তা কি করে চলে।

রাখাল। কিন্তু আপনি তাই করেছেন। ১৫।১৬ বছর আগে সুলোচনা তিন বছরের মেয়ে নিয়ে যখন গৃহত্যাগ করে, তখন আপনি তাকে না জেনে আশ্রয় দিয়ে নিজের এবং আর পাঁচজনের সর্বনাশ করেছেন।

হরদয়াল। এর প্রমাণ?

রাখাল। প্রমাণ? যার সঙ্গে সে কুলত্যাগ করে, সেই আমি শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য এখনও সশরীরে বর্তমান।

হরদয়াল। তুমি ব্রাহ্মণ?

রাখাল। না গোয়ালা।

হরদয়াল। তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি চামার।

রাখাল। হ্যাঁ, আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। আমাকে চামারও বলা চলে, মুসলমান খ্রীষ্টানও বলা চলে। আমি জাত মানিনে। আমি পরমহংস।

হরদয়াল। তুমি অতি পাষণ্ড।

রাখাল। সেকথা এর আগেও অনেকে বলেছে, কিন্তু আমি রাখালদাস—

হরদয়াল। এখন কি করতে চাও? সুলোচনাকে নিয়ে যাবে?

রাখাল। আজ্ঞে না, তাতে আপনার কষ্ট হবে।

হরদয়াল। তবে কি চাও?

রাখাল। টাকা চাই। দারুণ অর্থাভাব। আপাততঃ হাজার দুই হলেই চলে যাবে।

হরদয়াল। দু' হাজার টাকা! কে দেবে?

রাখাল। যার গরজ। আপনি দেবেন, সুলোচনার জামাই দেবে—সে বড়লোক।

হরদয়াল। হুঁ, তার জামাই বড়লোক বটে কিন্তু তাঁকে ভয় দেখিয়ে দু' হাজার কেন দু' পয়সাও আদায় করতে পারবে না। সে খুব বুদ্ধিমান।

রাখাল। সে ভাবনা আমার। দেখা যাক—যত্নে কৃতে···

হরদয়াল। থাক বাবা, দেবভাষাটাকে আর অপবিত্র ক'রো না।

রাখাল। যে আজ্ঞে। তার ঠিকানাটা কি বলবেন?

হরদয়াল। যদি না বলি?

রাখাল। যদি না বলেন? যা করব তা তো বলেছি।

হরদয়াল। আচ্ছা, আমি তো তোমার কিছুই করিনি।

রাখাল। না। আর কিছু করেননি বলেই তো কিছু করতে বলছি। নাম ঠিকানাটা বলে দিলে জামাইকে একবার আশীর্বাদ করে আসি আর মেয়েটাকেও একবার চোখের দেখা দেখে আসি।

হরদয়াল। আমি বুঝতে পারছি তুমি অল্পে ছাড়বার পাত্র নও। দেখ বাপু, আমি একবার ভেবে দেখি, তুমি একটু ঘুরে এসো।

রাখাল। তা আসছি। কিন্তু তখন যেন আবার ঘুরে আসতে বলবেন না।

হরদয়াল। না, না।

প্রস্থানোদ্যত

রাখাল। শুনুন। গোটা দুই টাকা দিন তো। মাইরি বলছি মণিব্যাগটা কোথায় যে হারালুম।

হরদয়াল অপ্রসন্নভাবে দুইটি টাকা দিলেন। উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

হরদয়ালের বাড়ীর কক্ষ

কৈলাসখুড়ো দাবার ছকে দৃষ্টি রাখিয়া চাল ভাবিতেছিল। হরদয়াল ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত আসনে বসিতেই খুড়ো বলিয়া উঠিল।

কৈলাস। এই যে, এতক্ষণ কি করছিলে বাবাজী? (ছক দেখাইয়া) তোমার নৌকো যে গেল, সামলাও।

হরদয়াল। হুঁ।

কৈলাস। নাও। (ঘুঁটি চালিয়া) এ চালটা বাঁচাও দেখি?

হরদয়াল। আরে রাখ ওসব। এখন নিজের জাত বাঁচে না, বলে কিনা দাবার ঘুঁটি বাঁচাও।

কৈলাস। জাত বাঁচে না? কি বলছ বাবাজী?

হরদয়াল। বলি ব্যাপারটা সব শুনেছ তো?

কৈলাস। কি ব্যাপার?

হরদয়াল। এতক্ষণ বাড়ীর ভেতর যে গোলমাল হচ্ছিল, তা তুমি কিছু শোননি?

কৈলাস। গোলমাল হচ্ছিল নাকি? কৈ আমি তো কিছু শুনতে পাইনি।

হরদয়াল। আশ্চর্য।

কৈলাস। গোলমালটা বোধ হয় আস্তে আস্তে হচ্ছিল তাই শুনতে পাইনি। আচ্ছা আস্তে আস্তে গোলমাল হলে কি করে শুনি বল তো? যাক গে ওসব কথা। খেলাটা কেমন জমেছে বল? তুমি উঠে না গেলে মন্ত্রীটা কিছুতে বাঁচাতে পারতে না। এখন বাঁচাও দেখি—

হরদয়াল। চুলোয় যাক তোমার মন্ত্রী। জিজ্ঞাসা করি, কথাবার্তা তুমি কিছু শোননি?

কৈলাস। কথাবার্তা? কথাবার্তা এখানে আবার কোথায় হচ্ছিল?

হরদয়াল। ধন্যি লোক যা হোক। আচ্ছা খুড়ো—সংসারধর্মের তো কোন বালাই নেই তোমার, কোন কাজও কর না—কিন্তু পরকালটা মান তো?

কৈলাস। সে কি বাবাজী, পরকাল মানি না? খুব মানি।

হরদয়াল। একদিনের জন্যেও মন্দিরে যাও?

কৈলাস। কি বলছ দয়াল! মন্দিরে যাই না? কতদিন তো মন্দিরে গেছি।

হরদয়াল। বিশ বছর তুমি কাশীতে বাস করছ, বোধকরি বিশ দিনও মন্দিরে গেছ কি না সন্দেহ—পূজো-পাঠের কথা না-হয় ছেড়েই দিলুম।

কৈলাস। না বাবাজী, বিশদিনের বেশী নিশ্চয়ই হবে। তবে কি জান, সময় পাই না মোটেই।

হরদয়াল। বটে! আচ্ছা সারাটা দিন কি কর বল তো?

কৈলাস। এই দেখ না—সকালবেলায় শম্ভু মিশিরের সঙ্গে একচাল বসতেই হয়। লোকটা খেলে ভাল। এক বাজী শেষ হতেই দুপুর হয়ে যায়। তারপর আহ্নিক সেরে রান্না করতে খেতে বেলা পড়ে যায়। তারপর বাবাজী, বিকেলে গঙ্গাপাঁড়ের ওখানে—তা যাই বল লোকটার খেলার তারিফ করতে হয়। আমাকে তো সেদিন মাৎ করেছিল আর কি। ঘোড়া আর গজ দুটো দুকোন থেকে চেপে এসে—আমি মনে করলুম বুঝি দিলে একেবারে।

হরদয়াল। আরে থামো থামো। কেবল ঘোড়া আর গজ। দিন তো ক্রমশঃ এগিয়ে এল—এখন একটু পরকালের কথা ভাব, বলি দাবার পুঁটলি তো আর সঙ্গে যাবে না।

কৈলাস। না দয়াল, দাবার পুঁটলিটা বোধহয় সঙ্গে নিতে পারব না। আর পরকালের কথা বলছ বাবাজী—ও আমি তৈরী হয়েই আছি। যেদিন ডাক

আসবে সেদিন এইটে কারুর হাতে তুলে দিয়ে আমি সোজা রওনা হয়ে যাব—তার জন্যে ভাবনা কি আছে ?

হরদয়াল। কিছু নেই ? একটু ভয়ও করে না ?

কৈলাস। কিছু না বাবাজী, কিছু না। যেদিন কমলা আমার চলে গেল—সেদিন থেকেই ভয় ভাবনা যা-কিছু ছিল, সব তার সঙ্গে চলে গেল। এমন করে গেল বাবাজী যে সে কথা একদিনের জন্যেও জানতে পারলুম না।

হরদয়াল। যাক সেসব কথা। এদিকে আমার বিপদের কথা শোন—জাত-ধর্ম সব গেছে—বুঝি কাশী ছাড়তে হয়।

কৈলাস। সে কি ?

হরদয়াল। হ্যাঁ, নিরাশ্রয়কে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিলুম, আজ তার ফলভোগ করবার দিন এসেছে।

কৈলাস। কার কথা বলছ ?

হরদয়াল। সুলোচনার গো সুলোচনার। শুনবে তার কীর্তির কথা ? রাখাল বলে একটা লোকের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করেছে।

কৈলাস। এঁ্যা !

হরদয়াল। হ্যাঁ, এতদিন তার রাঁধা অন্ন গ্রহণ করেছি—তাতে আমার জাত ধর্ম সব গেছে।

কৈলাস। না না, এমন হতেই পারে না দয়াল—এ তোমায় কেউ মিথ্যে করে বলেছে। মা সুলোচনা আমার সে রকম মেয়ে নয়।

হরদয়াল। আমিও তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি স্ত্রীলোকের পক্ষে সবই সম্ভব।

কৈলাস। ছিঃ ছিঃ দয়াল, এমন কথা মুখেও এনো না। মানুষ মাত্রেই পাপ-পুণ্য, ভুল-ত্রুটি করে থাকে—এতে স্ত্রী-পুরুষ ব'লে কোন প্রভেদ নেই।

হরদয়াল। কিন্তু কি করি বল তো, এখন যে জাত যায়।

কৈলাস। তা একটা প্রায়শ্চিত্ত করো, অজানা পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই ?

হরদয়াল। তা আছে। কিন্তু এখানকার সবাই যে আমায় একঘরে করবে।

কৈলাস। করলেই বা।

হরদয়াল। করলেই বা ? তুমি কি যে বল খুড়ো।—একটু বুঝে বল।

কৈলাস। বুঝেই বলছি বাবাজী। তোমার বয়স তো কম হয়নি, এতটা বয়স

অবধি যখন জাত ছিল, তখন বাকী দুচার বছর না-হয় নাই-বা রইল জাতটা—ক্ষতি কি?

হরদয়াল। ক্ষতি নেই? জাত ধর্ম সব খুইয়ে পরকালে গিয়ে কি জবাব দেব বলতে পার?

কৈলাস। জবাব দেবে এই যে এক অনাথাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

হরদয়াল। কিন্তু রাখালকে যে কি বলি?

কৈলাস। কেন, তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

হরদয়াল। সে চন্দ্রনাথের ঠিকানা চাইছে।

কৈলাস। কেন?

হরদয়াল। তার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে সে আদায় করতে চায়।

কৈলাস। কি সর্বনাশ! তুমি তাকে ঠিকানা দিয়েছ নাকি?

হরদয়াল। না, দিইনি। একটু ঘুরে আসতে বলেছি। ভাবছি ঠিকানা দেব না।

কৈলাস। খবরদার, খবরদার দয়াল—দিও না। এক বেটা লম্পট, মাতাল, বদমাস ভয় দেখিয়ে তোমার কাছে টাকা আদায় করবে, না-হয় সরযূকে পথে বসাবে—আর তুমি তার সহায় হবে?

হরদয়াল। কিন্তু কিছু না ক'রলে যে আমার সর্বস্ব যায়। একজনও যজমান আসবে না। আমি খাব কি?

কৈলাস। সে ভয় ক'রো না বাবাজী। আমি সরকারী অফিস থেকে বিশটাকা পেনসন পাই, খুড়ো ভাইপোর তাতেই চলে যাবে। আমরা খাব আর দুজনে বসে বসে দাবা খেলব। ঘর থেকে বেরুবোই না।

হরদয়াল। কিন্তু আমার বোঝা তোমার ঘাড়েই বা চাপাব কেন? আর আমিই বা কেন পরের হাঙ্গামা মাথায় বয়ে জাত ধর্ম খোয়াব?

কৈলাস। বেশ, তাহলে তার নাম ঠিকানা বলে দিয়ে একটি অনাথা মেয়েকে তার স্বামী, সংসার থেকে বঞ্চিত করে তোমার পরকালের পথ পরিষ্কার কর গে। আমি চলি। (দাবার ঘুঁটি গুছাইতে আরম্ভ) কিন্তু আমাকে একথা বলে ভাল করনি বাবা—আমার কথা শুনলে ভালই হত বাবা। এটা কাশীধাম, মা অন্নপূর্ণার রাজ্যি, এখানে তাঁর সতী-মেয়ের পেছনে লাগলে সুবিধা হবে না জেনো।

হরদয়াল। তুমি কি আমায় শাপ-মুন্নি দিচ্ছ খুড়ো?

কৈলাস। আরে রামঃ, তোমরা হলে কাশীর পাণ্ডা, স্বয়ং বাবার বাহন। আমাদের শাপ-মুন্নি কি তোমাদের গায়ে লাগে? কিন্তু যে কাজে হাত দিতে যাচ্ছ সে বড় নিরাপদ নয়। সতী সাবিত্রীকে যমে ভয় করে, সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। অনেকদিন একসঙ্গে দাবা খেলেছি, তোমাকে ভালও বাসি, তাই কথাটা বললুম। (ফিরিয়া) বাবাজী, তাহলে আমার কথাটা রাখবে না?

হরদয়াল। পাগলের কথা রাখতে গেলে নিজেরও পাগল হওয়া দরকার।

কৈলাস। এঁ্যা—তা ঠিক। পাগল—পাগল—তা ঠিক, তা ঠিক।

প্রস্থান

হরদয়াল। না, মাতালটাকে ঠিকানা দেব না। সব কথা আগে চন্দ্রনাথের কাকাকে খুলে লিখি, তারপর তিনি যা করেন।

(নেপথ্যে) রাখাল। ঠাকুর মশাই আছেন নাকি?

হরদয়াল। বেটা আবার জ্বালাতে এসেছে। চুলোয় যাক—সাড়াও দেব না, দেখাও করব না।

প্রস্থান

রাখাল উঁকি মারিয়া প্রবেশ করিল

রাখাল। ঠাকুর মশাই, ও ঠাকুর মশাই, আছেন নাকি?

সুলোচনার প্রবেশ

সুলোচনা। আচ্ছা তুমি আবার কেন এলে?

রাখাল। এমনি আসিনি। ঠাকুরমশাই ডেকেছেন—তাই এসেছি।

সুলোচনা। ওগো আর কেলেঙ্কারী ক'রোনা। ওঁকে এর মধ্যে কেন জড়াচ্ছ? তোমার জন্যে আমি এখানেও মুখ দেখাতে পারব না।

রাখাল। মুখ দেখাতে না পার—চলে যাও।

সুলোচনা। তাই যাব। তা না হলে তোমার এ বাড়ী আসা বন্ধ হবে না।

রাখাল। কিন্তু তার আগে আমি যেমন করে হোক তোমার দয়াল ঠাকুরের কাছ থেকে সরযূর ঠিকানা আদায় করে নেব।

সুলোচনা। (পা ধরিয়া) তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার সর্বনাশ তো করেছ—আর আমার মেয়ের সর্বনাশ ক'রো না।

রাখাল। পা ছাড়ো বলছি।

সুলোচনা। আগে বল, তুমি সরযুর ঠিকানা চাইবে না?

রাখাল। আলবৎ চাইব।

সুলোচনা। তাহলে তোমার এই পায়েই আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

রাখাল। মরতে চাও তো ভাল করেই মরো।

লাথি মারিয়া বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল। সুলোচনা বেদনায় আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রনাথের বাড়ীর দরদালান।

মধু। বৌদিমণি—বৌদিমণি।

সরযূর প্রবেশ

সরয। আমায় ডাকছ মধু?

মধু। হ্যাঁ বৌদিমণি, বামুন ঠাকুর বলছিল যে তার দেশের লোককে ষ্টেশনে তুলে দিতে যাবে—এখুনি ছুটি চায়।

সরযূ। রান্নাঘরের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে?

মধু। হ্যাঁ, সবই হয়ে গেছে—শুধু ভাতটা চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সেটা যদি আপনি নাবিয়ে নেন তাহলেই হবে। আমরা তো আর ছোঁব না।

সরযূ। বেশ যেতে বল। ভাতটা ফুটলে আমায় খবর দিও।

মধু। যে আজ্ঞে।

মধুর প্রস্থান ও হরিবালার প্রবেশ

সরযূ। (হাসিয়া) সই-এর বুঝি এতদিনে আমায় মনে পড়ল?

হরিবালা। না ভাই, এ ছুদিন যা আসতে পারিনি।

সরযূ। আমার তো মনে হচ্ছিল যেন দু যুগ সইকে দেখিনি। উনিও তাই বলছিলেন।

হরিবালা। তোমাদের কি ভুলতে পারি ভাই। তোমার খুড়তুতো ননদ "নির্মলা"র পাকাদেখা হল। আমাকে তোমার খুড়শাশুড়ি অনেক করে যেতে বলেছিল তাই গিয়েছিলুম, না গেলে আবার কথা উঠবে তো—ভাববে তোমরা হয়তো বারণ করেছ।

সরযূ। আমরা বারণ করব কেন? আমার সঙ্গে তো কারুর আলাপও হয়নি। তাছাড়া উনিও কি কাকাবাবুকে কম ভক্তি করেন?

হরিবালা। কাকাবাবুর কি মন ভাল আছে ভাই। ঐ চন্দর বলতে একদিন তিনিও অজ্ঞান হতেন। তাঁর তো ঐ মেয়েটিই সম্বল। বংশের মধ্যে ঐ চন্দরই যা

একমাত্র বংশধর, সেও আজ পর হয়ে আছে। তোমার শ্বশুরের কাজের সময় তাঁর মনটাকে এমন বিষিয়ে দিলে।

সরযূ। কে ?

হরিবালা। কে আবার, তোমার মামী শাশুড়ী—আবার কে ? চন্দর বোধ হয় কিছু জানেও না। এমন কতগুলো কথা বললে যাতে তোমার খুড়শ্বশুর ভাললেন যে চন্দরের বুঝি ঐ মামা-মামীকেই বেশী বিশ্বাস—তাঁকে সে বিশ্বাস করে না। সেই থেকে একটা ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হল। অথচ মজা দেখ, ঐ মামা-মামীই এখন তাঁর বাড়ীতে তিনবেলা যাতায়াত করছেন।

সরযূ। কিন্তু ওঁকে তো তিনি কিছু বলেননি।

হরিবালা। একে বড্ড চাপা মানুষ ? তার ওপর ঐ ভাইপো-অন্ত প্রাণ। অভিমানটুকুই তাঁর কাছে বড় হয়ে রয়েছে। এই আর কি। তা নইলে আজ তোর এই অনাদর ? খুড়শ্বশুর মাথায় করে রাখতেন।

সরযূ। সবই আমার বরাত ! অদৃষ্টে আরও কি আছে কে জানে।

হরিবালা। আচ্ছা সই, একটা সত্যি কথা বলবি ?

সরযূ। কি ?

হরিবালা। আমায় বিশ্বাস করিস তো।

সরযূ। করি বৈকি।

হরিবালা। চন্দর তোকে কতখানি ভালবাসে ?

সরযূ। আমাকে খুব দয়া করেন।

হরিবালা। দয়ার কথা নয়। খুব ভালবাসে কি না বল সত্যি করে।

সরযূ। তা তো জানিনা।

হরিবালা। সত্যি জানিস না ?

সরযূ। না। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ সই ?

হরিবালা। না না, ভাবনার কিছু নেই। বলছিলুম এত রূপ, এত গুণ নিয়ে কি এতদিন ঘোড়ার ঘাস কাটছিলি সই ?

সরযূ। না—না, সই তোমার পায়ে পড়ি—নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে। তুমি আমায় খুলে বল।

হরিবালা। পরে বলব 'খন, সে এমন কিছু নয়।

(নেপথ্যে) ব্রজকিশোর। কোথায় গো তুমি—কোথায় গেলে ?

হরিবালা। ঐ তোর মামাশ্বশুর আসছে—আমি চলি।

দুইজনের দুইদিকে প্রস্থান। "কোথায় গেলে" বলিতে বলিতে বাহির হইতে ব্রজকিশোর ও ও ভিতর হইতে হরকালীর প্রবেশ

হরকালী। কি হ'ল? মণিবাবু কি বললেন? খবরটা ঠিক।

ব্রজ। তিনি কি সহজে ভাঙতে চান। বোধ হয় ব্যাপারটা চেপে যাবার ইচ্ছা ছিল। আমায় কেবল বললেন—"কে বলেছে এ সব কথা"।

হরকালী। চেপে যেতে চাইছিলেন বোধ হয় পাছে মেয়ের বিয়েটা ভেঙে যায় ব'লে।

ব্রজ। ঠিক সেজন্যেও বটে আবার ভাইপোকে বাঁচাবার জন্যেও বটে, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা—বললুম, আপনার স্ত্রী আমার স্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে সব কথা বলেছেন, তাই ব্যাপারটা আনুপূর্বিক জানবার জন্যে আপনার কাছে এলুম। তখন বললেন—হ্যাঁ কাশী থেকে দয়াল পাণ্ডা ঐ রকম একটা চিঠি লিখেছে বটে। সরযূর মা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

হরকালী। দেখলে, খোঁজ করলে এখন বোয়ের—

ব্রজ। এখন চন্দরকে বলে একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর আর বৌকে এখনই কাশী পাঠাও।

হরকালী। সে আর বলতে, চন্দর আসুক ব্যবস্থা করছি।

ব্রজকিশোরের প্রস্থান

(নেপথ্যে) মধু। বৌদিমণি, আসুন ভাত হয়ে গেছে।

সরযূর প্রবেশ

হরকালী। কোথায় যাচ্ছ?

সরযূ। রান্নাঘরে, ঠাকুর ছুটি নিয়ে গেছে, তাই ভাতটা নামিয়ে আসতে যাচ্ছি।

হরকালী। যাচ্ছ যাও কিন্তু সে ভাত আর কেউ মুখে দিতে পারবে না।

সরযূ। (বিস্মিতভাবে) কেন মামীমা?

হরকালী। কেন? তোমার মায়ের কার্তি-কাহিনী সব ফাঁস হয়ে গেছে, শোননি? ঠানদির সঙ্গে এত ভাব—সে কিছু বলেনি? এমন করে জাত ভাঁড়িয়ে

গেরস্থঘরে ঢুকতে আছে? ভেবেছিলে কেউ টের পাবে না। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে গো, বাতাসে নড়ে—আমরা সব জানতে পেরেছি।

নীরবে সরযূর প্রস্থান

উঃ এখনও তেজে মট মট! ভাবছ স্বামী কিছু বলবে না। এ আর কিছু নয়, জাত নিয়ে কথা, বড় চাট্টিখানি কথা নয়! বুঝবে—

চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। কি মামী, একা একা কাকে বকছ?

হরকালী। এই যে বাবা, (কাঁদিয়া) তুমি এসেছ। আচ্ছা বাবা চন্দর দুঃখী বলে কি আমাদের এত শাস্তি দিতে হয়?

চন্দ্রনাথ। কি হয়েছে?

হরকালী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আর হতে বাকি কি? একমুঠো ভাতের জন্মে জাত-ধর্ম সব গেল। বাড়ীতে খাবার থাকলে কি আর তুমি এমনি করে আমাদের সর্বনাশ করতে পারতে?

চন্দ্রনাথ। (ধমক দিয়া) আরে হয়েছে কি বল না।

হরকালী। পোড়া কপাল, যা হবার তাই হয়েছে।

চন্দ্রনাথ। পায়ে পড়ি মামী—খুলে বল কি হয়েছে?

হরকালী। তোমার খুড়োকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

চন্দ্রনাথ। খুড়োকেই যদি জিজ্ঞাসা করব তবে তুমি অমন কচ্ছ কেন?

হরকালী। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে তাই এমন কচ্ছি বাবা—আর কেন?

চন্দ্রনাথ। যদি সর্বনাশই হয়ে থাকে তো অন্য কোথাও যাও, আমার সামনে আর অমন ক'রো না।

হরকালী। (উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া) ওগো তুমি কেন আমাদের ডেকে এনেছিলে দিদি, আজ তোমার ছেলে যে আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায় গো।

চন্দ্রনাথ। আচ্ছা খুলে না বললে আমি কি করে বুঝব—কিসে তোমার সর্বনাশ হল? সর্বনাশ, সর্বনাশই করছ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তো একটা কথাও বললে না।

হরকালী। তোমার খুড়োকে কাশী থেকে দয়াল পাণ্ডা চিঠি লিখেছে।

চন্দ্রনাথ। কি লিখেছে?

হরকালী। লিখেছে যে, কাশীতে তোমায় একা পেয়ে ডাকিনীরা তোমায় ভুলিয়ে এক বেবুশ্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

চন্দ্রনাথ। কার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে?

হরকালী। তোমার সঙ্গে।

চন্দ্রনাথ। তুমি বলছ কি মামী? সরযূ—

হরকালী। আহা, ও একই কথা বাবা, একই কথা। কাশীতে যে ওর মায়ের সেই রকম নাম আছে।

চন্দ্রনাথ। (কঠিনভাবে) মামী তুমি কি বলছ ভেবে বল—পাগলামী ক'রো না।

হরকালী। পাগল হবারই কথা বাবা। আমাদের দুজনের পেরাচিত্তির করিয়ে দাও। তারপর যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাই। এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ভাল।

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, সেই ভাল।

হরকালী। তবে চলে যাই?

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, যাও।

হরকালী। শেষে অদৃষ্টে এই ছিল গো।

চন্দ্রনাথ। আঃ, তবু পরিষ্কার করে কিছু বলবে না।

হরকালী। সব তো বলেছি বাবা।

চন্দ্রনাথ। না, কিছুই বলনি।

হরকালী। দয়াল পাণ্ডার চিঠি এসেছে।

চন্দ্রনাথ। কই, চিঠি দেখি?

হরকালী। সে তোমার কাকার কাছে আছে।

চন্দ্রনাথ। (শূন্যে চাহিয়া) কাকার কাছে চিঠি এসেছে। আচ্ছা—

ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বাহিরে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মণিশঙ্কর বাবুর বৈঠকখানা। মণিশঙ্কর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছেন ও হিসাবের খাতা দেখিতেছেন।

নায়েব লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ

লক্ষ্মী। বাবু, ও-বাড়ীর ছোটবাবু এসেছেন।

মণি। কে, চন্দ্রনাথ? কৈ? এখানে ডেকে নিয়ে এসো।

লক্ষ্মী। তিনি কিছুতেই ভেতরে আসতে চাইলেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মণি। কেন? চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ! বাইরে কেন বাবা, ভেতরে এস।

মণিশঙ্কর আগাইয়া গিয়া চন্দ্রনাথকে লইয়া আসিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্থান

চন্দ্র। কাকা, কি চিঠি পেয়েছেন একবার দেখাবেন?

মণি। ব'স বাবা ব'স। একটু ঠাণ্ডা হও। তারপর—

চন্দ্র। না কাকা—দয়াল ঠাকুর কি লিখেছেন আগে দেখি—

মণিশঙ্কর নীরবে পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রনাথ দ্রুত পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইল।

চন্দ্র। কিন্তু এর প্রমাণ?

মণি। রাখালদাস নিজেই আসছে।

চন্দ্র। তার কথায় বিশ্বাস কি?

মণি। তা বলতে পারি না। তার কথা শুনে যা ভাল বিবেচনা হয় তাই ক'রো।

চন্দ্র। সে কি জন্যে আসছে? এ-কথা প্রমাণ করে তার কি লাভ?

মণি। লাভের কথা চিঠিতেই লেখা আছে—দু' হাজার টাকা চায়।

চন্দ্র। (মণিশঙ্করের দিকে চাহিয়া) এ-কথা প্রকাশ না হলে—সে ভয় দেখিয়ে হয়তো কিছু টাকা আদায় করতে পারত। কিন্তু সে আশায় তার ছাই পড়েছে। আপনি এক হিসেবে আমার উপকার করেছেন। এতগুলো টাকা আমার বেঁচে যাবে।

মণি। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, চন্দ্রনাথ।

চন্দ্র। ভুল আমি বুঝিনি কাকা—চিরদিন আপনিই আমাকে ভুল বুঝে এসেছেন। ভেবেছিলুম, একদিন এ ভুল-বোঝার পালা শেষ হবে, কিন্তু তা হ'ল না। কাকা, এ গ্রাম আমাদের—অথচ একজন হীন, লম্পট আমাকে অপমান করবার জন্যে আমাদের গ্রামে আমাদের বাড়ীতে আসছে যে কি সাহসে সে কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই না। কিন্তু এই একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি কাকা, আমার মৃত্যু হলে কি আপনি খুসী হন?

মণি। ছিঃ ছিঃ, চন্দ্রনাথ, অমন কথা মুখেও এনো না।

চন্দ্র। আর কোনদিন আসবার প্রয়োজন হবে না। আপনি আমার গুরুজন—পূজনীয়, যদি কোন অপরাধ করে থাকি—ক্ষমা করবেন। আমার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত আপনাকে আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি—আপনি শুধু আমার উপর প্রসন্ন হন।

মণি। চন্দ্রনাথ, আর আমায় আঘাত করিসনি। তুই শান্ত হ।

চন্দ্র। যদি এই চিঠির কথা চতুর্দিকে প্রকাশ পায় তাহলে ঐই গ্রামে আমরা কি করে থাকব কাকা? আমায় শুধু কিছু কিছু মাসোহারা দেবেন—ঈশ্বরের কাছে শপথ করে বলছি কাকা, এর বেশী আমি আর কিছু চাইব না—কোনদিন কাছে আসব না—শুধু দয়া করে এ সর্বনাশ করবেন না। (চন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল)

মণি। চন্দ্রনাথ, আমি তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি বাবা, আর আমায় তিরস্কার করিস নি।

চন্দ্র। তিরস্কার করিনি কাকা। কিন্তু এতবড় দুর্ভাগ্যের পর দেশত্যাগ করা ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

মণি। দেশত্যাগ করবে কেন বাবা? না জেনে এরূপ বিবাহ করেছ, তাতে তো তোমার কোন লজ্জার কারণ নেই; তবে হ্যাঁ, হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হতে পারে। আমার কথা শোন বাবা, বৌমাকে পরিত্যাগ করে গোপনে প্রায়শ্চিত্ত কর।

চন্দ্র। পরিত্যাগ করতে হবে?

মণি। এ ছাড়া কোন উপায় নেই বাবা। আমরা সমাজপতি, অসতীর কন্যাকে নিয়ে কি করে ঘর করতে পারি বল?

চন্দ্র। সরযূকে ত্যাগ না করলে আমি সমাজে ঠাঁই পাব না?

মণি। ত্যাগ করতেই হবে বাবা।

চন্দ্র। (বিহ্বল ভাবে) এই একটা চিঠিই কি যথেষ্ট প্রমাণ ?

মণি। কিন্তু এ-কথা যে মিথ্যা নয়, সে আমার দৃঢ় ধারণা।

চন্দ্র। (পাগলের মত ভাবিতে ভাবিতে) সরযূকে ত্যাগ করতে হবে! সরযূকে ত্যাগ করতে হবে!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রনাথের কক্ষ। সরযূ বিছানার উপর স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়াছিল। করুণ যন্ত্রসঙ্গীত হইতেছে। এমন সময় চন্দ্রনাথ প্রবেশ করিল। ঘরে ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ভয় অথবা উদ্বেগের কোন চিহ্ন নাই। চন্দ্রনাথ অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে যেন ইচ্ছা করিয়াই গম্ভীরভাবে বলিল।

চন্দ্র। সব শুনেছ ?

সরযূ। হ্যাঁ।

চন্দ্র। সব সত্য ?

সরযূ। সত্য।

চন্দ্র। সত্য ? ও! (ক্ষণ পরে) এতদিন বলনি কেন ?

সরযূ। মা বারণ করেছিলেন, আর তুমিও কিছু জিজ্ঞাসা করনি।

চন্দ্র। তোমার মায়ের উপকার করেছিলাম কিনা, তাই বুঝি তোমরা এইভাবে শোধ দিলে ? (সরযূ নিরুত্তর) এখন বুঝতে পারছি, কেন তুমি এত ভয়ে ভয়ে থাকতে—কেন তোমার মা কিছুতেই এখানে আসতে চাননি। সব—সব কথা আমার কাছে এইবার স্পষ্ট হয়ে আসছে।

সরযূ তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল

চন্দ্র। (সহসা আর্দ্র হইয়া) আচ্ছা সরযূ—আমি জ্ঞানতঃ তোমাদের সঙ্গে কখনও কোন খারাপ ব্যবহার করিনি, তবে কেন আমাকে এত শাস্তি দিলে ? (ক্ষোভ দমন করিয়া) আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—আশা করি তার জবাব দেবে।

সরযূ। বল।

চন্দ্র। রাখাল ভট্টাচার্য কে ?

সরযূ। আমার মামার বাড়ীর কাছে সে থাকত। ছেলেবেলা থেকেই মা তাকে ভালবাসতেন। দুজনের একবার বিয়ের কথাও হয়, কিন্তু তারা নীচু ঘর বলে দাদা-মশাই তার সঙ্গে মায়ের বিয়ে দিতে রাজী হননি। আমার যখন তিন বছর বয়েস তখন বাবা মারা যান, মা আমাকে নিয়ে মামার বাড়ী আসেন। তার পর থেকে রাখাল মার কাছে আবার যাওয়া-আসা করতে থাকে। কিছুদিন বাদে মা আমাকে নিয়ে—

চন্দ্র। তারপর ?

সরযূ। আমরা কিছুদিন মথুরায়, বৃন্দাবনে থাকি। তারপর কাশীতে আসি। এই সময় রাখাল মদ খেতে সুরু করে। মায়ের কিছু গয়নাগাঁটি ছিল—সেগুলো নেবার জন্যে রাখাল রোজ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত, তারপর একদিন রাত্রে সে সমস্ত চুরি করে নিয়ে পালায়। তখন মায়ের হাতে একটিও পয়সা ছিল না। ভিক্ষে করে আমাদের দিন কাটত। তারপর দয়াল ঠাকুর আমাদের আশ্রয় দেন।

চন্দ্র। তাঁর আশ্রয়ের মর্যাদা তোমরা খুব রেখেছ! ছিঃ ছিঃ সরযূ, তোমরা এই! (পাগলের মত পায়চারি করিয়া) উঃ, সমস্ত জেনেশুনে তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে ? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

সরযূর চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে

ওঃ, এখন আমার কর্তব্য কি বলতে পার ?

সরযূ। তুমি বলে দাও।

চন্দ্র। আমি সেইটেই ঠিক করতে পারছি না। লোকে তোমাকে ত্যাগ করতে বলছে—কিন্তু আমার সাহস হয় না।—আমি তোমার উপর সব বিশ্বাস হারিয়েছি।

সরযূ। আমাকে তোমার বিশ্বাস নেই ?

চন্দ্র। না—না—না। তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করি না। তুমি—তুমি সরযূ সব পার। আমার জীবনকে তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, সমাজে আমাকে হেয় করে তুলেছ— আমার আর কোন উপায় নেই।

সরযূ। (শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে) তুমি যে আমার কি তা তো তুমি জান। একদিন তুমি আমায় বলেছিলে তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখতে। আজ তুমি একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ। আজ আমি উপায় বলে দেব—শুনবে ?

চন্দ্র। শুনব। দাও বলে দাও, কি উপায়।

সরযূ। আমি বিষ খেলে উপায় হয় কি ?

চন্দ্র। (ভাবিয়া) বিষ খাবে ? তুমি ?

সরযূর হাত ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া

পারবে—পারবে তুমি বিষ খেতে ?

সরযূ। হ্যাঁ পারব।

চন্দ্র। (হাত ছাড়িয়া) বেশ—তুমি বিষই খেয়ো।

সরযূ। বেশ, তাই খাব।

চন্দ্র। আজই।

সরযূ। আচ্ছা আজই। (চন্দ্রনাথ প্রস্থানোদ্যত) আমি বিষ খেলে তোমার কোন বিপদ হবে না তো ?

চন্দ্র। কিছু না।

সরযূ। কেউ কোন সন্দেহ করবে না ?

চন্দ্র। হয়তো করবে। কিন্তু টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করব।

সরযূ। তার চেয়ে বিছানার তলায় একখানা চিঠি লিখে যাব, সেইখানা দেখিও।

চন্দ্র। বেশ, তাই ক'রো—লোকে না ভাবে আমি তোমায় খুন করেছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ঘরের দোর-জানলা বেশ বন্ধ করে দিও—একটুও শব্দ যেন বাইরে না যায়—আমি যেন শুনতে না পাই। (প্রস্থানোদ্যত)

সরযূ। আর একটু দাঁড়াও।

চন্দ্র। আর কিছু বলবে ?—কি ?

সরযূ চন্দ্রনাথের হাত ধরিল কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না

কি দেখছ সরযূ ? কি বলবে ?

সরযূ। (হাত ছাড়িয়া) না—কিছু না।

সরযূ চন্দ্রনাথকে প্রণাম করিল

একটা আশীর্বাদও করলে না ?

চন্দ্র। এখন নয়। যখন তুমি চলে যাবে, যখন তোমার মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তখন আমি আশীর্বাদ করব।

সরযূ। (উঠিয়া) ওঃ!

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সরযূ শয্যায় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরযূ। না না, মরতে আমি পারব না।। কিছুতেই পারব না। একা হলে মরতে পারতুম। কিন্তু আজ যে আর একজন আমার বুকে আসছে—আমি যে মা।

সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মঞ্চ অন্ধকার হইল। একটু পরে দেখা গেল বন্ধ জানালা ভেদ করিয়া প্রভাতের আলো দেখা যাইতেছে। নিঃশব্দে শঙ্কিত পদে চন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ করিল। সে জানালা দরজা খুলিয়া দিলে প্রভাতের পূর্ণ আলোক মঞ্চে দেখা গেল। তারপর অতি সন্তর্পণে মূর্চ্ছিত সরযূর নিকট গেল। বিছানার তলায় সরযূর চিঠি না পাইয়া সরযূর কপালে উত্তাপ লইবার জন্য হাত দিতেই সরযূ চমকাইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল।

চন্দ্র। সরযূ—

সরযূ। এঁ্যা—

চন্দ্রনাথ সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে বুকের কাছে লইল।

চন্দ্র। না, না সরযূ, তুমি এমন কাজ ক'রো না—এমন কাজ ক'রো না।

সরযূ। (নিজেকে মুক্ত করিয়া) ওগো আমি মরতে পারলুম না। আমি একা হ'লে কিছু এসে যেত না—কিন্তু আর একজন যে—

চন্দ্র। সরযূ!

সরযূ। আমাকে তুমি সাতদিন, এই ভাদ্রমাসের ক'দিন, শুধু কাটিয়ে যেতে দাও, তারপর আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাব—কখনও আর দেখা দেব না।

চন্দ্র বেশ, তাই যেও।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

চন্দ্রনাথের বাড়ীর দরদালান।

চিৎকার করিতে করিতে হরকালীর প্রবেশ।

হরকালী। মধু—মধু, ওরে ও পোড়ার মুখো মধু।

মধু। কি মামীমা—কি বলছেন? সকাল থেকেই গালমন্দ সুরু করেছেন—কি করেছি আমি?

হরকালী। না, গালমন্দ করবে না—সকালে উঠে তোমার মুখে দুধের বাটী ধরবে। বলি, আমি যে এক বালতি গোবর আনতে বলেছিলুম এনেছিস?

মধু। এক বালতি গোবর কেন—ঘুঁটে দেবেন ?

হরকালী।—তোমার পিণ্ডি দেব। ঘর দোর গোবর জল দিয়ে সাফ করতে হবে না ?

মধু। কেউ মরেছে নাকি যে এক বালতি গোবর জল দিয়ে সব সাফ করবেন ?

হরকালী। হ্যাঁ, ম'লে তো ভালই ছিল, কিন্তু ভগবান কি তা করলেন—আরও জের টেনে রেখে দিলেন।

মধু। আপনি কি বলছেন মামীমা কিছু বুঝতে পারছি না তো।

হরকালী। তোমার অত বুঝে দরকার নেই তো, যা বলছি তাই কর।

মধু। তা করব 'খন। আগে বৌদিমণির ঘরটা পরিষ্কার করে—

হরকালী। (বাধা দিয়া) বৌদিমণি? বৌদিমণি কে? এখন আমি এ বাড়ীর গিন্নী। তোমার বৌদিমণির বিদায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই।

মধু। আপনি বলছেন কি মামীমা ?

হরকালী। তোমাকে তো অত কৈফিয়ত দিয়ে আমি চলব না। আমার মতে কাজ করতে পার কর, নইলে বিদেয় হও।

মধু। আচ্ছা।

প্রস্থান

হরকালী। লোকজনের মাথা একেবারে খেয়ে রেখেছে গো।

কাত্যায়নীর প্রবেশ

কাত্যায়নী। কে আবার তোমার লোকজনের মাথা খেলে গো ?

হরকালী। ঐ যে বাড়ীতে যে মিটমিটেটা রয়েছেন—উনি, আবার কে। তা আজ এত সকালে যে, ব্যাপার কি ?

কাত্যায়নী। জানতে এলুম ভাই, কদ্দূর কি হ'ল। তোমাদের কথা ভেবে ভেবে তো রাতে দুটী চোখের পাতা এক করতে পারি না।

হরকালী। হয়েছে সবই। কিন্তু না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই ভাই।

কাত্যায়নী। চন্দর সব টের পেয়েছে তাহলে ?

হরকালী। পায়নি ? সব জানতে পেরেছে। কাকার কাছে সে ছুটেছিল, তিনি সব জানিয়েছেন।

কাত্যায়নী। যাই হোক এখন চন্দর কি বলছে ?

হরকালী। বলবে আর কি। মুখটা চুণ। বৌকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে।

কাত্যায়নী। তাই নাকি? তা তুমি কেমন করে জানলে?

হরকালী। (চুপি চুপি) আমি যে আড়িপেতে সব শুনেছি।

কাত্যায়নী। এখন খুব চটেছে বোধ হয়।

হরকালী। বুঝিনা ভাই। কখনও আদর করছে, কখনও বকছে, কখনও কাঁদছে। তবে বৌকে রাখবে না।

কাত্যায়নী। তা হলেই ভাল। পুরুষ মানুষ, এমনি কাছে থাকলেই তারা বৌকে ভুলে যায়—তা ও গেলে কি আর মনে রাখবে? ওমা চন্দর আসছে যে।

হরকালী। তাই নাকি? তাহলে তুমি এখন যাও ভাই। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে হয়তো কি ভাববে।

দুজনের দুদিকে প্রস্থান। চন্দ্রনাথ ও সরকারের প্রবেশ

চন্দ্র। হ্যাঁ, আপনি সরযূর কাশী যাবার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখুন। ২রা আশ্বিন ও যাবে।

সরকার। যে আজ্ঞে।

চন্দ্র। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

সরকার। উনি দয়াল ঠাকুরের ওখানেই যাবেন তো?

চন্দ্র। তা জানি না। যেখানে যেতে চাইবে সেইখানে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

সরকার। কবে নাগাদ ফিরে আসবেন।

চন্দ্র। ও আর আসবে না।

দুজনের দুদিকে প্রস্থান

মধুকে ডাকিতে ডাকিতে হরকালীর প্রবেশ

হরকালী। মধু মধু, ওরে ও হতভাগা মধু, দেখছ বজ্জাতি—মিচকে মেরে বসে আছে—তবু জবাব দেবে না। হতচ্ছাড়া পাজী কোথাকার।

ব্রজকিশোরের প্রবেশ

ব্রজ। কি গো, এত চটছ কেন?

হরকালী। সবাই মিলে একেবারে মাথা খারাপ করে দিলে, বলি আমি যে তোমায় কাগজটায় সব লিখে রাখতে বলেছিলুম, তা লিখে রেখেছ?

ব্রজ। কি কাগজ?

হরকালী। কি কাগজ? ন্যাকা। বলি বউ তো চললো, কিন্তু পরে দাবী-দাওয়া যাতে না করে তার জন্যে একটা সই করিয়ে নিতে হবে না? কাল কি বললুম?

ব্রজ। ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, পাঁচটাকা করে মাসোহারা ছাড়া এই সম্পত্তিতে ওর কোন অধিকার থাকবে না—এই ধরণের একটা লিখিয়ে নিতে বলেছিলে—না?

হরকালী। হ্যাঁ। তা মুসাবিদা করে তাতে একটা ষ্টাম্প লাগিয়ে রেখেছ?

ব্রজ। তা আমি এখুনি করে দিচ্ছি। কিন্তু ও রাজী হবে কি?

হরকালী। সে আমি মিষ্টি করে গুছিয়ে গুছিয়ে বলে ঠিক সই করিয়ে নেব'খন। কিন্তু লিখবে কবে?

ব্রজ। লিখে দিচ্ছি এখুনি। কিন্তু চন্দর সে-কথা শুনবে কেন? ও যদি বেশী মাসোহারা দেয়—

হরকালী। দেয় দেবে। কিন্তু ধর, বৌয়ের শোকে যদি একটা ভালমন্দ কিছু হয় তখন তো ঐ বৌটী ছেলে নিয়ে এসে আমাদের দুজনকে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে লাথি মেরে তাড়াবে। কিন্তু লেখা থাকলে আর কথাটি কইতে পারবে না।

ব্রজ। ঠিক বলেছ।

হরকালী। তুমি যে একটা হাবা—একটু বুদ্ধি যদি ঘটে থাকে!

ব্রজ। এত ঝঞ্ঝাটে কি আর ঘটে বুদ্ধি থাকে। ঘট যে ভেঙে গেছে গিন্নী!

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

চন্দ্রনাথের শয়ন কক্ষ

আজ চলিয়া যাইবার দিন, সরযূ সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার বস্ত্রাদি লৌহ সিন্দুকে তুলিয়া চাবি দিল। নিজে একখানি সামান্য শাড়ী পরিয়া ও প্রায় নিরাভরণা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল। চলিয়া যাইবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলিল।

চন্দ্র। আমায় ডাকছিলে।

সরযূ। (চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল) হ্যাঁ। এস। আজ আমার যাবার দিন, (চন্দ্রনাথ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল) এই চাবি নাও। যতদিন আর বিয়ে না কর, ততদিন অপর কাকেও দিও না।

চন্দ্র। (রুদ্ধস্বরে) যেখানে হয় রেখে দাও।

সরযূ। (চন্দ্রনাথের মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া) কাঁদবার চেষ্টা করছ ? (চক্ষু মুছিয়া আদর করিয়া) মনে করে দেখ কোন দিন একটা পরিহাস করিনি, তাই যাবার দিনে আজ একটা তামাসা করলাম, রাগ ক'রো না। আমার মত দুর্ভাগিনীকে ঘরে এনে অনেক সহ্য করেছ—আর ক'রো না। বিদায় দিয়ে আবার সংসারী হ'য়ো—আমার এমন সংসার যেন ভেঙে দিও না। যা কিছু ছিল সমস্ত বন্ধ করে আলমারীতে রেখে গেলাম, দেখো মিছেমিছি একটা জিনিসও যেন আমার নষ্ট না হয়।

চন্দ্রনাথ নিরাভরণা সরযূর দিকে চাহিয়া দেখিল। সরযূর এ মূর্তি তাহার চোখে শূল বিদ্ধ করিল। সরযূ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল।

সরযূ। আমি যাচ্ছি বলে অনর্থক দুঃখ ক'রো না। এতে তোমার হাত নেই আমি তা জানি।

চন্দ্র। আমি চললুম সরযূ।

সরযূ। যাবার সময় একবার পায়ের ধুলো দেবে না ?

চন্দ্রনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। সরযূ ঘরের চতুর্দিকে চাহিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় একখানি কাগজ ও দোয়াত-কলম লইয়া হরকালী প্রবেশ করিল।

হরকালী। বৌমা, এই কাগজখানিতে তোমার নামটি লিখে দাও।

সরযূ। (কাগজ লইয়া) কেন মামীমা ?

হরকালী। যা বলছি তাই কর না বৌমা।

সরযূ। কিসে নাম লিখে দেব, তাও কি শুনতে পাব না ?

হরকালী। এটা বাছা তোমারই ভালর জন্যে। তুমি এখানে যখন থাকবে না তখন কোথায় থাকবে, কি ভাবে থাকবে, তার কিছু আমরা সন্ধান নিতে যাব না। তা বাছা, যেমন করেই থাক না কেন, মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে খোরাকী পাবে।—এ কি মন্দ ?

সরযূ কিছু ভাবিয়া হরকালীর মুখের দিকে তাকাইল। হরকালী সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। চোখ নামাইয়া লইল।

সরযূ। হ্যাঁ মামীমা, লিখে দিই। (নাম সই করিল)

হরকালী। (তৃপ্ত হইয়া) হ্যাঁ, বলছিলুম কি বৌমা, গাড়ী তো এলো বলে, তুমি সব গোছগাছ করে নাও। রেলের পথ, কখন গাড়ী ফেল হয় তার ঠিক নেই।

সরযূ। গোছগাছ আমার হয়ে গেছে।

হরকালী। তা বেশ হয়েছে। সকাল সকাল এসব সেরে নেওয়াই ভাল। এই তোরঙ্গটা বুঝি যাবে ?

সরযূ তোরঙ্গটা খুলিয়া দুখানি সাধারণ শাড়ী, একটা গামছা, ২।৩ খানা বই দেখাইল। হরকালী মনোযোগ দিয়া দেখিয়া বলিল।

হরকালী। না না, ও আর কি দেখব বাছা, হয়েছে। ওটা কি ?

সরযূ। (ফটো তুলিয়া) একটা ছবি। খুলব ?

হরকালী। না না, থাক। গয়নাগাঁটী তো আর নয়—ছবি। রেখে দাও। তা—চন্দরের ছবি বুঝি ?

সরযূ কোন কথা না বলিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিল। সরকারমশাই প্রবেশ করিল।

সরকার। বৌমা, গাড়ী এসেছে।

সরযূ। এঁ্যা ?

হরকালী। মধু, ওরে ও পোড়ার মুখো মধু, তোরঙ্গটা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে তুলে দে না, শেষে কি তোদের জন্যে বাছা আমার গাড়ী ফেল করবে ?

মধুর প্রবেশ

নে, এদিকে এসে এটা তোল।

মধু সেদিকে না চাহিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল

মধু। বৌদিমণি, তুমি চলে যাচ্ছ ?

সরযূ। হ্যাঁ মধু। তোমাদের কত খাটিয়েছি, তার জন্যে আমার ওপর রাগ করবে না তো ?

মধু। তোমার ওপর রাগ করব আমরা ? আমরা কেউ এখানে থাকব না, কেউ না।

হরকালী। নে নে, খুব হয়েছে। এখন এটা নিয়ে যা।

মধু কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স লইয়া গেল। সরযূ হরকালীকে প্রণাম করিতে গেল

হরকালী। (সরিয়া গিয়া) থাক্ থাক্, হয়েছে বাছা, আমাকে এখন ছুঁয়ো

না, এখুনি আবার ঠাকুর ঘরে যেতে হবে। আশীর্বাদ করি এখন ভালয় ভালয় জায়গায় গিয়ে পৌছাও, তবেই রক্ষে।

সরকার। আসুন বৌমা। আর এখানে দেরী করে কি লাভ? (চক্ষু মুছিয়া) ভগবান, আমি ভৃত্য, তাই আজ আমার এই শাস্তি।

সরযূ ও সরকারের প্রস্থান

হরকালী। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মণিশঙ্করের বাড়ীর বহির্ভাগ। রাখালদাস অর্ধসুপ্ত অবস্থায় গেটের কাছে বসিয়া আছে। মণিশঙ্কর প্রবেশ করিয়া কাছে যাইতেই রাখাল বলিল।

রাখাল। (মণিশঙ্কর গমনোদ্যত) হ্যাঁ মশাই, মণিশঙ্কর বাবুর বাড়ী কি এই।

মণি। (ফিরিয়া) হ্যাঁ এই।

রাখাল। তাঁর সঙ্গে কখন দেখা হবে বলতে পারেন?

মণি। আমারই নাম মণিশঙ্কর।

রাখাল। (সসম্ভ্রমে) নমস্কার, আপনার কাছেই এসেছি।

মণি। (আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) কাশী থেকে কি আসছ?

রাখাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মণি। দয়াল পাঠিয়েছে?

রাখাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মণি। টাকার জন্যে এসেছ?

রাখাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মণি। তবে আমার কাছে কেন? আমি টাকা দেব, তাই কি মনে করেছ?

রাখাল। আজ্ঞে না। দয়াল ঠাকুর বলে দিয়েচেন আপনি টাকা পাইয়ে দেবার সুবিধা করে দিতে পারবেন।

মণি। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) তা হয়তো পারব। আচ্ছা, দয়াল যা লিখেছে তা সব সত্যি?

রাখাল। হ্যাঁ সব সত্যি। এই দেখুন না—

বলিয়া কয়েকখানা পুরাতন পত্র বাহির করিয়া দিল। মণিশঙ্কর তাহা পাঠ করিয়া

মণি। তবে বৌমার কি দোষ? তার মা—

রাখাল। না সরযুর দোষ নেই, কিন্তু তার মার—

মণি। থাম। যার নিজের দোষ নেই তাকে কিজন্য বিপদগ্রস্ত করচ?

রাখাল। আজ্ঞে টাকার জন্য—টাকার জন্য সব করতে হয়।

মণি। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) দেখ বাপু, এ দুর্নাম প্রকাশ পেলে আমারও অত্যন্ত লজ্জার কথা। চন্দ্রনাথ আমারই ভাইপো।

রাখাল। তা জানি। কিন্তু আমি নিরুপায়।

মণি। সে কথা তোমার দিকে তাকালে জানা যায়। ধর টাকা যদি আমি নিজেই দিই তাহলে কিরকম হয়?

রাখাল। ভালই হয়। আর কষ্ট করে চন্দ্রনাথ বাবুর কাছে যেতে হয় না।

মণি। টাকা পেলেই তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, আর কোন কথা প্রকাশ করবে না—এ নিশ্চয়?

রাখাল। নিশ্চয়

মণি। কত টাকা চাই?

রাখাল। দু' হাজার।

মণি। দু' হাজার! (চিন্তা করিয়া) ওরে কে আছিস, লক্ষ্মীনারাণকে ডেকে দে তো। দেখ, এই টাকা পাওয়ার পরও যদি তোমাকে এ গ্রামে দেখা যায়—

রাখাল। না, আর দেখা যাবে না।

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ

লক্ষ্মী। আমায় ডেকেছেন?

মণি। হ্যাঁ শোন। দুখানা হাজার টাকার নোট ক্যাশ থেকে নিয়ে এস।

লক্ষ্মী। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

মণি। শোন রাখালদাস, আমি যে তোমায় টাকা দিয়েছি বা আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, এ-কথা ঘুণাক্ষরে কোথাও প্রকাশ করবে না।—বুঝলে?

রাখাল। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

নোট লইয়া লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ

মণি। এই যে, এনেছ। দাও, (লইয়া) আচ্ছা যাও।

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্থান

এই নাও এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে সরকারী খাজনাঘর, সেখানে ভাঙিয়ে নিও, আর কোথাও ভাঙানো যাবে না।

রাখাল। যে আজ্ঞে। নমস্কার, চলি।

মণি। শোন, আর কখনও যদি আবার এদিকে আসবার চেষ্টা কর, জীবিত ফিরতে পারবে না, তাও বলে দিলাম।

রাখাল। যে আজ্ঞে। আচ্ছা চলি—নমস্কার।

প্রস্থান

মণি। লক্ষ্মীনারায়ণ।

(নেপথ্যে) লক্ষ্মী। আজ্ঞে যাই।

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ

মণি। শোন, যে লোকটা এখুনি এসেছিল ও জোচ্চুরি করে টাকা রোজগার করে। ওকে আমি ঐ হাজার টাকার নোট দুখানা দিয়েছি শুধু শায়েস্তা করবার জন্যে। তুমি এক কাজ কর, এখুনি থানায় গিয়ে লিখিয়ে এস যে বাবুর ক্যাশবাক্স থেকে দু' হাজার টাকা চুরি গেছে। একটা ভিখিরীর মত লোক গাঁয়ে এসেছিল—মনে হয় সে-ই চুরি করেছে।

লক্ষ্মী। যে আজ্ঞে।

মণি। আর শোন। থানায় খবর দিয়েই চলে যাবে খাজনা ঘরে। সেখানেও বলে রাখবে বাবুর নোট দুটো চুরি গেছে। খাতায় নোটের নম্বর লেখা আছে—নিয়ে যেও।

লক্ষ্মী। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

কাশী। হরদয়ালের বাড়ী। সরযূ ও সরকারের প্রবেশ

সরকার। দয়ালঠাকুর—দয়ালঠাকুর বাড়ী আছেন? (কোন সাড়া না পাইয়া) বাড়ীতে তো কেউ নেই মা।

সরযূ। বোধহয় সব বাইরে গেছেন—এখুনি আসবেন, আমি এইখানে একটু বসি।

সরকার। কোথায় আর বসবেন মা, ঘরদোর তো সব বন্ধ।

সরযূ। তা হোক, আমি এখানেই বসছি।

সরকার। তাহলে আমায় যেতে অনুমতি করুন, মা।

সরযূ। দয়ালঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবেন না?

সরকার। না মা, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ ইচ্ছে নেই। কি-ই বা তাঁকে বলব। কত আহ্লাদ করে রাজলক্ষ্মীর মত নিয়ে গিয়েছিলুম একদিন, আর আজ তাঁকে সীতার মত বনবাস দিয়ে যাচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন বৌমা—আমি চাকর মাত্র।

সরকার চলিয়া গেল। সরযূ কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল

সরযূ। উঃ মাগো!

একটু পরে দয়ালের প্রবেশ। সরযূকে দালানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া

দয়াল। কে?

সরযূ। (প্রণাম করিয়া মুখ খুলিয়া) আমি।

দয়াল। সরযূ! (বিস্মিত হইয়া দেখিলেন) যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হয়েছে, তাড়িয়ে দিয়েছে।

সরযূ মৌন হইয়া রহিল। দয়াল কঠোর স্বরে

তুমি এখানে এসেছ কেন?

সরযূ। আর কোথায় যাব বলুন।

দয়াল। না—না—এখানে তোমার স্থান হবে না। একবার আশ্রয় দিয়ে তো আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়।

সরযূ। মা কোথায় ?

দয়াল। সে মাগী পালিয়েছে। আমায় ডুবিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। যেমন চরিত্র সেই রকম করেচে। বলা যায়না হয়তো কোথাও খুব সুখেই আছে।

সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল ও অসহায়ের মত বলিল

সরযূ। আমি যে মায়ের কাছেই ফিরে এসেছিলুম।

দয়াল। তুমি আর এখানে বসছ কেন ? নিজের পথ দেখ।

সরযূ। আমি পথ দেখব!

দয়াল। হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি তোমাকে স্থান দিয়ে জাত হারাতে চাই নে। যারা আদর করে নিয়ে গিয়েছিল তারা কি তোমার মাথা রাখবার একটু কুঁড়েও কি বেঁধে দিতে পারে নি, তাই রেখে গেছে আমার কাছে ? যাও এখান থেকে।

সরযূ। (কাঁদিয়া) দাদামশাই, মা নেই, আমি যাব কোথায় ?

দয়াল। তা আমি কি জানি ? কাশীর মত জায়গায় তোমাদের থাকবার ভাবনা কি ? সুবিধেমত একটা খুঁজে নিও।

সরযূ পাষাণের মত বসিয়া রহিল।

দয়াল। বসে রইলে যে, ওঠো।

সরযূ। কোথায় যাব ?

দয়াল। আমি তার কি জানি। যেখানে খুশী যাও।

সরযূ। বেশ চলেই যাব, শুধু আজ রাত্রিটা—

দয়াল। না—না, আর এক দণ্ডও না।

সরযূ। বেশ আমি চলেই যাচ্ছি। সত্যিই তো, আপনার কাছে ভিক্ষে চাইবার কোন অধিকার আমার নেই। যাঁর কাছে ছিল তাঁর কাছেই তো মুখ ফুটে চাইতে পারলুম না। কাশীর গঙ্গা তো এখনও শুকায়ে নি, আমি সেখানে হয়তো একটু আশ্রয় পেতে পারি।

সরযূ উঠিয়া চলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল।

দয়াল। কি বিপদ। আবার বসছো এখানে ? অপমান না হলে বুঝি যাবে না ? এই বেলা দূর হও।

কৈলাস গোলমাল শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দয়ালের তিরস্কার ও গালাগালি শুনিতেছিল। নেপথ্য হইতে ডাকিল

(নেপথ্যে) কৈলাস। বাবাজী—

দাবার পুঁটুলি ও হুঁকা হাতে কৈলাসের প্রবেশ

দয়াল। তুমি কখন এলে ?

কৈলাস। (সোজা সরযূর কাছে গিয়া) সরযূ যে! কখন এলে মা ?

সরযূ কৈলাসকে প্রণাম করিল।

কৈলাস। থাক, থাক মা, হয়েচে। তা মা, তোর ছেলের বাড়ী না গিয়ে এখানে কেন মা ?

সরযূর তোরঙ্গটা একেবারে তুলিয়া লইয়া

চল্ মা, সন্ধ্যে হয়ে এল। আবার ঘর-সংসার সব গুছিয়ে নিতে হবে।

সরযূ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অধোমুখে রহিল।

কৈলাস। তোর বুড়ো ছেলের বাড়ী যেতে লজ্জা কি ? সেখানে কেউ তোকে অপমানের কথা বলবে না। মা-ব্যাটায় মিলে নতুন করে ঘরকন্না করব। আয় মা।

দয়াল। খুড়ো কি করছ ?

কৈলাস। কিছু না বাবাজী।

সরযূর হাত ধরিয়া কাতরভাবে

চল্ মা চল্, বসে বসে কেন মিছে কটুকথা শুনচিস ?

হরদয়াল। (সরযূ উঠিল দেখিয়া) খুড়ো কি একে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছ ?

কৈলাস। না বাবা, রাস্তায় বসিয়ে দিতে যাচ্চি।

দয়াল। (বিরক্ত হইয়া) কাজটা কিন্তু ভাল হচ্চে না। কাল কি হবে, ভেবে দেখো।

কৈলাস। শীগ্‌গির চল্ মা, নইলে আবার হয়তো কি বলবে।

দয়াল। খুড়ো শেষে কি জাতটা দেবে ?

কৈলাস। (না ফিরিয়া) বাবাজী, তুমি নাও তো দিতে পারি।

দয়াল। আমাদের সঙ্গে তবে আহার ব্যবহার বন্ধ হল।

কৈলাস। (ফিরিয়া) কবে কার বাড়ীতে, দয়াল, কৈলাস খুড়ো পাত পেতেছে ?

দয়াল। তা না পাত, তবু সাবধান করে দিচ্ছি।

কৈলাস। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধভরে) কি বললে দয়াল, হরিদয়াল, আমি

কি কাশীর পাণ্ডা, না যজমানের মন জুগিয়ে অন্নের সংস্থান করি? আমায় ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমি যা ভাল বুঝি, তাই চিরদিন করেছি, আজও তাই করব। সেজন্যে তোমার দুর্ভাবনার কারণ নেই।

দয়াল। তোমার ভালর জন্যই—

কৈলাস। থাক বাবাজী। যদি এই পঞ্চান্ন বছর তোমার পরামর্শ না নিয়েই কাটাতে পেরে থাকি, তখন বাকী দু-চার বছর পরামর্শ না নিলেও কেটে যাবে। যাও বাবাজী, ঘরে যাও। (সরযূকে) আয় মা আয়।

দয়াল। খুড়ো, ভাল হচ্ছে না কিন্তু—

কৈলাস। তা বেশ—তা বেশ—

কৈলাস ও সরযূর প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রনাথের বাড়ীর দরদালান। চন্দ্রনাথ ও হরিবালার প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। তারপর ঠানদি, এতদিন পরে আজ হঠাৎ কি মনে করে?

হরিবালা। আসতে কি নেই ভাই?

চন্দ্র। আমি কি বলেছি নেই? তবে, আজ দুবছর তুমি তো এ বাড়ী মাড়াও নি।

হরিবালা। তুমিও তো ভাই এখানে ছিলে না। বছর দুয়েক ধরে তো শুধু বিদেশে বিদেশেই ঘুরছ।—আমার চিঠি পেয়েছিলে?

চন্দ্র। সেই জন্যেই তো ফিরে এলুম। ভাবলুম, এতদিন পরে ঠানদি যখন চিঠি লিখেছে, তখন হয়তো কিছু নতুন খবর আছে।

হরিবালা। নতুন খবর আর কি ভাই। তুমি এমনি বাইরে বাইরে ঘুরছ কারুর কি সেটা ভাল লাগছে? তোমার কাকা যেন কেমন হয়ে গেছেন, তিনিই তো বললেন যে, আমি অনেক চিঠি লিখেছি, কিন্তু চন্দর আসতে চায় না, আপনি ওকে একবার আসতে লিখুন।

চন্দ্র। ওঃ! সেই জন্যেই লিখেছিলেন বুঝি?

হরিবালা। হাঁ দাদা। যা হবার হয়ে গিয়েছে, এইবার ঘর-বাসী হও ভাই। নতুন করে সংসার পাত—তা না হলে আমাদের যে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।

চন্দ্র। কাকে নিয়ে সংসার পাতব ঠানদি?

হরিবালা। কেন, তোমার কাকা কলকাতায় একটা বেশ ভাল পাত্রী দেখে এসেছেন। তুমি নিজে না-হয় দেখে এসো।

চন্দ্র। কিন্তু ঠানদি, আমি আর-কাউকে নিয়ে ঘর করতে পারব না, বাড়ীতেও আর থাকতে পারব না। আমি আজই আবার বাইরে যাচ্ছি।

হরিবালা। আজই আবার যাচ্ছ?

চন্দ্র। হ্যাঁ।

হরিবালা। আবার কোথায় যাবে?

চন্দ্র। আপাতত কলকাতায়। তারপর ভাবছি এলাহাবাদে।

হরিবালা। আর কোথাও যাবে না ভাই ?

চন্দ্র। না, কোথায় আর যাব!

হরিবালা। আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলব ?

চন্দ্র। বল।

হরিবালা। তুমি যে তাকে ভালবাস তা আমি বুঝি। সেও তুমি-অন্তই ছিল। কিন্তু তার একটা উপায় করে দিলে না দাদা।

চন্দ্র। উপায় আর কি করব, ঠানদি ?

হরিবালা। সে এখন কাশীতে কোথায় আছে জান ?

চন্দ্র। না। (চিন্তা করিয়া) বোধ হয় মায়ের কাছে।

হরিবালা। কিন্তু কি ভাবে সে আছে তার কোন খবরই রাখ না ভাই। একটা প্রাণ হলেও বা কথা ছিল। তখনই যে আর-একটির আসবার সম্ভাবনা ছিল তা জানতে ?

চন্দ্র। সব জানি ঠানদি—সব জানি। তারই আসার জন্যে কত আয়োজনই না সে করেছিল। তার নিজের হাতে বোনা মোজা সোয়েটার সব পড়ে রয়েচে—কিছুই নিয়ে যায়নি। সব বোঝা আমার বুকের উপর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

হরিবালা। আমি বলে যাচ্ছি ভাই, এ বোঝা তোমার থাকবে না—থাকতে পারে না।

প্রস্থান

সরকারের প্রবেশ

সরকার। ছোটবাবু, গাড়ী রিজার্ভ করে এসেছি।

চন্দ্র। আচ্ছা

সরকার প্রস্থানোদ্যত

সরকার মশাই, আপনি যখন সরযুকে কাশীতে রেখে আসেন তখন হরদয়াল আপনাকে কিছু বলেছিল ?

সরকার। আজ্ঞে না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

চন্দ্র। দেখা হয়নি! তবে কার কাছে দিয়ে এলেন ?—তার মার কাছে ?

সরকার। আজ্ঞে না। বাড়ীতে তো কেউ ছিল না।

চন্দ্র। কেউ ছিল না? সে বাড়ীতে কেউ থাকে কি না, সে-সংবাদ নিয়েছিলেন তো? হরিদয়াল আর কোথাও উঠে যেতেও তো পারেন।

সরকার। সে সংবাদ নিয়েছিলুম। দয়াল পাণ্ডা সেই বাড়ীতে থাকতেন।

চন্দ্র। যাক, তাহলে নিশ্চিন্ত। এপর্যন্ত কত টাকা পাঠিয়েছেন।

সরকার। আজ্ঞে টাকাকড়ি তো কিছু পাঠাইনি।

চন্দ্র। পাঠাননি!—কেন?

সরকার। আপনিও কিছু হুকুম দিয়ে যাননি, আর মামাবাবু বললেন পাঁচ টাকার হিসেবে কিছু পাঠালেই হবে।

চন্দ্র। (রাগিয়া) পাঁচ টাকার হিসেবে! কেন, টাকা কি মামাবাবুর? আপনি প্রতি মাসে কাশীর ঠিকানায় পাঁচশ টাকা করে পাঠাবেন।

প্রস্থান

সরকার। যে আজ্ঞে, তাই হবে।

হরকালীর প্রবেশ

হরকালী। ও সরকার মশাই—

সরকার। আজ্ঞে।

হরকালী। চন্দর কত টাকা পাঠাতে বলেচে?

সরকার। প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা—

হরকালী। (বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ও পরে গম্ভীর হইয়া) আহা, বাছার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না। সে পোড়াকপালীর যেমন অদৃষ্ট। আমি পাঁচ টাকা করে দিতে বলেচি, তাই রেগে উঠেছে। বলে পাঁচশো করে দিও। বুঝলে সরকার মশাই, চন্দরের ইচ্ছে নয় যে এক পয়সাও দেওয়া হয়।

সরকার। (চিন্তিত হইয়া) তা আপনি যা বলেন।

হরকালী। বলব আর কি? এই সামান্য কথাটা আর বুঝলেন না?

সরকার। (অপ্রতিভ হইয়া) তাই হবে।

হরকালী। হাঁ তাই। আপনি কিন্তু পাঁচ টাকা হিসেবে পাঠাবেন। চন্দর না দেয় আমার মাসোহারা থেকেই পাঁচ টাকা পাঠাবেন, তাকে আর কিছু জানিয়ে দরকার নেই।

সরকার। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাসখুড়োর বাড়ীর দাওয়া। কৈলাস মাঝে মাঝে দড়ি টানিয়া একটা দোলনায় দোল দিতেছিল। সামনে দাবার ছক, কতকগুলি ঘুঁটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সরযূ তামাক লইয়া প্রবেশ করিল।

সরযূ। জেঠামশাই, খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে—আর দোল দিতে হবে না।

কৈলাস। এ্যাঁ, তাই নাকি? হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে বটে, তা না হলে এতক্ষণ ধরে সাড়া দিচ্ছে না কেন? জানিস মা, দাদু কি সহজে ঘুমুতে চায়, শেষে কোলে করে অনেকক্ষণ দাবাখেলা দেখালুম, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। এই দেখ্ না সব একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। জানিস মা, দাদু আমার পরে একজন খেলোয়াড় হয়ে উঠবে।

সরযূ। কেন হবে না, আপনার শিষ্য তো।

কৈলাস। না—না, শুধু শিষ্য বলে নয়—ওর ভারি বুদ্ধি। এরই মধ্যে দাবার সব ঘুঁটি চিনে ফেলেছে। যেই খেলতে বসব, অমনি সবার আগে লাল মন্ত্রীটাকে তুলে নেবে। ঠিক বুঝতে পেরেছে, মন্ত্রী গেলে আর খেলা চলে না। দাদুর আমার ঐ মন্ত্রীটার ওপরই কেবল ঝোঁক।

সরযূ। এবার আপনি একটু শুতে যান, আবার তো বিকেলে বেরুবেন।

কৈলাস। আর একটু দোল দিই মা, পট্ করে যদি ওর কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যায়? বুঝছিস না—

সরযূ। না-না, ও বেশ ঘুমিয়েছে, এখন চট করে উঠবে না।

কৈলাস। থাক থাক, আর একটু দোল দিয়ে নিই—কেমন?

সরযূ। আপনার যে কষ্ট হবে জেঠামশাই।

কৈলাস। কষ্ট! কি যে বলিস মা, দাদুর সেবাতে কি কষ্ট হয়? ও যে আমার সাতরাজার ধন—আমার দাদু। ওর সেবা করলে বিশ্বনাথের সেবা করা হয়—এটা বুঝিস না?

সরযূ। কিন্তু আপনি বুড়ো মানুষ, ওর জন্যে যা কষ্ট করেন জেঠামশাই, তা দেখে আমার যে বড় কষ্ট হয়।

কৈলাস। ওর জন্যে আমি কষ্ট করি?

সরযূ। করেন না? সকাল-বিকেল তো আপনার কোলে চড়ে বসে থাকবে,

তারপর আপনি খেলতে বেরুবেন তাও সঙ্গে সঙ্গে যাবে, তারপর যতক্ষণ না ঘুমুবে ততক্ষণ জ্বালাতন করবে। এই বয়সে আপনার এত ধকল সইবে কেন ?

কৈলাস। জানিস মা, দাদুকে যখন কোলে নিয়ে রাস্তায় বেরুই তখন আমার এই কুঁজো দেহটা আহ্লাদে সোজা হয়ে ওঠে। তখন আমি আর ঠুক্ ঠুক্ করে চলি না—খট্ খট্ করে চলি। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে—খুড়োর আবার দুটো হাত গজিয়েছে নাকি ? আমিও তখন বলি—বাবাজি, এ হাত দুটোতে আর জোর নেই, বড় শুকনো হয়ে গেছে, তাই দুটো নতুন হাত বেরিয়েছে, যেন সংসারের গাছ থেকে পড়ে না যাই।

সরযূ। আপনার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলুন। তবে মিছিমিছি কষ্ট করছেন।

কৈলাস। কিছু না—কিছু না।

সরযূ। বেশ, পরেই না হয় জিরুতে যাবেন।

কৈলাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই যাব—তুই এখন যা, একটু শুয়ে পড়্গে।

সরযূর প্রস্থান। কৈলাস দোলনা দেখিল

ঘুমোও দাদু, চুপটি করে ঘুমোও, আবার বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যাব।

মুকুন্দের প্রবেশ

মুকুন্দ। কি খুড়ো, দুপুরবেলা কার বেগার দিচ্ছ ?

কৈলাস। আরে মুকুন্দ যে, এস এস বাবাজী।—কি বলছিলে ?

মুকুন্দ। দুপুরবেলায় একটু বিশ্রাম না করে কার বেগার দিচ্ছ ?

কৈলাস। বিশ্বনাথের—আমার দাদুর।

মুকুন্দ। বুড়ো বয়সে তোমার শেষে এই দশা হ'ল খুড়ো ? নাতি নাতি ক'রেই শেষে পাগল হলে ?

কৈলাস। এই রকমই হয় বাবাজী—এই রকমই হয়। স্নেহ এমনি জিনিস। কাল ভোলানাথ চাটুয্যের বাড়ীতে কথকতা শুনতে গিয়েছিলুম। কথক-ঠাকুর ভরত উপাখ্যান শোনালেন। কথা শুনে মনে হল, আমারও ঐ ভরত রাজার দশাই হয়েছে।

মুকুন্দ। কি রকম ?

কৈলাস। ভরত উপাখ্যান জান না বাবাজী ? তবে শোন। রাজা ভরত ছিলেন পুণ্যবান। সব সময়েই ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকতেন। সংসারে তাঁর কোন

আসক্তি ছিল না। একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখলেন এক হরিণশিশু ভেসে যাচ্ছে। রাজা তাকে তুলে নিয়ে আশ্রমে এনে স্থান দিলেন। হরিণশিশু তাঁর সঙ্গ ছাড়তে চাইত না। তিনিও তাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। ধ্যান করতে গিয়ে দেখতেন তাঁর ইষ্টদেবতার রূপ গেছে মুছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সজল করুণ দুটি চোখ নিয়ে সেই আশ্রয়হারা মৃগশিশু।

মুকুন্দ। পশুর ওপর এত মায়া ?

কৈলাস। মায়ার কি পাত্রাপাত্র ভেদ আছে, বাবাজী—যাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায়, সেই সারা বুকখানা জুড়ে থাকে।

মুকুন্দ। তা বটে—তারপর ?

কৈলাস। তারপর সেই হরিণশিশু বড় হল। ক্রমে ঘর থেকে উঠোন, উঠোন ছেড়ে ফুলের বাগান—তা ছেড়ে সে বনেতে ইচ্ছেমত বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল। ফেরবার দেরী হলেই রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকতেন, আয়—আয়। সেই হরিণশিশু যেখানেই থাক, রাজার ডাক শুনে—ছুটে এসে রাজার কোলে উঠত, রাজাও তাকে বুকে চেপে ধরতেন। তারপর একদিন সেই হরিণ শিশু আর ফিরে এলো না—রাজা ডাকতে লাগলেন—আয়—ওরে আয়—আয়। কেউ এলো না, কেউ সেই আকুল আহ্বানে সাড়া দিল না।

মুকুন্দ। কেউ না ?

কৈলাস। কেউ না। আজন্মের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে বনের পশু বনে চলে গেল, মানুষের ব্যথা সে বুঝলে না।

মুকুন্দ। রাজা ভরত কি করলেন ?

কৈলাস। আর কি করবেন। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর একদিন, দুদিন, তিনদিন যখন কেটে গেল, তবু যখন সে এল না তখন প্রথমে তাঁর আহার-নিদ্রা, পূজা-পাঠ, ধ্যান-ধারণা সব উঠে গেল। ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এল তাঁর চোখে। তবু তিনি ভুলতে পারছেন না সেই হরিণশিশুকে। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, আর তাঁর ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে—মনে হচ্ছে যেন তিনি ডাকছেন—"ওরে আয়—আয়—আয়।"

মুকুন্দ। খুড়ো, একি, তুমি কাঁদছ !

কৈলাস। না না, কাঁদিনি। তবে ভরতের কথা ভাবি আর চোখ দুটো আমার জলে ভরে আসে বাবাজী। একদিন যে তার ধ্যান-ধারণা, জীবনের সর্বস্ব হয়ে

বুকটা জুড়ে ছিল, সে এমনি অনায়াসে তাঁকে ছেড়ে কেমন করে যে দূরে চলে গেল, সেইটেই বুঝতে পারি না। কি জানি কেন—আমার বুকটাও থেকে থেকে যেন কেঁপে ওঠে।

মুকুন্দ। থাক, এসব দুঃখের কথা বেশী আলোচনা না করাই ভাল। এস তার চেয়ে একবাজী খেলা যাক।

কৈলাস। বেশ, আপত্তি নেই—তুমি ঘুঁটি সাজাও।

মুকুন্দ। (সাজাইতে সাজাইতে) কই খুড়ো, তোমার মন্ত্রী কই ?

কৈলাস। দাঁড়াও—দাঁড়াও, দেখি। (দোলনা দেখিয়া) না বাবাজী, হ'ল না। দাদাভাই আমার মন্ত্রীটাকে লাল দেখে বেশ আঁকড়ে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে।

মুকুন্দ। আস্তে আস্তে খুলে নাও না খুড়ো।

কৈলাস। ওরে বাবা—তা কি হয়। বাবাজী তুমি এখন যাও, বরং ও-বেলা এসো—দাদু উঠলে খেলা যাবে।

মুকুন্দ। মন্ত্রীকে বাদ দিয়েই না-হয় খেলো।

কৈলাস। না বাবাজী, মন্ত্রী ছেড়ে কি খেলা হয়? কিস্তি পড়লে চাপব কি দিয়ে ?

মুকুন্দ। ভয় পাচ্ছ খুড়ো ?

কৈলাস। তা পাচ্ছি বাবাজী।

মুকুন্দ। মন্ত্রী ছেড়ে খেলতে সাহস হচ্ছে না ?

কৈলাস। না বাবাজী। এ বয়সে অত সাহস ভাল নয়। সেটা তোমাদের শোভা পায়।

মুকুন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ, খুড়োর সঙ্গে কারুর কথায় পারবার যো নেই। আচ্ছা চললুম।

প্রস্থান

কৈলাস। ঘুমোও দাদু—ঘুমোও।

দোলা টানিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

কাশী। কৈলাসখুড়োর বাড়ীর একাংশ। পূজার থালা লইয়া সরযূর প্রবেশ। তাহার পিছনে লখীয়ার মা।

সরযূ। লখীয়ার মা।

লখীয়ার মা। কি মাইজী?

সরযূ। এই পূজোর ডালাটা ভাঁড়ার ঘরে রেখে আয়।

লখীয়ার মা। আচ্ছা হামায় দাও।

সরযূ। হ্যাঁরে জেঠামশাই কোথায় রে?

লখীয়ার মা। বুড়াবাবু তো খোঁখাবাবুকে লিয়ে ধুপমে ঘুমতেছে। হামি মানা করলে তো উ শুনলে না।

সরযূ। না—না, লখীয়ার মা, বিশুকে সব সময় ওঁর কাছে দিসনি। বুড়ো হয়েছেন, শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে। উনি দিনরাত কখনও এত পারেন।

লখীয়ার মা। হামি কি করবে বোলো? হামার একঠো বাতভি বুড়াবাবু শুনবে না। বলবে—তুই বাচ্চাকে লাগিয়ে দিচ্ছিস।

সরযূ। তা, এখন ওগুলো রেখে দিয়ে আয়। আর দেখ কোথায় গেছেন উনি।

লখীয়ার মার প্রস্থান

(নৈপথ্যে) কৈলাস। মা মন্দির থেকে ফিরেছিস?

সরযূ। হ্যাঁ জেঠামশাই। আপনি এবার চান করে নিন।

কৈলাসের প্রবেশ

কৈলাস। চান আমার হয়ে গেছে। দাদুকে নিয়ে একটু ঘুরে এলুম।

সরযূ। বিশু কোথায়?

কৈলাস। মুকুন্দের সঙ্গে দাবায় বসেছে। লখীয়ার মাকে পাঠিয়ে দাও নিয়ে আসুক। মুকুন্দ আবার বাড়ী যাবে। ওকে এবার খেতে দাও।

সরযূ। এই তো একটু আগে দুধ খাওয়ালুম।

কৈলাস। সে তো অনেকক্ষণ আগে। তুমি ওকে নিয়ে এস মা—আমি একটু ঘুরে আসি।

সরযূ। এত বেলায় আবার কোথায় যাবেন? আপনার শরীর খারাপ বলছিলেন।

কৈলাস। ও কিছু না। বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দিয়ে আসি।

সরযূ। পুজো দেবেন, তা আমায় বলে দিলেন না কেন? আমি তো গিয়েছিলুম।

কৈলাস। তুমি তো শুধু বাবার মন্দিরে গিয়েছিলে, আমায় যে ছত্রিশ দেবতার কাছে ঘুরতে হবে—মানত আছে।

সরযূ। কিসের মানত জেঠামশাই?

কৈলাস। ঐ যে সেদিন দাদুর গা-টা কি রকম ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছিল না, তাই আমি মানত করেছিলুম মা। সারারাত ধরে শুধু বাবা বিশ্বনাথ, মা দুর্গা আর সিদ্ধিদাতা গণেশকে ডেকে বলেছি যে দেখো ছেলেটা যেন ভাল থাকে—তাহলে তোমাদের খুব ভাল করে পূজো দেব। আর আশ্চর্য মা, আগে এসব জানতুম না—কিন্তু দেখলুম, ঠিক তার পর দিনই দাদু আমার হেসে বাড়ী মাতিয়ে তুলচে।

সরযূ। তা লখীয়ার মাকে দিয়ে পূজো পাঠিয়ে দিলে হয় না?

কৈলাস। না—না, এ মানতের পূজো, নিজে না গেলে হয়? এই দেখ না মা—আমি যাব আর আসব।

প্রস্থান

সরযূ। কি যে হবে জেঠামশাইকে নিয়ে, তাই ভেবে পাই না। আজ যদি ওঁর কিছু হয় তাহলে আমাদের—না—না, ও-কথা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

লখীয়ার মার দ্রুত প্রবেশ

লখীয়ার মা। মাইজী।

সরযূ। কি রে?

লখীয়ার মা। কোঠীমে এক সাহাব আসিয়েছে।

সরযূ। সাহেব?

লখীয়ার মা। হাঁ মাইজী। উতো আপকো খোঁজ করছিল।

সরযূ। আমার খোঁজ করছিল?

লখীয়ার মা। হ্যাঁ, মুকুন্দ বাবুসে পুছলো আপনারা কোথা। তারপর বিশু-বাবুকে লিয়ে খেলা করছিল। কত চিজ দিয়েছে—

সরযূ। তুই কি খোকাকে তার কাছে রেখে এলি নাকি ?

লখীয়ার মা। খোকাবাবু মুকুন্দবাবুকে সাথ খেলা করছে আর সাহেবকে আপনার কামরামে রাখিয়ে এসেছে।

সরযূ। আমার ঘরে ?—কেন ?

লখীয়ার মা। মুকুন্দবাবু বাতালো—মাজীকা কামরামে পৌঁছা দে—আপনার সাথে সাহাব কা জান-পছন আছে।

সরযূ। সে কি ? তবে কি—তবে কি—না—না।

লখীয়ার মা। আপনি চিনতে পারছে না মাজী ? উতো আউর একটা বাত বলছিল।

সরযূ। কি ?

লখীয়ার মা। বোলতে সরম লাগে। খোঁকাবাবুকে উ বললে—

সরযূ। কি বললে ?

লখীয়ার মা। বললে—হামারে বাবা বোল বেটা, বাবা বোল। খোঁকাবাবুভি ওই বলতে লাগলো।

সরযূ। ওঃ! তাহলে নিশ্চয় তিনি এসেছেন—নিশ্চয়।

প্রস্থান

লখীয়ার মা। হামি ঠিক সমজিয়েছি—উ তো খোঁকাবাবুকা বাবা আছে।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কৈলাস খুড়োর বাড়ীতে সরযূর কক্ষে চন্দ্রনাথ সাহেবী পোষাক পরিয়া অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল। সরযূ প্রবেশ করিয়া পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

সরযূ। তুমি ?

চন্দ্র। হ্যাঁ সরযূ, আমি মাপ চাইতে এসেছি। বল, মাপ করলে।

সরযূ। ও-সব কথা কেন বলছ ?

চন্দ্র। কেন বলছি তা কি তুমি বোঝ না ?

সরযূ। না।

চন্দ্র। আমি যে তোমার কাছে অপরাধী সরযূ।

সরযূ। অপরাধী আমার কাছে?

চন্দ্র। হ্যাঁ, তোমারই কাছে।

সরযূ। আমি তো কোনদিন তা মনে করিনি।

চন্দ্র। সত্যই মনে করনি?

সরযূ। হ্যাঁ, সত্যিই মনে করিনি। নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই ভেবেছি, কিন্তু তোমার অপরাধের কথা তো কখন ভাবিনি, কারণ আমি জানি, তোমার উপর আমার কোন দাবীই থাকতে পারে না।

চন্দ্র। আমার ওপর তোমার কোন দাবীই নেই?

সরযূ। কি আছে বল? আমাকে দয়া করে একদিন আশ্রয় দিয়েছিলে ব'লে?

চন্দ্র। আশ্রয়! শুধু এইটুকুই তুমি মনে রেখেছ, তার বেশী তোমায় কিছু দিইনি সরযূ?

সরযূ। হ্যাঁ, দিয়েছিলে অসীম দয়া—সে-কথা অস্বীকার করিনা।

চন্দ্র। কিন্তু তুমি কি আমার দয়ার ভিখারিণী? তুমি যে আমার স্ত্রী।

সরযূ। স্ত্রী!

চন্দ্র। তুমি আমার স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী।

সরযূ। হাঁ ধর্মমতে তাই বটে, কিন্তু সমাজের চোখে বোধ হয়,—

চন্দ্র। সমাজের কথা সমাজ জানে। কিন্তু আমার কাছে তো তুমি স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নও।

সরযূ। আমিও তো তাই জানতুম। ভেবেছিলুম তোমার ভালবাসা যখন পেয়েছি তখন আমার ভয় কি। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। তোমার ভালবাসার এক কণাও আমি পাইনি। তুমি আমাকে দয়া করেছিলে—ভালবাসতে পারনি।

চন্দ্র। পেরেছিলুম সরযূ—

সরযূ। না, তা পারনি, পারলে—যাক, আমি না-হয় অপরাধী, কিন্তু খোকা—এই দুখের বাছা—সে তো কোন অপরাধে অপরাধী নয়। তার কথা তো তোমার একদিনও মনে পড়েনি, তাকে তো তোমার সন্তানের অধিকার দাওনি।

চন্দ্র। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি সরযূ, আমি জানি আমার অপরাধের

ক্ষমা নেই তবু ছুটে এসেছি তোমার কাছে সেই ক্ষমা পেতে। বল, তুমি আমায় ক্ষমা করলে।

চন্দ্রনাথ সরযূর হাত ধরিল।

সরযূ। এখন ওসব কথা থাক। এতদিন পরে এলে—পুরোনো দিনের কথা ছেড়ে দাও। ব'সো। তুমি এসেছ—এই তো আমার কত সৌভাগ্য।

চন্দ্র। তুমি পরিহাস করছ সরযূ?

সরযূ। (হাসিয়া) এতদিন পরে এলে—এটুকু অধিকারও বুঝি আমি দাবী করতে পারি না?

চন্দ্র। বেশ, আমাকে খোঁচা দিয়ে যদি তুমি আনন্দ পাও, তাই কর।

বিছানার উপর বসিল

সরযূ। আমি মুখরা হয়ে উঠেছি দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ—না?

চন্দ্র। মূক হয়ে থাকার চেয়ে মুখরা হওয়া ভাল।

সরযূ। তাই নাকি?

চন্দ্র। হাঁ।

সরযূ। আচ্ছা রাগ পরে ক'রো। হ্যাঁ, আমরা যে এখানে আছি তুমি জানলে কি ক'রে।

চন্দ্র। দয়াল পাণ্ডার বাড়ী গিয়ে জানতে পারলুম। (সরযূ পাখার বাতাস করিতে লাগিল) থাক, তোমাকে আর কষ্ট করে বাতাস করতে হবে না।

সরযূ। তুমি তো সব জান, এতে আমার কষ্ট হয় না।

চন্দ্র। তা হোক, দরকার নেই, ব'স। (সরযূ বসিল) তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ সরযূ।

সরযূ। তোমারও তো শরীরে কিছু নেই। অসুখ করেছিল?

চন্দ্র। না অসুখ হয়নি।

সরযূ। বাড়ীর সব খবর ভাল?

চন্দ্র। হ্যাঁ।

সরযূ। সই ভাল আছে।

চন্দ্র। হ্যাঁ।

সরযূ। মামাবাবু,—মামীমা ?

চন্দ্র। ভালই তো আছেন।

সরযূ। আর-সব ?

চন্দ্র। কাকাবাবুর কথা বলছ ? হ্যাঁ তাঁরাও ভাল আছেন।

সরযূ। এ ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই ?

চন্দ্র। আর কেউ ? ওঃ বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ ? (হাসিয়া) হ্যাঁ তার শরীরটা মোটামুটি একরকম আছে।

সরযূ। (উঠিয়া) বিয়ে করলে কোথায় ?

চন্দ্র। পশ্চিমে।

সরযূ। কেমন বৌ হল ?

চন্দ্র। ঠিক তোমার মত অবিকল।

সরযূ একটা বুকের ব্যথা অনুভব করিল। প্রথমে বসিল পরে শুইয়া পড়িল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

সরযূ। ওঃ !

চন্দ্র। (ব্যস্ত হইয়া) কি হল সরযূ ?

সরযূ। (সামলাইয়া) না—বুকটা কি-রকম যেন করে উঠল।

চন্দ্র। এ্যাঁ ?

সরযূ। মাঝে মাঝে আমার ও-রকম হয়। মনে হয় যেন নিশ্বেস বন্ধ হয়ে এল। —তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে বুঝি ?

চন্দ্র। ভয়ের অপরাধ কি ? আগে তো এরকম হ'তো না ?

সরযূ। না।

চন্দ্র। এখন এ-রকম কেন হয় তা আমি বুঝি সরযূ।

সরযূ। না না, ও কিছু নয়।

চন্দ্র। না না, কিছু নয় ব'লে তো উড়িয়ে দিলে চলবে না, এর একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

সরযূ। তা হলেই হয়েছে। বৌ জানতে পারলে—

চন্দ্র। বৌকে জব্দ করব বলেই তো এখানে আসা।

সরযূ। তার মানে ?

চন্দ্র। এই নাও তোমার চাবির রিংটা। একদিন আমার কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছিলে আজ তা আবার তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম।

সরযূ। (হাতে লইয়া) এ যে মরচে পড়ে গেছে। নতুন বৌয়ের কাছে দাওনি কেন?

চন্দ্র। তাকেই তো দিয়েছি।

সরযূ। আমি তোমার দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা বলছি।

চন্দ্র। (সরযূর মুখখানি কাছে লইয়া) তাকেই দিয়েছি সরযূ, তাকেই দিয়েছি। স্ত্রী আমার দুটি নয় একটি। সে আমার পুরোনো হয় না, চিরদিনই নতুন।

সরযূ। দেখ একটা কথা বলব?

চন্দ্র। বল।

সরযূ। এ ভাবে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না, হয়তো আর বেশী দিন বাঁচবোও না, তবে খোকার জন্যে বড় ভাবনা হয়। আমি মরে গেলে তুমি ওকে দেখো।

চন্দ্র। ছি সরযূ—আবার?

সরযূ। না, না। আর বলব না। তুমি চান করবে তো?

চন্দ্র। না, চান আমার হয়ে গেছে, ডাক-বাংলোয় সেরে নিয়েছি।

সরযূ। ডাক বাংলোয় কেন?

চন্দ্র। হরি আর মধুকে রাখতে গিয়েছিলুম।

সরযূ। এখানে আনতে বুঝি সাহস হল না।

চন্দ্র। না তা নয়, আগে তো তোমাদের খবর পাইনি। দয়ালের বাড়ী গিয়ে খবর পেলুম। ভাল কথা, বাড়ীর কর্তা কই?

সরযূ। জেঠামশাই মন্দিরে গেছেন, এখুনি আসবেন।

চন্দ্র। তুমি বুঝি তাঁকে জেঠামশাই বল?

সরযূ। হ্যাঁ।

চন্দ্র। তোমাকে খুব যত্ন করেন, না?

সরযূ। হ্যাঁ, বিশু তো তাঁর প্রাণ। এই দেখ কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল, এখানেই খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। খাবে তো?

চন্দ্র। নিশ্চয় খাব।

সরযূ। তাহলে খাবার আনতে দিই?

চন্দ্র। খাবার আনতে দেবে মানে? ভাত ফুরিয়ে গেছে নাকি?

সরযূ। ভাত খাবে? কিন্তু—

চন্দ্র। কিন্তু কি? শুকিয়ে গেছে?

সরযূ। না তা নয়, আমি এখানে রাঁধি।

চন্দ্র। বাড়ীতেও তো রাঁধতে।

সরযূ। (একটু থামিয়া) আমার হাতে খাবে তো?

চন্দ্র। দুপর বেলা আমার চোখের জল না দেখলে বুঝি তোমার তৃপ্তি হবে না।

সরযূ। না-না, আমি ভাতই আনছি।

(নেপথ্যে) কৈলাস। দাদা বিশু—

সরযূ। ঐ যে জেঠামশাই এসেছেন।

কৈলাসের প্রবেশ

কৈলাস। এস দাদু—এই দেখ কত হাতী, ঘোড়া, উট, গরু।

খেলার চুবড়ি হইতে খেলনা দেখাইতে লাগিল এমন সময় চন্দ্রনাথ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। সরযূ ঘোমটা দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

কৈলাস। (হাসিয়া) ওঃ, এস বাবা এস, দীর্ঘজীবি হও।

পঞ্চম দৃশ্য

চন্দ্রনাথের বাড়ীর দরদালান। ব্রজকিশোর ও মণিশঙ্কর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল।

ব্রজকিশোর। আমাদের ত্রুটিটা কি বলুন। চন্দ্রনাথকে সংসারী করতে কি আমাদেরই অসাধ ছিল? কিন্তু সে কথা না শুনলে কি করব?

মণিশঙ্কর। যাক্ এবার সে যাতে কথা শোনে আমি তার ব্যবস্থা কচ্ছি।

ব্রজ। যাই করুন, ও ভবী ভোলবার নয়! ও বিয়ে করবেন না। তা না হলে কলকাতায় আপনি অমন দুর্গা প্রতিমার মতন মেয়ে দেখতে পাঠালেন—মনে করুন, যাকে দেখে আমারই মাথা ঘুরে গেল—ও তার দিকে ভাল করে তাকালেই না।

মণি। মেয়ে দেখে কিছু বললেও না?

ব্রজ। হাঁ বললে।

মণি। কি বললে?

ব্রজ। বললে—"কাকা নেহাৎ এঁদের কথা দিয়েছিলেন, তাই তাঁর সম্মান রাখতেই আমি এখানে এসেছি"; এই বলেই সে চলে গেল ষ্টেশনে—বললে, "বেড়াতে যাচ্ছি"। "কোথায় যাচ্ছ" জিজ্ঞেসা করায় সে আর জবাবই দিল না।

মণি। কোথায় সে গেছে তা অবশ্য আমি খোঁজ পেয়েছি।

ব্রজ। তাই নাকি! তা গেছে কোথায়?

মণি। কাশীতে।

ব্রজ। তাহলেই বুঝুন। পাছে আপনি আবার কাউকে বিয়ে করবার জন্যে পেড়াপিড়ি করেন, সেই ভয়ে সরে গেল।

মণি। কিন্তু সরে যাবে কোথায়? আমি তাকে আসতে চিঠি লিখে দিয়েছি। দেখি এবার সে ঘরবাসী হয় কি না?

ব্রজ। অসম্ভব। ওর মতিগতিই আলাদা, বুঝছেন না, এখনও যখন ঘুরে ফিরে আবার সেই কাশীতে গেছে, তখন সেইটীকে ছেড়ে ও যে ঘরবাসী হবে তা মনে হয় না—ও আপনি যতই চিঠি লিখুন।

মণি। কিন্তু চিঠিতে আমি তাকে নিয়েই চলে আসতে লিখেছি।

ব্রজ। মানে?

মণি। মানে, একটী নিরপরাধ মেয়ের উপর আমরা যে অবিচার এতদ্দিন করেছি -আমি তার প্রতিকার করতে চাই।

ব্রজ। অর্থাৎ সরযূকে আপনি ঘরে ফিরিয়ে আনতে চান?

মণি। হাঁ, তাই চাই।

ব্রজ। আপনি তার মার সব ব্যাপারটা জেনে শুনেও—

মণি। সে সব মিথ্যে কথা।

ব্রজ। কি করে জানলেন?

মণি। যেহেতু এ যাবৎ তার কোন প্রমাণ পাইনি।

ব্রজ। কেন, দয়ালের চিঠি?

মণি। তার ভেতরেও কোন সত্যি নেই।

ব্রজ। কিন্তু রাখালদাস তো আর মিথ্যে নয়? সে যদি এসে প্রমাণ করে?

মণি। সেই ভরসায় তো এতদ্দিন বসেছিলুম। কিন্তু কোথায় রাখাল? তার

চিহ্নও এই দুবছরের মধ্যে দেখতে পেলুম না। মনে আছে সে দু হাজার টাকা পেলে চুপ করে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু এমন সুবিধাটা সে গ্রহণ করলে না কেন তা বলতে পারেন?

ব্রজ। (চিন্তা করিয়া) তা বটে! তাহলে কথাটা উঠল কেন?

মণি। এ নিশ্চয় কোন বদলোকের কাজ।

ব্রজ। তা হলেও আরও একটু খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত মণিবাবু, সমাজে যখন একটা কথা উঠেছে, সেটাকে একেবারে—

মণি। সমাজ? সমাজের কর্তা তো আমি। আমার মুখের উপর কথা বলবে কে? আমি আমার ছেলে-বউকে যদি বরণ করে নিই, তাহলে কার আপত্তি থাকতে পারে—সেটা আমি দেখতে চাই।

হরকালীর প্রবেশ

হরকালী। আমাদের আপত্তি আছে মণিবাবু।

মণি। (বিস্মিতভাবে) আপনাদের আপত্তি?

হরকালী। নিশ্চয়! ও বৌ ঘরে ঢুকলে আমরা এখানে থাকব না।

মণি। কেন?

হরকালী। আবার ঐ বৌয়ের ছোঁয়া খেয়ে কি ধর্ম খোয়াব? তা পারব না। আমাদের দেশে চলে যেতে হবে।

মণি। বেশ, আপনারা দেশেই যাবেন।

ব্রজ। আমাদের চলবে কি করে? পঞ্চাশ টাকায় তো—

মণি। না-হয় কিছু বাড়িয়েই দেওয়া যাবে চন্দ্রনাথকে বলে। আপনারা সেখানেই যান। আমিও ভাবছিলাম এখানে আপনাদের থাকাটা বোধ হয় আর সমীচীন হবে না।

ব্রজ। আপনি শেষে এই ঠিক করলেন?

মণি। ঠিক আমি অনেক দিন আগেই করে রেখেছিলাম কিন্তু সুযোগ পাইনি কথাটা বলবার।

হরকালী। কিন্তু চন্দ্রনাথ আমাদের ভাগ্নে। শুধু আপনার সঙ্গেই তো আর সম্বন্ধ নয়। আমাদের কথারও তো একটা দাম আছে।

মণি। (উত্তেজিত ভাবে) না, কোন দাম নেই। চন্দ্রনাথ আপনাদের ভাগ্নে হতে পারে, কিন্তু সে আমাদের একমাত্র বংশধর—এটা জেনে রাখবেন। তাকে

...বী করতে যদি আপনাদের আপত্তি থাকে তাহলে আপনারা দেশে ফিরে গিয়েই ভাল করবেন।

মণিশঙ্কর কথাগুলি বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলা।

ব্রজকিশোর পিছনে যাইতে যাইতে

ব্রজ। এঁ্যা। মণিবাবু—এইটেই কি আপনার বিচার হল? মণিবাবু—

হরকালী। (ভেঙচাইয়া) মণিবাবু—মণিবাবু—

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাশী। কৈলাস খুড়োর বাড়ীতে সরযুর কক্ষ

চন্দ্রনাথ। এখনও কি ভাবছ সরযূ? গাড়ীর কামরা রিজার্ভ হয়ে গেছে, আর ঘণ্টাখানেক পরেই আমাদের যেতে হবে যে।

সরযূ। কিন্তু—

চন্দ্র। এখনও তোমার মনের দ্বিধা কাটছে না সরযূ? নিজের ঘরে যেতে এখনও তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে?

সরযূ। না—তা নয়। নিজের ঘরের কথা ছাড়া সমাজের কথাও তো ভাবতে হবে।

চন্দ্র। কোন কিছু ভাববার নেই সরযূ। কাকা লিখেছেন জান?

সরযূ। কি?

চন্দ্র। কাকা লিখেছেন—সমাজের ভয় ক'রো না। সমাজ আমি, সমাজ তুমি। যার অর্থ আছে সেই সমাজপতি। বৌমাকে সব বুঝিয়ে ব'লো—আমি তোমাদের প্রতি যে অবিচার করেছি, তোমরা ফিরে এলে তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

সরযূ। কাকাবাবু এইসব লিখেছেন?

চন্দ্র। হাঁ। আর রাখাল ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কি লিখেছেন জান?

সরযূ। আবার তার কথা কেন?

চন্দ্র। না-না, ভয়ের কিছু নেই। লিখেছেন—তাকে তিনি কৌশল করে জেলে

দিয়েছিলেন, তারপর খালাস পাবার পর দুবছর তার কোন খবর পান নি। সম্ভবতঃ সে দেশত্যাগী হয়েছে। তাহলে তো তোমার বাড়ী যেতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

সরযূ। কিন্তু এখন যেতে গিয়ে আমি বারবার ভাবছি একটা কথা।

চন্দ্র। কি কথা?

সরযূ। জেঠামশায়ের কথা। তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে—

চন্দ্র। তিনি তো নিজেই পাঁজি দেখে আজকে যাবার দিন ঠিক ক'রে দিলেন। আমি বরং বললুম—আপনি একটু সেরে উঠুন, তারপর যাব। তিনি তার উত্তরে বললেন—না, তুমি গাড়ী রিজার্ভ করে এস বাবা—আমি বলছি।

সরযূ। কিন্তু আমি চলে গেলে জেঠামশাইকে কে দেখবে?

চন্দ্র। সে বন্দোবস্ত আমি করেছি সরযূ। মুকুন্দবাবুকে বলে রেখেছি যে ওঁর সেবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা যেন উনি করেন—খরচপত্রের জন্য কোন ভাবনা নেই।

সরযূ। কিন্তু বিশুকে ছেড়ে উনি এক দণ্ডও থাকতে পারবেন না।

চন্দ্র। আমিও তো পারব না সরযূ!

সরযূ। কিছুতেই ভাবতে পারছি না, আমাদের ছেড়ে জেঠামশাই-এর কেমন করে কাটবে।

কৈলাসের প্রবেশ

কৈলাস। ভাবিস নি মা, কিছু ভাবিস নি। আমি ঠিক আবার—

চন্দ্রনাথ তাঁকে ধরিয়া আনিতে আনিতে কহিল

চন্দ্র। এ কি জেঠামশাই, আপনি এরকম অসুস্থ শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কৈলাসকে বিছানায় বসাইয়া দিল

কৈলাস। কি পাগল! আমার দাদু আজ তার নিজের বাড়ী যাবে আর আমি চুপ করে পড়ে থাকতে পারি? আহ্লাদে নেচে বেড়াব না? জানিস মা, দাদুর জন্যে এই লাল কাপড়টা কিনে আনিয়েছি—মুকুন্দ কিনে এনেছে। দাদু আমার লাল কাপড় ভালবাসে কিনা তাই এইটা পরে দাদু আমার নিজের বাড়ী যাবে। পরিয়ে দে তো মা।

সরযূ। খোকা লখীয়ার মার সঙ্গে গেছে।

কৈলাস। হাঁ হাঁ, লখীয়ার মায়ের বুদ্ধি আছে। দাদু আজ নিজের বাড়ী যাবে কিনা তাই সে কোলে করে দাদুকে তার সব বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে নিয়ে গেছে। জান বাবা চন্দ্রনাথ, দাদুর আমার এখানে অনেক বন্ধু আছে। এই গঙ্গা পাঁড়ে, শম্ভু মিশির, মুকুন্দ—যত সব দাবার আড্ডার লোক।

মুকুন্দর প্রবেশ

মুকুন্দ। কি খবর? এখনও দেরী কিসের?

কৈলাস। এই যে মুকুন্দ, এসে পড়েছ। না আর দেরী নেই। তুমি গাড়ী এনেছ?

মুকুন্দ। হাঁ, সে সব ঠিক আছে। মালপত্র সব গাড়ীতে তুলে দিয়েছি।

কৈলাস। তবে যা মা, তৈরী হয়ে নে—আর দেরী করিস নি।

সরযূ। জেঠামশাই আপনি—

কৈলাস। ও কিছু নয় মা, ও কিছু নয়। আজ আমার কত সুখের দিন। তোরা আজ নিজের বাড়ী যাচ্ছিস, এ সময় আমি কি চুপ থাকতে পারি?

সরযূ। না জেঠামশাই। আপনার এরকম অসুখ দেখে আমি যেতে পারব না। আপনি সেরে উঠুন আমি তারপর যাব।

কৈলাস। না মা না, তা কি হয়? আজ ভাল দিন। জানিস তো মা শুভযাত্রা শুভদিনে করতে হয়। আর আমার অসুখের কথা ভাবছিস? ওরে মা, এ বয়সে কি আর এমন দিন আসবে যে দেহ একেবারে রোগমুক্ত হবে? আমার অসুখ সারবার অপেক্ষা করলে তোদের শীঘ্র যাওয়া হবে না।

চন্দ্র। সত্যি আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে আমারও মন চাইছে না জেঠামশাই।

কৈলাস। না-না, আর কোন কথা নয়। সময়ও হয়ে এল, ট্রেন পাবে কেন? লক্ষ্মীবাবা, তোমরা তৈরী হয়ে নাও। যা মা, ভাবিস নি—আমি ঠিক থাকব। দাবা খেলব, আর ঘুরে বেড়াব—কি বল মুকুন্দ?

চন্দ্রনাথের প্রস্থান

মুকুন্দ। হাঁ তা তো বটেই।

কৈলাস। দেখিস তো মা, লখীয়ার মা আমার দাদুকে নিয়ে ফিরে এল কি না? মেয়েটা যেন কি! এত দেরী করছে কেন?

সরযূর প্রস্থান। বিশুর খেলাঘর ঐ ঘরের এক কোণে ছিল। তাহা দেখাইয়া—

দেখ মুকুন্দ, এটি আমার দাদুর খেলাঘর। আমি—আমি এমনি পেতে রেখে দেব।

মুকুন্দ। (কাছে আসিয়া) খুড়োর কি জ্বর বেশী হল?

কৈলাস। কিছু না বাবাজী, কিছু না। ডাক পড়েছে তাই আস্তে আস্তে এগুচ্ছি।

মুকুন্দ। খুড়ো যে কি বল? কেন ব্যস্ত হচ্ছ? ভাল হয়ে যাবে।

কৈলাস। ভাল হবার বয়স আর নেই বাবাজী। এইবার রওনা হ'তে হবে।

মুকুন্দ। একজন কোবরেজ ডাকব?

কৈলাস। খেপেছ বাবাজী? কোবরেজ কি করবে?

লখীয়ার মার প্রবেশ

এই যে এসেছিস মা, দাদু কোথায়?

লখীয়ার মা। মাইজী তাকে কাপড় পরাচ্ছেন।

কৈলাস। চল মুকুন্দ, চল, আমরা দেখিগে চল।

মুকুন্দ। সে কি খুড়ো, তুমি উঠে যাবে কি।

কৈলাস। ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।

বিশুকে লইয়া সরযূ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ। বাক্স লইয়া লখীয়ার মার প্রস্থান

দাদু আজ বাড়ী যাচ্ছে, আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দেব। মুকুন্দ, আমার দাবার পুঁটলিটা খোল তো বাবাজী।

মুকুন্দ। কি হবে?

কৈলাস। ঐ লাল মন্ত্রীটা বের করে দাও তো, দাদু ওটা বড় ভালবাসে।

মুকুন্দ মন্ত্রীটা দিল

কৈলাস। এসো দাদু। এই নাও তোমার মন্ত্রী। দেখো হারিও না যেন।

সরযূ কৈলাসকে প্রণাম করিল

থাক থাক হয়েছে। দাদু—বিশু—বিশ্বনাথ আমার।

চন্দ্রনাথ। (প্রণাম করিয়া) তাহলে আমরা আসি?

কৈলাস। এস বাবা এস, আমিও তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুকুন্দ। না না, তুমি কোথায় যাবে?

কৈলাস। সে কি? আমিও যাব যে।

মুকুন্দ তা'র কোল হইতে বিশুকে লইতে গেল।

কেন তুমি আমার কোল থেকে দাদুকে কেড়ে নিচ্ছ? না, না তোমরা যাও, আমি দাদুকে কোলে করে নিয়ে যাব। দাদু—দাদু।

মুকুন্দ ইঙ্গিতে সরযূকে কৈলাসের কোল হইতে বিশুকে লইতে বলিল।

মুকুন্দ ও চন্দ্রনাথের প্রস্থান

সরযূ। জেঠামশাই—(কাঁদিতে লাগিল)

কৈলাস। ছিঃ মা, ছিঃ। যাবার সময় কাঁদতে নেই। আজ তুমি স্বামীর ঘরে যাচ্ছ, এখন কাঁদতে নেই। এস মা। দাদু আবার এসো—আবার আমরা দাবা খেলব, কেমন? মন্ত্রীটাকে যেন হারিও না ভাই, তাহলে আর খেলা জমবে না। এস মা এস—আশীর্বাদ করি স্বামীসোহাগিনী হও। দাদুকে আর একবার দেখি—মা। দাদু, দাদু—ওরে তোকে কোন্ বুকে রাখব। কোন্ বুকে রাখব। আবার এসো।

বিশুকে লইয়া সরযূর প্রস্থান

চলে গেল, চলে গেল এতদিনের পর।

মুকুন্দের প্রবেশ

সব মায়া এক নিমেষে মুছে ফেলে দিয়ে চলে গেল। ওরে ভরত—ওই দেখ তোর সেই আশ্রয়হারা মৃগশিশু ঘরের আঙিনা ছেড়ে চলে গেল। আজন্মের মায়া-বন্ধন ছিন্ন করে ওই সে চলে যায়—দূর দূরান্তরে, আমার দৃষ্টির বাইরে। ওরে আয়—ফিরে আয়—আমার শূন্য বুকে ফিরে আয়।

যবনিকা

বামুনের মেয়ে

নাট্যরূপ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লীগ্রাম। অপরাহ্ণ। প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। দরদালান-সংলগ্ন দুখানি ঘর এবং তাহার সম্মুখে উঠান। উঠানের এক কোণে খিড়কির দ্বার, অন্য কোণে সদর দরজা। খিড়কির সম্মুখ দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথ দিয়া রাসমণি তাঁহার ন-দশ বছরের নাতনী খেঁদিকে সঙ্গে করিয়া হন্তদন্তভাবে আসিয়া খিড়কির দ্বারে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিলেন—

রাসমণি। সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যা, ঘরে আছিস্ গা?

একটি ঘর হইতে এক অতি সুশ্রী তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—

সন্ধ্যা। ওমা, দিদিমা যে! তা দরজায় দাঁড়িয়ে কেন, এস এস।

রাসমণি খেঁদি সহ উঠানে আসিয়া তীব্রভাবে কহিলেন—

রাসমণি। হ্যাঁরে সন্ধ্যা, তোর বাপের আক্কেলটা কি রকম বাছা? তোর দাদামশাই রামতনু বাঁড়ুয্যে—একটা ডাক-সাইটে কুলীন, তার ভিটে-বাড়িতে আজ প্রজা বসল কিনা বাগদী-দুলে। কি ঘেন্নার কথা মা! (গালে একটা হাত দিলেন) তোর মাকে একবার ডাক্। জগো এর কি বিহিত করে করুক, নইলে চাটুয্যেদাদাকে গিয়ে আমি নিজে জানিয়ে আসব। সে তো একটা জমিদার। একটা নামজাদা বড়লোক। সে কি বলে একবার শুনি।

সন্ধ্যা। (আশ্চর্য হইয়া) কি হয়েছে দিদিমা?

রাসমণি। ডাক্ না তোর মাকে। তাকে বলে যাচ্ছি কি হয়েছে!

খেঁদিকে দেখাইয়া

ওই যে দুলে-ছুঁড়ি মঙ্গলবারের বার-বেলায় বাছাকে আমার আঁচল ঘুরিয়ে ছুঁয়ে দিয়ে নাওয়ালে—

খেঁদি। না সন্ধ্যাদিদি, ও আমাকে ছোঁয়নি, ও তো—

রাসমণি। তুই থাম্ পোড়ারমুখী। আমি নিজে দেখলুম যেন দুলে-ছুঁড়ির আঁচলের ডগাটা তোর গায়ে ঠেকে গেল। আর তুই বলচিস কিনা 'ছোঁয়নি'! যা —এই পড়ন্ত বেলায় পুকুরে ডুব দিয়ে মর্‌গে যা। দিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবি।

সন্ধ্যা। (হাসিয়া) জোর করে নাওয়ালে ও আর কি করবে দিদিমা।

রাসমণি। (জ্বলিয়া উঠিয়া) জোর করি, না করি, সে আমি বুঝব, কিন্তু তোর বাপের ব্যাভারটা কি রকম? কোন্ ভদ্দর লোকটা ভিটে-বাড়িতে ছোটজাত ঢোকায় শুনি? লোকে কথায় বলে, দুলে! সেই দুলে এনে বামুন-পাড়ায় ঢুকিয়েচে! ছুঁড়িটার মুখেই তো শুনলুম ওর বাবা মরে যেতেই ওর দাদামশাই ওকে আর ওর মাকে তাড়িয়ে দিয়েচে। তোর বাবার এত দয়ার প্রাণ্ যে ওদের ডেকে এনে নিজের গইলের ধারে থাকতে দিয়েচে। একেই বলে, ঘর-জামাইয়ের উৎপাত গো, ঘর-জামাইয়ের উৎপাত।

সন্ধ্যা। বাবা তো আর পরের ভিটেয় ছোটজাত ঢোকাতে যাননি দিদিমা। ভাল বুঝেছেন নিজের জায়গায় আশ্রয় দিয়েছেন, তাতে তোমারই বা এত গায়ের জ্বালা কেন?

রাসমণি। আমার গায়ের জ্বালা কেন? কেন জ্বালা দেখবি তবে! যাব একবার চাটুয্যেদাদার কাছে? গিয়ে বলব?

সন্ধ্যা। তা বেশ তো, গিয়ে বল গে না। বাবা তো তাঁর জায়গায় দুলে বসান নি যে, তিনি বড়লোক বলে বাবার মাথাটা কেটে নেবেন!

রাসমণি। বটে! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা। ওলো, সে আর কেউ নয়— গোলক চাটুয্যে! তোর বাপ বুঝি এখনো তাকে চেনে নি? আচ্ছা—

ভিতরের ঘর হইতে শশব্যস্তে জগদ্ধাত্রীর প্রবেশ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাসমণি আরও চিৎকার করিয়া উঠিলেন

রাসমণি। শোন্ জগো, তোর বিদ্যেধরী মেয়ের আস্পর্ধার কথাটা একবার শোন্! লেখাপড়া শেখাচ্চিস কিনা! বলে, বলিস্ তোর গোলক চাটুয্যেকে বাবার মাথাটা যেন কেটে নেয়! বলে, বেশ করেচি নিজের জায়গায় হাড়ী-দুলে বসিয়েছি—কারো বাপ-ঠাকুরদার জায়গায় বসায় নি—অমন ঢের বড়লোক দেখেচি, যে যা পারে তা করুক। শোন্, তোর মেয়ের কথাগুলো একবার শোন্!

জগদ্ধাত্রী। (বিস্মিত ও কুপিতভাবে) বলেছিস্ এইসব কথা?

সন্ধ্যা। (মাথা নাড়িয়া) না, আমি এমন করে বলিনি।

রাসমণি সন্ধ্যার মুখের উপর হাত নাড়িয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন

রাসমণি। বল্‌লি নে ?

পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর খুব কোমল করিয়া জগদ্ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন

মা, ভাল কথাই বলেছিলুম। এই মঙ্গলবারের বার-বেলায় মেয়েটার গায়ে দুলে ছুঁড়ির আঁচল লেগে গেল, এই যে অ-বেলায় মেয়েটার নাইতে হবে—তা তোমার বাবা যদি এদের দুলে-পাড়া থেকে তুলে এনে বসিয়েই থাকে তো দিদি, ওদের একটু হুঁস্ হয়ে চলাফেরা করতে বলিস্। নইলে চাটুয্যেদাদা, বুড়োমানুষ, এই পথেই তো আসা-যাওয়া করে—ছোঁয়াছুঁয়ি করলে আবার রেগে-টেগে উঠবে—মা এই! এতেই তোমার মেয়ে আমায় মারতে যা বাকি রেখেচে। বলে, যা যা, তোর চাটুয্যেদাদাকে ডেকে আন্ গে। তার মত বড়লোক আমি ঢের দেখেচি। তার বাপের জায়গায় যখন হাড়ী-দুলে প্রজা বসাব, তখন যেন সে শাসন করতে আসে। আচ্ছা, তুমিই বলো দিকি মা, এইগুলো কি মেয়ের কথা ?

জগদ্ধাত্রী। (অগ্নিমূর্তি হইয়া) বলেছিস্ এইসব ?

সন্ধ্যা। (দৃঢ়ভাবে) না।

জগদ্ধাত্রী। বলিসনি, তবে কি মাসি মিছে কথা কইচে ?

রাসমণি। বল্ মা, তাই একবার তোর মেয়েকে বল্।

সন্ধ্যা। জানিনে মা কার কথা মিছে। কিন্তু তোমার আপনার মেয়ের চেয়ে এই পাতানো মাসিকেই যদি বেশি চিনে থাকো তো না-হয় তাই।

সন্ধ্যার দ্রুতপদে ভিতরে প্রস্থান

রাসমণি। দেখলি তো জগো, তোর মেয়ের তেজ। শুনলি তো কথা! বলে পাতানো মাসি! কুলিনের ঘরের মেয়ে, তাই! নইলে, বিয়ে হলে এ বয়সে যে পাঁচ-ছ ছেলের মা হতে পারত। পাতানো মাসি—শুনলি তো!

জগদ্ধাত্রী। (রাসমণির হাত দুটা ধরিয়া) তুমি কিছু মনে ক'রো না মাসি—

রাসমণি। তুই কি জগো ক্ষেপেচিস্, আমি ওর কথায় রাগ করব! কিন্তু একটা কথা কানে গেল। অমর্ত চক্কোত্তির ছেলেটাকে নাকি তোরা আজও বাড়িতে ঢুকতে দিস্। আমি বাপু এ কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই পুলিনের মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আমার ঝগড়াই হয়ে গেল। বললুম, সে মেয়ে জগদ্ধাত্রী—আর কেউ

নয়। হরিহর বাঁড়ুয্যে মশায়ের নাতনি, রামতনু বাঁড়ুয্যের কন্যা! যারা শূদ্দুর বলে কায়েতের বাড়িতে পর্যন্ত পা ধোয় না! তারা দেবে ঐ ম্লেচ্ছ ছোঁড়াটাকে উঠোন মাড়াতে! তোরা বলচিস কি?

জগদ্ধাত্রী। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ মাসি, তবে কি জানো মা, ছেলেবেলা থেকেই ওর আসা-যাওয়া আছে, আমাকে খুড়িমা বলতে অজ্ঞান, তাই, কালে-ভদ্রে কখনো আসে তো মুখ ফুটে বলতে পারিনে, অরুণ, তুমি আর আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকো না। মা-বাপ নেই, বাছাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়।

রাসমণি। (ক্রুদ্ধস্বরে) অমন মায়ার মুখে আগুন! ওই একগুঁয়ে ছোঁড়াটাকে কি তোরা সোজা বজ্জাত ঠাওরাস? অমন নচ্ছার গাঁয়ের মধ্যে আর দুটি নেই তোকে বলে দিলুম। চাটুয্যেদাদা, একটা জমিদার মানুষ—তিনি নিজে ছোঁড়াটাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, অরুণ জলপানির লোভ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ব'সো গে যাও। বিলেত যেয়ো না। কিন্তু কথাটা কি ছোঁড়া শুন্‌লে? উল্টে ছোড়া নাকি বিলেত যাবার সময় ঠাট্টা করে বলেছিল, বিলেত গিয়ে জাত যায় আমার সেও ভাল, কিন্তু গোলক চাটুয্যের মত বিলেতে পাঁটা-ভেড়া চালান দিয়ে টাকা করতেও চাইনে, সমাজের মাথায় চড়ে লোকের জাত মেরে বেড়াতেও পারব না। উঃ—আমি যদি সেখানে থাকতুম জগো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ সোজা করে দিতুম! যে গোলক চাটুয্যে ভাত খেয়ে গোবর দিয়ে মুখ ধোয়, তাকে কিনা—

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু অরুণ তো কখনো কারও নিন্দে করে না মাসি?

রাসমণি। তবে বুঝি আমি মিছে কথা কইচি? চাটুয্যেদাদা বুঝি তবে—

জগদ্ধাত্রী। না না, তিনি বলবেন কেন? তবে লোকে নাকি অনেক কথা বানিয়ে বলে—

রাসমণি। তোর এক কথা জগো। লোকের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই তাই গেছে বানিয়ে বলতে। আচ্ছা, তাই বা বিলেত গিয়ে কোন্ দিগ্‌গজ হয়ে এলি? শিখে এলি চাষার বিদ্যে। শুনে হেসে বাঁচি নে! চক্কোত্তিই হ আর যাই হ, বামুনের ছেলে ত বটে! দেশে কি চাষী ছিল না? এখন তুই কি যাবি হাল-গরু নিয়ে মাঠে মাঠে লাঙল দিতে! মরণ আর কি!

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন মাসি, একটু ভিতরে গিয়ে বসবে চল না?

রাসমণি। না মা, বেলা গেল, আর বসব না। মেয়েটাকেও আবার নাইয়ে-

ধুইয়ে ঘরে তুলতে হবে। কিন্তু জগো, পাড়ার ভেতর আর হাড়ী-ছুলে ঢোকাস্‌নি। জামাইকে বলিস।

জগদ্ধাত্রী। বলব বই কি মাসি, আমি কালই ওদের দূর করে দেব। আর থাকলে তো আমাদেরই পুকুর-ঘাট সরবে, ওদের জল মাড়ামাড়ি করে আমাদেরই তো হাঁটতে হবে।

রাসমণি। তবে, তাই বল্‌না মা। তাহলে কি আর জাত-জন্ম থাকবে? আমি তো সেই কথাই বলেছিলুম, কিন্তু আজকালকার মেয়েছেলেরা নাকি কিছু মানতে চায়? তাই তো চাটুয্যেদাদা সেদিন শুনে অবাক হয়ে বললেন, রাসু, আমাদের জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শেখাচ্চে? তারা করচে কি! মানা করে দে—মানা করে দে—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে।

জগদ্ধাত্রী। (ভীত হইয়া) চাটুয্যেমামা বুঝি বলছিলেন?

রাসমণি। বলবে না? সে হ'ল সমাজের মাথা, গাঁয়ের একটা জমিদার। তার কানে আর কোন্ কথাটা না ওঠে বল্। এই তো আমারও—ধর্ না কেন, বুড়ো হতে চললুম, লেখাপড়ার তো ধার ধারিনে, কিন্তু কোন্ শাস্তরটি না জানি বল্?

জগদ্ধাত্রী। তা যা বলেছ মাসি।

রাসমণি। ভাল কথা, হ্যাঁ জগো, অমন পাত্তরটি হাতছাড়া করলি কেন বল্ দেখি?

জগদ্ধাত্রী। না, হাতছাড়া ঠিক নয়, তবে কিনা ঘরবাড়ি কিছু নেই, বয়েস হয়েছে—তোমার জামায়ের মত হয় না বাছা।

রাসমণি। শোনো কথা একবার! বলি, তার ঘর নেই, তোর তো আছে। তোর আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই যে তার জন্যে ভাবনা। এক মেয়ে, সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করতিস, সে কি মন্দ হ'তো বাছা?

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু বয়সটা যে বেশি হয়েছে।

রাসমণি। অবাক করলি জগো! কুলীনের ছেলের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স কি আবার একটা বয়স? রসিকপুরের জয়রাম মুখুয্যের দৌউত্তুর! তার আবার বয়সের খোঁজ কে করে, জগো? তা ছাড়া মেয়ের বয়সের দিকেও একবার তাকা দিকিনি। আরও গড়িমসি করবি তো বিয়ে দিবি কবে?

জগদ্ধাত্রী। আমিও তাই বলি মাসি, কিন্তু মেয়ের বাপ যে একেবারে—

রাসমণি। মেয়ের বাপ বলবে না কেন? আহা! তাঁর নিজেরই যেন কত ঘরবাড়ি জমিদারি ছিল! হাসালি বাপু তোরা। কথা শোন্ জগো, এখানেই মেয়ের বিয়ের ঠিক কর্। শেষে কি তোর ছোট পিসির মতো চিরটা কাল থুবড়ো থাকবে? আর তোরই কি সময়ে বিয়ে হ'তো বাছা, যদি না তোর বাপ-মা কাশীতে গিয়ে পড়তো? বেয়ান কাশীবাসিনী, কামড়-কোমড় নেই, জামাই ইস্কুলে পড়ছে—ঘর-বর যাই মিলে গেল, অমনি ধাঁ করে তোদের দুহাত এক ক'রে দিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে দেশের লোক দেশে ফিরে এল। ভাংচির ভয়ে বিয়ের আগে কাউকে খবরটুকু পর্যন্ত দিলে না! তা ভালই করেছিল, নইলে বিয়ে হ'তই কি না তাই বা কে জানে। তুইও কথা শোন্ জগো, মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেল্।

জগদ্ধাত্রী। তাই তোমার জামাই এলে বলি।

রাসমণি। আমি এখন যাই জগো, অনেক দেরি হয়ে গেল। মেয়েকে একটু সাবধানে রাখিস, ঐ অরুণ ছেলেটার সঙ্গে যেন মেলামেশা করতে না পারে। কথাটা একবার টিটি হয়ে গেলে তখন পাত্তর পাওয়া ভার হবে বাছা, তা বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী। ওলো খেঁদি, তুই একটু দাঁড়া দিকি বাছা। ক্ষেত থেকে কাল একঝুড়ি মুক্তকেশী বেগুন, আর একটা কচি নাউ এসেছিল, তার গোটাকতক আর নাউয়ের এক ফালি সঙ্গে নিয়ে যা দিকি মা—আমি চট্ করে এনে দি।

প্রস্থান

রাসমণি। ওলো খেঁদি, মুখপোড়া মেয়ে, ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে গিয়ে নিয়ে আয় না। আমি ততক্ষণ একটু এগোই।

রাসমণির প্রস্থান ও খেঁদির ভিতরে গমন

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। দুপুর। সন্ধ্যা দালানে মাদুরের উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একটা সার্ট সেলাই করিতেছিল। পাশে তাহার ছুঁচ-সুতো রাখিবার একটা সাবানের বাক্স ও একখানা হাতপাখা রাখা আছে। জগদ্ধাত্রী আহ্নিক সারিয়া, ভিতর হইতে আসিয়া একটা পিতলের ছোট কলসি হাতে লইয়া ক্ষণকাল সন্ধ্যার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সেলাই করা কি শেষ হবে না সন্ধ্যে, বেলা যে দুপুর বেজে গেছে—নাওয়া-খাওয়া করবি নে? পরশু সবে পথ্যি করেছিস, আবার যে পিত্তি পড়ে অসুখ হবে।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়া বাড়তি সুতাটা কাটিয়া ফেলিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। বাবা যে এখনো আসেন নি, মা।

জগদ্ধাত্রী। তা জানি। কেবল বিনি-পয়সার চিকিচ্ছে সারতে কত বেলা হবে সেইটে জানি নে। আর বেশ তো, আমি তো আছি, তোর উপোস করে থাকবার দরকার কি?

সন্ধ্যা। এই উঠছি মা। বাবার জামার বোতামগুলো সব ছিঁড়ে গেছল, তাই সেগুলো পরিয়ে দিচ্চি।

জগদ্ধাত্রী। কি বাপ-সোহাগীই হয়েছিস সন্ধ্যে, যেন পৃথিবীতে ও আর কারও নেই। কোথায় একটা বোতাম নেই, কোথায় কাপড়ের কোণে একটু খোঁচা লেগেছে, কোন্ পিরাণটায় একটু দাগ লেগেছে—এই নিয়েই দিবারাত্তির আছিস্, এ ছাড়া সংসারে আর যেন কোন কাজ নেই তোর।

সন্ধ্যা। (মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া) বাবার যে কিছু নজরে পড়ে না মা।

জগদ্ধাত্রী। পড়বে কি করে, বিনি-পয়সার ডাক্তারিতে সময় পেলে তো? বলি, দুলে মাগীরা গেল?

সন্ধ্যা। যাবে বই কি মা।

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু সে কবে? ছোঁয়া-ন্যাপা করে করে জাত-জন্ম ঘুচে গেলে—তার পরে? আবার যে বড় ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিস? উঠবি নে বুঝি?

সন্ধ্যা। তুমি যাওনা মা, আমি এখুনি যাচ্চি।

জগদ্ধাত্রী। এই অসুখ শরীরে যা ইচ্ছে তুমি কর গে মা—তোমাদের দুজনের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। সংসারে আর আমার দরকার নেই—এইবার আমি শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কাশীবাস করব—তা কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্চি।

কলসি-হাতে দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান।

জগদ্ধাত্রীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই, সন্ধ্যা সাবানের বাক্স ছুঁচ-সূতা গুছাইয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তাহার বাবা প্রিয় মুখুয্যে, হাতে একটা ছোট হোমিও-প্যাথি ঔষধের বাক্স, বগলে চাপা একখানা ডাক্তারি বই লইয়া হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

প্রিয়। সন্ধ্যে ওঠ্ তো মা, চট্ করে আমার বড় ওষুধের বাক্সটা একবার—কি যে করি কিছুই ভেবে পাই নে—এমনি মুস্কিলের মধ্যে—

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার হাতের বাক্স ও বইখানা লইয়া মাদুরের উপর রাখিয়া দিয়া, তাঁহার একটা হাত ধরিয়া মাদুরের উপর বসাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল—

সন্ধ্যা। আজ কেন তোমার এত দেরি হ'ল বাবা?

প্রিয়। দেরি! আমার কি নাবার-খাবার ফুরসৎ আছে তোরা ভাবিস? যে রুগীটির কাছে না যাব, তারই অভিমান। প্রিয় মুখুয্যের হাতের একফোঁটা ওষুধ না পেলে যেন আর কেউ বাঁচবে না। ভয় যে নেহাৎ মিথ্যে তা যদিও বলতে পারি নে, কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে তো একটাই—দুটো তো নয়! তাদের বলি—এই নন্দ মিত্তির লোকটা যা হোক একটু প্র্যাকটিস্ তো করচে—দু-একটা ওষুধও যে না জানে তা নয়—কিন্তু তা হবে না, মুখুয্যেমশাইকে নইলে চলবে না! আর তাদের বা কি বলি! একটা ওষুধের সিম্‌টম্ যদি মুখস্থ করবে। আরে এত সহজ বিদ্যে নয়—এত সহজ নয়! তাহলে সবাই ডাক্তার হ'তো! সবাই প্রিয় মুখুয্যে হ'তো!

সন্ধ্যা। বাবা, জামাটা ছেড়ে ফেলো না—

প্রিয়। ছাড়চি মা। (জামা ছাড়িতে ছাড়িতে) এই আজই—ধাঁ করে যে পল্‌সেটিলা দিয়ে ফেললি, প্র্যাকটিস ত কচ্চিস, কিন্তু বল্ দিকি তার অ্যাক্‌শন? দেখি আমার মত কেমন তুই কণ্ঠস্থ বলে যেতে পারিস! সন্ধ্যে, ধর দিকি মা বইখানা, একবার পল্‌সেটিলাটা—

সন্ধ্যা। তোমার আবার বই কি হবে বাবা! আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে ওই ওষুধটাই তোমার কাছে পড়ে নেব। দেবে পড়িয়ে বাবা?

প্রিয়। দেব বই কি মা—দেব বই কি। নক্সের সঙ্গে তফাৎটা হচ্চে আসলে—ওই বইখানা একবার—

সন্ধ্যা। এখন থাক বাবা। বড্ড বেলা হয়ে গেছে—মা আবার রাগ করবেন।

প্রিয়। একবার দেখে নিয়ে—

সন্ধ্যা। আচ্ছা বাবা, আজ কাকে কাকে দেখলে?—পঞ্চা জেলের ঠাকুর্দাদা—

প্রিয়। সে বুড়ো? ব্যাটা মরবে, মরবে, তুই দেখে নিস সন্ধ্যে। আর ঐ পরাণে চাটুয্যে—ঐ হারামজাদার নামে আমি কেস করে তবে ছাড়ব। যে রুগীটি পাব, অমনি তাকে গিয়ে ভাঙচি দিয়ে আসবে! একদিনের বেশি যে কেউ আমার ওষুধ খেতে চায় না সে কেন? সে কেবল ঐ নচ্ছার বোম্বেটে পাজী উল্লুকের জন্যে! কি করেছে জানিস? পঞ্চার ঠাকুর্দাকে যেই একটি রেমিডি সিলেক্ট করে দিয়ে এসেছি অমনি ব্যাটা পিছনে পিছনে গিয়ে বলেছে, কই দেখি কি দিলে?

সন্ধ্যা। (ক্রুদ্ধস্বরে) তার পরে?

প্রিয়। ব্যাটা বজ্জাত, ঢক্ ঢক্ ক'রে সমস্ত শিশিটা খেয়ে ফেলে বলেছে, ছাই ওষুধ! এই তো সমস্ত খেয়ে ফেললুম। কৈ আমার ওষুধ সে খাক তো দেখি! এই বলে না একশিশি কাষ্টর অয়েল দিয়ে এসেচে। তারা বলে—ঠাকুর, তোমার ওষুধ সে এক চুমুকে খেয়ে ফেললে, তার ওষুধ তুমি খেতে পার তো তোমার ওষুধ আমরা খাব, নইলে না।

সন্ধ্যা। (ব্যাকুলভাবে) সে তো তুমি খাওনি বাবা?

প্রিয়। না—তা কি আর খাই! কিন্তু এতটা বেলা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ালুম একটা রুগী জোগাড় করতে পারলুম না! পরাণের নামে আমি নিশ্চয় কেস করব, তোকে বললুম সন্ধ্যে।

সন্ধ্যা। (সজলকণ্ঠে) কেন বাবা তুমি পরের জন্যে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াবে, এই বাড়িতেই যে কতজন তোমার ওষুধের জন্য এসে ফিরে গেল।

প্রিয়। ফিরে গেল? কে—কে? কারা—কারা? কতক্ষণ গেল? কোন্ পথে গেল? নাম-ধাম জেনে নিয়েচিস তো?

সন্ধ্যা। নাম-ধামে আমাদের কি দরকার বাবা, তারা আপনিই আবার আসবে 'খন।

প্রিয়। আঃ, তোদের জ্বালায় আর পারি নে বাপু। নামটা জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল? এখুনি তো একবার ঘুরে আসতে পারতুম। দেরিতে কঠিন দাঁড়াতে

পারে—কিছুই বলা যায় না—এখন একটি ফোঁটায় যে সরিয়ে দিতুম। হাঁ রে, কখন আসবে ব'লে গেল?

সন্ধ্যা। বিকেল বেলায় হয়তো—

প্রিয়। হয়তো! দেখ্ দিকি কি রকম অন্যায়টাই হয়ে গেল! ধর্, যদি কোন গতিকে নাই আসতে পারে? ওরে—ও সন্ধ্যে, বিপ্‌নের কাছে গিয়ে পড়ল না তো? পরাণে হারামজাদা তো ঐ খোঁজেই থাকে, সে তো এর মধ্যে খবর পায়নি? না বাপু, আর পারি নে আমি। বাড়িতে কি ছাই দুটি মুড়ি-মুড়কিও ছিল না? দুটো দুটো দিয়ে কি ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখতে পারতিস না? যা না বলে দেব, যেটি না দেখব—

খিড়কির দরজায় চাষীগোছের মধ্যবয়সী রামময়কে উঁকি মারিতে দেখিয়া—

কে? কে? কে উঁকি মারছ হে? চলে এসো না?

রামময়ের প্রবেশ

আরে রামময় যে? খোঁড়াচ্চ কেন বল দিকি?

রামময়। আজ্ঞে না, ও কিছু না—

প্রিয়। কিছু না? বিলক্ষণ! দিব্যি খোঁড়াচ্চ যে! স্পষ্ট আরনিকা কেস দেখতে পাচ্চি—না না, তামাসা নয় রামময়, কৈ দেখি পা-টা?

রামময়। আঁজ্ঞে হাঁ, এই পা-টা একটু মুচকে কাল পড়ে গিয়েছিলুম।

প্রিয়। দেখলি তো সন্ধ্যে, দেখেই বলেচি কিনা আরনিকা! হুঁ, পড়লে কি করে?

রামময়। আঁজ্ঞে ঐ যে বললুম পা মুচড়ে। দরজার পাশেই একটা জল যাবার ছোট নর্দমার ওপর থেকে ছেলেগুলো তক্তাখানা সরিয়ে ফেলেছিল, অন্যমনস্ক হয়ে—

প্রিয়। অন্যমনস্ক? এ্যাগনাস—এপিস!—সন্ধ্যে, মা, মনে রাখবে স্বভাবটাই আসল জিনিস। মহাত্মা হেরিং বলেছেন—। হুঁ, অন্যমনস্ক হয়ে—তার পর?

রামময়। যাই পা বাড়াব অম্‌নি দুমড়ে পড়ে—

প্রিয়। থামো, থামো! এই যে বললে মুচড়ে? মোচড়ানো আর দোমড়ানো এক নয় রাম।

রামময়। আঁজ্ঞে, না। তা ঐ পা মুচড়েই পড়ে গেলুম বটে!

প্রিয়। হুঁ—অন্যমনস্ক! মনে থাকে না! এই বলে, এই ভোলে। এ্যাগনাস! এপিস্! হুঁ—তার পরে?

রামময়। তার পর আর কি ঠাকুরমশাই, কাল থেকেই বেদনায় পা ফেলতে পারচি নে।

সন্ধ্যা। বেলা হয়ে যাচ্চে—একটু আরনিকা—

প্রিয়। আঃ—থাম্ না সন্ধ্যে! কেসটা স্টাডি করতে দে না। সিমিলিয়া সিমিলিবস্। রেমিডি সিলেক্ট করা তো ছেলেখেলা নয়! বদনাম হয়ে যাবে! হুঁ, তার পরে? বেদনাটা কি রকম বল দেখি রামময়?

রামময়। আঁজ্ঞে বড্ড বেদনা ঠাকুরমশাই!

প্রিয়। আহা তা নয়, তা নয়। কি রকমের বেদনা? ঘর্ষণবৎ না মর্ষণবৎ? সূচিবিদ্ধবৎ না বৃশ্চিকদংশনবৎ? কন্ কন্ করচে, না ঝন্ ঝন্ করচে?

রামময়। আঁজ্ঞে হাঁ ঠাকুরমশাই, ঠিক ওই রকম করচে।

প্রিয়। তা হলে ঝন্ ঝন্ করচে! ঠিক তাই। তার পরে?

রামময়। তার পরে আর কি হবে ঠাকুরমশাই, কাল থেকে ব্যথায় মরে যাচ্চি—

প্রিয়। থামো, থামো! কি বললে? মরে যাচ্চ?

রামময়। (অধীর হইয়া) তা বই কি মুখুয্যেমশাই। খুঁড়িয়ে চলচি, পা ফেলতে পারি নে—আর মরা নয় তো কি। যা হয় একটু ওষুধ দিয়ে দেন ঠাকুরমশাই—ভারি বেলা হয়ে গেল!

সন্ধ্যা। বাবা, আরনিকা দুফোঁটা—

প্রিয়। (সহাস্যে) না মা, না। এ আরনিকা কেস নয়। বিপনে হলে তাই দিয়ে দিত বটে! চার ফোঁটা একোনাইট তিরিশি শক্তি! দুঘণ্টা অন্তর খাবে।

সন্ধ্যা। (অবাক হইয়া) একোনাইট বাবা!

প্রিয়। হাঁ মা, হাঁ! মৃত্যুভয়! মৃত্যুভয়! পড়ে মরবো। সিমিলিয়া সিমিলিয়াস্ কিউরেণ্টার! মহাত্মা হেরিং বলেছেন, রোগের নয়, রুগীর চিকিৎসা করবে। মৃত্যুভয়ে একোনাইট প্রধান। রামময়, শিশি নিয়ে যাও আমার মেয়ের সঙ্গে। দু'ঘণ্টা অন্তর চারবার খাবে। ও-বেলা গিয়ে দেখে আসব। ভাল কথা, পরাণে যদি এসে বলে, কৈ দেখি কি দিলে? খবরদার শিশি বার ক'রো না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা ঢক্ ঢক্ করে হয়তো সবটা খেয়ে ফেলে আবার ক্যাষ্টর অয়েল রেখে যাবে! উঃ—পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠচে যে!

সন্ধ্যা। (ব্যাকুলভাবে) ক্যাষ্টর অয়েল অতখানি তো সব খেয়ে আসোনি বাবা?

প্রিয়। নাঃ—উঃ—গাড়ুটা কই রে?

সন্ধ্যা। তবে বুঝি তুমি—

প্রিয়। না না না—দেনা শীগগির গাড়ুটা। পোড়া বাড়িতে যদি কোথাও কিছু পাওয়া যাবে! তবে থাক গে গাড়ু।

ঊর্ধ্বশ্বাসে খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান

রামময়। দিদিঠাক্‌রুণ, ওষুধটা তাহলে—

সন্ধ্যা। (চকিত হইয়া) ওষুধ? হাঁ, এই যে দিই এনে।

রামময়। ওই যে তুমি বললে আর্‌নি না কি, তাই ফুফোঁটা দিয়ে দাও ঠাক্‌রুণ—মুখুজ্যেমশায়ের ওষুধটা না-হয়—

সন্ধ্যা। আমি কি বাবার চেয়ে বেশি বুঝি রামময়?

রামময়। না—তা না—তবে মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা বড় জোর ওষুধ কিনা দিদিঠাকরুণ—আমি রোগা মানুষ—সহ্য করতে পারব না হয়ত। আমি বলি কি, আমাকে ঐ তোমার ওষুধটাই আজ দাও দিদিমণি।

সন্ধ্যা। আচ্ছা, এসো এই দিকে।

উভয়ের প্রস্থান ও পাশের ঘরে প্রবেশ

খিড়কির দ্বার দিয়া, জলপূর্ণ কলসি-হাতে জগদ্ধাত্রী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সন্ধ্যে?

(নেপথ্যে) সন্ধ্যা। যাই মা।

জগদ্ধাত্রী। তোর বাবা এখনো ফেরেনি? ঠাকুরপূজো আজ তাহলে বন্ধ থাক্?

ভিতর হইতে সন্ধ্যা ও রামময়ের প্রবেশ

সন্ধ্যা। বাবা তো অনেকক্ষণ এসেছেন মা। এই রামময়কে ওষুধ দিতে বললেন। বোধহয় নাইতে গেছেন।

রামময়ের খিড়কি দিয়া প্রস্থান

জগদ্ধাত্রী। কই, পুকুরে তো দেখলুম না?

সন্ধ্যা। তাহলে বোধহয় নদীতে গেছেন। অনেকক্ষণ হ'ল—এলেন বলে।

জগদ্ধাত্রী। (উত্তপ্ত-কণ্ঠে) এঁকে নিয়ে আর তো পারিনে সন্ধ্যে, হয় উনিই কোথাও যান, না-হয় আমিই কোথাও চলে যাই। বার বার বলে দিলুম, ভট্টচায্যি-মশাই আসতে পারবেন না, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। তবু এই বেলা—

তা ছাড়া কাল রাত্তিরে কি করে এসেছে জানিস ? বিরাট পরামাণিকের সুদের সমস্ত টাকা মকুব করে একেবারে রসিদ দিয়ে এসেছে।

সন্ধ্যা। কে বললে মা ?

জগদ্ধাত্রী। কেন, বিরাটের নিজের বোনই ব'লে গেল যে। ভাজকে নিয়ে সে পুকুরে নাইতে এসেছিল।

সন্ধ্যা। (একটুখানি হাসিয়া) ভাই-বোনে তাদের ঝগড়া মা, হয়তো কথাটা সত্যি নয়।

জগদ্ধাত্রী। কেন তুই সব কথা ঢাক্‌তে যাস বল্‌ দিকি ? জর বলে বিরাট নাপতে ডেকে নিয়ে গেছে, ওষুধ খেয়েছে, ধন্বন্তরী বলে পায়ের ধূলো নিয়েচে, জমিদার বলে, গৌরী সেন বলে ন্যাজ চুলকে দিয়েচে। তারা বলে আর হেসে লুটোপুটি ! টাকা যাক্‌—কিন্তু মনে হ'ল যেন আর ঘরে ফিরে কাজ নেই—ওই কল্‌সিটাই আঁচলে জড়িয়ে পুকুরে ডুবে মরি। আজকাল যেন বড্ড বাড়িয়ে তুলেছে, আমি সংসার চালাই কি করে বল্‌ দিকি !

সন্ধ্যা। কত টাকা মা ?

জগদ্ধাত্রী। কত ? দশ-বার টাকার কম নয়। একমুটো টাকা কিনা স্বচ্ছন্দে—

আর্দ্র বস্ত্রে, ব্যতিব্যস্তভাবে প্রিয় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

প্রিয়। সন্ধ্যে, গামছা—গামছাটা একবার দে দিকি মা। একোনাইট তিরিশ শক্তি—বাক্সর একেবারে কোণের দিকে—

জগদ্ধাত্রী। (জ্বলিয়া উঠিয়া) একোনাইট ঘোচাচ্চি আমি। শ্বশুরের অন্নে জমিদার সাজতে লজ্জা করে না তোমার ? কে বললে বিরাট নাপতেকে সুদ ছেড়ে দিতে ? কার জায়গায় তুমি হাড়ী দুলে এনে বসাও ? কার জমি তুমি 'গোচর' বলে দান করে এসো ? চিরটাকাল তুমি হাড়-মাস আমার জ্বালিয়ে খেলে ! আজ হয় আমি চলে যাই, না-হয় তুমি আমার বাড়ি থেকে বার হয়ে যাও।

সন্ধ্যা। (তীব্র কণ্ঠে) মা, দুপুরবেলা এসব তুমি কি সুরু করলে বল তো ?

জগদ্ধাত্রী। এর আবার দুপুর-সকাল কি ? কে ও ? ঠাকুরপুজো সেরে উনুনের ছাই-পাঁশ দুটো গিলে যেন বাড়ি থেকে দূর হয়ে যায়। আমি অনেক সয়েচি, আর সইতে পারব না, পারব না, পারব না।

ক্রন্দন করিতে করিতে জগদ্ধাত্রীর দ্রুতবেগে প্রস্থান

প্রিয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

প্রিয়। হুঁ, বললুম তাদের, জমিদার বলেই কি সুদের এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারি বিরাট? তোরা বলিস্ কি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর তাদেরই বা দোষ কি? ওষুধ খাবে তো পথ্যির জোগাড় নেই।

সন্ধ্যা। (সজলচক্ষে) কেন বাবা তুমি মাকে না জানিয়ে এসব হাঙ্গামার মধ্যে যাও?

প্রিয়। আমি তো বলি যাব না—কিন্তু পিও মুখুয্যে ছাড়া যে গাঁয়ের কিছুটি হবার যো নেই, তাও তো দেখতে পাই! কোথায় কার রোগ হয়েচে, কোথায় কার—

সন্ধ্যার প্রস্থান ও তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে শুষ্কবস্ত্র ও গামছা আনিয়া পিতার হাতে দিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। আর দেরি কোরো না বাবা, ঠাকুরপূজোটি সেরে ফেল। আমি আসছি।

প্রস্থান

প্রিয়। চল্ মা, আমিও যাচ্ছি—ঠাকুরপূজোটা সেরে ফেলি।

গামছা দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে প্রস্থানোদ্যত

তৃতীয় দৃশ্য

গোলকের বৈঠকখানা। বৈঠকখানা সংলগ্ন অন্দরের দরজা। প্রাতঃকাল। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র ও শিখাসংলগ্ন টাটকা একটি করবী ফুল। চৌকির ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি গড়গড়া টানিতেছেন। মেঝের উপর তাঁহার খড়ম রাখা আছে, আর একটু দূরে এক বৈষ্ণব বাবাজী উপবিষ্ট। গড়গড়ায় দু-একটা টান দিয়া তিনি বলিলেন—

গোলক। বাবাজী, সকালবেলায় যখন এসে পড়েছেন তখন একটু নাম শুনিয়ে যান—আজ একটা পর্বদিন, এ মধুসূদনেরই ইচ্ছে!

বাবাজী। বেশ তো কর্তামশাই।

বাবাজী গান ধরিল।

গান

হরি তুমি পারের মাঝি ভাল।
বিনা কড়িতে পারে নিতে পারবে কি না বল।

প্রেমে মাখা প্রাণটী তোমার বর্ণ হ'ল কালো,
আয় আয় কে পারে যাবি, ডেকে ডেকে বলো।
আবার মোহন সুরে পাগল ক'রে নেচে নেচে চল ॥
দেখলে তোমায় মন ভরে যায় (তার) থাকে নাকো কিছু,
আর আমি তোমার হ'লাম ব'লে (সব) ছোটে পিছু পিছু
তার মনের আঁধার সরিয়ে দিয়ে দেখাও তোমার আলো ॥

গান থামিলে গোলক বলিলেন

গোলক। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

বাবাজী। আজ আসি কর্তামশাই, প্রণাম হই।

তাকিয়ার তলা হইতে একটি টাকার থলি বাহির করিয়া গোলক তাহা হইতে একটি আধুলি বাবাজীর হাতে দিলেন। বাবাজীর প্রস্থান। গোলক অন্যমনস্কভাবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। হঠাৎ অন্দরের কবাটটা নড়িয়া উঠার শব্দে চোখ তুলিয়া বলিলেন—

গোলক। কে?

অন্দরের কবাটটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, ঘরে আর কেহ আছে কি না দেখিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে জ্ঞানদার প্রবেশ। সে বিধবা। পরিধানে শাদা ধুতি, হাতে অলঙ্কার নাই, কিন্তু গলায় ইষ্টকবচ বাঁধা একছড়া মোটা সোনার হার। তাহাকে দেখিতে কুশ্রী নয়, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ সে একটু খানি হাসিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। কিছু না খেয়েই যে বাইরে চলে এলেন বড়? রাগ হ'ল নাকি?

গোলক। রাগ? না, রাগ অভিমান আর কার ওপর করব বলো?—সে তোমার দিদির সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। (দীর্ঘশ্বাস) না, এখন আর কিছু খাব না। আজ গোকুল ঠাকুরের তিরোভাব—সেই সন্ধ্যার পরেই একেবারে সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দেব। এমনি করে যে কটা দিন যায়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গোলক হুঁকার নলটা মুখে দিলেন।

জ্ঞানদা। (মৃদু হাসিয়া) আচ্ছা, আপনি ওই সব ঠাট্টা করেন লোকে কি মনে করে বলুন তো? তা ছাড়া আমাকে কি ফিরে যেতে হবে না? (পরক্ষণেই মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া) যাকে সেবা করতে এলুম তিনি তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন, এখন ফিরে গিয়ে কি বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আবার দেখতে শুনতে হবে না? আপনিই বলুন?

গোলক কোঁচার খুট দিয়া চক্ষু মার্জনা করিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন—

গোলক। সতী-লক্ষ্মী, তাঁর দিন ফুরলো, চলে গেলেন। সে জন্য দুঃখ করিনে—কিন্তু সংসারটা বয়ে গেল। মেয়েরা সব বড় হয়েচে, যে যার স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্বশুর-ঘর করচে; তাদের জন্যে ভাবি নে, কিন্তু ছোঁড়াটা এবার ভেসে যাবে।

জ্ঞানদা। (আর্দ্রকণ্ঠে) বালাই ষাট! আপনি ও-সব মুখে আনেন কেন?

গোলক। (ম্লান হাস্য করিয়া) না আনাই উচিত বটে, কিন্তু সমস্তই চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিনা, মধুসূদন, তুমিই সত্য! ঘর-সংসারেও মন নেই, বিষয়-কর্ম্মও বিষের মত ঠেকচে। যে কটা দিন বাঁচি, ব্রত-উপোস করতে আর তাঁর নাম নিতেই কেটে যাবে! সে জন্যে চিন্তে নেই—একমুঠো একসন্ধ্যে জোটে ভাল, না জোটে ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই ছোঁড়াটার আখের ভেবেই—মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

জ্ঞানদা। (করুণকণ্ঠে) কিন্তু আমি তো চিরকাল এখানে থাকতে পারিনে চাটুয্যেমশাই। লোকেই বা বলবে কি বলুন?

গোলক। (দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া) লোকে বলবে তোমাকে? এই গাঁয়ে বাস করে? সে বড় ভাবি নে, ভাবি কেবল ছেলেটার জন্যে। তোমার দিদি নাকি তোমাকে বড্ড ভালবাসতো, তাই মরবার সময় তার সন্তানকে তোমারই হাতে দিয়ে গেল, কই আমার হাতে তো দিলে না?

জ্ঞানদা। (অশ্রু সংবরণ করিয়া) সব তো বুঝি চাটুয্যেমশাই, কিন্তু আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী যে এখনো বেঁচে রয়েছেন। আমি ছাড়া যে তাঁদের গতি নেই!

গোলক। (তাচ্ছিল্যভরে) না গতি নেই! তুমিও যেমন! হাঁ, মুখুয্যে বেঁচে থাকতো তো একটা কথা ছিল, কিন্তু তাকে তো চোখেও দেখনি। তেরো বছরে বিধবা হয়েছ—

জ্ঞানদা। হোলাম বা বিধবা, চাটুয্যেমশাই—শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁদের সেবা আমাকে করতেই হবে।

গোলক। (নিশ্বাস ফেলিয়া) তবে যাও আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো ছোটগিন্নী—

জ্ঞানদা। (রাগ করিয়া) আবার ছোটগিন্নী? বলেছি না আপনাকে, লোকে হাসি-তামাসা করে! কেন জ্ঞানদা বলে ডাকতে কি হয়?

গোলক। করলেই বা তামাসা ছোটগিন্নী? তুমি হ'লে আমার স্ত্রীর মামাতো ভগ্নী—সম্পর্কটাই যে হাসি-তামাসার।

জ্ঞানদা। (গম্ভীরভাবে) না, তা হবে না, আপনি চিরকাল নাম ধরে ডেকেছেন—তাই ডাকবেন।

গোলক। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। (উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া) বুকের মধ্যে দিবারাত্র হু হু করে জ্বলে যাচ্চে—হায় রে! আমার আবার হাসি, আমার আবার তামাসা! তবে মাঝে মাঝে—তা যাক, নাই বললুম। কেউ অসন্তোষ হয়, জীবনে যা করিনি, আজই কি তা করব? বিষয় বিষ! সংসার বিষ! কবে তোমার শ্রীচরণে একটু আশ্রয় পাব! মধুসূদন!

জ্ঞানদা। আপনি রাগ করলেন চাটুয্যেমশাই?

গোলক। না, রাগ কেন করব! আবার জ্বালার ওপর জ্বালা, এর ওপর দিনরাত ঘটকের উৎপাত। তারা সবাই জানে, লুকোতে পারিনে, বলি—কথা তোমাদের মানি; কুলীনের কুল কুলীনকেই রাখতে হয়, এও জানি; কিন্তু এ বয়সে আবার বিবাহ করা, আবার একটা বন্ধন ঘাড়ে করা সাজে, না মানায়? তুমিই বল না ছোটগিন্নী?

জ্ঞানদা। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) বেশ তো করুন না একটি বিয়ে।

গোলক। ক্ষ্যাপা না পাগল? আবার বিয়ে! লক্ষ্মীর মত তুমি যার ঘরে আছ—যতই বল না, অনাথ বোনপোটাকে ভাসিয়ে যেতে পারবে না। সে মরণ-কালে হাতে তুলে দিয়ে গেছে—তার মান তোমাকে রাখতেই হবে, আমার আবার—কে?

ভৃত্য ভুলো বাইরের দরজায় মুখ বাড়াইয়া কহিল—

ভুলো। চোঙদারমশাই এসেছেন।

গোলক। (মুখ বিকৃত করিয়া) আঃ, আর পারি নে। কাজ কাজ, বিষয় বিষয়—আমার যে এদিকে সব বিষ হয়ে গেছে, তা কাকেই বা বোঝাই, কে বা বোঝে! মধুসূদন! কবে নিস্তার করবে! যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আসতে বল্ গে।

ভুলোর প্রস্থান

জ্ঞানদা অন্দরের কবাটের কাছে গিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিল—

জ্ঞানদা। এ বেলা কি তাহলে সত্যিই কিছু খাবেন না?

গোলক। (মাথা নাড়িয়া) না। প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোভাবের দিন

একটা পর্বদিন। ছোটগিন্নী, আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে বলেই তবু এখনো চন্দ্র সূর্য আকাশে উঠছে। মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছা!

জ্ঞানদা। তা হোক, একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দিতে দোষ নেই। একটু শীগগির করে আসবেন, আমি নিয়ে বসে থাকব।

কবাট রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান

ভুলোর পশ্চাতে চোঙদারের প্রবেশ

গোলক। এসো চোঙদার, বোসো। ভেবে মরি, একটা খবর দিতেও কি পার না? ভুলো, যা, শূদ্রের হুঁকোয় শীগগির জল ভরে তামাক নিয়ে আয়।

ভুলোর প্রস্থান

চোঙদার প্রণাম করিয়া গোলকের পদধূলি লইয়া ফরাসের একধারে উপবেশন করিয়া প্রথমে একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপরে বলিল—

চোঙদার। দম ফেলবার ফুরসুৎ ছিল না বড়কর্তা, তা খবর! যাক, পাঁচশ আর তিনশ—এই আটশ জাহাজে তুলে দিয়ে তবে এলুম। আঃ—কি হাঙ্গামা!

গোলক। (অপ্রসন্নভাবে) মোটে আটশ? কনটাক্টো তো তিন হাজারের—এখনো তো ঢের বাকি হে।

চোঙদার। ছাগল-ভেড়া কি আর পাওয়া যাচ্চে বড়কর্তা, সব চালান, সব চালান—দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল-ভেড়ার যেন মড়ক লেগেছে। এই আটশ জোগাড় করতেই আমার জিভ বেরিয়ে গেছে। তবু তো হরেন রামপুর থেকে চিঠি লিখেচে, আট-দশ দিনেই আরও পাঁচ-সাতশ রেলে পাঠাচ্চে—কেবল নাবিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া। আর সময় তো তিন মাসের—হয়েই যাবে নারায়ণের ইচ্ছেয়।

ভুলো আসিয়া চোঙদারের হাতে হুঁকো দিয়া প্রস্থান করিল

গোলক। তোমার উপরেই ভরসা। আমাকে তো এখন একরকম গেরস্ত সন্ন্যাসী বললেই হয়—তোমার বৌঠাকরুণের মৃত্যুর পর থেকে টাকা-কড়ি, বিষয়-আশয় একেবারে বিষ হয়ে গেছে। কেবল ঐ নাবালক ছেলেটার জন্যে।—তা টাকায় টাকা উতোর পড়বে বলে মনে হয় না?

চোঙদার। (ঘাড় নাড়িয়া) নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু টাকাটা পিটবে এবার আহম্মদ সাহেব। সাতশোর কন্‌টাক্টো পেয়েচে—আরও বেশি পেতো, শুধু সাহস করলে না টাকার অভাবে।

গোলক। বড় নাকি?

চোঙদার। হুঁ—নইলে আমি ছেড়ে দিই!

গোলক। (ডান হাতটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া) দুর্গা দুর্গা, রাম রাম! সকাল-বেলায় ও-কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে হে চোঙদার! জাতে ম্লেচ্ছ ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই—তা হাজার দশেক টাকা মারবে বলে মনে হয়—না?

চোঙদার। বেশি! বেশি! তবে, বহুত টাকার খেলা—একসঙ্গে যোটাতে পারলে হয়।

গোলক। কন্‌টাক্টো দেখিয়ে কর্জ করবে—শক্ত হবে কেন?

চোঙদার। তা বটে, কিন্তু পেলে হয়। আমাকে বলছিল কিনা।

গোলক। (উৎসুক হইয়া) বলছিল নাকি? সুদ কি দিতে চায়?

চোঙদার। চার পয়সা ত বটেই। হয়তো—

গোলক। চার পয়সা! টাকায় টাকা মারবে, আর সুদের বেলায় চার পয়সা! দশ আনা ছ আনা হয় তো না-হয় একবার দেখা করতে বোলো।

চোঙদার। (আশ্চর্য হইয়া) টাকাটা আপনিই দেবেন নাকি সাহেবকে? কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে—

গোলক। (শুষ্ক হাস্য করিয়া) রাধামাধব! তুমি ক্ষেপলে চোঙদার! বরঞ্চ পারি তো নিষেধ করেই দেব। আর জানাজানির মধ্যে তো তুমি আর আমি। কিন্তু তাও বলি, টাকা ধার ও নেবেই, নিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করবে, কি বাই নাচ দেবে, কি গরু চালান দেবে তাতে মহাজনের কি?

চোঙদার। তা যা বলেছেন, সে-কথা ঠিক।

গোলক। তবে? কিন্তু তা নয় চোঙদার, এটা একটা কথার কথা বলচি। আমি কি কখন এই পাপের ব্যাবসায় যেতে পারি! তুমি তো আমাকে চিরকাল দেখে আসচ, ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্মপথে থেকে ভিক্ষে করি সে ভালো, কিন্তু অধর্মের পয়সা যেন কখনো না ছুঁতে হয়। কেবল তাঁর পদেই চিরদিন মতি স্থির রেখেচি বলেই আজ পাঁচখানা গ্রামের সমাজপতি।

চোঙদার। নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ-কথা কে অস্বীকার করবে বলুন?

গোলক। সেবার সেই ভারি অসুখে জয়গোপাল ডাক্তার বললে, সোডার জল আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম, ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হবে, সেটা কিছু বেশি কথা নয়, কিন্তু গোলক চাটুয্যে বাঁচবার জন্যে অনাচার কিছু করতে পারবে না।

চোঙদার। ঠিক! ঠিক! তাই তো বলি আমাদের জমিদার মশাইয়ের চেয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আর কে আছে। তবে আজ আসি বড়কর্তা।

চোঙদার উঠিয়া দাঁড়াইয়া গোলকের পদধূলি লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

গোলক। আর দেখ, হরেনের কাছ থেকে এলে রেলের রসিদটা একবার দেখিয়ে যেয়ো।

চোঙদার। যে আজ্ঞে।

গোলক। তাহলে, বাকি রইল সতেরশ, তা মাস-তিনেক সময় আছে—হয়ে যাবে, কি বল হে?

চোঙদার। আজ্ঞে, হয়ে যাবে বই কি!

গোলক। ধর্মপথে থেকে যা হয় সেই ভাল। বুঝলে না চোঙদার? মধুসূদন! তুমিই ভরসা।

চোঙদারের প্রস্থান

গোলক দগ্ধ হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে অন্দরের কবাটটা ঈষৎ খুলিয়া সদু দাসী মুখ বাড়াইয়া কহিল—

সদু। মাসিমা একবার ভেতরে ডাকচেন।

গোলক। (চকিত হইয়া) কেন বল্ তো সদু?

সদু। একটুখানি জলখাবার নিয়ে বসে আছেন মাসিমা। আমি উঠোনের কাজ করছিলুম, মাসিমা তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকতে বললেন।

গোলক হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন—

গোলক। তোর মাসির জ্বালায় আর আমি পারি নে সদু। পর্বদিনটায় যে একবেলা উপবাস করব সে বুঝি তার সইল না। আচ্ছা, তুই যা,—আমি উঠচি।

সদুর প্রস্থান

গোলক উঠিয়া দাঁড়াইয়া যাইতে যাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

গোলক। সংসারে থেকে পরকালের দুটো কাজ করার কতই না বিঘ্ন! মধুসূদন! হরি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। (দৃশ্যপট পূর্ববং)। অপরাহ্ন। সন্ধ্যা একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া। তাহার হাতে একখানা বই খোলা, কিন্তু সে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া আছে। জগদ্ধাত্রী এক হাতে একটা পানের ডিপা, অন্য হাতে এক বাটি সাগু লইয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সেই বিকেল থেকে এভাবে বসে বই পড়ছিস সন্ধ্যে! এদিকে সন্ধ্যে হতে আর বাকি কি! আজ দশ দিন হতে চললো তবু জ্বর ছাড়চে না—ঐ ছাইভস্ম না পড়লেই নয়!

সন্ধ্যা। আচ্ছা, এই বন্ধ করচি, কিন্তু তোমার ঐ সাগু আর এখন গিলতে পারব না—ও দেখলেই আমার গা বমি-বমি করে।

জগদ্ধাত্রী। বলিস কি সন্ধ্যে, কখন খেয়েচিস বল্ দেখি? না মা, লক্ষ্মীটি, এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে ডিপে থেকে একটা পান চিবো।

ম্লান হাসিয়া সন্ধ্যা জগদ্ধাত্রীর হাত হইতে সাগুর বাটিটা ও পানের ডিপেটা লইয়া মুখ সিটকাইতে সিটকাইতে সাগুটুকু গিলিয়া ফেলিয়া ডিপে হইতে একটা পান বাহির করিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

সন্ধ্যা। এবার তোমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'লো মা?

জগদ্ধাত্রী। প্রাণ আর ঠাণ্ডা হ'তে তুই দিচ্চিস কোথা? একটানা জ্বরভোগ করচিস, তবুও ওঁর ওষুধ খাওয়া তুই ছাড়বি না। আমার কথা শোন্, বিপিন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই, তার ওষুধ খেলে তুই দুদিনে সেরে উঠবি।

সন্ধ্যা। তোমার মা এক কথা! কেন, বাবার ওষুধে জ্বর কম্‌চে না?—একটু দেরি হচ্চে এই যা। বিপিন ডাক্তারের ওষুধ খেলেই দুদিনে সেরে যাবে কে তোমায় বলেচে! দেখবে আমি বাবার ওষুধেই ভাল হয়ে উঠব।

জগদ্ধাত্রী। কি একগুঁয়ে মেয়েই মা তুমি!

প্রস্থান

সন্ধ্যা কোলের উপর হইতে বইখানা তুলিয়া আবার পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, অরুণ প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে ডাক দিল—

অরুণ। খুড়িমা, কই গো?

সন্ধ্যা। (চমকিয়া উঠিয়া) এস অরুণদা এস, তুমি বুঝি কোলকাতা থেকে আস্‌চ?

অরুণ তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল—

অরুণ। হাঁ, কিন্তু তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন? আবার জ্বর নাকি?

সন্ধ্যা। ঐ রকম কিছু একটা হবে বোধ হয়। কিন্তু তোমার চেহারাটাও তো খুব তাজা দেখাচ্ছে না।

অরুণ (হাসিয়া) চেহারার আর অপরাধ কি? সারাদিন নাওয়া-খাওয়া নেই—আচ্ছা প্যাটার্ণ ফরমাস করেছিলে যা হোক্, খুঁজে খুঁজে হয়রান। এই নাও।

অরুণ পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

অরুণ। খুড়িমা কই? কাকা বেরিয়েছেন বুঝি? গেল-শনিবারে কিছুতেই বাড়ি আসতে পারলাম না—তাই ওটা আনতে দেরি হয়ে গেল! কি বুন্‌বে, পাখী-পক্ষী, না ঠাকুর-দেবতা? না গোলাপ-ফুলের—

সন্ধ্যা। সে ভাবনার ঢের সময় আছে। কিন্তু যা আনতে দেরি হ'লো, তা দিতে কি ঘণ্টাখানেক সবুর সইত না? ইষ্টিসান্ থেকে বাড়ি না গিয়ে সটান এখানে এলে কেন?

অন্তরালে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া জগদ্ধাত্রী রাগে ফুলিতে লাগিলেন।

অরুণ। (সহাস্যে) নাওয়া-খাওয়া তো? সে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু ঘন ঘন এত অসুখ হতে লাগল কেন বল তো?

সন্ধ্যা। তারই বা আর বাকি কি অরুণদা? যাও, আর মিছিমিছি দেরি করতে হবে না।

জগদ্ধাত্রী। (দরজার কাছে দাঁড়াইয়া) পান্‌টা আর চিবোস্ নে সন্ধ্যে, ওটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে যত পারিস হাসি-তামাসা কর্।

দ্রুতপদে প্রস্থান

অরুণ বজ্রাহতের মত নিশ্চল নির্বাক। সন্ধ্যাও ক্ষণকাল বিবর্ণ হইয়া থাকিয়া মুখের পান ফেলিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। কেন তুমি এ বাড়িতে আর আস অরুণদা? আমাদের সর্বনাশ না ক'রে কি তুমি ছাড়বে না?

অরুণ। (কাতরভাবে) মুখের পান ফেলে দিলে সন্ধ্যা—আমি কি সত্যিই তোমার অস্পৃশ্য?

সন্ধ্যা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) তোমার জাত নেই—ধর্ম নেই—কেন তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে?

অরুণ। আমার জাত নেই? ধর্ম নেই?

সন্ধ্যা। না নেই। তুমি বিলেত গেছ—তুমি ম্লেচ্ছ! সেদিন মা তোমাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দিয়েছিল, তোমার মনে নেই?

অরুণ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না, আমার মনে নেই। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমি অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ!

সন্ধ্যা। (চোখ মুছিয়া) শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছে। শুধু আজ নয়, যখন থেকে কারও নিষেধ শোননি বিলেত চলে গেলে, তখন থেকে।

অরুণ। ওঃ! বেশ! আমি আর হয়ত এ বাড়িতে আসব না, কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা ক'রো না সন্ধ্যা—আমি ঘৃণিত কাজ কখনো করিনি।

সন্ধ্যা। তোমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা পায়নি অরুণদা? তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করবে?

অরুণ। না, ঝগড়া আমি করব না! যে ঘৃণা করে তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবাদ করবার মত ছোট আমি নই।

অন্তরালে দরজার কাছে জগদ্ধাত্রী আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে অরুণের প্রস্থান। সন্ধ্যা তাহার গমন-পথের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী সন্ধ্যার সম্মুখে আসিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন—

জগদ্ধাত্রী। যাক্, আর বোধ হয় আসবে না।

সন্ধ্যা। (সচকিত হইয়া) না।

জগদ্ধাত্রী। খামোকা ছুঁয়ে দিলে, যা, কাপখড়ানা ছেড়ে ফেল্‌গে।

সন্ধ্যা। কাপড়খানা পর্যন্ত ছেড়ে ফেলতে হবে?

জগদ্ধাত্রী। হবে না? খ্রীষ্টেন মানুষ—বিধবা গিন্নিবান্নী হলে যে মেয়ে ফেল্‌তে হ'তো। সেদিন রাসুমাসি—হাঁ, বড়াই করে বটে—কিন্তু বিচের-আচার শিখতে হয় তো ওর কাছে। ভুলে ছুঁড়ি ছুঁলে কি ছুঁলে না, শুনলুম তবু নাতনিটাকে অ-বেলায় ডুব দিইয়ে তবে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল।

সন্ধ্যা। বেশ তো মা যাচ্চি। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

"জগো, ঘরে আছিস গা?" বলিতে বলিতে সদর দরজা দিয়া গোলক প্রবেশ করিয়া উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জগদ্ধাত্রী। ও মা, চাটুয্যেমামা যে! কি ভাগ্যি!

গোলক। (সন্ধ্যাকে) বলি আমার সন্ধ্যে নাতনী কেমন আছিস গো? যেন রোগা দেখাচ্চে না?

সন্ধ্যা। না, ভালো আছি ঠাকুর্দা।

জগদ্ধাত্রী। (শুষ্কমুখে একটু হাসিয়া) হাঁ, ভালই বটে। কি বলব মামা, রোজ অসুখ, রোজ অসুখ। আজও তো সাবু খেয়ে রয়েচে।

গোলক। তাই নাকি? তা হবে না কেন বাছা—কোথায় আজ ও কাঁখে-কোলে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না করবে, না তোরা ওকে টাঙিয়ে রেখে দিলি! পাত্রস্থ করবি কবে? বয়স যে—

জগদ্ধাত্রী। কি করব মামা, আমি একা মেয়েমানুষ আর কত দিকে সামলাব! তোমার জামাই গেরাহ্যি করে না—ডাক্তারি নিয়েই উন্মত্ত—আমার এমন ধিক্কার হয় মামা, যে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে শাশুড়ীর কাছে কাশীতে পালিয়ে গিয়ে থাকি। তারপরে যার যা কপালে আছে হোক।

গোলক। পাগলাটা এখন করচে কি?

জগদ্ধাত্রী। তাই একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেও যে বাঁচি, ঘরে শেকল দিয়ে ফেলে রেখে দি। এ যে দুয়ের বার—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে খাক্ করে দিলে।

জগদ্ধাত্রী চোখের কোণটা আঁচল দিয়া মুছিলেন।

গোলক। তাই বটে, তাই বটে—আমি অনেক কথাই শুনতে পাই। তা তোরাও বাপু ধনুকভাঙা পণ করে আছিস, স্বয়ং কার্তিক নইলে আর মেয়ের বিয়ে, দিবি না। আমাদের ভারী কুলীনের ঘরে তা কি কখনো হয়—না হয়েছে বাছা? শুনিসনি, তখনকার দিনে কত কুলীনকে গঙ্গাযাত্রা করেও কুলীনের মান রাখতে হ'তো? মধুসূদন, তুমিই সত্য।

জগদ্ধাত্রী। (ক্রুদ্ধভাবে) কে তোমাকে বলেছে মামা, জামাই আমার ময়ূরে চড়ে না এলে মেয়ে দেব না? মেয়ে আগে, না কুল আগে? বংশে কেউ কখনো শুদ্দুর ব'লে কায়েতের ঘরে পা ধুলে না, আর আমি চাই কার্তিক! ছোট ঘরে যাব না, এই আমার পণ—তা মেয়ে জলে ফেলে দিতে হয় দেব।

গোলক। আহা, জলে ফেলে দিতে হবে কেন! (সন্ধ্যার দিকে সহাস্যে চাহিয়া) কাতিক যখন চাস নে জগো, তখন মেয়েকে না-হয় আমার হাতেই দে না! সম্পর্কেও বাধবে না, থাকবেও রাজ-রাণীর মত। কি বলিস নাত্নী—পছন্দ হবে?

সন্ধ্যা। (কঠিনভাবে) পছন্দ কেন হবে না ঠাকুর্দা? দড়ির খাটের চতুর্দোলায় চেপে আসবেন এই দিক দিয়ে, আমি মালা গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকব তখন।

দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান

গোলক। (হাঃ হাঃ করিয়া খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া) মেয়ে তো নয়, যেন বিলিতি পল্টন। এ না-হয় দাদা-নাতনী সম্পর্ক—বলতেও পারে, কিন্তু সেদিন রাসুর মুখে শুনলাম নাকি, যা মুখে এসেচে তাই বলেচে। মা বাপ পর্যন্ত রেয়াৎ করেনি।

জগদ্ধাত্রী। (সবিনয়ে) না মামা, সন্ধ্যা তো সেসব কিছুই বলেনি। মাসি তিলকে তাল করেন, সে তো তুমি বেশ জানো।

গোলক। তা জানি। কিন্তু আমার কাছে করে না।

জগদ্ধাত্রী। আমি যে তখন দাঁড়িয়ে মামা।

গোলক। (হাসিয়া) তাহলে তো আরও ভাল। শাসন করতেও বুঝি পারলি নে।

জগদ্ধাত্রী। শাসন? তুমি দেখো দিকি মামা ওর কি দুর্গতিটাই না আমি করি!

গোলক। থাক, দুর্গতি ক'রে আর কাজ নেই—বিয়ে হলে, সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শুধরে যাবে, তবে শাসনে একটু রাখিস। কালটা বড় ভয়ানক কিনা! অরুণ আসে আর?

জগদ্ধাত্রী। অরুণ? নাঃ —

গোলক। ভালই। ছোঁড়াটাকে দিস নে আসতে। অনেক রকম কানাকানি শুনতে পাই কিনা!

জগদ্ধাত্রী। (তিক্ত কণ্ঠে) শুনলে অনেক জিনিসই শোনা যায় মামা, কিন্তু আমার মেয়ের কথা নিয়ে লোকেরই বা এত মাথাব্যথা কেন?

গোলক। (মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে) তা সত্যি বাছা। কিন্তু সময়ে সাবধান না হলে লোকের পোড়া মুখও যে বন্ধ করা যায় না জগো।

জগদ্ধাত্রী ইহারও প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়েই সন্ধ্যার কাণ্ড দেখিয়া তিনি ভয়ে বিস্ময়ে ও নিদারুণ ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা পুকুর হইতে স্নান করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাড়ি ঢুকিতেছিল, তাহার কাপড় ভিজা, মাথার চুলের বোঝা হইতে জল ঝরিতেছে—এই অবস্থায় পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতবেগে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোলক। মেয়ের জ্বর বললিনি জগো? সন্ধ্যেবেলায় নেয়ে এল যে?

জগদ্ধাত্রী। কি জানি মামা।

গোলক। এমন অত্যাচার করলে যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াবে!

জগদ্ধাত্রী। দাঁড়ালেই বা কি করব বলো? ও আমার হাতের বাইরে।

গোলক। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) তা বুঝেছি। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি, এ বাড়ির কর্তাটা কে? তুই, না জামাই, না তোর মেয়ে?

জগদ্ধাত্রী। সবাই কর্তা।

গোলক। তাহলে তাদের বলিস যে পাড়ার মধ্যে দুলে-বাগ্‌দী প্রজা রাখা চলবে না। তারা এর একটা ব্যবস্থা না করলে শেষে আমাকেই করতে হবে। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

জগদ্ধাত্রী। (সক্রোধে) সন্ধ্যে, এদিকে আয়!

ঘরের মধ্য হইতে মাথা মুছতে মুছিতে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া সন্ধ্যা কহিল

সন্ধ্যা। কেন মা?

জগদ্ধাত্রী। দুলে মাগীদের সরাবি, না আমাকেই কাল নাইবার আগে ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে?

সন্ধ্যা। দুঃখী অনাথা মেয়ে দুটোকে ঝাঁটা মারা তো শক্ত কাজ নয় মা, কিন্তু ওরা কি কারও কোন ক্ষতি করেচে?

গোলক। ক্ষতি করে বই কি। পরশু বেড়িয়ে যাবার সময় দেখি পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছাগলটাকে ফ্যান খাওয়াচ্চে। ছিটকে ছিটকে পডচে তো?

জগদ্ধাত্রী। পড়বে বই কি মামা।

গোলক। তবে সেই বল্। না জেনে সাপের বিষ খাওয়া যায়, কিন্তু জেনে তো আর পারা যায় না। (সন্ধ্যার প্রতি) তোমার কাঁচা বয়স নাত্‌নী, তুমি না-হয় রাত্তিরেও নাইতে পার, কিন্তু আমি তো পারি নে!

সন্ধ্যা। সে জানি ঠাকুর্দা। কিন্তু বাবা যখন ওদের স্থান দিয়েছেন, তখন আর কোথাও একটা আশ্রয় না দিয়েও তো তাঁর অপমান করতে পারি নে।

গোলক। বেশ তো, তারই বা অভাব কি সন্ধ্যা ? অরুণের বাড়ির পিছনে তো ঢের জায়গা আছে, তাকেই বল্ না আশ্রয় দিতে। বাগ্দী-দুলে হোক, তবু তারা হিঁদু—তাতে তার জাত যাবে না ?

সন্ধ্যা। গেলেই বা কে তার জমা-খরচ রাখচে বলুন ? যে জাতই মানে না তার আবার যাওয়া আর থাকা !

গোলক। তোমার সঙ্গে এই সব পরামর্শ চলে ?

সন্ধ্যা। (খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) হায়, হায়, ঠাকুর্দা, সে আপনাদেরই গ্রাহ্য করে না, কুকুর-বেড়ালের সামিল মনে করে, তা আমি !

প্রস্থান

জগদ্ধাত্রী। হতভাগী ! পরের ছেলের নামে তুই মিথ্যে অপবাদ দিস্ ! তাকে কে না জানে ? সে কখনো একথা বলেনি আমি গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি।

গোলক। না জগো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব এমনিই বটে। তা বেশ, না-হয় কুকুর-বেড়ালই হলুম। কিন্তু একটা কথা বলে যাই আজ, আর বিয়ে দিতে মেয়ের দেরি করিস নে। যেখানে হোক দিয়ে ফেলে পাপ চুকিয়ে দে, চুকিয়ে দে।

জগদ্ধাত্রী। দাও না মামা একটা দেখে-শুনে। আর যে আমি ভাবতে পারি নে।

গোলক। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) আচ্ছা, দেখি। কিন্তু কি জানিস মা, এক মেয়ে, দূরে বিয়ে দিয়ে কিছুতে থাকতে পারবি নে, কেঁদে-কেটে মরে যাবি। আমাদের স্বভাবের-ঘরে পাত্রের বয়স দেখতে গেলে চলে না। তবে কাছাকাছি হয়, দুবেলা চোখের দেখাটা দেখতে পাস তো তার চেয়ে সুখ আর নেই।

জগদ্ধাত্রী। (চোখ মুছিয়া করুণ কণ্ঠে) কোথায় পাব মামা এত সুবিধে ? তবে ঘর-জামাই—

গোলক। ছি ছি, অমন কথা মুখেও আনিস্ নে জগো, ঘর-জামাইয়ের কাল আর নেই, তাতে বড় নিন্দে। আর যদিও বা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ধরে আনিস, গাঁজাগুলি আর মাতলামি করেই তোর যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেবে ! বলি, নিজের কথাটাই একটু ভেবে দেখ্ না।

জগদ্ধাত্রী। চিরকালটাই দেখচি মামা, চিরকালটাই জ্বলেপুড়ে মরচি।

গোলক। (মৃদু হাস্য করিয়া) তবে তাই বল। বিনা কাজ-কর্মে বসে বসে খেলেই এমনি হবে। . এ কি আর তোর মত বুদ্ধিমতী বুঝতে পারে না ?

জগদ্ধাত্রী। বুঝি বই কি, ভেতরে ভেতরে সব বুঝি। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, কোন দিকে চেয়ে যে কুল-কিনারা দেখতে পাই নে।

গোলক। পাবি, পাবি। তাড়াতাড়ি কি—দেখি না একটু ভেবেচিন্তে। কিন্তু আজ যাই।

জগদ্ধাত্রী। মামা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রইলে, একটু বসলে না।

গোলক। তা হোক, আজ আসি মা, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে —আর বিলম্ব করব না।

ধীরে ধীরে সদর দরজার দিকে অগ্রসর—পিছু পিছু জগদ্ধাত্রীও অগ্রসর হলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামের পথ। প্রাতঃকাল।

বৈষ্ণব বাবাজী গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছে

গান

এই ছিল কি মন রে, তোর মনে।
আমারে মজালি মন, না ভজে রাধারমণে ॥
তুই আমার আমি তার, তোর মনে কি মনান্তর,
মনান্তরে রাখলি কেন, আমার মন্মথমোহনে।
যারে চিন্তে বিধি হরে, না চিন্তয়ে চিন্তা হ'রে,
তুই আমায় ডুবালি অন্তে চিন্তাসাগর-জীবনে ॥

গান শেষ করিয়া বাবাজীর প্রস্থান

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রিয়র প্রবেশ। তাঁহার বগলে চাপা একখানি হোমিওপ্যাথি বই, হাতে তোয়ালে-বাঁধা ঔষধের বাক্স, পিছনে থাকিয়া দুলেবৌ (এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রী) আকুতি-মিনতি করিয়া বলিতেছে—

দুলেবৌ। বাবাঠাকুর, তুমি দয়া না করলে আমরা যাই কোথাকে ?

প্রিয়র মুখ ফিরাইয়া কথা কহিবার অবকাশ নাই, তিনি বাঁ হাতটা পিছনে নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—

প্রিয়। না, না, না—তোদের আর আমি রাখতে পারব না, তোরা বড্ড বজ্জাত। কেন তুই ছাগলকে ফ্যান খাওয়ালি ?

দুলেবৌ। (বিস্ময় সহকারে) সক্কলের প্যাটা-পেঁটি তো ফ্যান খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয়। (ক্রুদ্ধভাবে) ফের মিথ্যেকথা হারামজাদী! কারুর ছাগল ফ্যান খায় না। ছাগল খায় ঘাস।

দুলেবৌ। ঘাস খায়, পাতা-পত্তর খায়, ফ্যানও খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয়। (হাত নাড়িয়া) না, না, তোদের আর আমি রাখব না, তোরা আজই দূর হ। গোলক চাটুয্যে বলে গেছে বামুনপাড়ায় তোরা ছাগলকে ফ্যান খাইয়েচিস। আর তোদের ওপর আমার দয়া নেই—তোরা বড় বজ্জাত।

দুলেবৌ। ফ্যানটুকু কি তবে ফেলে দেব বাবাঠাকুর ?

প্রিয়। হাঁ দিবি। তোদের গরু থাকতো খাওয়াতিস, দোষ ছিল না। কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা। আজই উঠে যা, বুঝলি ? উঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেছে—সলফর দেবার সময় বয়ে যায়।

দুলেবৌ। বাবাঠাকুর, কাল চোপর রাত মেয়েটার পেটে লক্ষ্মীর দানাটুকু যায় নি—

প্রিয়। (তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কেন, কেন ? পেট নাবাচ্চে ? গা বমি-বমি করচে ?

দুলেবৌ। না বাবাঠাকুর।

প্রিয়। তবে কি ? পেট ফুলচে ? ক্ষিদে নেই ?

দুলেবৌ। ক্ষিদি বড্ড বাবাঠাকুর।

প্রিয়। ওঃ—তাই বল্। সেও যে একটা মস্ত রোগ—ন্যাট্রাম, আইয়োডম, আরও ঢের ওযুধ আছে। এতক্ষণ বলিস নি কেন—দেখে শুনে যে একদাগ খাইয়ে দিতে পারতাম। চল্ দেখি—

দুলেবৌ। ওযুধ চাই না বাবাঠাকুর, দুটো চাল পেলে মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিই—

প্রিয়। (ক্রুদ্ধভাবে) ওযুধ চাই নে চাল চাই! দূর হ হারামজাদী আমার সুমুখ থেকে। ছোটজাতের মুখে আগুন! (একটু থামিয়া) আরে খেতে পাস নি তো সন্ধ্যের কাছে গিয়ে বল্‌গে না।

ছুলেবৌ। দিদিঠাকরুণকে বলব ?

প্রিয়। হাঁ, হাঁ, তাকেই তো বলবি। দেখিস, গিন্নীর কাছে গিয়ে যেন মরিস নে। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাক গে, দিদিঠাকরুণ এলে বলিস আমার বড় ওষুধের বাক্সে একটা আট আনি আছে দিতে।

ছুলেবৌ। আচ্ছা যাই বাবাঠাকুর। পেরনাম।

যাইতে উদ্যত

প্রিয়। কিন্তু খবরদার বলে দিচ্চি, ব্যামো হলে আগে আমাকে ডাকতে হবে। তখন যে বিপ্‌নের কাছে গিয়ে দাঁড়াবি তা হবে না।

ছুলেবৌ। না বাবাঠাকুর তাঁর কাছে যাব না। পেরনাম হই বাবাঠাকুর।

ছুলেবৌ যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিক দিয়া প্রস্থান করিল।

প্রিয় ব্যস্তভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই ত্রৈলোক্য ও বুড়া ষষ্ঠীচরণ তাঁহার সম্মুখের পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

প্রিয়। কি হে ত্রৈলোক্য নাকি ? ষষ্ঠীচরণ যে! বলি বাড়ির সব খবর ভাল তো ?

ত্রৈলোক্য। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে আমাদের খবর সব ভাল। সবাই ভাল আছে।

প্রিয়। ভাল, ভাল। যে দিনকাল পড়েচে, আমার তো নাইবার-খাবার সময় নেই। ঘরে ঘরে সর্দি কাশী, একটু অবহেলা করেচ কি ব্রঙ্কাইটিস। সকালেই যাওয়া হচ্চে কোথায় ?

ত্রৈলোক্য। আজ্ঞে আপনারই কাছে।

প্রিয়। কেন, কেন, আমার কাছে কেন ? এই যে বললে সবাই ভাল আছে ?

ত্রৈলোক্য। আজ্ঞে তা নয়। কি জানেন লোকজনের চলাচলের বড় দুঃখ হচ্চে জামাইবাবু, তাই খালটার ওপরে একটা সাঁকো তৈরি করচি। আপনার ঐ বৈকুণ্ঠের দরুণ বাঁশ ঝাড়টা না দিলে তো আর কিছু হয় না।

প্রিয়। (রাগ করিয়া) কিন্তু আমি দিতে যাব কেন ? গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই ?

ষষ্ঠীচরণ। যদি অভয় দেন তো বলি জামাইবাবু, এ গাঁয়ে আপনি ছাড়া আর মানুষ নেই। আপনি দয়া করেন তো দশজনে চলে বাঁচবে, এই যে আমরা চাষীমানুষ কোথায় পাব বাঁশ কেনবার টাকা ?

প্রিয়। লোকজনের কি কষ্ট হচ্চে নাকি ?

ত্রৈলোক্য। মরে যাচ্চে জামাইবাবু, হাত-পা ভেঙে একেবাবে মরে যাচ্চে।

প্রিয়। তা তো বুঝলুম, কিন্তু গিন্নী শুনলে যে ভারী রাগ করবে।

ষষ্ঠীচরণ। আপনি দিলে মাঠাকরুণ করবেন কি ? তখন না-হয় সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ব।

প্রিয়। আচ্ছা, লোকজনের কি খুব কষ্ট হচ্চে ?

ত্রৈলোক্য। সে আর কি বলব জামাইবাবু, রোজই একটা না একটার হাত-পা ভাঙচে।

প্রিয়। তাহলে আর কি করা যাবে, নাও গে যাও—কিন্তু গিন্নী যেন শুনতে না পায়। উঃ—বড় বেলা হয়ে গেল—রসকে বাগ্দীর পরিবারটা রাত্রে কেমন ছিল কে জানে। ব্রায়োনিয়ার অ্যাকশানটা—নড়লে চড়লে ব্যথা—হতেই হবে। আচ্ছা চললুম—চললুম।

দ্রুত প্রস্থান

ষষ্ঠীচরণ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ত্রৈলোক্য। ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্তু খুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়া গরীব-দুঃখীর দরদও কেউ বোঝে না। মন যেন গঙ্গাজলের মত পবিত্র।

ষষ্ঠীচরণ। হুকুম যখন হয়ে গেল ত্রৈলোক্য তখন আর দেরি নয়, এখন কাজটা শেষ ক'রে ফেলা যায় যাতে তার চেষ্টা করা যাক।

ত্রৈলোক্য। সে আর বলতে! তাড়াতাড়ি চল খুড়ো।

যে দিক দিয়া আসিয়াছিল, উভয়ের সেই দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অরুণের পাঠ-গৃহ। অপরাহ্ন।

একটি টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অরুণ বসিয়া আছে তাহার কোলের উপর একখানা মোটা বই খোলা। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সে খুব চিন্তিত ও ক্লান্ত। সন্ধ্যা সদর দরজা দিয়া চুপি চুপি আসিয়া অরুণের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল—

সন্ধ্যা। এ কি অরুণদা, এমন অ-বেলায় ঘুমুচ্চ নাকি?

অরুণ। (ক্লান্তভাবে) না ঘুমোই নি, কিন্তু তুমি এখানে? ব'সো।

সন্ধ্যা। আমার বসবার সময় নেই। পুকুরে গা ধুতে এসে তোমার এখানে লুকিয়ে এসেচি। আমাদের একটা মান রাখবে অরুণদা?

অরুণ। (বিস্মিতভাবে) মান? তোমাদের? নিশ্চয় রাখব সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। তা আমি জানতুম। বাবার কাছে শুনলুম এ কদিন তুমি কাজে যাও নি, বাড়ি থেকে পর্যন্ত বেরোও নি—কেন শুনি?

অরুণ। আমার শরীর ভাল নয়।

সন্ধ্যা। না থাকা আশ্চর্য নয়, কিন্তু তা নয়। বাবা তাহলে সকলের আগে সেই কথাটাই বলতেন। তোমার এখানে বাবা তো প্রতিদিনই একবার আসেন। এখানে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে তামাক না খেলে তো তাঁর ঘুমই হয় না। তাঁর চোখকে কি ক'রে তুমি ফাঁকি দেবে?

অরুণ। তবে, কি কারণ?

সন্ধ্যা। কারণ আমি জানি অরুণদা।

অরুণ। (নিস্পৃহভাবে) ভাল!

সন্ধ্যা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তুমি আর কখনো যেয়ো না।

অরুণ। না—শুধু কেবল তোমাদের বাড়িতে নয়—এ গ্রামের বাস তুলে দিয়ে আর কোথাও যাব কি না, আমি সেই কথাই দিনরাত ভাবচি।

সন্ধ্যা। জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে?

অরুণ। জন্মভূমিই তো আমাকে ত্যাগ করছে সন্ধ্যা। আচারের মর্যাদা বাঁচাতে তোমাকেও যখন মুখের পান ফেলে দিতে হ'লো, তোমারও কাছে আমি যখন

এমন অশুচি হয়ে গেছি, তখন এই লাঞ্ছনা সয়েও কি আমাকে তুমি এই গ্রামে থাকতে বল?

সন্ধ্যা। কিন্তু এ লাঞ্ছনা কি তুমিই নিজেই টেনে আনো নি অরুণদা?

অরুণ। কি জানি! কিন্তু, আচ্ছা সন্ধ্যা, প্রায়শ্চিত্ত করলে কি এর কোন উপায় হয় বলতে পার?

সন্ধ্যা। হতে পারে, কিন্তু একদিন আত্মমর্য্যাদা হারাবার ভয়ে তুমি রাজি হও নি—আবার আজ যদি নিজেই তাকে বিসর্জন দাও তো, আমি বলি অরুণদা, তুমি আর যাই কর, এখানে আর থেকো না!

অরুণ। কিন্তু তোমার ঘৃণা যে সেখানেও আমাকে টিকতে দেবে না!

সন্ধ্যা। কিন্তু তাতেই বা তোমার কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি?

অরুণ। সন্ধ্যা! একথা তুমিও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে?

সন্ধ্যা। তুমি যে আমার লজ্জার, আমার সঙ্কোচের আবরণটুকু রাখতে দিলে না অরুণদা! আভাসে ইঙ্গিতে তোমাকে কতবার জানিয়েচি সে কিছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবরদস্তি যেন কোনমতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজি হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি নে আমি কতবড় বামুনের মেয়ে!

অরুণ। (হতবুদ্ধি হইয়া) আর আমি?

সন্ধ্যা। তুমিও আমার স্বজাতি—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেরাল তো এক নয় অরুণদা!

কথা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। অরুণ আর কথা কহিল না, কেবল সন্ধ্যার মুখের উপর হইতে নিজের বিস্মিত ব্যথিত চোখ দুটি সরাইয়া লইল। সন্ধ্যা জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল—

সন্ধ্যা। তুমি যেখানেই যাও না অরুণদা, আমাকে কিন্তু সহজে ভুলতে পারবে না। অনেককাল তোমার মনে থাকবে, বার বার এত অপমান তোমাকে কেউ করে নি।

অরুণ। (মুখ তুলিয়া) তুমি যে জন্যে এসেছিলে তা তো এখনো বল নি?

সন্ধ্যা। (আত্মবিস্মৃতভাবে) পৃথিবীতে আশ্চর্যের অন্ত নেই। অথচ আমার মান তুমি না রাখলে পৃথিবীতে আর কেউ রাখবার নেই!—এ তোমার বিশ্বাস হয় অরুণদা?

অরুণ। কি বল না।

সন্ধ্যা। এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রীকে আর তার মেয়েকে এককড়ির বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার বাবা তাদের ডেকে এনেছেন। আমি দিয়েছি তাদের আশ্রয়।

অরুণ। কোথায়?

সন্ধ্যা। আমাদের পুরানো গোয়ালঘরে। কিন্তু বামুনপাড়ার মধ্যে তারা থাকতে পাবে না।

অরুণ। কেন?

সন্ধ্যা। কেন কি? তারা যে দুলে! তারা আমাদের পুকুর-ঘাট থেকে খাবার জল নেয়, তারা পথের ওপর ছাগলকে ফ্যান খাওয়ায়—গোলকঠাকুর্দা না জেনে পাছে মাড়িয়ে ফেলেন—মা প্রতিজ্ঞা করেছেন কাল সকালে তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় ক'রে তবে স্নান করবেন। তুমি তাদের স্থান দাও অরুণদা—তাদের কিছু নেই—তারা একেবারে নিরাশ্রয়।

অরুণ। বেশ, কিন্তু কোথায় স্থান দেব?

সন্ধ্যা। তা আমি জানি নে—যেখানে হোক। তুমি ছাড়া আর আমি কাকে গিয়ে বলব?

অরুণ। (একটু ভাবিয়া) আমার উড়ে মালিটা বাড়ি চলে গেছে—তার ঘরটাতে কি তারা থাকতে পারবে? না-হয় একটু আধটু সারিয়ে দেব।

সন্ধ্যা। (উল্লসিতভাবে) খুব থাকতে পারবে।

অরুণ। তাহলে তাদের পাঠিয়ে দাও গে। মালিটা ফিরে এলে তার অন্য ব্যবস্থা করে দেব।

সন্ধ্যা। অরুণদা, এখন তো আমার মুখে পান নেই, তোমাকে একটা প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিই।

গড় হইয়া সন্ধ্যা পায়ের ধূলো লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ। এর কোন প্রয়োজন ছিল না সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। প্রয়োজন তোমার ছিল না, কিন্তু আমার ছিল। আমি যাই অরুণদা।

বিদায় লইতে উদ্যত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা মুগ্ধদৃষ্টিতে অরুণের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সুর করিয়া গাহিল—

বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব॥

গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যার প্রস্থান

অরুণ তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। মধ্যাহ্ন।

জগদ্ধাত্রী পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া এলো চুলে, হাতে একটি জলপূর্ণ পাত্র লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পিছন হইতে রাসমণি আসিয়া কহিলেন—

রাসমণি। জগো, স্নান হয়ে গেল মা? তোর ঐ পাগলী মেয়েটা কি তপিস্যেই করেছিল! অ্যাঁ, এ যে স্বপনের অতীত!

জগদ্ধাত্রী। কি হয়েছে মাসি? কি করেছে সন্ধ্যে?

রাসমণি। যা করেছে তা পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে কবে করেছে শুনি? যা এই ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কর্ গে। কিন্তু আমাকে বাছা, ইষ্টি কবজখানি গলায় ধারণ করতে একটি সরু সোনার গোট তৈরি করিয়ে দিতে হবে, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী। কি হয়েচে মাসি? খুলে না বললে বুঝব কি ক'রে?

রাসমণি। (মৃদু হাসিয়া) খুলে বলতে হবে? তবে বলি! তোরা মায়ে-ঝিয়ে ঢের পুণ্যি করেছিলি নইলে এ কখনো হয় না। ভেবে মরছিলি মেয়েটার বিয়ে দিবি কি করে—এখন যা—একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে বস্ গে।

জগদ্ধাত্রী। এ সব কি বলছ মাসি?

রাসমণি। ঠিকই বলছি মা, ঠিকই বলছি। (জগদ্ধাত্রীর বাম বাহুটা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া) কথাটা গোপনে রাখিস মা, আহ্লাদে এখুনি জানাজানি করে ফেলিস নে—ভাঙচি পড়ে যেতে

পারে। আমাকে ছাড়া নাকি চাটুয্যেদাদা আর জন-প্রাণীকে বিশ্বাস করেন না, তাই সকালেই ডেকে আমাকে বললেন, রাসু, জগদ্ধাত্রীকে খবরটা দিয়ে এসো গে দিদি। তার মেয়ের জন্যে আর ভেবে মরতে হবে না—আমার হাতেই স'পে দিয়ে একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ঘরে বসুক গে।

জগদ্ধাত্রী। ওঃ, এই কথা! আমি ভাবলেম মাসি বুঝি সত্যি সত্যিই সন্ধ্যের বিয়ের কোন একটা খবর এনেছে! মাসি, গোলকমামা তোমাকে তামাসা করেছেন। এটা বুঝতে পারনি?

রাসমণি। তামাসা কি লো? এতটা বয়স হ'লো তামাসা কাকে বলে জানি নে! তা ছাড়া ভাই-বোনে তামাসা?

জগদ্ধাত্রী। তামাসা বই কি মাসি। এ কি কখনো হতে পারে?

রাসমণি। তা সত্যি বাছা—আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বুঝি-বা স্বপ্নই দেখচি। কিন্তু পরেই বুঝলুম, না, জেগেই আছি। মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নইলে কুলীনের মেয়ের ভাগ্যে এ কেউ কখনো দেখেচে না শুনেচে। আশীর্বাদ করি জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে থাক। আর দেখ, চাটুয্যেদাদার ইচ্ছেটা, এই সামনের অঘ্রাণের পরেই নাকি এক বচ্ছর অকাল, তাই শুভ কাজে আর দেরি না করাই ভাল। আমারও বাছা তাই মত। আর হবেই না বা কেন বল? মেয়ে যে একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমে। দেখলে মুনির মন টলে যায়, তা আবার গোলক চাটুয্যে! এখন আমি চললুম জগো, বেলা হয়ে গেল—ও বেলা আবার তখন আসব।

সহাস্যে জগদ্ধাত্রীর বাহুর উপর একটু আঙুলের চাপ দিয়া রাসমণি বাহির হইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী খানিকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া, টলিতে টলিতে গিয়া দালানের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িতেই তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সদরের দরজা দিয়া সন্ধ্যা একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে এক পা এক পা করিয়া প্রবেশ করিয়া, কোন দিকে না চাহিয়াই ডাক দিল—

সন্ধ্যা। মা, মা গো?

জগদ্ধাত্রী। (তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ দুটা মুছিয়া ফেলিয়া ভারী গলায়) কেন মা?

সন্ধ্যা। (চমকিয়া মুখ তুলিয়া) কি হয়েছে মা?

জগদ্ধাত্রী। (সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া) কিছুই ত হয় নি মা।

সন্ধ্যা। (নিজের আঁচল দিয়া মায়ের অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া করুণ কণ্ঠে) আবার বাবা কি আজ কিছু করেছেন মা?

জগদ্ধাত্রী। না।

সন্ধ্যা মায়ের কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পাশে বসিয়া কহিল—

সন্ধ্যা। সংসারে সব জিনিস মানুষের মনের মত হয় না মা। সবাই তো আমার বাবাকে পাগ্‌লা ঠাকুর বলে ডাকে, তুমিও কেন তাঁকে তাই মনে ভাবো না।

জগদ্ধাত্রী। তারা ভাবতে পারে তাদের কোন লোকসান নেই—কিন্তু আমার মত কাউকে তো জ্বালা পোহাতে হয় না সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা। (করুণ সুরে) আমার যদি সাধ্য থাকতো মা, তাহলে বাবাকে নিয়ে আমি বনে-জঙ্গলে কি পাহাড়ে-পর্বতে এমন কোথাও চলে যেতেম, পৃথিবীর কাউকে তাঁর জন্যে আর জ্বালা সইতে হ'তো না।

জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন গ্রহণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। বালাই! ষাট! কিন্তু আমি যেন তোর সৎমা। তাঁর অর্ধেকও তুই যদি আমাকে ভালবাসতিস সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা। তোমাকে কি ভালবাসিনে মা?

জগদ্ধাত্রী। কিন্তু তাঁর কাছে তোর যেন সারা প্রাণটা পড়ে আছে—পায়ে কাঁকরটি না ফোটে এমনি তোর ভাব। তুই বেশ জানিস তাঁর ওষুধে কিছু হয় না, তবু তুই প্রাণটা দিতে বসেছিস, কিন্তু আর কারও ওষুধ খাবি নে—পাছে তাঁর লজ্জা হয়। এ সব কি আমি টের পাই নে সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া হাসিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। তাই বই কি! বাবার মত ডাক্তার কি কোথাও আছে নাকি?

জগদ্ধাত্রী। নেই, সে কথা সত্যি।

সন্ধ্যা। যাও—তোমাকে ঠাট্টা করতে হবে না। মানুষের অসুখ বুঝি এক-দিনেই ভাল হয়ে যায়? আমি তো আগের চেয়ে ঢের সেরে উঠেচি। ভাল কথা মা, দুলেবৌরা উঠে গেছে।

জগদ্ধাত্রী। কখন গেল?

সন্ধ্যা। কি জানি। বোধ হয় ভোরে উঠেই চলে গেছে।

জগদ্ধাত্রী। কোথায় উঠে গেল জানিস্?

সন্ধ্যা। (তাচ্ছিল্যভরে) অরুণদার ওই পিছনের বাগানটাতে বুঝি। তাঁর উড়েমালীর একটা ভাঙা পোড়ো ঘর ছিল না—তাতেই বোধ হয়।

জগদ্ধাত্রী। অরুণের কাছে কে তাদের পাঠালে? তুই বুঝি?

সন্ধ্যা। অরুণদার কাছে আমি কেন তাদের পাঠাতে যাব মা? আমি কাউকে কারুর কাছে পাঠাই নি।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি হাতের চিঠিখানা মায়ের চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিয়া বলিল—

এই নাও পড়।

জগদ্ধাত্রী। কার চিঠি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। আসল কথাটাই তোমাকে এখনো বলা হয় নি মা। আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা এবার কাশী থেকে সত্যি সত্যিই আসবেন লিখেছেন। তিনি তো কখনো মিথ্যা বলেন না মা—এবার বোধ হয় তাঁর দয়া হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী। মার চিঠি? কবে আসবেন লিখেছেন? আমি যে তাঁকে অনেক করে সেদিন চিঠি লিখে জানিয়েছিলেম তোমার একমাত্র পৌত্রীর বিবাহে কেবল উপস্থিত হওয়া নয়—কন্যা দান করতে হবে। পড়্ না মা সব চিঠিখানা।

সন্ধ্যা। তোমার চিঠির জবাব তুমিই পড় না মা!

মায়ের হাতে চিঠিখানা দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান

জগদ্ধাত্রী। পাগলী মেয়ে! বিয়ের কথা আছে ব'লে পড়তে লজ্জা হ'লো!

জগদ্ধাত্রী নিবিষ্টচিত্তে চিঠিখানার উপর আগাগোড়া চক্ষু বুলাইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতে লাগিলেন—

জগদ্ধাত্রী। "কন্যা আমি কিছুতেই দান করিতে পারিব না—তবে আমি উপস্থিত থাকিব।"

এইটুকু পড়িয়া খানিকক্ষণ অতি চিন্তিতভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—

কেন? কেন পারবেন না!

অতি ব্যস্তভাবে সদর দরজা দিয়া প্রিয়র প্রবেশ। কোনদিকে না তাকাইয়া তিনি নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন—

প্রিয়। দুটো দিন যাই নি, দুটো দিন দেখি নি, অমনি হাইপোকণ্ড্রিয়া ডেভেলপ করেচে!

জগদ্ধাত্রী। (শ্রান্ত কণ্ঠে) কার কি হয়েছে?

প্রিয় পিছন ফিরিয়া জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া কহিলেন—

প্রিয়। অরুণের ঠিক হাইপোকণ্ড্রিয়া! আমি যা ডায়াগ্‌নোস করব, কারুর বাবার সাধ্য আছে কাটে? কৈ বিপ্‌নে বলুক তো এর মানে কি!

জগদ্ধাত্রী। (উদ্বিগ্ন হইয়া) কি হয়েছে অরুণের?

প্রিয়। ঐ তো বল্‌লুম গো। বিপ্‌নেই বুঝবে না তা তুমি! তবু তো সে যা হোক একটু প্রাকটিস-ফ্রাকটিস করে। জিনিসপত্র বাঁধা হচ্ছে—বাড়ি-ঘর-দোর-জমি-জায়দাদ বিক্রী হবে—হারাণ কুণ্ডুকে খবর দেওয়া হয়েছে—ভাগ্যে গিয়ে পড়লুম! যেদিকে যাব না, যেদিকে একদিন নজর রাখব না অমনি একটা অঘটন ঘটে বসবে! এমন করে আমার তো প্রাণ বাঁচে না বাপু। সন্ধ্যে? কোথা গেলি আবার? ধাঁ ক'রে মেটিরিয়া-মেডিকাখানা নিয়ে আয় তো মা, একটা রেমিডি সিলেক্ট ক'রে তারে খাইয়ে দিয়ে আসি!

ঘরের মধ্য হইতে "যাই বাবা" বলিয়া সাড়া দিয়া একখানা মোটা বই হাতে সন্ধ্যা আসিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী। (রাগ করিয়া) পায়ে পড়ি তোমার, খুলেই বল না ছাই কি হয়েছে অরুণের?

প্রিয়। (চমকিয়া উঠিয়া) আহা, হাইপো—মানসিক ব্যাধি! আজ-কালের মধ্যেই সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়—হারাণ কুণ্ডুকে সমস্ত বেচে দিয়ে। তা হবে না, হবে না—ওসব হতে আমি দেব না। একটি ফোঁটা দু শ' শক্তির—

জগদ্ধাত্রী। (ব্যাকুল কণ্ঠে) বাড়ি-ঘর বিক্রী ক'রে চলে যাবে অরুণ? সে কি পাগল হয়ে গেল?

প্রিয়। (হাতখানা সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া) উঁহুঁ, তা নয়, তা নয়। নিছক হাইপোকণ্ড্রিয়া! পাগল নয়—তারে বলে ইন্‌স্যানিটি! তার আলাদা ওষুধ। বিপ্‌নে হলে তাই বলে বসত বটে, কিন্তু—

জগদ্ধাত্রী কটাক্ষে একবার মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা দৃঢ়কণ্ঠে অতি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। তোমার নিজের কথা আমার শোনবার সময় নেই। অরুণ কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে?

প্রিয়। চাইচে? একেবারে ঠিকঠাক। কেবল আমি গিয়ে—

জগদ্ধাত্রী। কেন্ আমি ?—অরুণ কবে যাবে ?

প্রিয়। কবে ? আজও যেতে পারে, কালও যেতে পারে, শুধু হারাণ কুণ্ডু ব্যাটা—

জগদ্ধাত্রী। হারাণ কুণ্ডু সমস্ত কিনবে বলেচে ?

প্রিয়। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে ব্যাটা তো কেবল ঐ চায়। জলের দামে পেলে—

জগদ্ধাত্রী। এ কথা গ্রামের আর কেউ জানে ?

প্রিয়। কেউ না, জনপ্রাণী নয়। কেবল আমি ভাগ্যে—

জগদ্ধাত্রী। তোমার ভাগ্যের কথা আমার জানবার সাধ নেই। তুমি শুধু তাকে একবার ডেকে দিতে পারো ? বলবে, তোমার খুড়িমা এখ্খুনি একবার অতি-অবশ্য ডেকেচেন।

সন্ধ্যা। (দৃঢ়কণ্ঠে) কেন মা তাঁকে তুমি বার বার অপমান করতে চাও ? তোমার কাছে তিনি কি এমন অপরাধ করেছেন শুনি ?

জগদ্ধাত্রী। (আশ্চর্য হইয়া) কে তাকে অপমান করতে চাইচে সন্ধ্যে ?

সন্ধ্যা। না, তুমি কখ্খনো তাঁকে এ বাড়িতে ডেকে পাঠাতে পারবে না।

জগদ্ধাত্রী। ডেকে দুটো ভাল কথা বলতেও কি দোষ ?

সন্ধ্যা। (উত্তেজিতভাবে) ভাল হোক মন্দ হোক, তিনি থাকুন বা যান, বাড়ি বিক্রী করুন বা না করুন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ যে এ তুমি বলতে যাবে ? এ বাড়িতে যদি তুমি তাঁকে ডেকে আনো মা, আমি তোমারই দিব্যি করে বলচি ওই পুকুরের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

বই হাতে দ্রুতবেগে প্রস্থান

দুঃসহ বিস্ময়ে জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রহিলেন, কেবল প্রিয় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

প্রিয়। আহা, বইখানা দিয়ে যা না ছাই ! বেলা হয়ে গেল, একটা রেমিডি সিলেক্ট ক'রে ফেলি সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিয়া হাতের বইটা জগদ্ধাত্রীর পাশে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। প্রিয় দালানের উপর উঠিয়া জগদ্ধাত্রীর পাশে বসিয়া বই খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রী কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া দালান হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ধীরভাবে স্বামীকে কহিলেন—

জগদ্ধাত্রী। তুমি মেয়ের বিয়ে কি দেবে না ঠিক করেছ ?

প্রিয়। (বইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া) দেব না ? নিশ্চয়ই দেব।

জগদ্ধাত্রী। কবে দেবে ? শেষে একটা কিছু হয়ে গেলে দেবে।

প্রিয়। (বই হইতে মুখ না তুলিয়া) কি হয়ে গেলে ?

জগদ্ধাত্রী। তোমার মাথা আর মুণ্ডু ! বলি রসিকপুরে যাও না একবার।

প্রিয় খোলা পাতার একটা স্থান আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিলেন—

প্রিয়। রসিকপুরে ? কার কি হয়েছে ? কেউ খবর দিয়ে গেছে নাকি ? কখন দিয়ে গেল ?

জগদ্ধাত্রী। হা আমার কপাল ! এ রুগীর কথা হচ্ছে না, সন্ধ্যের পাত্রের কথা বলচি। জয়রাম মুখুয্যের নাতি বীরচন্দ্রের সঙ্গে যে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল, যাও না, গিয়ে একবার পাত্রটিকে দেখেই এসো না ! বাঁড়ুয্যের ছেলে, ঘরও তো ভাল !

প্রিয়। কিন্তু যাই কখন ? দেখলে তো একটা বেলা না থাকলে কি কাণ্ড হয়ে যায়। অরুণের ওই দশা, আবার চাটুয্যেমশায়ের ওখানে থেকে খবর দিয়ে গেছে তাঁর শালীর নাকি ভারী অসুখ।

জগদ্ধাত্রী। কার ? জ্ঞানদার ? কি হ'ল আবার তার ?

প্রিয়। অম্বল ! অম্বল ! খাবার দোষে অজীর্ণ রোগ। কেবল গা বমি-বমি— অরুণের ওখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি ফোঁটাই—

জগদ্ধাত্রী। তাঁদের ওষুধ দেবার ঢের লোক আছে। তোমার পায়ে পড়ি একবার যাও রসিকপুরে। পাত্রটিকে একবার দেখে এসে যা হোক ক'রে মেয়েটার একটা উপায় কর।

প্রিয়। (আমতা আমতা করিয়া) কিন্তু পাত্রটি যে শুনি ভারি বকাটে ! কেবল নেশা ভাঙ—

জগদ্ধাত্রী আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। হোক গে বকাটে, তবু মেয়েটা দুদিন নোয়া-সিঁদুর পরতে পাবে। তুমি কি ? তোমার হাতে আমার বাপ-মা যদি মেয়ে দিতে পেরে থাকেন, তুমিই বা পারবে না কেন ?

অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতবেগে প্রস্থান

প্রিয় অবাক হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বইখানি মুড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থান করিতে করিতে বলিলেন—

প্রিয়। দু-দুটো সাংঘাতিক রুগী হাতে—এমন ধারা করলে কি রেমিডি সিলেক্ট করা যায় !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাতঃকাল

গোলকের বাড়ির ভাঁড়ারঘর। ঘরের পাশ দিয়া একটি বারান্দা চলিয়া গিয়াছে। মেঝের উপর তরিতরকারির দু-তিনটি ডালা। জ্ঞানদা বঁটিতে একটা বেগুন কুটিতেছে। তাহার মুখ চিন্তা ও বিষাদের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। চোখ দুটি আরক্ত, তাহাতে অশ্রুর আভাস বিদ্যমান। স্নান, পূজাহ্নিক প্রভৃতি সারিয়া মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যের ন্যায় গোলক খড়ম পায়ে বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে জ্ঞানদাকে কুটনো কুটিতে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

গোলক। অ্যাঁ, এ সব কি হচ্চে বল দিকি ছোটগিন্নী? অসুখ শরীরে গৃহস্থালির ছাই-পাঁশ খাটুনিগুলো কি না-খাটলেই নয়? আচ্ছা, দেহ আগে না কাজ আগে?

জ্ঞানদা যেমন কুটনো কুটিতেছিল তেমনি কুটনো কুটিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না—একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না।

ব্যাপার কি? আজ সকালে আছ কেমন?

জ্ঞানদা সামনের বঁটিটার উপর চোখ রাখিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। ভালো।

গোলক। (অতিশয় আশ্বস্ত হইয়া) ভালো, ভালো। আমি জানি কিনা, প্রিয় হোক খ্যাপা পাগলা, কিন্তু ওষুধ দেয় যেন ধন্বন্তরী! কিন্তু যেমন বলে যাবে টাইম মত খেতে হবে। তাচ্ছিল্য করলে চলবে না তা কিন্তু বলে যাচ্চি! প্রিয়কে বিশেষ করে বলে দিয়েছি দুটি বেলা এসে দেখে যাবে—সকালে এসেছিল তো?

জ্ঞানদা। (নতমুখে) হাঁ।

গোলক। (মহা খুশী হইয়া) আসবে বৈকি! আসবে বৈকি! সে যে আমার ভারি অনুগত। কিন্তু ঝি বেটি গেল কোথায়? সে যাবে ওষুধ দিয়ে, আর তুমি এদিকে খেটে খেটে শরীর পাত করবে তা আমি হতে দিতে পারব না। বলি, গেল কোথা সব? থাক্ এ সব পড়ে! যাও, তোমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর গে—মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

যাইতে উদ্যত

জ্ঞানদা। (সজল দৃষ্টি গোলকের মুখের প্রতি স্থির করিয়া অকস্মাৎ গাঢ় কণ্ঠে) তুমি কি প্রিয়বাবুর মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েচ ? আমাকে ঠকিয়ো না, সত্যি বল !

গোলক। আমি ? সন্ধ্যাকে ? কে বললে ?

জ্ঞানদা। যেই বলুক। রাসুদিদিকে তুমি তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলে ? সামনের অঘ্রাণেই সব স্থির হয়ে গেছে ? ভগবানের দোহাই, সত্যি কথা বল !

গোলক। (শাসাইয়া) রাসি-বামনি বলে গেছে ? আচ্ছা দেখচি তাকে ! আমি—

জ্ঞানদা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কেন তবে তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে ? মুখ দেখাবার, দাঁড়াবার যে আর আমার কোথাও স্থান নেই।

গোলক ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া হাত তুলিয়া চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন—

গোলক। আহা-হা ! কর কি, কর কি ! লোকজন শুনতে পাবে যে ! মিছে—মিছে—মিছে কথা গো ! ঠাট্টা—

জ্ঞানদা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না কখ্‌খনো ঠাট্টা নয়—কখ্‌খনো এ মিথ্যে নয়। এ সত্যি ! এ সত্যি ! তুমি সব পারো ! তোমার অসাধ্য কাজ নেই !

গোলক। না না, বলচি এ ঠাট্টা—তামাসা—নাতনী সুবাদে—আহা-হা ! চুপ কর না—ঝি-চাকর এসে পড়বে যে !

বলিতে বলিতে দ্রুত প্রস্থান

জ্ঞানদার হাতের বেগুন হাতেই রহিল, সে মুখের ভিতর অঞ্চল গুঁজিয়া দিয়া একটা বুক-ফাটা ক্রন্দনকে প্রাণপণে নিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সদুদাসী একটা ঝুড়িতে গোটাকতক কাঁচা তরকারি লইয়া প্রবেশ করিয়া জ্ঞানদাকে তদবস্থায় দেখিয়া কহিল—

সদু। তোমার কি কোন অসুখ করচে মাসিমা ? বাবুকে কি খবর দেব ?

জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল—

জ্ঞানদা। না, আমার কোন অসুখ করে নি।

সদু। তাই ভাল। মোনা চাষী এগুলো দিয়ে গেল। আমি চললুম মাসিমা।

সদুর প্রস্থান

জ্ঞানদা বঁটির সম্মুখে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠির দ্বারা পথ ঠাওর করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—

বৃদ্ধ। আমার মা কোথায় গো ?

জ্ঞানদা চমকিয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ ঠাওর করিয়া তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া আশীর্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

বুড়ো-বুড়িকে এমন ক'রে ভুলে কি ক'রে আছিস মা ?

যে স্ত্রীলোকটি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—

স্ত্রীলোক। তা সত্যি বৌদিদি। বুড়ী শাশুড়ী মরে—কেবল মুখে তাঁর 'আমার বৌমাকে নিয়ে এসো—আমার বৌমাকে এনে দাও।' কেমন ক'রে এতদিন ভুলে আছ বল তো ?

জ্ঞানদা নীরবে উদ্গত অশ্রুকে আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঘরের কোণ হইতে একখানা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ। চাটুয্যেমশাইকে দুখানা চিঠি দিলাম কিন্তু একটারও জবাব পেলাম না। মনে ভাবলাম তিনি বড়লোক, নানা কাজ তাঁর, আমাদের মত গরীবকে উত্তর দেবার কথা হয়ত তাঁর মনেই নেই।

স্ত্রীলোক। হ'লেই বা ভগিনীপতি বড়লোক, তাই বলে ঘরের বৌকে আর কে কতদিন পরের বাড়ি ফেলে রাখতে পারে বৌদিদি ? তা ছাড়া যার সেবা করতে আসা, সেই বোনই যখন মারা গেল! দেখ দেখি এই বুড়ো শ্বশুর কত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন ! আমি বলি—

বৃদ্ধ। থাক্ থাক্ ওসব কথা। বৌমা! তোমার শাশুড়ীঠাকরুণ বড় পীড়িত। আজ দিন ভাল দেখেই পাঠিয়ে দিলেন যে আমার বৌমাকে একবার—

স্ত্রীলোক। বৌদিদি, তোমার জন্যেই বুঝি প্রাণটা তাঁর বেরুচ্চে না। আজ ক'দিন থেকে কেবল বলছেন এনে একবার দেখাও আমার মাকে।

বৃদ্ধ। চাটুয্যেমশায় যে আমার চিঠি দুটো পান নি, তা তো আর আমি জানি নে। আমরা কত কথাই না তোলপাড় করছিলাম। বড় ভাল লোক—সাধু ব্যক্তি। শুনেই বললেন, বিলক্ষণ! আপনাদের বৌ আপনারা নিয়ে যাবেন তাতে বাধা দেবে কে ? তোমার শাশুড়ীর অসুখ শুনে দুঃখ করে বার বার বলতে লাগলেন, আমার বড় বিপদের দিনে জ্ঞানদাকে আপনারা পাঠিয়েছিলেন, এখন আপনাদের বিপদের

দিনে এমন পাষণ্ড সংসারে কে আছে যে তাকে ফিরে পাঠাতে আপত্তি করবে! এখ্‌খুনি নিয়ে যান, আমি পাল্‌কি বেহারাকে খবর দিয়ে দিচ্ছি।

জ্ঞানদা। (বিবর্ণ মুখে) চাটুয্যেমশাই বললেন এই কথা? এখ্‌খুনি পাঠাবেন? —আজই?

স্ত্রীলোক। হাঁ—বললেন বই কি। বরঞ্চ এমনও বলে দিলেন তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লে তিনটের গাড়ী ধরে অনায়াসে কাল সকাল নাগাদ বাড়ি পৌঁছনো যাবে।

জ্ঞানদা। (হতবাক হইয়া) উনি বললেন পাঠাবেন আজই?

বৃদ্ধ। (মাথা নাড়িয়া) হাঁ মা, আজই বই কি! থাকবার ত জো নেই।

স্ত্রীলোক। আচ্ছা বৌদিদি, শাশুড়ী মরে—যার ঘরের বৌ তিনি নিজে এসেছেন নিতে—কে পাঠাবে না শুনি? ভাল, তোমার ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞেসা করেই না-হয় পাঠাও না বৌদিদি?

খট্‌খট্‌ শব্দ করিতে করিতে অতি ব্যস্তভাবে গোলকের প্রবেশ

গোলক। না মুখুয্যেমশাই, বসে গল্প করলে চলবে না। ওদিকে আবার বারবেলা পড়বে। স্নানাহ্নিক ক'রে আহারাদি সেরে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে। এই কথাটাই বলতে এলাম।

বৃদ্ধ। (মৃদু হাসিয়া) আপনার মত ভদ্রলোকেরই যোগ্য কথা। এত বড় অসুখের কথা শুনে কি আর আপনি না পাঠিয়ে থাকতে পারেন! ঐ তো শুনলে মা, এখন তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা ক'রে নাও, চাটুয্যেমশায়ের পাঠাতে এতটুকু আপত্তি নেই জেনো!

গোলক। বিলক্ষণ! পাঠাতে আপত্তি! আমাদের না-হয় একটু কষ্ট হবে, তা ব'লে—সে কি কথা! চিঠি কি একটাও পেলাম! শাশুড়ীঠাকরুণের অত বড় ব্যারাম জানতে পারলে যে আমি নিজে গিয়ে জ্ঞানদাকে রেখে আসতাম—আপনাকে কি আর কষ্ট ক'রে আসতে হয়! যাক, যা হবার হয়ে গেছে! এখন আর দেরি নয় মুখুয্যে-মশাই, উঠুন। জ্ঞানদা, একটু চট্‌পট্‌ নাও দিদি—ওদিকে আবার তিনটের গাড়ী ধরাই চাই। গিন্নী স্বর্গীয় হওয়া থেকে কি যে মন হয়েছে মুখুয্যেমশাই, কিছু মনেই থাকে না। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

প্রস্থান

জ্ঞানদা একটা কথারও জবাব দিল না—কেবল মাথা নত করিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ শ্বশুর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

বৃদ্ধ। মা, আমি তাহলে বাইরে যাই, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

স্ত্রীলোক। আজ আমার ষষ্ঠী, বৌদিদি, আমি কিছু খাব না বলে দিও।

জ্ঞানদা মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—

জ্ঞানদা। বাবা, অমি যাব না।

বৃদ্ধ প্রথমটা চমকিয়া উঠিলেন, তারপর বলিলেন—

বৃদ্ধ। যাবে না? কেন মা, আজ তো দিন খুব ভাল।

স্ত্রীলোক। আমরা যে ভট্চায্যিমশায়কে দিয়ে দিন-ক্ষণ দেখিয়ে তবে বাড়ি থেকে বার হয়েচি বৌদি!

জ্ঞানদা। না বাবা, আমি যেতে পারব না।

বৃদ্ধ আশ্চর্য হইয়া খানিকক্ষণ জ্ঞানদার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

বৃদ্ধ। বেশ! আমাদের সঙ্গে যদি সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়ে থাকে মনে কর তাহলে আর আমি তোমায় যেতে বলব না। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) কিন্তু কাজটা ভাল করলে না মা!

চোখের জল মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন, সঙ্গের স্ত্রীলোকটি জ্ঞানদার দিকে কট্মট্ করিয়া চাহিয়া বৃদ্ধের হাতটা ধরিল। জ্ঞানদা মাথা নীচু করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলকের বৈঠকখানা। ফরাসের পাশে একটি চৌকির উপর মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া আছে। মধ্যাহ্ন।

গোলকের প্রবেশ

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল। গোলক তাহা লক্ষ্য না করিয়া ফরাসের উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন—

গোলক। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয়। আজ্ঞে, শুনেই তো ছুটে আসছি চাটুয্যেমশাই। কিন্তু এমন অসময়ে যে ডেকে পাঠিয়েছেন?

গোলক। ও, আমার দিবানিদ্রার কথা বলচ? সমাজের মাথা হওয়া যে কি তা তো আর বোঝ না! সব দিন ঘুমোবার ফুরসৎ পাই কোথায়?

মৃত্যুঞ্জয়। তা তো বটে! তা তো বটে! কিন্তু জগো বামনীর মেয়েটার কি আস্পর্দ্ধা বলুন দেখি চাটুয্যেমশাই? রাসুপিসির কাছে শুনে পর্যন্ত রাগে আমার গা জলে যাচ্ছে।

গোলক। কি কি, ব্যাপারটা কি বল দেখি?

মৃত্যুঞ্জয়। আপনি কি কিছু শোনেন নি?

গোলক। না না, কিছু না। হয়েছে কি?

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারও গৃহ শূন্য, ও মেয়েটারও আর বিয়ে হয় না। শুনলাম আপনি নাকি দয়া ক'রে দুটো ফুল ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের কুলটা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ছুঁড়ি নাকি তেজ ক'রে সকলের সুমুখে বলেছে—কথাটা উচ্চারণ করতেও মুখে বাধে মশায়—বলেচে নাকি ঘাটের মড়ার গলায় ছেঁড়া-জুতোর মালা গেঁথে পরিয়ে দেব! তার মা-বাপও নাকি তাতে সায় দিয়েচে।

রাগে গোলকের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এক নিমিষে নিজেকে সামলাইয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন—

গোলক। বলেচে নাকি? ছুঁড়ি আচ্ছা ফাজিল তো?

মৃত্যুঞ্জয়। (ক্রুদ্ধ হইয়া) হোক ফাজিল, তাই ব'লে আপনাকে বলবে এই কথা! জানে না সে আপনার পায়ে মালা দিলে তার চাপ্পান্নো পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে! আপনি বলেন কি!

গোলক। (প্রশান্ত হাসিমুখে) ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ! রাগ করতে নেই হে মৃত্যুঞ্জয়—রাগ করতে নেই! আমার মর্যাদা সে জানবে কি—জানো তোমরা, জানে দশখানা গ্রামের লোক।

মৃত্যুঞ্জয়। (সংযত কণ্ঠে) ব্যাপারটা কি তাহলে সত্যি নয়? আপনি কি তা হলে রাসুপিসিকে দিয়ে—

গোলক। রাধামাধব! তুমি কি ক্ষেপলে বাবাজী? যার অমন গৃহলক্ষ্মী যায়, সে নাকি আবার—(অকস্মাৎ প্রবল নিশ্বাস মোচন করিয়া) মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

মৃত্যুঞ্জয়। আমিও কথাটা তেমন বিশ্বাস করতে পারিনি!

গোলক। তবে কি জান বাবাজী, ছাই-পাঁশ সব কথা মনেও থাকে না কিছু—হয়ত বা মনের ভুলে কাউকে কিছু বলেও থাকব। লোকজনেরা তো দিবারাত্রি খেয়ে ফেললে আমাকে—এঁকে বাঁচান, ওঁকে রক্ষা করুন, অমুকের কুল উদ্ধার করুন,—আমাকে তো জানো, চিরকাল অন্যমনস্ক উদাসীন লোক।

মৃত্যুঞ্জয়। (মাথা নাড়িয়া) সে তো দেখেই আসছি।

গোলক। মধুসূদন তুমিই ভরসা! তুমিই গতি মুক্তি! মনের মধ্যে এই-ই একমাত্র আমার বল মৃত্যুঞ্জয়। এই ভাবেই যে ক'দিন কাটে!

মৃত্যুঞ্জয়। (সবিনয়ে) অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

গোলক। বলো না হে, আমার কাছে আবার কুণ্ঠা কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। বলছিলাম কি, আমাদের প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়েটিকে আপনি পায়ে স্থান দিন। ব্রাহ্মণ বড় গরীব, মেয়েটির বয়সও তের-চোদ্দ হ'লো—আর মেয়েটি যেমন লক্ষ্মী, তেমনি সুরূপা।

গোলক। তুমি পাগল হলে মৃত্যুঞ্জয়। আমার ও-সব সাজে, না ভাল লাগে? তা মেয়েটি বুঝি এরই মধ্যে বছর-চোদ্দর হ'লো? একটু বাড়ন্ত গড়ন বলেই মনে হচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয়। আজ্ঞে হাঁ, বেশ বাড়ন্ত। তা ছাড়া যেমন শান্ত তেমনি সুন্দরী।

গোলক। (মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া) হাঁ। আমার আবার সুন্দরী! আমার আবার সুরূপা! যে লক্ষ্মীর প্রতিমে হারালাম! মধুসূদন! কারও দুঃখই সইতে পারি নে, শুনলে দুঃখই হয়। তের-চোদ্দ যখন বলচে তখন পনেরো-ষোল হবেই! ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়েচে বল?

মৃত্যুঞ্জয়। (মাথা নাড়িয়া) তাতে আর সন্দেহ কি!

গোলক। বুঝি সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়। কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। না রাখলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু একে শোক-তাপের শরীর, বয়সও ধর পঞ্চাশের কাছ ঘেঁসেই আসচে—কিন্তু কি যে স্বভাব, অপরের বিপদ শুনলেই প্রাণটা যেন কেঁদে ওঠে—না বলতে পারিনে।

মৃত্যুঞ্জয়। ব্রাহ্মণকে দয়া করতেই হবে আপনাকে—তার আর-কোন উপায় নেই।

গোলক। (দীর্ঘশ্বাসসহ) এই স্বভাব-কুলীনের গ্রামে সমাজের মাথা হওয়া যে কি ঝকমারি তা আমিই জানি। কে খেতে পাচ্চে না, কে পরতে পাচ্চে না, কার চিকিৎসা হচ্চে না—এ সকল তো আছেই, তার ওপর এই সব জুলুম হলে তো আমি আর বাঁচি নে মৃত্যুঞ্জয়। প্রাণকৃষ্ণ গরীব—তা মেয়েটি বুঝি বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে? তের-চোদ্দ নয়, পনেরো-ষোলর কম হবে না কিছুতেই—তা ব'লো না-হয় প্রাণকৃষ্ণকে একবার দেখা করতে।

মৃত্যুঞ্জয়। (ব্যগ্রভাবে) আজই—গিয়েই পাঠিয়ে দেব—বরঞ্চ সঙ্গে করেই না-হয় নিয়ে আসবো।

গোলক। (উদাস কণ্ঠে) এনো, কিন্তু বড় বিপদে ফেল্‌লে মৃত্যুঞ্জয়—গরীব ব্রাহ্মণের এ বিপদে না বলবই বা কি ক'রে। মধুসূদন! ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন! যা করাবেন তাই করতে হবে। আমরা নিমিত্ত বই ত না!

মৃত্যুঞ্জয়। তবে এখন উঠি চাটুয্যেমশাই। আমি প্রাণকৃষ্ণকে ডেকে আনি গে তাহলে?

গোলক। দ্যাখো, তোমাকে যে জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেম তাই এখনো বলা হয় নি। বলচি, মাসটা বড় টানাটানি চলচে, তোমার সুদের টাকাটা—

মৃত্যুঞ্জয়। (করুণ স্বরে) এ মাসটা যদি একটু দয়া ক'রে—

গোলক। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে। আমি কষ্ট দিয়ে এক পয়সাও নিতে চাই নে। কিন্তু বাবাজী, তোমাকেও আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। (উৎফুল্ল হইয়া) যে আজ্ঞে। আজ্ঞা করুন।

গোলক। বলচি, বলচি, সনাতন হিন্দু ধর্মটি বাঁচিয়ে সমাজ রক্ষা ক'রে চলা তো সোজা দায়িত্ব নয় মৃত্যুঞ্জয়। এ মহৎ ভার যার মাথার উপর থাকে তার সকল দিকে চোখ কান খুলে রাখতে হয়।

মৃত্যুঞ্জয়। নিশ্চয়, নিশ্চয়!

গোলক। দেখ, প্রিয় মুখুয্যের মায়ের সম্বন্ধে কি একটা গোল ছিল ব'লে শুনেছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। বলেন কি?

গোলক। হাঁ। এখন এই খবরটি বাবা তোমাকে তাদের গ্রামে গিয়ে অতি গোপনে সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। এ আর বেশী কথা কি!

গোলক। উহুঁ, ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। হ্যাঁ, সে ছিলেন বটে তোমার পিতামহ শিরোমণি মহাশয়, বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের নাড়ীর খবর ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ—ভূপতি চাটুয্যের যে দশটি বছর হুঁকো নাপতে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম—ভায়াকে শেষে বাপ বাপ ক'রে গাঁ ছেড়ে পালাতে হ'লো, সে তো তোমার পিতামহের সাহায্যেই, কিন্তু তোমরা বাবা তাঁর কীর্তি বজায় রাখতে পারলে না, এ কথা আমাকে বলতেই হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনি দেখবেন চাটুয্যেমশাই, আমি একটি হপ্তার মধ্যেই তাদের পেটের খবর টেনে বার করে আনবো।

গোলক মৃত্যুঞ্জয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—

গোলক। নাঃ, তুমি পারবে দেখছি। তা হবে না কেন বল? কত বড় বংশের ছেলে। কিন্তু দেখো বাবাজী, এ নিয়ে এখন আর পাঁচ কান করবার আবশ্যক নেই—কথাটা তোমার আমার মধ্যেই গোপন থাক। সমাজের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে হলে অনেক বিবেচনার প্রয়োজন। তা দ্যাখো, কেবল সুদ কেন, তোমার আসল টাকাটাও আমি বিবেচনা ক'রে দেখব। কষ্টে পড়েছ, এ কথা যদি আগে জানাতে—

মৃত্যুঞ্জয় পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

মৃত্যুঞ্জয়। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে,—আমরা আপনার চরণেই তো পড়ে আছি। আমি কালই এর সন্ধানে যাব। এখন আসি তাহলে।

নমস্কার করিয়া গমনোদ্যত

গোলক। অমন কথা মুখেও এনো না বাবাজী। আমি নিমিত্ত মাত্র—তাঁর শ্রীচরণে কীটানুকীটের মত পড়ে আছি।

এই বলিয়া গোলক উপরের দিকে শিবনেত্র করিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া যাইতেছিল, অন্যমনস্ক গোলক সহসা কহিলেন—

আর দ্যাখো প্রাণকৃষ্ণকে একবার পাঠিয়ে দিতে যেন ভুলো না। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনে পর্যন্ত প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। নারায়ণ! মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান (দৃশ্যপট পূর্ব্ববৎ)। অপরাহ্ণ। দালানের উপর বসিয়া জগদ্ধাত্রী ছাঁচে চন্দ্রপুলি তৈরি করিয়া থালার উপর সাজাইতেছেন. তাঁহারই অনতিদূরে তাঁহার শাশুড়ী বৃদ্ধা কালীতারা কম্বলের আসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার গায়ে একখানি গেরুয়া রঙের লুই, পরণে সেই রঙে রঞ্জিত বস্ত্র। একটু পরে হাতের কাজ থামাইয়া কালীতারার মুখের দিকে চাহিয়া জগদ্ধাত্রী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

জগদ্ধাত্রী। সন্ধ্যার যে কি আনন্দ হয়েছে মা তোমাকে পেয়ে তা আর কি বলব!

কালীতারা। তোমাকে তো পূর্ব্বেই জানিয়েছিলাম বৌমা, যেমন ক'রেই হোক সন্ধ্যার বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকব। তাই সেদিন যখন তুমি চিঠিতে জানালে যে জয়রাম মুখুয্যের দৌহিত্র শ্রীমান বীরচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, এই অগ্রাণের শেষাশেষি হবে, তখন দুদিন থাকতেই চলে এলাম। আচ্ছা বৌমা, কাল তো আশীর্বাদ হবে, বিয়ের দিনটা স্থির হ'লো কবে ?

জগদ্ধাত্রী। আজ নিয়ে ন দিন মাত্র আর বাকী। কাজটা হয়ে গেলে যেন বাঁচি মা। এ পোড়া দেশে কিছুই যেন না হ'লে আর ভরসা হয় না।

কালীতারা। (একটু হাসিয়া) সব দেশেই এই ভয় মা, কেবল তোমাদের গ্রামে নয়। কিন্তু একটা কথা বলি বৌমা, অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা মেয়েকে একেবারে জলে ফেলে দিচ্চ ?

জগদ্ধাত্রী। উনি বুঝি তোমাকে বলেছেন মা ?

কালীতারা। না মা, এ আমারই কথা। প্রিয়র কাছে সব শুনে এই ধারণাই আমার হয়েচে। আজ সকালে স্নানের পথে অরুণকে যে আমি নিজে দেখলাম। এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তোমার পছন্দ হ'লো না বৌমা ?

জগদ্ধাত্রী। কেবল পছন্দই তো সব নয় মা ?

কালীতারা। নয়, মানি বৌমা। কিন্তু ফিরে এসে সন্ধ্যার কাছে তার কথা পেড়ে একটু একটু ক'রে যতটুকু পেলাম, তাতেই যেন দুঃখে আমার বুক ফাটতে লাগল। হাঁ বৌমা, মা হয়েও কি এ তোমার চোখে পড়ল না ?

জগদ্ধাত্রী। (চাপা গলায়) এ সব কথা থাক্ মা। কাজ-কর্ম্মের বাড়ি, কেউ যদি এসে পড়ে তো শুনতে পাবে।

কালীতারা। বেশ মা, তুমি মা হয়ে যদি পেরে থাকো, আমার আর কি বলবার আছে!

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা মা, তুমি কি করে এমন কথা বল? তোমার এতবড় কুলের মর্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে কি ক'রে লোকের কাছে মুখ দেখাবে বল তো? তা ছাড়া তার তো জাতও নেই। যারা তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করেছে, এ কথাটা কি তোমাকে তারা বলেছে?

কালীতারা। বলেছে বৈকি। কিন্তু তার কিছুই যায় নি বৌমা, সমস্তই বজায় আছে। কেবল তার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্যেই বলচি নে। ছোটজাত বলে যে অনাথা মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, সে তাদেরই বুকে তুলে নিলে। তার জাত ভগবানের বরে অমর হয়ে গেছে বৌমা, তাকে আর মানুষে মা'রতে পারে না।

জগদ্ধাত্রী। অনাথা বলেই কি হাড়ি-দুলে হয়ে বামুনের ভিটে-বাড়িতে বাস করবে মা? এই কি শাস্তরে বলে?

কালীতারা। শাস্তরে কি বলে তা ঠিক জানি নে বৌমা। কিন্তু নিজের ব্যথা যে কত তা তো ঠিক জানি। আমার কথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু এ ব্যথা যদি পেতে তো বুঝতে বৌমা, ছোটজাত বলে মানুষকে ঘৃণা করার শাস্তি ভগবান প্রতি-নিয়ত কোথা দিয়ে দিচ্চেন। এই যে কুলের মর্যাদা, এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে তো নিজের মেয়েটাকে এমন ক'রে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর দুটো মানুষের সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে মা!

জগদ্ধাত্রী। তাহলে কি এই মিথ্যে নিয়েই পৃথিবী চলচে মা?

কালীতারা। (ম্লান হাসিয়া) পৃথিবী ত চলে না বৌমা, চলে কেবল—আমাদের অভিশপ্ত জাতের। অনেক বয়েস হ'লো, অনেক দেখলাম, অনেক দুঃখ পেলাম—আমি জানি যাকে বংশের মর্যাদা বলে ভাবচ, যথার্থ সে কি। কিন্তু কথাটা তোমাকে খুলে বলতেও পারব না, হয়ত বুঝতেও তুমি পারবে না। তবুও এই কথাটা আমার মনে রেখো মা, মিথ্যাকে মর্যাদা দিয়ে যত উঁচু করে রাখবে তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচার জমা হয়ে উঠতে থাকবে। উঠেচেও তাই।

একটা ঘটি হাতে সন্ধ্যা খিড়কির দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল এবং ঘটিটা দালানের উপর রাখিয়া দিল।

জগদ্ধাত্রী। ফুল গাছে জল দেওয়া হ'ল মা? কি বাজে কাজ করতেই পারিস সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। বা রে, অত কষ্ট ক'রে গাছ পুঁতলুম আর জল দেব না?

জগদ্ধাত্রী। বেশ, তাই ক'রো। কিন্তু ঠাকুরের শীতলের জোগাড়টা কখন করবি? এদিকে সন্ধ্যে হতেও তো আর দেরি নেই।

সন্ধ্যা। ঠিক সময়ে করব, তোমায় ভাবতে হবে না। ও কি মা?—চন্দ্রপুলি বুঝি? (ঠাকুরমার দিকে ফিরিয়া) আচ্ছা ঠাকুরমা, সকলের নাড় আছে, আমাদের নেই কেন?

কালিতারা। (সস্নেহে হাসিয়া) তা তো আমি জানিনে দিদি।

সন্ধ্যা। বাঃ—তোমার শাশুড়ীকে বুঝি এ-কথা জিজ্ঞেস করো নি?

কালিতারা। কি করে আর জিজ্ঞেস করব ভাই, জন্মে তো কোনদিন শ্বশুর-বাড়ির মুখ দেখিনি।

সন্ধ্যা। আচ্ছা ঠাকুরমা, তোমার সবশুদ্ধ কতগুলি সতীন ছিল? একশ? দুশ? তিনশ? চারশ?

কালিতারা। ঠিক জানিনে দিদি, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে, তখনই তাঁর পরিবার ছিল ছিয়াশিটি। তার পরেও অনেক বিয়ে করেছিলেন কিন্তু কত সে বোধ হয় তিনি নিজেও জানতেন না—তা আমি জানব, কি করে?

সন্ধ্যা। আহা, তাঁর লেখা তো ছিল? সেই খাতাখানা যদি কেড়ে রাখতে ঠাকুরমা, তাহলে বাবাকে দিয়ে আমি খোঁজ করাতুম তাঁরা সব এখন কে কোথায় আছেন। হয়ত আমার কত কাকা, কত ভাই-বোন সব আছেন। আচ্ছা ঠাকুরমা, ঠাকুর্দ্দামশাই কালে-ভদ্রে কখনো এলে তাঁকে ক'টাকা দিতে হ'তো? দর-দস্তুর নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে যেতো না?

জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্নের থালা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাগত কহিলেন—

জগদ্ধাত্রী। জ্যাঠামি রেখে ঠাকুরের শীতলের জোগাড়টা সেরে ফেল্ গে' দিকি সন্ধ্যে।

যাইতে উদ্যত

কালিতারা। সন্ধ্যা তো ঠিকই বলেছে বৌমা, ওর ওপর মিছিমিছি তুমি রাগ করচ। অথচ এমনি মজা, আজও পর্যন্ত তোমাদের মোহ কাটল না।

জগদ্ধাত্রী। তখনকার দিনের কথা জানিনে মা, কিন্তু এখন অত বিয়েও কেউ করে না, ওসব অত্যাচারও আর নেই। আর জন-কতক লোক যদি একসময়ে অন্যায় করেই থাকে, তাই বলে কি বংশের সম্মান কেউ ছেড়ে দেয় মা? আমি বেঁচে থাকতে তো সে হবে না।

দ্রুত প্রস্থান

কালিতারা নীরব থাকিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা তাঁহার একটু কাছে গিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

সন্ধ্যা। কিন্তু কেন তাঁরা অমন অত্যাচার করতেন ঠাকুরমা? তাঁদের কি মায়াও হ'তো না?

কালিতারা সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে টানিয়া লইয়া কহিলেন—

কালিতারা। মায়া কি করে হবে দিদি? একটি রাত ছাড়া যার সঙ্গে আর জীবনে হয়ত কখনো দেখা হবে না, তার জন্যে কি কারও প্রাণ কাঁদে? আর সে অত্যাচার কি আজই থেমে গেছে? তোমার উপরে যা হতে যাচ্চে সে কি কারও চেয়ে কম অত্যাচার দিদি?

সন্ধ্যা। কিন্তু যে জিনিসটায় এত সম্মান—এতদিন ধরে এমনভাবে চলে আসচে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াই ভাল?

কালিতারা। কিছু-একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি। সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই ক'রে, বিচার ক'রে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সেই মরে। আমার সকল কথা কাউকে বলবার নয় ভাই, কিন্তু এ নিয়ে সমস্ত জীবনটাই নাকি আমাকে অহরহ বিষের জ্বালা সইতে হচ্ছে— (বলিতে বলিতে তিনি চোখ মুছিলেন)

সন্ধ্যা। (ঠাকুরমার একখানি হাত ধরিয়া) যাক্ গে ঠাকুরমা এ-সব কথা। তুমি দুঃখ পাবে জানলে আমি এ প্রসঙ্গ তুলতুম না।

কালিতারা অন্য হাত দিয়া সন্ধ্যাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে আপনাকে সংবরণ করিয়া ফেলিলেন, তারপরে সহজ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

কালিতারা। সন্ধ্যা, দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধরেই ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য মর্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তারপরে আবার এমন দুর্দিনও

এসেছিল যেদিন এই দেশেরই রাজার আদেশে তাঁদেরই বংশধরদের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবদ্ধ করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটি এবং অনাচারের উপর, তার ভিতরের মিথ্যেটা যদি জানতে দিদি, তাহলে আজ যে বস্তু তোমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেচে, শুধু কেবল সেই কুল নয়, ছোটজাত বলে যে দুলে মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে তাদেরও ছোট বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হ'তো!

সন্ধ্যা। (চিন্তিতভাবে) সত্যিই কি ঠাকুরমা আমাদের মধ্যে খুব বেশি অনাচার প্রবেশ করেছে?—যা নিয়ে আমরা এত গর্ব করি তার কি অনেকখানিই ভুয়ো?

কালিতারা। এর যে কতখানি ভুয়ো সে যে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না! আমার সব কথা যে কাউকে বলবার নয়!

সন্ধ্যা। (উত্তেজিতভাবে) কেন বলবার নয়? কাকে ভয়?

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন থামাইবার চেষ্টা করিতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কালিতারা বলিলেন—

কালিতারা। চুপ কর্ দিদি, চুপ কর্! তোর বিয়েটা কোনরকমে হয়ে গেলেই আমি আবার বাবা বিশ্বনাথের পায়ে ফিরে যাব।

সন্ধ্যা অন্যমনস্কভাবে ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্ঞানদার শয়নকক্ষ। রাত্রি। একটা তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা। এককোণে একটা মাটির প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। মেঝের বসিয়া জ্ঞানদা, এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাসমণি হাত-মুখ নাড়িয়া জ্ঞানদাকে বুঝাইয়া বলিতেছেন—

রাসমণি। কথা শোন্‌ জ্ঞানদা, পাগলামি করিস্‌ নে। ওষুধটুকু দিয়ে গেছে—খেয়ে ফ্যাল্‌। আবার যেমন ছিল সব তেমনি হবে, কেউ জানতেও পারবে না।

জ্ঞানদা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) এমন কথা আমাকে তোমরা কেমন করে বল দিদি। পাপের ওপর এতবড় পাপ আমি কি করে করব? নরকেও যে আমার যায়গা হবে না!

রাসমণি। (ভং র্সনা করিয়া) আর এতবড় কুলে কালি দিয়েই বুঝি তুমি স্বর্গে যাবে ভেবেচ? যা রয়-সয় তাই কর্‌ জ্ঞানদা, আদিখ্যেতা করে এতবড় একটা দেশপূজ্যি লোকের মাথা হেঁট করে দিস্‌ নে।

জ্ঞানদা। (হাতজোড় করিয়া) ও আমি কিছুতে খেতে পারব না—আমাকে বিষ দিয়ে তোমরা মেরে ফেলবে, আমি টের পেয়েচি।

রাসমণি। (মুখখানা বিকৃত করিয়া) তবে তাই বল্‌, মরবার ভয়ে খাব না। মিছে ধর্ম ধর্ম করিস্‌ নে।

জ্ঞানদা। কিন্তু ও যে বিষ!

রাসমণি। বিষ তা তোর কি? তুই তো আর মরছিস্‌ নে! (পরক্ষণেই কণ্ঠ কোমল ও করুণ করিয়া) পাগ্‌লী আর বলে কাকে! আমরা কি তোকে খারাপ জিনিস খেতে বলতে পারি বোন! এ কি কখনো হয়? রাসী বামনীকে এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তা নয় দিদি—কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেছে—সেই আপদ-বালাইটা ঘুচে যাক্‌—কতক্ষণেরই বা মামলা! তারপরে যা ছিলি তাই হ—খা দা, ঘুরে বেড়া, তীর্থধর্ম বার-ব্রত কর্‌—এ-কথা কে-ই বা জানবে, আর কে-ই বা শুনবে! (একটু থামিয়া) তাহলে আনতে বলে দি বোন

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ অধোবদনে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। না, আমি ওসব কিছুতে খাব না—আমি কখ্‌খনো তাহলে আর বাঁচব না।

রাসমণি। (ভয়ানক রাগ করিয়া) এ তো তোর ভারী ছিষ্টিছাড়া অন্যায় জ্ঞানদা? খেতে না চাস্‌, যা এখান থেকে! পুরুষমানুষ, একটা অ-কাজ না-হয় করেই ফেলেচে, তা বলে মেয়েমানুষের এমন জিদ ধরলে চলে না! চাটুয্যেদাদা তো বলচেন, বেশ যা হবার হয়েচে, ওকে আমি পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি ও কাশী-বৃন্দাবনে চলে যাক্‌। তার পরে তো তাঁকে আর দোষ দিতে পারিনে জ্ঞানদা। টাকাটাও তো কম নয়? একসঙ্গে একমুঠো!

জ্ঞানদা। আমি টাকা চাইনে দিদি, টাকা দিয়ে আমি কি করব? আমি যে কাউকে কোথাও চিনিনে—আমি কেমন করে' কার কাছে গিয়ে এ মুখ নিয়ে দাঁড়াব?

রাসমণি। এ তোমার জব্দ করার মৎলব নয় জ্ঞানদা? লোকে কথায় বলে কাশী-বৃন্দাবন! এত লোকের স্থান হয় আর তোমারই হবে না?

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, গলার স্বর বেশ গাঢ় করিয়া, রাসমণির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। রাসুদিদি, আমি সব জানি। ওঁর প্রাণকৃষ্ণ মুকুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে তাও জানি। তাই আমাকে বিষ দিয়ে হোক্‌, কাশীতে পাঠিয়ে হোক্‌, বাড়ি থেকে দূর করা চাই।

ঘরের দ্বারের অন্তরাল হইতে গোলক একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেলেন।

রাসমণি। না না জ্ঞানদা, তা নয়। এ তোর ভালর জন্যেই বলা হচ্ছে। চাটুয্যেদাদা তো বে-হিসেবি লোক নন্‌! একটা যখন ঘটে গেছে তখন যাতে তোর মঙ্গল হয় সেই চেষ্টাই তো তিনি করচেন। আমাকে ডেকে বললেন, রাসু, জ্ঞানদাকে বুঝিয়ে বল্‌, যেন সে কিছুতেই এতে অরাজী না হয়। পুরুষমানুষ আর কি করবে বল্‌?

জ্ঞানদা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) ভগবান! ছেলেবেলা থেকে কখনো কোন পাপ করি নি—কিন্তু তুমি তো সব জান এ বিপদ আমার কেমন করে ঘটল। তবে, এর শাস্তির সমস্ত বোঝা কি কেবল আমার মাথাতেই তুলে দেবে? আর যে পাপিষ্ঠ—

রাসমণি। (ধমক দিয়া) আ-মর্! শাপমণ্যি দিস্ কেন? কচি খুকি! চোর মরে সাত বাড়ি জড়িয়ে—এ হয়েছে তাই। বলি, তুই আস্কারা না দিলে পুরুষমানুষের সাধ্যি ছিল কি! কই বলুক তো দেখি এমন ব্যাটাছেলে কে আছে রাসী বামনীকে!

জ্ঞানদা নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল। রাসমণি অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় আবার বলিতে লাগিলেন—

বেশ তো জ্ঞানদা, ক্যাওরা-বৌয়ের ওষুধ খেতে যদি তোমার ভয় হয়, প্রিয় মুখুয্যেকে তো বিশ্বাস হয়? সেই না-হয় একটা কিছু দেবে যাতে—

জ্ঞানদা অবাক হইয়া খানিকক্ষণ রাসমণির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

জ্ঞানদা। তিনি দেবেন?

রাসমণি। দেবে না আবার! চাটুয্যেদাদা বললে দিতে পথ পাবে না। খবর দেওয়া হয়েছে, এসে পড়ল বলে! তখন কিন্তু না বললে আর চলবে না।

নেপথ্যে প্রিয়র কণ্ঠস্বর "আঃ! এখানে একটা আলো দেয় নি কেন? লোকজন সব গেল কোথায়?" দ্বার পর্যন্ত প্রিয়কে পৌঁছাইয়া দিয়া গোলক ফিরিয়া গেলেন।

প্রিয়র প্রবেশ

বগলে চাপা একখানা মোটা হোমিওপ্যাথি বই তক্তপোষের উপর এবং হাতের ওষুধের বাক্সটা মেঝের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন—

প্রিয়। আজ কেমন আছ জ্ঞানদা? উহুঁ—ও চলবে না—ও চলবে না—মাটিতে বসা চলবে না—ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এ কে, মাসি যে! কতক্ষণ? মনে আছে তো মাসি কাল আমার মেয়ের বিয়ে—সকাল-বেলাতেই আসা চাই। কাল রুগীগুলোর যে কি হবে তাই কেবল ভাবচি—কাল তো আমি বার হতে পারব না। দেখি জ্ঞানদা তোমার হাতটা একবার।

জ্ঞানদা তাহার হাতটা বাড়াইল না, প্রিয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া নিজেই তাহার বাঁ-হাতটা ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাসমণি। ছুঁড়ির ব্যারামটা কি বল দিকি জামাই?

প্রিয়। ডিস্—পেপ্সিয়া—হজম—অজীর্ণ—অম্বল! অম্বল!

রাসমণি। (শিরশ্চালনা করিয়া) তা নয়।

প্রিয়। (ব্যগ্র হইয়া) কেন, কেন? নয় কেন? বিপ্নে এসেছিল বুঝি? কি বললে সে? কৈ, দেখি, কি ওষুধ দিয়ে গেল?

রাসমণি। না বাবা, বিপিন ডাক্তারকে ডাকা হয় নি, পরাণ চাটুয্যেও আসে নি—তোমার কাছে কি আবার তারা? ডাক্তারির তারা জানে কি? এ-কথা চাটুয্যেদাদা যে সকলের কাছে বলে বেড়ায়!

প্রিয়। বলবে না? এ যে সবাই বলবে। বিপ্‌নেকে যে আমি দশ বচ্ছর শেখাতে পারি। সেবার পল্‌সেটিলা দিয়ে—

রাসমণি। তা ছাড়া ছুঁড়ি এমন কাণ্ড করে বসল বাবা, যে, আপনার লোক ছাড়া পরকে ডাকবার পর্যন্ত যো নেই।

প্রিয়। (উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে) আমি থাকতে পর ঢুকবে এখানে ডাক্তারি করতে! তবে কি জানো মাসি, এ সব রোগে একটু টাইম লাগে—কিন্তু তাও বলে যাচ্চি, দুটির বেশি তিনটি রেমিডি আমি দেব না। কেমন জ্ঞানদা, গা বমিটা আমার দুটি ফোঁটা ওষুধে সেরেছে কি না?—ঠিক করে বল। নইলে অমনি রেমিডি পালটাব না। যা দিয়ে গেছলুম—

রাসমণি। কিন্তু ব্যামোটা যে তা নয় পিওনাথ। অদিষ্টের ফেরে পোড়া-কপালীর অসুখটা যে হয়ে দাঁড়িয়েচে উল্টো!

প্রিয়। (জ্ঞানদার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া) উল্টো নয় মাসি, উল্টো নয়। বিপ্‌নে মিত্তিরের হাতে পড়লে তাই হয়ে দাঁড়াত বটে, কিন্তু কিছু ভয় নেই, এ প্রিয় মুখুয্যে!

রাসমণি ললাটে একটুখানি করাঘাত করিয়া বলিলেন—

রাসমণি। তুমি বাঁচাও তো ভয় নেই সত্যি, কিন্তু সর্বনাশী যে এ দিকে সর্বনাশ করে বসেচে! এখন তার মত একটু ওষুধ দিয়ে উদ্ধার না করলে যে কুলে কালি পড়বার জো হ'লো বাবা।

প্রিয়। (বিস্ময়ের সহিত) কি ব্যাপার মাসি?

রাসমণি প্রিয়কে ঘরের একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে গুটিকতক কথা বলিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—

প্রিয়। বল কি মাসি? জ্ঞানদা—?

রাসমণি। কি আর বলব বাবা, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? এখন দাও একটা ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলক চাটুয্যের উঁচু মাথা না নীচু হয়! একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি! পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? কিন্তু তার ঘরে এসে তুই ছুঁড়ি কি ঢলা-ঢলিটা করলি বল দিকি!

প্রিয়র মুখ ফ্যাক্যাশে হইয়া গেল। তিনি একবার জ্ঞানদার মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

প্রিয়। তোমরা বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে খবর দাও মাসি, এ সব ওষুধ আমার কাছে নেই।

গম্ভীর হইয়া নিজের বাক্সটা ও বইখানা তুলিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাসমণি। (আশ্চর্য হইয়া) বল কি প্রিয়নাথ, এ নিয়ে কি পাঁচ কান করা যায়। হাজার হোক তুমি আপনার জন, আর বিপিন ডাক্তার পর—শূদ্দুর—বামুনের মান-মর্যাদা কি তারে বলা যায়?

অকস্মাৎ গোলক প্রবেশ করিয়া প্রিয়র বাঁ-হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন-

গোলক। বিষের ভয়ে ও যে কারও ওষুধ খেতে চাইচে না বাবা, নইলে এত রাত্রে কষ্ট তোমাকে দিতাম না। এ বিপদটি তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে প্রিয়নাথ!

প্রিয়। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) না না, ওসব নোঙরা কাজের মধ্যে আমি নেই। আমি রুগী দেখি, রেমিডি সিলেক্ট করি, ব্যস্! বিপিন-টিপিনকে ডেকে পরামর্শ করুন—আমি ওসব জানি-টানি নে।

গমনোদ্যত

গোলক বাঁ-হাতটা পুনরায় নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় কহিতে লাগিলেন—

গোলক। যেও না প্রিয়নাথ, বুড়োমানুষের কথাটা রাখো বাবা। সম্পর্কে আমি তোমার শ্বশুরই হই—রাখবে না জানলে যে তোমাকে আমরা বলতাম না! দোহাই বাবা, একটা উপায় করে দাও—হাতে ধরচি তোমার—

প্রিয়। (হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া) সম্পর্কে শ্বশুর হন বলে কি আপনার কথায় জীবহত্যা করব? আচ্ছা লোক তো আপনি! পরলোকে জবাব দেব কি?

গোলক দ্বারের কাছে সরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের চেহারা, চোখের ভাব, গলার স্বর সমস্তই যেন অদ্ভুত যাদুবলে এক নিমিষে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোলক। এত রাত্রে তুমি ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতর ঢুকেচ কেন? এখানে তোমার কি দরকার?

প্রিয়। (হতবুদ্ধি হইয়া) কি দরকার? বাঃ—বেশ তো! চিকিৎসা করতে কে ডেকে পাঠালে? বাঃ—

গোলক। (চীৎকার করিয়া) বাঃ—? চিকিৎসার তুই কি জানিস্ হারামজাদা নচ্ছার। কে তোকে ডেকেচে? কোথা দিয়ে বাড়ি ঢুকলি? খিড়কির দরজা কে তোকে খুলে দিলে? (জ্ঞানদার প্রতি) হারামজাদী! তাই অন্ধ শ্বশুর কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল, যাওয়া হ'লো না? বুড়ো শাশুড়ী মরে—আমি নিজে কত বললুম, জ্ঞানদা যাও, এ সময়ে তাঁর সেবা কর গে। কিছুতে গেলি নি এই জন্যে? রাত দুপুরে চিকিচ্ছে করবার জন্যে? দাঁড়া হারামজাদী, কাল যদি না তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার করে দিই তো আমার নাম গোলক চাটুয্যেই নয়! (রাসমণির প্রতি) রাসু, চোখে দেখলি তো এদের কাণ্ড? আমি দশখানা গ্রামের সমাজের কর্তা, আমার বাড়িতে পাপ? এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা হল রে!

রাসমণি। হলই তো দাদা!

গোলক। কিন্তু সাক্ষী রইলি তুই।

রাসমণি। রইলুম বই কি। আমি বলি, রাত্তিরে তো একটু হাত আজাড় হ'লো—দেখে আসি জ্ঞানদা কেমন আছে, দেখি না, বেশ দুটিতে বসে হাসি-তামাসা খোস-গল্প হচ্চে।

গোলক। গল্প করাচ্ছি এবার। (প্রিয়র গলায় সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া) বেরো ব্যাটা পাজি নচ্ছার আমার বাড়ি থেকে।

প্রিয় খানিকটা দূরে গিয়া প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইলেন। জ্ঞানদা কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝেতে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইল।

কি বোল্‌ব, তুই রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই, নইলে জুতিয়ে আজ আধমরা ক'রে তোকে থানায় চালান দিতাম। হাঁ ক'রে দেখছিস্ কি রে হারামজাদা—বেরো আমার বাড়ি থেকে। (পুনশ্চ একটা ধাক্কা দিলেন)

প্রিয় যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—

প্রিয়। বাঃ—বেশ মজা তো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরুণের পাঠ-গৃহ। রাত্রি। ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে। অরুণ টেবিলের উপর মাথাটা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। দূর হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে।

শিবুর প্রবেশ

শিবু। বাবু? (সাড়া না পাইয়া) বাবু?

অরুণ ক্লান্তভাবে মাথাটা তুলিয়া বলিল—

অরুণ। কি রে শিবু?

শিবু। রাত যে প্রায় এগারটা বাজল, আপনি খেতে আসচেন না দেখে আমি ডাকতে এলাম।

অরুণ। আজ আমার খেতে ইচ্ছে নেই শিবু।

শিবু। (উদ্বিগ্নভাবে) শরীরটা কি ভাল নেই?

অরুণ। না, শরীর আমার ভালই আছে। কেমন যেন খেতে ইচ্ছে করছে না। হ্যাঁ রে, আমি না খেলে তোর কষ্ট হয়?

শিবু। এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করচেন! আপনার একার রান্নার জন্যেই আমি আছি, আর আপনি যদি না খান তাহলে কষ্ট হবে না বাবু?—আচ্ছা বাবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অরুণ। কি?

শিবু। বলছিলুম কি, মুখুয্যেমশাই প্রতিদিন তো আমাদের এখানে এসে তামাক খান, কত গল্প করেন, আজ ওঁর মেয়ের বিয়ে, উনিও আপনাকে নেমন্তন্ন করলেন না?

অরুণ। মুখুয্যেমশায়ের দোষ কি শিবু? আমি একঘরে। আমাকে উনি কি করে নেমন্তন্ন করবেন? তাহলে ওঁর বাড়িতে কি আর কেউ খাবে—আমারই মত ওঁকেও তাহলে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। দেখচিস না, গ্রামে আজ এতগুলো বিয়ে, কিন্তু কেউ আমাকে নেমন্তন্ন করতে সাহস পায় নি।

শিবু। বাবু, আপনি কলকাতায় চলুন, সেখানে এমন একঘরে হয়ে কারুকে থাকতে হয় না। আপনি তো জানেন আমি কতবড় ব্যারিষ্টারের বাড়ি রান্না করতুম।

কৈ তিনিও তো ব্রাহ্মণ, তিনিও তো বিলেত গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে তো কেউ একঘরে করে নি।

অরুণ। (ম্লান হাসিয়া) এটা যে পাড়াগাঁ, এর নিয়মের সঙ্গে তো কলকাতার নিয়ম মিলবে না শিবু।

শিবু। বেশ, তাই যদি হয় তবে এখানে আপনার থাকবার কি দরকার? আর এদের জন্যে আপনিই বা এত করেন কেন? এই সেদিন স্কুলবাড়ির জন্যে আপনি দু'শ টাকা দিলেন। কেন দিতে গেলেন?

অরুণ। (হাসিয়া) বেশ, এবার কেউ টাকা চাইতে এলে তুই তাকে ফিরিয়ে দিবি।—বুঝ্লি?

শিবু। তামাসা নয় বাবু! এদের জন্যে আপনার কিছু করা উচিত নয়। যারা মানুষ চেনে না, তাদের জন্যে আবার—

সদর দরজায় করাঘাত। শিবু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল। পর মুহূর্তেই ঝড়ের মত সন্ধ্যা প্রবেশ করিয়া অরুণের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। তাহার পরিধানে রাঙা চেলি। গায়ে গহনা। ললাটে ও কপোলে চন্দনের পত্রলেখা। অরুণ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু সরিয়া আসিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

অরুণ। ব্যাপার কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মাথা তুলিল। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ছলছল করিতেছে। সে গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল—

সন্ধ্যা। অরুণদা, আমি পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। আজ আমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, মান-অপমানের জ্ঞান নেই—তুমি ছাড়া আজ আর আমার পৃথিবীতে কেউ নেই—তুমি চল।

অরুণ। কোথায় যাব?

সন্ধ্যা। যেখান থেকে এইমাত্র একজন উঠে গেল—সেই আসনের উপরে।

অরুণ। (সস্নেহ ভৎ‍ৰ্সনার কণ্ঠে) ছিঃ—তোমার নিজের আসা উচিত হয়নি সন্ধ্যা। এমন তো এদেশে প্রায়ই ঘটে—তোমার বাবা কিংবা আর কেউ তো আসতে পারতেন।

সন্ধ্যা। বাবা? বাবা ভয়ে কোথায় লুকিয়েছেন। মা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে ধরা-ধরি ক'রে তুলেছে। আমি সেই সময়ে তোমার কাছে ছুটে এসে পড়েচি। উঃ—এত বড় সর্বনাশ কি পৃথিবীতে আর কারও হয়েচে?

অরুণ। কিন্তু আমাকে দিয়ে তো তোমাদের কুল রক্ষা হবে না সন্ধ্যা, আমি যে ভারি ছোট বামুন। দেশে আরও অনেক কুলীন আছে—তোমার বাবা হয়ত এতক্ষণ সেই সন্ধানে গেছেন।

সন্ধ্যা। (কাঁদিয়া) না, না অরুণদা—বাবা কোথাও যান নি, তিনি ভয়ে কোথাও লুকিয়েছেন। আমাকে আর কেউ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালবাস—কেবল তুমিই আমার চিরদিন মান রাখো।

অরুণ সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—

অরুণ। তুমি স্থির হও সন্ধ্যা, উঠে বোসো।

সন্ধ্যা। না, আমি উঠব না—তোমার পায়ের কাছেই পড়ে থাকব। তুমি কুল রক্ষা হবে না বলছিলে, না? কিন্তু কার কুল অরুণদা? আমি তো বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে। তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না।

অরুণ। কি বকছ পাগলের মত। চল, আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

সন্ধ্যা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বলিল—

সন্ধ্যা। চল। তুমি যে যাবে সে আমি জানতুম। কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনে তবে চলো।

অরুণ। বেশ, তাই বলো। কিন্তু এ-কথার প্রমাণ কি? কে এ-কথা প্রমাণ করলে?

সন্ধ্যা। কেন! গোলক চাটুয্যে। সে যে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল—শোন নি? (অরুণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিল) আচ্ছা, থাক্ তবে সে কথা। শোন, মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসেছিলেন, আমার ঠাকুরমা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। এমনি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হ'ল। একজন তাঁকে ডেকে বললেন, তারাদিদি, আমাদের চিনতে পারো? আর একজন আমার ঠাকুরমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাঁকে বললে, তুমি ছেলের বিয়ে দিয়ে এই বামুনের মেয়ের জাত মেরেচ—আবার কেন নাতনীর বিয়ে দিয়ে বরের জাত মারচ? তার পরে, বাবাকে দেখিয়ে সবাইকে ডেকে বললে, তোমরা সবাই শোনো, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন প্রিয় মুখুয্যে বলে জানো—সে বামুন নয় সে হিরু নাপ্তের ছেলে!

অরুণ। এ সমস্ত তুমি কি বকে যাচ্ছ সন্ধ্যা, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

সন্ধ্যা। সত্যি, সত্যি অরুণদা, এ সব সত্যি। মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা তুলে নিয়ে ঠাকুরমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বলুন সত্যি কি না? বলুন ও কার ছেলে? মুকুন্দ মুখুয্যের না হিরু নাপিতের? বলুন?···অরুণদা, আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা মাথা হেঁট করে রইলেন, কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারলেন না।

অরুণ। বল কি!

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, হ্যাঁ অরুণদা। তখন একজন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে। সে তাদের গ্রামের লোক। বললে, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তারপরে চোদ্দ-পোনের বছর পরে একজন এসে জামাই ব'লে, মুকুন্দ মুখুয্যে ব'লে পরিচয় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দুদিন বাস ক'রে চলে যায়!

অরুণ। তার পর?

সন্ধ্যা শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। হাঁ, হাঁ—মনে পড়েচে। তার পর থেকে লোকটা প্রায় আসত। ঠাকুরমা বড় সুন্দরী ছিলেন—লোকটা আর টাকা নিত না। একদিন সে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল—তখন বাবা জন্মেছেন! উঃ—আমি মা হলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম—বড় হতে দিতাম না।

উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে সন্ধ্যা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—

ধরা পড়ে কি বললে জানো? বললে, এ কুকাজ সে নিজের ইচ্ছেয় করে নি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেছে। একে বুড়ো মানুষ, তাতে পাঁচ-সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ, এখন থেকে যা কিছু রোজগার করে আনবি তার অর্দ্ধেক ভাগ পাবি।

অরুণ। (চমকিয়া) এ কাজ সে আরও করেছিল নাকি?

সন্ধ্যা। হাঁ, আরও দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমনি করে প্রভুর জন্যে রোজগার করে নিয়ে যেত। সে বলেছিল, এ কাজ নূতনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করেন না—এমন অনেক ব্রাহ্মণই দূরাঞ্চলে বখরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

অরুণ। (ক্রোধে গর্জন করিয়া) খুব সম্ভব সত্যি। নইলে ব্রাহ্মণকুলে গোলকের মত কসাই বা জন্মায় কি ক'রে? তার পরে?

সন্ধ্যা। তার পরে ঠাকুরমা আমার বাবাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। সেই অবধি তিনি সন্ন্যাসিনী—সেই অবধি কোথাও মুখ দেখান না। অরুণদা, তাই সেদিন আমার ঠাকুরমা তোমার কথায় কেঁদে বলেছিলেন, সন্ধ্যা, জাতে কে ছোট, বড়, সে কেবল ভগবান জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন বলে ঘৃণা না করে। কিন্তু তখন তো ভাবি নি তার মানে আজ এমন ক'রে বুঝতে হবে! কিন্তু রাত যে বেশী হয়ে যাচ্চে—আমাকে নিয়ে তোমাকে কখনো দুঃখ পেতে হবে না অরুণদা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার ত্যাগ আমি চিরজীবনে ভুলব না। (নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল)

অরুণ। (সঙ্কোচের সঙ্গে) কিন্তু এখন তো তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি নে সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। (চমকাইয়া) কেন? তুমি সঙ্গে না গেলে আমি দাঁড়াব কোথায়?

অরুণ। (অত্যন্ত ধীরে ধীরে) আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

সন্ধ্যা। ভাবতে?

সন্ধ্যা অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে অরুণের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

আচ্ছা ভাবো। বোধ হয় একটু নয়—আজীবনই ভাববার সময় পাবে। এতদিন আমিও ভেবেচি—দিনরাত ভেবেচি। আজ আবার তোমার ভাববার সময় এল। আচ্ছা চল্‌লুম!

তাহার অঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে গিয়া, নিজের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—

ভগবান! এই রাঙা চেলি, এই গায়ের গহনা, এই আমার কপালের কনে-চন্দন—এসব পরবার সময় এ কথা কে ভেবেছিল! (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমি বিদায় হলাম অরুণদা।

গড় হইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান

অরুণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ধ্যা দৃষ্টির বাহিরে অন্তর্হিত হইতেই যেন তাহার চমক ভাজিয়া গেল। ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিয়া বলিতে লাগিল—

অরুণ। শিবু, যা যা, সঙ্গে যা! (বলিতে বলিতে সে নিজেই তাহার অনুসরণ করিল)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির দরদালান। (দৃশ্যপট পূর্ববৎ)। রাত্রি। দালান অন্ধকার। পাশের একটি ঘর হইতে বাঁ-হাতে একটি আলোযুক্ত মাটির প্রদীপ লইয়া অতি সন্তর্পণে প্রিয়র প্রবেশ। তারপর এদিক-ওদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি গায়ের চাদরের ভিতর হইতে এক টুক্‌রা কাপড় ও একটি ছোট হোমিওপ্যাথি বাক্স ও প্রদীপটি মেঝের উপর রাখিয়া, উপুড় হইয়া বসিয়া বাক্স হইতে কয়েকটি ঔষধের শিশি বাছিয়া বাছিয়া টুক্‌রো কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া তাহা বাঁধিতে লাগিলেন। এমন সময় সন্ধ্যা সেই ঘর হইতে চুপি চুপি আসিয়া তাঁহার দিকে খানিকক্ষণ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ডাকিল—

সন্ধ্যা। বাবা ?

প্রিয়। (শশব্যস্তে ঔষধের পুঁটুলিটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে সন্ধ্যা ? এই যে মা যাই—আর দেরি হবে না—

সন্ধ্যা। (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) কি করছিলে বাবা ?

প্রিয়। (থতমত খাইয়া) আমি ? কই না—কিছুই তো নয় মা।

সন্ধ্যা। (পুঁটুলিটা দেখাইয়া) ওতে কি বাবা ?

প্রিয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, কতকটা মিনতির সুরে কহিলেন—

প্রিয়। গোটা কতক—বেশী নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিলাম—আর (বগলের ভিতর হইতে একটা ছেঁড়া বই দেখাইয়া) এই মেটিরিয়া মেডিকাখানা—বড়টা নয় মা, ছোটটা—ছিঁড়ে খুঁড়েও গেছে—অচেনা জায়গা—যা হোক্ একটু প্রাক্‌টিস করতে হবে তো ? তাই ভাবলাম—

সন্ধ্যা। মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা ?

প্রিয়। (ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া) এ্যাঁ ! না, না, না—

সন্ধ্যা। তুমি কোথায় প্রাক্‌টিস করবে বাবা ?

প্রিয়। বৃন্দাবনে। সেখানে কত যাত্রী যায় আসে—তাদের ওষুধ দিলে কি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পাব না সন্ধ্যে ? তাহলেই তো আমার বেশ চলে যাবে।

সন্ধ্যা। খুব পাবে বাবা, তুমি আরও ঢের বেশি পাবে। কিন্তু সেখানে তো তুমি কাউকে জান না ! পরশু শেষরাত্রে ঠাকুরমা যখন কাশী চলে গেলেন, তুমি কেন তাঁর সঙ্গে গেলে না বাবা ?

প্রিয়। মার সঙ্গে? কাশীতে? না মা! আর আমি কাউকে জড়াতে চাইনে! আমার জন্যে তোমরা অনেক দুঃখ পেলে। পরন্তু সমাজের ষোল-আনার বিচারে তোমার মাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'লো তার জন্যে দায়ী তো আমি মা! না মা, আর আমি কাউকে দুঃখ দেব না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব।

সন্ধ্যা। বাবা! ষোল-আনার বিচারে মায়ের কি লাঞ্ছনা হ'লো তা মা-ই জানে, কিন্তু তোমার যে দুর্গতি চোখে দেখেছি, তার জন্যে দায়ী কি তুমি?

প্রিয়। থাক্ মা থাক্, ওসব কথা থাক্!

সন্ধ্যা। মায়ের নিজের বাড়ি আছে বলেই তো আজ তোমাকে একলা চলে যেতে হচ্ছে—

প্রিয়। (হাত নাড়িয়া) থাক্ মা থাক্, চুপ কর্। তোমার মা শুনতে পাবে! আমি যাই মা, আর দেরি করব না, তাহলে বারটার গাড়ি ধরতে পারব না।

সন্ধ্যা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—

সন্ধ্যা। কিন্তু আমি তো তোমাকে একলা থাকতে দেব না বাবা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাব।

প্রিয় ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মাথার উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন—

প্রিয়। দুর্ পাগ্লি, সে কখনো হয়? আমার সঙ্গে কোথায় যাবি মা— তোমার মায়ের কাছে থাকো। আর আমার নাম করে যারা ওষুধ চাইতে আসবে তাদের ওষুধ দিও। আর দ্যাখ্, সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি তোর মা দেয় তো বিপিনটাকে দিয়ে দিস্। সে বেচারা গরীব, বই কিনতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।

সন্ধ্যা। (মাথা নাড়িয়া) না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবই—তুমি বারণ করতে পারবে না। এই দেখ না (অঞ্চলের ভিতর হইতে একটি গামছা-বাঁধা পুঁটুলি বাহির করিয়া) আমার পরণের কাপড় দুটি আমি গামছায় বেঁধে নিয়েছি।

প্রিয় খানিকক্ষণ কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন—

প্রিয়। তোর যে বড় কষ্ট হবে মা! আর তোর মা যে তাহলে কাকে নিয়ে থাকবে? সে যে বড্ড দুঃখ পাবে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। (বার বার মাথা নাড়িয়া) না বাবা, আমি কিছুতেই থাকব না, আমি যাবই। আমি সঙ্গে না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? কে তোমাকে রেঁধে দেবে?

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার হাত হইতে পুঁটুলি ও বইখানা লইয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া বসিয়া বাক্সটি তুলিয়া লইয়া সব একসঙ্গে পুঁটুলির মধ্যে বাঁধিয়া সেটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—

সন্ধ্যা। চল বাবা!

প্রিয় নীরবে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যা মায়ের বন্ধ ঘরের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—

সন্ধ্যা। মা আমরা চল্‌লুম! কেবল দুখানি পরণের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নিইনি। (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম—তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না—কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হ'ল তাদের বিচার করবার জন্যেও অন্ততঃ একজন আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।

এই বলিয়া সে পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

চতুর্থ দৃশ্য

ষ্টেশনের পথ। জ্যোৎস্না-রাত্রি। পথের এক পার্শ্বে গাছের সারি। একটি গাছতলায় অরুণ দাঁড়াইয়া। অদূরে আর একটি গাছের তলায় জ্ঞানদা সর্বাঙ্গে চাপা দিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে না।

প্রিয় ও সন্ধ্যার প্রবেশ

অরুণ প্রিয়র সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে, প্রিয় তাহাকে ঠাওর করিয়া চিনিতে পারিয়া কহিলেন—

প্রিয়। কে, অরুণ নাকি?

অরুণ। আজ্ঞে হাঁ কাকাবাবু। আজ আপনি বারোটার গাড়ীতে যাবেন শুনে দেখা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি—এই পথ দিয়েই তো ষ্টেশনে যেতে হবে।

প্রিয়। (কুণ্ঠিত হইয়া) কি দরকার ছিল বাবা এত কষ্ট করবার ?

অরুণ। আমার একটু প্রয়োজন আছে।

প্রিয়। (ব্যস্ত হইয়া) প্রয়োজন ? বেশ, বেশ, বল না ?

অরুণ। সন্ধ্যা যে আপনার সঙ্গে যাবে তা আমি ভাবি নি।

প্রিয়। এই দেখ না মুস্কিল বাবা, মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গ নিলে। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি—দেখ দিকি এর পাগলামি।

অরুণ। (সন্ধ্যার প্রতি) সন্ধ্যা, সেদিন রাত্রে আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারি নি কিন্তু আজ নিশ্চয় করেছি, তোমার কথাতেই রাজী হব সন্ধ্যা।

প্রিয় বুঝিতে না পারিয়া শুধু সন্ধ্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যা। (শান্ত কণ্ঠে) সেদিন আমি বড়ই উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কি না, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্চি।

অরুণ। কিন্তু এই দুঃখের সময়ে তোমার মাকে ছেড়ে চললে ?

সন্ধ্যা। কি করব অরুণদা, এতদিন বাপ-মা দুজনকেই ভোগ করবার সৌভাগ্য ছিল, কিন্তু আজ একজনকে ছাড়তেই হবে। পণ্ডিতদের ষোল-আনার বিচারে মায়ের তো একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে—একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই নাকি তাদের আর কিছু বলবার থাকবে না। অতএব মাকে দেখবার তো আর লোকের অভাব হবে না, কিন্তু আমি ছাড়া আমার বাবাকে সামলাবার যে আর কেউ নেই সংসারে। তুমি ফিরে যাও অরুণদা, পারো তো আমাকে ক্ষমা ক'রো। চল বাবা, আর দাঁড়িয়ো না।

উভয়েই গমনোদ্যত

অরুণ। সন্ধ্যা, আমার সব কথা যে তোমায় বলা হ'লো না, তুমি যেও না—

সন্ধ্যা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

সন্ধ্যা। তোমার পায়ে পড়ি অরুণদা, তুমি ফিরে যাও,—কারুর কোন কথা আর আমার শোনবার সময় নেই। তুমি মিথ্যে চেষ্টা ক'রো না অরুণদা! চল বাবা!

উভয়ের অগ্রসরণ

অরুণ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বিপরীত পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই দুজন মধ্যবয়সী লোক পান চিবাইতে চিবাইতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন ঢেকুর উদ্গার করিতেই, প্রিয় কন্যার হাত ধরিয়া একপার্শ্বে সরিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন। দ্বিতীয় লোকটি বলিল—

দ্বিতীয় লোক। কি হে হীরু খুড়ো, খাওয়াটা একটু চাপ হয়েছে নাকি ?

প্রথম লোক। বলি, তোমার হয় নি ? রসগোল্লার পর রসগোল্লা টপাটপ কতগুলো চালিয়ে দিলে বল তো ?

দ্বিতীয় লোক। (ভ্রূকুঞ্চন করিয়া) গুনেছিলে নাকি ?

প্রথম লোক। গুনিনি আবার ? খুব কম পনেরোটা হবে।

দ্বিতীয় লোক। এটি কিন্তু তোমার বানানো কথা খুড়ো। বলি, তুমি গোনবার সময় পেলে কোথায় ?

প্রথম লোক। (উচ্চহাস্য করিয়া) যা বলেছ—সময় পেলুম না। কিন্তু তুমি পনেরোটা খাও নি ?

দ্বিতীয় লোক। (হাত দুটা নাড়িয়া) বলি, কে খায় নি ? পরাণ মোড়লের খাওয়াটা একবার দেখলে তো ? ব্যাটা যেন রাক্ষস !

প্রথম লোক। যা বলেছ ! আর চাটুয্যেমশাইও খাওয়াতে জানেন।

দ্বিতীয় লোক। হাঁ, তা ঠিক ! এতগুলো গ্রামের মধ্যে ঐ একটা লোকই আছেন।

প্রথম লোক। তা যা বলেছ। সমাজপতি হবার যোগ্য লোক বটে ! সদাই মুখে "হরি" "মধুসূদন" লেগেই আছে। শুনলুম, বিয়ে নাকি আগে করতেই চান নি। বলেছিলেন, বয়স হয়ে গেছে, আর বিয়ে করা সাজে না। শেষে সবাই অনেক ধরাধরি করাতে তবেই রাজী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় লোক। (মাথা নাড়িয়া) দয়ার শরীর কিনা, ব্রাহ্মণের দায় উদ্ধার না করে কি থাকতে পারেন ? চল খুড়ো, একটু পা চালাও—ষ্টেশনের পথটুকু পেরুতেই তো রাত কাবার হবে দেখচি।

প্রথম লোক। চল, চল।

উভয়ের প্রস্থান

প্রিয় কন্যার হাত ধরিয়া আবার পথে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বলিলেন—

প্রিয়। আজ গোলক চাটুয্যে মশায়ের বৌভাত কিনা, তাই লোকজন খাওয়া-দাওয়া ক'রে ফিরছে। কাজে-কর্মে চাটুয্যে মশাই খাওয়ান ভাল। শুনলাম পাঁচখানা গ্রাম বলা হয়েচে—বামুন শূদ্দুর কেউ বাদ পড়েনি।

সন্ধ্যা। (অবাক হইয়া) কার বৌভাত বাবা ? গোলক ঠাকুদার ?

প্রিয়। হাঁ, প্রাণকৃষ্ণের মেয়েটাকে সেদিন বিয়ে করলেন কিনা ?

সন্ধ্যা। (দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে) হরিমতি? তার বৌভাত?

প্রিয়। হাঁ, হাঁ, হরিমতিই নাম বটে। গরীব বামুন বেঁচে গেল—মেয়েটা বড় হয়ে—

সন্ধ্যা। (শিহরিয়া উঠিয়া) থাক্ বাবা ও-কথা, চল, চল—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পথিপার্শ্বে জ্ঞানদার প্রতি দৃষ্টি পড়াতে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং মিনিট-খানেক নিঃশব্দে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিল—

সন্ধ্যা। জ্ঞানদাদিদি, তুমি যে এখানে!

জ্ঞানদা কোন উত্তর না করিয়া সন্ধ্যার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যা তাহার খুব সন্নিকটে আসিয়া কহিল—

সন্ধ্যা। কি হয়েছে জ্ঞানদাদিদি? এমন ক'রে এখানে ব'সে আছ কেন?

জ্ঞানদা মুহূর্তে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ধ্যার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। প্রিয় একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। ইহার পরে খানিকক্ষণ কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। এক সময়ে প্রিয় অনেক চেষ্টায় স্বর বাহির করিয়া কহিলেন—

প্রিয়। তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানদা? তোমার কি টিকিট কেনা হয়েছে?

জ্ঞানদা। (অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে) না। আপনি কোথায় যাবেন?

প্রিয়। বৃন্দাবনে।

জ্ঞানদা। সন্ধ্যাও কি সঙ্গে যাবে?

প্রিয়। হাঁ।

জ্ঞানদা অঞ্চলের গ্রন্থি হইতে কতকগুলো টাকা প্রিয়র পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল—

জ্ঞানদা। টিকিটের দাম কত আমি জানি নে, কিন্তু এই পঞ্চাশটি টাকা আমার আছে—আমাকেও একখানি বৃন্দাবনের টিকিট কিনে দিন। কেবল এই পথটুকু আমাকে সঙ্গে নিন, তার বেশি আর আমি পৃথিবীতে কারও কাছে কিছু চাইব না।

প্রিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন—

প্রিয়। আচ্ছা, চল আমাদেরই সঙ্গে। কিন্তু টাকাগুলো আচলে বেঁধে রাখো।

সন্ধ্যা টাকাগুলো তুলিয়া জ্ঞানদার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

প্রিয় কহিলেন—

প্রিয়। অনেক দেরি হয়ে গেল, একটু তাড়াতাড়ি সব এস।

প্রিয় আগাইয়া গেলেন, সন্ধ্যা ও জ্ঞানদা তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

যবনিকা

স্বামী

নাট্যরূপ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মজুমদারদের বাগান

তখনও আকাশে মেঘ-বিদ্যুতের খেলা চলছিল। একটি মেয়ে বাগানের বকুলতলায় বকুল ফুল কুড়াতে ব্যস্ত। মেয়েটির নাম সৌদামিনী। কিছুক্ষণ আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো মেঘের সমারোহ। হয়ত আবার জল নামবে। কোঁচড় ভর্তি ফুল নিয়ে সৌদামিনী উঠে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে সহসা পিছন থেকে নরেনের কণ্ঠ ভেসে এলো—

নরেন। কে? কে ওখানে?

সৌদামিনী ফিরে দাঁড়াল।

ও! সদু? তুমি? হঠাৎ? এ সময়ে?

সৌদামিনী। ফুল কুড়োতে এসেছি।—আপনি কবে এলেন?

নরেন এগিয়ে গিয়ে বলে—

নরেন। আজ সকালে। কিন্তু তুমি কি রোজই ফুল কুড়োতে আস নাকি?

সৌদামিনী। হাঁ।

নরেন। মালা গাঁথ?

সৌদামিনী। হাঁ।

নরেন। সে মালা গলায় পরো, না খোঁপায় দাও?

সৌদামিনী। গলায়ও পরি না খোঁপায়ও দিই না।

নরেন। তবে?

সৌদামিনী। গোবিন্দজীউর গলায় পরিয়ে দিই।

নরেন। ও! কিন্তু তুমি কার হুকুমে রোজ রোজ ফুল চুরি করো শুনি?

সৌদামিনী। কষ্ট করে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নরেন। কিন্তু আমি যদি এখন ঐ কুড়োন ফুলগুলো কষ্ট করে কোঁচড় থেকে কুড়িয়ে নিই, তাহলে কি হয়?

সৌদামিনী। (ভয়ে ভয়ে) না না, আপনাকে কষ্ট করে নিতে হবে না। আমিই দিয়ে দিচ্ছি—

ব্যস্তভাবে কোঁচড়ের গিঁট খুলতে গিয়ে ফুলগুলি ছড়িয়ে মাটীতে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি নরেন ফুলগুলি কুড়িয়ে নিতে নিতে বলে—

নরেন। ও কি করলে! সব ফুল মাটীতে ছড়িয়ে ফেললে?

সৌদামিনী। আপনাদেরই তো ফুল! না বলে নিয়েছি। এবার আপনিই কুড়িয়ে নিন্।

নরেন। এঁ্যা! এত অভিমান?

নরেন ফুলগুলি কুড়িয়ে সৌদামিনীর আঁচলে গেরো দিয়ে বেঁধে বলে—

যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, অল্পতেই রেগে যায় তার আবার পড়াশোনা করা কেন? তোমার মামাকে বলে দেব তিনি যেন আর পণ্ডশ্রম না করেন।

সৌদামিনী। শুধু শুধু মামাকে বলে দেবেন কেন শুনি? আমি কি রাগ করেছি নাকি?

নরেন। তা যদি করোনি তাহলে খুলে ফেলে দিলে কেন শুনি?

সৌদামিনী। আহা! ফুল তো আপনি পড়ে গেল।

নরেন। ও! তাই মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে?

সৌদামিনী এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ করে নরেনের সঙ্গে কথা বলছিল। নরেনের কথায় সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—

সৌদামিনী। বা রে! আমি তো মেঘ দেখছি—

নরেন। মেঘ বুঝি এদিকে ফিরে দেখা যায় না?

সৌদামিনী। কৈ যায়?

মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেনের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। লজ্জায় সৌদামিনী মাটীর দিকে চেয়ে থাকে। নরেন বলে—

নরেন। একখানা আরসি থাকলে যায় কি না দেখিয়ে দিতুম। আর তাহলে বুঝতে পারতে যে তোমার নিজের মুখেচোখেই কি ভাবে একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ খেলা করছে!—কষ্ট করে আর আকাশে খুঁজতে হোত না।

সৌদামিনী! যান! আপনি বড় ইয়ে—

নরেন। আমি যাই হই না কেন, একটা কথা তোমার মামাকে বলতে হবে যে তোমাকে লেখাপড়া শেখান মিছে! তিনি যেন তোমার লেখাপড়ার জন্যে আর কষ্ট না করেন।

সৌদামিনী। বেশ তো, ভালই তো। দর্শন মানে ফিলজফি, ওসব আমি পড়তে চাইনে। বরং গল্পের বই পড়তে আমার ঢের ভাল লাগে।

নরেন। ও। আজকাল নভেল পড়া হচ্ছে বুঝি? দাঁড়াও বলে দিচ্ছি—

সৌদামিনী। আমি গল্পের বই পড়ি বলে নালিশ করবেন কিন্তু নিজে গল্পের বই পড়েন কেন?

নরেন। তোমাকে গল্প শোনানোর জন্যে বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। নইলে পড়তুম না। (আকাশের দিকে চেয়ে) হয়ত আবার বৃষ্টি আসবে—

সৌদামিনী। আসুক।

নরেন। আসুক তো বলছ—তারপর বৃষ্টি যদি আর সহজে না থামে? তখন কি করবে?

সৌদামিনী। ভিজে ভিজে চলে যাব।

নরেন। কিন্তু যদি পাহাড়ী দেশের মত বৃষ্টি সুরু হয়, তাহলে কি করবে?

সৌদামিনী। পাহাড়ী দেশের বৃষ্টিতে বুঝি বেরুনো যায় না?

নরেন। একেবারে না। জলের ফোঁটা গায়ে তীরের মত বেঁধে।

সৌদামিনী। আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেছ? মানে আপনি—

সৌদামিনী হঠাৎ 'তুমি' বলে কথাটা ঘুরিয়ে নিতে যাচ্ছিল—নরেন বাধা দিয়ে বলে—

নরেন। খবরদার, এরপর যদি আবার আপনি বলে ডাক তো আমার মরা মুখ দেখবে।

সৌদামিনী। দিব্যি দিলেন কেন? ওটা ভুলে বলে ফেলেছি। কিছুতেই আমি আর তুমি বলব না।

নরেন। বেশ। তাহলে মরা মুখই দেখো—

সৌদামিনী। দায় পড়েছে মরা মুখ দেখতে? দিব্যি কিছুই নয়—ও আমি মানি নে।

নরেন। মান না ত?

সৌদামিনী। না।

নরেন। বেশ। তাহলে একবার আপনি বলে প্রমাণ করে দাও—

সৌদামিনী। ধ্যেৎ!

সৌদামিনীর হাত ধরে ফেলে নরেন বলে—

নরেন। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নরেন সৌদামিনীর হাত ধরে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৌদামিনীর মামার বাড়ী

প্রশস্ত উঠানের সামনে পুরোণো খানদুই পাকা ঘর। ঘরের সংলগ্ন খোলা বারান্দা। এই বারান্দায় মাদুর বিছানো। সেই মাদুরের ওপর বসে সদুর মা গিরিবালা জনৈকা প্রৌঢ়া বয়স্কা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইছিলেন। এই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি ঘটক-ঠাকরুণ।

ঘটক-ঠাকরুণ। তা মেয়েটিকে একবার দেখে যেতে পারলে হোত—

গিরিবালা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাবো বৈ কি! এই কাছেপিঠে কোথায় গেছে। এলো বলে—

ঘটক-ঠাকরুণ। শুনলাম মেয়েটিকে মেয়ের মামা নাকি অনেক লেখাপড়া করিয়েছেন?

গিরিবালা। দাদা লেখাপড়া নিয়েই তো দিনরাত আছেন, তাই ভাগ্নিকেও একটু-আধটু পড়ান। তা সে বাড়ীতে পড়ে। ইস্কুল-টিস্কুলে পাঠাইনে আমি।

ঘটক-ঠাকরুণ। আজকাল তো ঐ হয়েছে। ইস্কুলে পড়ান, নাচ-গান শেখান—

গিরিবালা। হ্যাঁ হয়েছে বৈ কি! আমি কিন্তু ওসব পছন্দ করিনে। মেয়েকে বেশী লেখাপড়া আর গান-বাজনা শিখিয়ে হবেটা কি? সেই তো হাঁড়ি ঠেলতে হবে নিজের সংসারে গিয়ে—

ঘটক-ঠাকরুণ। তা আবার নয়। জজ-ম্যাজিস্‌টরের সঙ্গে যারা মেয়ের বিয়ে দেবে তারা শেখাক লেখাপড়া মেয়েকে সাহেবের মেম করবে বলে—

গিরিবালা। যা বলেছেন। আমরা বামুনের ঘরের বিধবা। দীনদুঃখী। মোটা ভাতকাপড়ে সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া বজায় নিয়ে বেঁচে থাকে তাহলেই ভাগ্যি বলে মানি।

ঘটক-ঠাকরুণ। তা আবার নয়!

উপরোক্ত কথার মাঝে আঁচলে একরাশ ফুল নিয়ে সৌদামিনী সহসা সেখানে আসে। ঘটক-ঠাকরুণ সৌদামিনীর মুখের দিকে চেয়ে বলেন—

এইটি বুঝি মেয়ে?

গিরিবালা। হ্যাঁ মা, আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, নইলে—

যেতে যেতে কথাটা শুনে সৌদামিনী দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনতে থাকে।

ঘটক-ঠাকরুণ। (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আহা। তা হোক। ছেলেটীর সঙ্গে মানাবে ভাল। হাজার হোক, ছেলেটীরও তো বয়স প্রায় ত্রিশ হোল।

গিরিবালা। তিরিশ।

ঘটক-ঠাকরুণ। ও শুনতেই তিরিশ। চেহারা ত নয়—যেন নবকার্ত্তিক। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তাই দোজবরে। নইলে আজকাল ও বয়েসে কত ছেলে যে বিয়েই করে না।

গিরিবালা। তা বটে।

ঘটক-ঠাকরুণ। যাক্, ডাকুন আপনার মেয়েটীকে কাছে বসিয়ে ভাল করে দেখে যাই—

গিরিবালা। ওরে ও সদু, কাপড়টা পাল্টে একবার এখানে এসে বস মা। (ঘটক-ঠাকরুণের প্রতি) তা পাত্রের পরিচয়টা তো এখনো পেলাম না। বাড়ী কোথায়? কার ছেলে?

ঘটক-ঠাকরুণ। এই তো কাছেই—চিতোর গ্রামে। রাধাবিনোদ মুখুজ্জের ছেলে। ছেলেটীর নাম হোল ঘনশ্যাম।

গিরিবালা। তা ছেলেটীর মা-বাপ আছেন তো?

ঘটক-ঠাকরুণ। বাপ রাধাবিনোদ মুখুজ্জে মারা গেছেন। তবে মা আছেন।

গিরিবালা। ক'টি ভাই বোন?

ঘটক-ঠাকরুণ। তিন ছেলে—ঘনশ্যামই বড়। ছোট ভাইদের মধ্যে একটির বিয়ে হয়ে গেছে আর একটি পড়ে। স সার বড়রই ঘাড়ে।

গিরিবালা। তা ছেলেটির লেখাপড়া কতদূর?

ঘটক-ঠাকরুণ। এণ্ট্রান্স পাশ। বাপ মারা যেতে রোজগারের ধান্দায় পড়াশুনা ছাড়তে হয়েছে। নইলে লেখাপড়ায় ধারালো ছিল। তা ধান-চালের দালালি ক'রে মন্দ উপায় করে না। ঘরে নারায়ণ শিলা আছেন, গরু আছে, বিধবা বোন আছে। পাঁচটার সংসার যেমন হয় আর কি?

গিরিবালা। তা তো বটেই।

ইতিমধ্যে সৌদামিনী অন্য একটি কাপড় পরে সেখানে এসে বসে।

ঘটক-ঠাকরুণ। তোমার নামটি কি মা?

সৌদামিনী। সৌদামিনী।

ঘটক-ঠাকরুণ। বেশ নাম। খাসা নাম। পাঁচজনের সংসার, ঘরের বড় বৌ হয়ে যাবে, সবদিক মানিয়ে নিয়ে চলতে পারবে তো মা?

সৌদামিনী ঘাড় নেড়ে জানায়, পারব।

আমার দেখা হয়ে গেছে। তুমি আসতে পার মা—

সৌদামিনী ঘটকীকে নমস্কার করে চলে যায়।

মেয়ে পছন্দ হয়েছে। এখন দিনস্থির করলেই হোল—

গিরিবালা। ছেলের বাড়ী থেকে আর কেউ দেখবেন না?

ঘটক-ঠাকরুণ। না। আমি দেখে পাকা কথা দিয়ে যেতে পারব। ছেলের মায়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে, আমার সব কথা হয়ে আছে।

গিরিবালা। তা দাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তিনি এখন বাড়ী নেই। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে খবর পাঠাব।

ঘটক-ঠাকরুণ। বেশ। তাহলে এখন আমি আসি—

গিরিবালা। আসুন—

ঘটক-ঠাকরুণকে গিরিবালা নমস্কার করেন। ঘটক-ঠাকরুণ চলে যান।

গিরিবালা মাদুরটি গোটাতে থাকেন, এমন সময় সৌদামিনীর মামা ব্রজবাবু বাইরে থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করেন। সৌদামিনীর মা তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন—

গিরিবালা। জান দাদা, আজ এখুনি একজন ঘটকী এসেছিল সদুর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।

ব্রজবাবু। তাই নাকি? তা ছেলের লেখাপড়া কতদূর?

গিরিবালা। তা লেখাপড়া একটু জানে। এণ্ট্রান্স পাশ—

ব্রজবাবু। মাত্র এণ্ট্রান্স। তাহলে ব'লে পাঠা গিরি, যে, এখনও বছর দুই সদুর কাছে ইংরেজী পড়ে যাক। তার পরে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।

গিরিবালা। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত ক'রো না। এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না।

ব্রজবাবু। তাহলে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে-যা।

গিরিবালা। কি যে বলো দাদা। যাহোক কাজ চালানোর মত একটু লেখা-পড়া জানে, পাঁচটার সংসার, তাছাড়া ছেলেটী রোজগারও মন্দ ক'রে না। আর ঘটকী বলছিল দাবী-দাওয়া কিছু নেই। আমরা সাধ্যমত যা দেব—

ব্রজবাবু। সেই জন্যেই তো বলছিলাম রে! মেয়েকে গঙ্গায় ফেলে দি গে—সেখানেও দাবী-দাওয়া কিছু নেই।

গিরিবালা। কিন্তু দাদা, মেয়ে যে এদিকে পনেরয় পা দিতে চললো—

ব্রজবাবু। তা তো দেবেই। পনের বছর বেঁচে রয়েছে যে!

গিরিবালা। তুমি কি তবে ওর বিয়ে দেবে না দাদা?

ব্রজবাবু। দেব না মানে? নিশ্চয়ই দেব।

গিরিবালা। কিন্তু সে কবে?

ব্রজবাবু। যবে ওর বিয়ের ফুল ফুটবে।

গিরিবালা। কবে বিয়ের ফুল ফুটবে বলে তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না! চেষ্টা তো করতে হবে।

ব্রজবাবু। হাঁ। হবে বৈ কি! নিশ্চয়ই হবে।

গিরিবালা। বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেলে মেয়েদের চেহারাও যেমন খারাপ হয়ে যায় তেমনি পাত্র জোটানও শক্ত হয়ে পড়ে।

ব্রজবাবু। কিন্তু তাই বলে তো আর মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না।

গিরিবালা। তাহলে ছেলেটীকে না হয় তুমিই নিজের চোখে দেখে এসো। পছন্দ না হয়, বিয়ে দিও না।

ব্রজবাবু। বেশ, তাই হবে। আগামী রবিবারে যাব বলে ছেলের মাকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছি—

গিরিবালা। (আশ্বস্তভাবে ঘাড় নেড়ে) সেই ভালো।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রজবাবুর বাইরের ঘর। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হ্যারিকেনের আলোর সম্মুখে সৌদামিনী একখানি বই প'ড়ছিল। সহসা কড়া নড়ে ওঠে। সৌদামিনী দরজার কাছে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে—

সৌদামিনী। কে?

দরজার ওদিক থেকে নরেন জবাব দেয়

নরেন। আমি।

সৌদামিনী দরজা খুলে দেয়, নরেন প্রবেশ করে। সৌদামিনী সবিস্ময়ে নরেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নরেন। কি? অমন করে চেয়ে আছ যে?

সৌদামিনী। (নিজেকে সামলে নিয়ে) না, মানে বলছিলাম কি, মামা বাড়ী নেই।

নরেন। তা জানি। জেনেশুনেই এলাম। তোমার মামার সঙ্গে বইপড়া, আলোচনা এসব না হোক, তোমার সঙ্গে তো দেখা হবে।

সৌদামিনী। (নিজেকে আরো বিব্রত বোধ করে) কিন্তু মা দেখতে পেলে রাগ করবেন।

নরেন। রাগ করবেন? কার ওপর? তোমার না আমার ওপর?

সৌদামিনী। না, তোমার ওপর রাগ করতে যাবেন কেন?

নরেন। ও! বুঝেছি। তোমার ওপর রাগ করবেন?

সৌদামিনী ঘাড় নেড়ে জানায়—হাঁ।

কেন?

সৌদামিনী। তুমি আর মামা যখন লেখাপড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করো তখন আমি থাকি বলেই মা রাগ করেন, আর এখন তো মামা নেই!

নরেন। বুঝেছি, তৃতীয় ব্যক্তির অভাবে হয়ত প্রলয়কাণ্ড হতে পারে?

সৌদামিনী আবার ঘাড় নেড়ে জানায়, তা হতে পারে।

বেশ। তাহলে না-হয় চলেই যাই—

প্রস্থানোদ্যত। সৌদামিনী বাধা দিয়ে

সৌদামিনী। এখুনি কে চলে যেতে বলেছে? মা তো এখন সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন।

নরেন। (হেসে) ভয়ও আছে, আবার থাকতে বলাও আছে।

সৌদামিনী। যাও—তুমি যেন কি! আচ্ছা, সেদিন কি কাণ্ডটা করলে বলো ত?

নরেন। ঐ কাণ্ডটি না করলে তোমায় নালাটা পার করে দিতাম কি করে? বুঝলে তো? আমি তোমার পারের কাণ্ডারী!

সৌদামিনী। জানি না আমার পারের কাণ্ডারী কে? তবে নালাটা পার ক'রে আমার জীবনের এক ধাপ পার করেছ তুমি।

নরেন। স্বীকার করছ তাহলে ?

সৌদামিনী। স্বীকার না করে উপায় কি ?

নরেন। করতেই হবে। আমার হাত ধরে সেদিন যদি পেরুতে পারতে, তাহলে তোমাকে অমন করে দু'হাতে তুলে নিয়ে পার করতে হোত না। কিন্তু এই পারাপারের খবর জানি আমরা দু'জন, আর জানেন অন্তর্যামী !

সৌদামিনী। সেইজন্যেই তো ক'দিন অন্তরের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছি।

নরেন। বিশ্বাস করো, আমিও কম জ্বলেপুড়ে মরছি না।

সৌদামিনী। হয় তো জ্বালা জীবনভোরই ভোগ করতে হবে। কেন সেদিন অমন করে তুমি আমায় পার করলে, কেন সেদিন নালার মধ্যে ফেলে দিয়ে আমায় মেরে ফেললে না ?

নরেন। এ কি ! তুমি কাঁদছ সদু ?

নরেন এগিয়ে যেতে চায়, সৌদামিনী বাধা দিয়ে বলে—

সৌদামিনী। আর এগিয়ো না ! ওগো পারের কাণ্ডারী, যে জ্বালা দিয়েছ— আশীর্বাদ করো সে জ্বালা যেন সইতে পারি।

সৌদামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নরেন সেইদিকে চেয়ে থাকে। সহসা বাইরে থেকে কড়া নড়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবাবুর গলা শোনা যায়—

ব্রজবাবু। সদু, ও সদু—দরজাটা খোল্—

ব্রজবাবুর ডাকে নরেন তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেয়। ব্রজবাবু ঘরে ঢুকে বলেন—

এই যে নরেন, কতক্ষণ ?

নরেন। এই তো আসছি। কোথায় গিয়েছিলেন ?

ব্রজবাবু। সদুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে চিতোর গ্রামে।

নরেন। চিতোর গ্রামে ?

ব্রজবাবু। হাঁ, রাধাবিনোদ মুখুজ্জের বড় ছেলের সঙ্গে।

নরেন। ও ! বুঝেছি, বুঝেছি। রাধাবিনোদ মুখুজ্জের ছোট ছেলে নিখিল আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত।

ব্রজবাবু। ও ! ওরে ও সদু, তোর মাকে ডেকে দে—

নরেন। আপনাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে ?

ব্রজবাবু। হাঁ। এই কিছুক্ষণ হোল হাঁপের টানটা একটু বেড়েছে।

ইতিমধ্যে গিরিবালা ও সৌদামিনী প্রবেশ করে। ব্রজবাবু লাঠি, চাদর সৌদামিনীর হাতে দেন।

গিরিবালা। একি! দাদা! এত হাঁপাচ্ছ যে?

ব্রজবাবু। না। ও কিছু নয়—পুরোণ রোগ, কখনও বাড়ে, কখনও কমে।

গিরিবালা। রোগ পুরোণ হতে পারে, কিন্তু এমনভাবে কখনও তো হাঁপাও না। সদু, চট করে যা তো মা। দাদার ওষুধটা এনে দে তো—

সৌদামিনী চলে গেল।

ব্রজবাবু। বুঝলি গিরি। তা ছেলে আমার মোটামুটি পছন্দ হয়েছে।

গিরিবালা। ঘরবাড়ী কেমন দেখলে দাদা?

ব্রজবাবু। মোটামুটি গেরস্ত-সংসার, মন্দ নয়। বুঝলে নরেন, এদিকে ছেলেটী তেমন পাশ-টাশ কিছু করেনি বটে, কিন্তু পড়াশোনা আছে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যে নিয়ে এণ্ট্রান্স পাশ হলে কে মেয়ের বিয়ে দিত?

নরেন। না তো বটেই।

ব্রজবাবু। সদুকে যেভাবে পড়াশোনা করিয়েছি, তার ধারেকাছে হওয়া চাই তো। শুধু কখানা বই পড়ে পাশ করার আর কি মূল্য বলো? বড়জোর কেরাণী-গিরিই চলতে পারে—তার ওপরে নয়। পড়ার কি আর শেষ আছে নরেন?

ইতিমধ্যে সৌদামিনী ওষুধ নিয়ে আসে।

সৌদামিনী। মামা।

ব্রজবাবু। ও অষুধ। দে—

ব্রজবাবু অষুধ খান। ঔষধ ও জলের গেলাস নিয়ে সৌদামিনী চলে যায়। ব্রজবাবু বলতে থাকেন——

বুঝলি গিরি, লেখাপড়ার কথা বাদ দিলেও ছেলেটি খুব নম্র, বিনয়ী। তাছাড়া ছেলেটীর মুখে এমন একটা মিষ্টি ভাব আছে যে ইচ্ছে হয় বসে বসে আরো দুদণ্ড গল্প করি।

গিরিবালা। তা তোমার যখন সব দিক থেকেই পছন্দ হয়েছে তখন আর দেরী করে লাভ নেই দাদা—

ব্রজবাবু। না না, অত ব্যস্ত হোস্‌নে গিরি। ছেলে ভাল, পছন্দ হয়েছে, সবই সত্যি, কিন্তু মেয়েকে জন্মের মত পর করে দেব আর একটু ভেবে দেখব না—?

গিরিবালা। আবার কি ভাববে দাদা? পছন্দ যখন হয়েছে তখন অনর্থক দেরী করতে গিয়ে পাত্রটা যদি হাতছাড়া হয়ে যায়?

ব্রজবাবু। আর তো কিছু ভাবছি না, ভাবছি কি জানিস্, দোজবরে বলে।

নরেন। দোজবরে?

ব্রজবাবু। হ্যাঁ। অবশ্য নামেই দোজবরে। বিয়ের একমাসের মধ্যেই বউ মারা যায়।

নরেন। পাত্রের বাড়ী কোথায়?

ব্রজবাবু। এই তো চিতোর গ্রামে। রাধাবিনোদ মুখুজ্যে ছিলেন—তাঁরই বড় ছেলে। ওরে গিরি, সদুকে ডাক—বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দিক।

গিরিবালা। সদু, ও সদু চট্ করে একবার এদিকে আয়—

নরেন। আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্চে?

ব্রজবাবু। হ্যাঁ। কি রকম যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

গিরিবালা। ওষুধটা আর একবার দেব কি দাদা?

ব্রজবাবু। (হাত নেড়ে) না—না।

নরেন। আপনি কি চিতোর গ্রামে হেঁটে গিয়েছিলেন নাকি?

ব্রজবাবু। (ঘাড় নেড়ে বলেন) না, গরুর গাড়ী করেই যাওয়া-আসা করেছি। (ইতিমধ্যে সৌদামিনী আসে) সদু এসেছিস? দে তো মা। বুকটায় হাত বুলিয়ে দে তো—বড্ড কষ্ট হচ্চে—

সৌদামিনী বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—

সৌদামিনী। তুমি শুয়ে পড়ো মামা। বড্ড হাঁপাচ্ছ যে।

ব্রজবাবু। না না, শোব না। শুলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। গিরি—

গিরিবালা। দাদা।

ব্রজবাবু। আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন। সদুর বিয়ে তুই ঐখানেই দিস্। ছেলেটার যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। সদু সুখী হবে—স-দু-সু-খী।

বিছানায় ঢলে পড়লেন। সৌদামিনী ও গিরিবালা কেঁদে উঠলেন।

গিরিবালা। দাদা। দাদা।

সৌদামিনী। মামা। মামা গো।

সৌদামিনী ব্রজবাবুর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। গিরিবালা ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠলেন। নরেন নিশ্চল হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সৌদামিনীর শ্বশুর বাড়ী

ঘনশ্যামের শয়ন কক্ষ। রাত্রে আহারাদির পর ঘনশ্যাম খাটের উপর বসে চৈতন্যভাগবত পড়ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সৌদামিনীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। সৌদামিনীর পরণে ডুরে শাড়ী। অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার। সিঁথার সিঁদুর ও কপালে সিঁদুরের টিপ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। সৌদামিনী ঘরে ঢুকে মেঝেয় নিজের বিছানা পাততে লাগল। ঘনশ্যাম আড়নয়নে দেখলেন। পরে বললেন—

ঘনশ্যাম। সারাদিন খাটাখাটুনির পর, রোজ রোজ এই ভাবে বিছানা পাতা—

সৌদামিনী। (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) তাতে কি হয়েছে ?

ঘনশ্যাম। না না, হয়নি কিছু। কিন্তু তোমার কষ্ট হয় তো।

সৌদামিনী। বিছানা পাতার আবার কষ্ট কি ?

ঘনশ্যাম। আমি বলছিলাম কি, তার চেয়ে ঘরে আর একটা খাট এনে, বিছানাটা বড় করে নিয়ে কি শুতে পারা যায় না ?

সৌদামিনী। দরকার কি ? এই তো বেশ চলে যাচ্ছে—

ঘনশ্যাম। চলে তো অমন অনেক কিছুই যায়, কিন্তু চলে যাওয়াটাই তো সব নয়। ধর, মাটিতে ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে শেষে যদি অসুখ বিসুখ করে ?

সৌদামিনী। এতই যদি অসুখের ভয়, তাহলে না-হয় আমার অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দাও।

ঘনশ্যাম। ছিঃ! তা কি হয় ?

সৌদামিনী। কেন হয় না ?

ঘনশ্যাম। হয় না এইজন্যে যে তাতে অনেক রকম অপ্রিয় আলোচনা হতে পারে।

সৌদামিনী। ও-সব আলোচনা আমি গ্রাহ্য করিনে।

ঘনশ্যাম। সে কি! গ্রাহ্য করো না ?

সৌদামিনী। না।

ঘনশ্যাম। মেয়েমানুষের কিন্তু অতটা বেপরোয়া হওয়া ভাল নয়।

সৌদামিনী। অত ভালমন্দের বিচার করে আমি কাজ করিনে।

ঘনশ্যাম। কি মেয়ে, কি পুরুষ, সকলেরই কিন্তু ভালমন্দের বিচার করে কাজ করা উচিত। আজ বেপরোয়া ভাবে যে কথা বলছ—এতবড় বুকের পাটা হয়ত চিরকাল নাও থাকতে পারে।

ঘনশ্যাম বইটা বুঁজিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সৌদামিনী বইটা সেলফ-এ তুলে রেখে বিছানা ঝেড়ে নিজের বিছানায় এসে চুপ করে বসে রইল। ইতিমধ্যে ঘনশ্যাম পুনরায় ঘরে ঢুকলেন।

ঘনশ্যাম। কি চুপচাপ বসে আছ যে, শুয়ে পড়ো—

সৌদামিনী। তুমি না শুলে আমি শুই কি করে?

ঘনশ্যাম। আমার শোয়া না-শোয়ার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

সৌদামিনী। বা রে! দোর বন্ধ করতে হবে না?

ঘনশ্যাম। (হেসে) আচ্ছা সদু, তোমার সব বিষয়ে এত বিবেচনা বোধ, অথচ এক এক সময় এমন হয়ে যাও কেন বল তো?

সৌদামিনী। কি হয়ে যাই?

ঘনশ্যাম। মানে আমার কথা বা পরামর্শ কানে নাও না?

সৌদামিনী। অর্থাৎ আমি অবাধ্যপনা করি, এই বলতে চাও তো?

ঘনশ্যাম। না তা নয়, তবে কেন জানি না, তুমি আমায় ধরা দিতে চাও না। এই তো সবে কিছুদিন হ'লো তুমি এ সংসারে এসেছ, এক নৌকায় সারাজীবন আমাদের কাটাতে হবে, গোড়াতেই যদি পরস্পরকে চেনা ও জানার ভুল হয় তাহলে সারা জীবনই যে বিষময় হয়ে উঠবে। সদু, সত্যি করে বল, তোমার কি দুঃখ। আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

সৌদামিনী। বিয়ের পর এ প্রশ্ন আজ নিরর্থক।

ঘনশ্যাম। তবে?

সৌদামিনী। যদি কোনদিন সুযোগ আসে তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।

ঘনশ্যাম। বেশ। আমি সেইদিনের অপেক্ষায় রইলুম।

ঘনশ্যাম বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দেখা গেল, সৌদামিনী হ্যারিকেনটি কমিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৌদামিনীর শ্বশুর বাড়ী। রান্নাঘরের সম্মুখস্থ বারান্দা

তখন সকাল। সৌদামিনীর মেজজা অর্থাৎ অখিলের স্ত্রী কুটনো কুটছিল। তাহারই অদূরে বসে সৌদামিনীর শাশুড়ী রান্নার ব্যবস্থা করছিলেন।

শাশুড়ী। ঘনশ্যামের বন্ধু যে মাছটা পাঠিয়েছে ওটা বেশ বড়ই—না মেজবৌমা?

মেজজা। হ্যাঁ, চার-পাঁচ সের তো বটেই।

শাশুড়ী। দু-বেলা বেশ কুলিয়ে যাবে। কি বল?

মেজজা। হাঁ, হাঁ।

শাশুড়ী। রান্নার কি ব্যবস্থা করলে মেজবৌমা?

মেজজা। মাছের ঝোল, মাছের ডালনা, মাছের অম্বল—

শাশুড়ী। অখিল দই-মাছ ভালবাসে। ওর জন্যে একটু দই-মাছও করতে দাও—

ইতিমধ্যে সৌদামিনী ঘর থেকে বার হয়। মেজজা ও শাশুড়ীর কথাগুলি তার কানে যায়। সে উভয়ের অলক্ষ্যে রান্নার আলোচনা শোনে। শাশুড়ী বলেন—

আজ আর নিরমিষের হাঙ্গামা ক'রো না মেজবৌমা! তোমার ননদের আর আমার একাদশী। ঘনশ্যামের জন্যে রোজই তো একরকম নিরমিষ খাওয়া!

সৌদামিনী ঘরে চলে যায়। অখিলের স্ত্রী বলতে থাকেন—

মেজজা। যা বলেছেন! পুরুষ মানুষ, সাপটা খাবেন, তা নয়—যত হাঙ্গামা!

শাশুড়ী। যা বলেছ! তেলক-কেটে বোষ্টমই যদি হবি, তবে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলি কেন বাপু?

মেজজা। বটঠাকুর ত বিয়ে করতে চাননি, আপনারই ধরে-বেঁধে বিয়ে দিলেন।

শাশুড়ী। বিয়ে কি আর সাধে দিলাম বৌমা! এতবড় সংসার, ওকে আটকে না রাখলে সংসার চালাই কি করে? তাই তো সাতপাঁচ ভেবে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হ'লো। অখিল কি এতবড় সংসার একা চালাতে পারে? তার তো মাইনে মোটে চল্লিশটি টাকা। বিয়ে দিলাম—ঘনশ্যাম তবু নিজের সংসার মনে করে যেমন খরচপত্র করছিল, তেমনিই করবে।

সৌদামিনীর শাশুড়ীর উপরোক্ত কথার মাঝে তাঁর বিধবা মেয়ে এসে হাজির হয়েছিল। মায়ের কথায় সে-ও ফোঁস্ করে ওঠে। বলে—

ননদ। হ্যাঁ, করবে? যে বৌ ঘরে এনেছ সে পাঁচজনকে করতে দিচ্ছে?

শাশুড়ী। বড়বৌমা দজ্জাল—ঝগড়াটে বটে, কিন্তু ঘনশ্যামের ভাল-মন্দর দিকে নজর নেই। এসব ব্যাপারে কিছু বলবে না। সে ছিলেন বটে, আমার মেজ খুড়িমা—মেজকাকার রোজগার ছিল ভাল। মেজকাকার ওপর দমটাও ছিল অসম্ভব। অমন স্বামী-স্ত্রী আবার দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত মেজখুড়িমা স্বামী ছেলেপুলে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন।

ননদ। তা তোমার বড়বৌ যে শেষ পর্যন্ত তোমার মেজখুড়িমার মতই হবে না তাই বা কে বলতে পারে?

মেজজা। বটঠাকুরের ওপর দিদির যা দরদ ঠাকুরঝি। তাতে—

ননদ। তা একথা যা বলেছ মেজবৌদি।

এমন সময় ঘনশ্যাম সেখানে এসে বলে—

ঘনশ্যাম। খাবার-টাবার কিছু আছে মা?

শাশুড়ী। এত সকালে খাবার আর কোথায় পাব ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম। অনেকদূর যাব, তাই ভাবছিলাম কিছু খেয়ে গেলে হোত—

ইতিমধ্যে সৌদামিনী ফিরে আসে। রান্নাঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়ায়।

শাশুড়ী। আজ তো একাদশী।

ঘনশ্যাম। ও। একাদশী। তবে থাক তবে থাক। আজ যে একাদশী একথা আমার একেবারেই মনে ছিল না। আচ্ছা চলি—

ঘনশ্যাম চলে গেল। সৌদামিনী দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে—

সৌদামিনী। ওকে দেবার মত ঘরে কি কিছুই ছিল না মা!

শাশুড়ী। থাকলে কি আর দিইনে বৌমা।

সৌদামিনী। কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা?

শাশুড়ী। খাবার আবার কে আনলে বৌমা?

সৌদামিনী। কাল রাত্রে বোসেরা তাদের বেয়াই বাড়ীর পাওয়া সন্দেশ পাড়ায় বিলিয়েছিল। আমাদেরও তো বেশ কিছু দিয়েছিল—

শাশুড়ীর। ওমা। সে আবার কটা যে আজ সকাল পর্যন্ত থাকবে? সে তো কালই শেষ হয়ে গেছে—

সৌদামিনী। তা না-হয় গেছে। কিন্তু ঘরে তৈরী করেও কি কিছু খাবার দেওয়া যেত না মা?

শাশুড়ী। বেশ তো বৌমা! তাই কেন দিলে না? তুমিও তো বসে বসে শুনছিলে বাছা?

সৌদামিনী। সবই শুনছিলাম সত্যি কিন্তু ভাবতে পারিনি যে শেষ পর্যন্ত আপনি একাদশীর দোহাই দিয়ে অভুক্ত অবস্থায় লোকটাকে বাড়ী থেকে বিদেয় করবেন।

ননদ। যাক্ তবু ভাল যে এতকাল বাদে দাদার ওপর বৌদির দরদ উথলে উঠেছে—

সৌদামিনী। দরদ উথলে ওঠাটা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ঠাকুরঝি। বরং না উথলে ওঠাটাই আশ্চর্যি। (শাশুড়ীর প্রতি) আজ আর আমার চাল নেবেন না মা? আপনার ছেলের সঙ্গে আমিও আজ একাদশী করব।

শাশুড়ী। ছিঃ ছিঃ। সধবা মানুষ! ওকথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে?

সৌদামিনী। স্বামীর সঙ্গে উপবাস করায় কোন বাধা নেই মা। এতে কোনো অকল্যাণ হয় না। সত্যি বলছি, আমি আজ আর জলস্পর্শ করব না।

মেজজা। বট্‌ঠাকুর খেলেন না বলেই বোধহয় দিদি উপোস করবেন?

শাশুড়ী। বলি, এ নতুন ঢঙ শিখলে কোথায় বৌমা?

সৌদামিনী। নতুন হবে কেন মা? আপনাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি আপনারা খেয়ে বসে থাকতেন?

শাশুড়ী। তবু ভাল, ঘনশ্যামের আমার এতদিনে কপাল ফিরলো—

মেজজা। তখনই তো বলেছিলুম মা, যে, বুড়ো শালিক পোষ মানবে না।

ননদ। কি গো মেজগিন্নি! তুমি যে বড় বলছিলে যে তোমার বট্‌ঠাকুরের ওপর তোমার বড়জায়ের দরদ নেই?

মেজজা। এতদিন সেই রকমই ত দেখেশুনে মনে হচ্ছিল, তা আজ হঠাৎ দরদ উথলে উঠবে তা জানব কি করে বলো?

সৌদামিনী। তা আজকে তো জানলে—এবার থেকে সেইটে জেনে বুঝে চললেই ভাল হয়।

প্রস্থান

মেজজা। 'বিষ নেই কুলোপানাচক্র।' তবু যদি সারারাত মাটিতে পড়ে না কাটাতে তাহলে না জানি কি করতে?

ন·দ। যা বলেছ।

> সৌদামিনীর ননদ প্রস্থান করে। সৌদামিনীর মেজজা যথারীতি কুটনো কুটতে থাকে। ইতিমধ্যে অখিল প্রবেশ ক'র বলে—

অখিল। কি গো। রান্নার কি ব্যবস্থা করলে?

মেজজা। মাছেরই পাঁচ রকম হচ্ছে। তোমার বন্ধুরা খেয়ে নিন্দে করতে পারবে না।

অখিল। পাচ ছেড়ে পাচশ' রকম করো না কেন? সেটা বড় কথা নয়—কথা হচ্ছে রান্নাটা ঠিক সময়মত হওয়া দরকার। মানে, সাড়ে দশটার মধ্যে তোমার ঐ পাচ রকম হয়ে উঠবে তো?

মেজজা। দেখি চেষ্টা করে, সাড়ে দশটার মধ্যে পাঁচ রকম বেঁধে তোমার বন্ধুদের খাওয়াতে পারি কি না? এই রান্নার জন্যে একটু আগে যা কাণ্ড হয়ে গেল।

অখিল। কাণ্ড!

মেজজা। হ্যা গো। বটঠাকুর না খেয়ে বেরিয়ে গেলেন—আর এদিকে মাছের তরকারী হচ্ছে পাঁচ রকম—আর কোথায় আছে? দিদি, সে। একেবারে খড়্গহস্ত।

অখিল। তা দাদা বৈষ্ণব মানুষ। কোন কালেই মাছ খান না। তাই বলে আর কেউ খাবে না?—বৌঠানের এ অন্যায় রাগ।

মেজজা। সেই কথা বলা হয়েছে বলে মা-কে আমাকে কি যাচ্ছেতাই না করলেন।

অখিল। সংসারে পা দিতে না দিতেই বড় বৌয়ের তাহলে মুখ খুললো?

মেজজা। তোমাদেরও যেমন। দাদার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে বুড়ো শালিক ধরে আনলে? ও পোষ মানে কখনো? দেখ, কোনদিন খাঁচা কেটে পালিয়ে যায়।

অখিল। তার মানে?

মেজজা। দাদাকে সংসারে আটকে রাখার জন্যে, বউ মরতে না

মরতে সাততাড়াতাড়ি বিয়ে দিলে! এখন বৌ তোমার দাদাকে নিয়ে না সরে পড়ে।

অখিল। না না, তা কি কখনো হতে পারে? দাদা আর যাই করুন না কেন বউয়ের কথায় কখনই পৃথক হবেন না—এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

তৃতীয় দৃশ্য

সৌদামিনীর শয়নকক্ষ

তখন রাত্রি বারোটা। সৌদামিনী ঘরের মেঝেয় বসে বই পড়ছে। এমন সময় ঘনশ্যাম ঘরে প্রবেশ করে বলে—

ঘনশ্যাম। কি গো, শোওনি যে? এখনো বসে বসে বই পড়ছো?

সৌদামিনী। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) তাই তো! বড্ড রাত হয়ে গেছে!

ঘনশ্যাম। মুখটা শুকনো কেন? শরীর খারাপ হয়নি তো?

সৌদামিনী। না। শুধু শুধু শরীর খারাপ হতে যাবে কেন?

ঘনশ্যাম। শুধু শুধু নয়। কারণ একটা আছে বলেই জিজ্ঞেস করলাম।

সৌদামিনী। ও-রকম কারণ নিত্যি লেগে আছে, ওর জন্যে এখন আর আমার শরীর খারাপ হয় না।

ঘনশ্যাম। শরীর খারাপ না হোক মাথাটা ধরেছে তো?

সৌদামিনী নিরুত্তর, ঘনশ্যামের কথার জবাব দেয় না, শুধু মাথা হেঁট করে মাটীর দিকে চেয়ে থাকে।

আচ্ছা, এসব হাঙ্গামা করে কেন কষ্ট পাও বলতে পার?

সৌদামিনী। হাঙ্গামা! কে বললে?

ঘনশ্যাম। সেদিন তো তোমাকে আমি বলেছি, হাত গুনতে জানি।

সৌদামিনী। জানলে ভালই। কিন্তু তোমার গোয়েন্দার নাম বল, কি কি দোষ তিনি আমার দিলেন শুনি?

ঘনশ্যাম। গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেস করি, এত অল্পে তোমার রাগ হয় কেন?

সৌদামিনী। অল্প ? তুমি কি ভাব, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে ? কিন্তু তাও বলচি, তুমি যে এত বলচ, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমারও রাগ হোত। আচ্ছা, তুমিই বাড়ীর সর্ব্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়ীশুদ্ধ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছে করলে শাসন করে দিতে পার না ?

ঘনশ্যাম। কৈ ? কেউ তো অযত্ন করে না।

সৌদামিনী। করে। যা তুমি সহ্য কর, প্রকাশ করো না। আচ্ছা, যতবড় দোষই হোক তুমি কি সব মাপ করতে পার ?

ঘনশ্যাম। যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো। আমি বোষ্টম, আমার তো নিজের ওপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন। আর তোমাকেও এখন থেকে তাই হতে হবে।

সৌদামিনী। কেন ? আমার অপরাধ ?

ঘনশ্যাম। বৈষ্ণবের স্ত্রী, এইমাত্র তোমার অপরাধ।

সৌদামিনী। তা হতে পারে। কিন্তু গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে, যে মহাপ্রভুরই আদেশ হোক। তা ছাড়া যে লোক ভগবান পর্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি ?

ঘনশ্যাম। কে ভগবান মানে না ? তুমি ?

সৌদামিনী। হ্যাঁ।

ঘনশ্যাম। সে কি। তুমি ভগবান মান না ?

সৌদামিনী। না। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? নেই বলে মানিনে—মিথ্যা বলে মানিনে।

ঘনশ্যাম। (গম্ভীরভাবে) শুনেছিলুম, তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—

সৌদামিনী। তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, বলতেন Agnostic।

ঘনশ্যাম। সে আবার কি ?

সৌদামিনী। Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছে বা নেই কোন কথাই বলে না।

ঘনশ্যাম। (বিরক্তিভাবে) থাক এ সব আলোচনা। আমার সামনে তুমি আর কোনদিন একথা মুখে এনো না।

স্বামীর কথায় সৌদামিনী লজ্জিত হয়। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণ থেকে মাদুর খুঁজতে থাকে। ঘনশ্যাম লক্ষ্য করে বলে—

ঘনশ্যাম। কি খুঁজছ? মাদুর?

সৌদামিনী। (সলজ্জে) হাঁ।

ঘনশ্যাম। থাক। আর অত খোঁজাখুঁজিতে দরকার নেই। আজ না-হয় এই তোষকটা পেতেই শুয়ে পড়।

ঘনশ্যাম নিজের বিছানা থেকে একখানা তোষক তুলে দিল। সৌদামিনী তোষকটা পাততে লাগল। ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের দেওয়াল-আলমারী থেকে একটা ওষুধ বার করে নিয়ে বলে—

এস, ওষুধটা কপালে লাগিয়ে দিই। মাথাধরা ছেড়ে যাবে।

সৌদামিনী। কে বললে তোমাকে আমার মাথা ধরেছে?

ঘনশ্যাম। আমি হাত গুণতে জানি নে। কারো মাথা ধরলেই আমি টের পাই।

সৌদামিনী। মাথা তো আমার শুধু আজই ধরেনি। তাহলে অন্যদিনও টের পেয়েছ বলো?

ঘনশ্যাম। রোজই পেয়েছি। নাও, ওষুধটা লাগিয়ে দিয়ে মাথায় একটু পাখার বাতাস করি। তুমি ঘুমিয়ে পড়।

ঘনশ্যাম কপালে ওষুধ দিয়ে পাখার বাতাস করতে থাকে, সৌদামিনী বাধা দিয়ে বলে—

সৌদামিনী। থাক, থাক। এ তুমি কি করছো?

ঘনশ্যাম। করলামই বা একটু বাতাস। তুমি ঘুমোও।

সৌদামিনী। মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে। আর ঘুমোবো না।

ঘনশ্যাম। ঘুমোবে না? তবে কি সারারাত জেগে বসে থাকবে?

সৌদামিনী। সারারাত জাগার আর বাকি কি। বাকি রাতটুকু অনায়াসেই জেগে কাটানো যাবে।

ঘনশ্যাম। আমার একটা কথা শুনবে?

সৌদামিনী। তোমার কথা কি আমি শুনিনি?

ঘনশ্যাম। শোন, আচ্ছা তাহলে কাছে এস, বলি।

সৌদামিনী। আমি তো কালা নই। যা বলবে বলো না, আমি এখান থেকেই শুনতে পাব।

ঘনশ্যাম। (খাট থেকে নেমে, সস্নেহে হাত ধরে) পাবে না গো পাবে না।

(আরো স্নেহভরে বুকের কাছে টেনে নিযে) যারা ভগবান মানে তারা কি বলে জান ?

সৌদামিনী। কি ?

ঘনশ্যাম। তারা বলে স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।

সৌদামিনী। কিন্তু যারা ভগবান মানে না তারা বলে, কারুর কাছেই মিথ্যে বলতে নেই—

ঘনশ্যাম। বটে! কিন্তু তাই যদি হয, তাহলে অতবড মিথ্যে কথাটা কি করে মুখে আনলে বলো তো ?

সৌদামিনী। (সবিস্ময়ে) মিথ্যে কথা আবার কি মুখে আনলাম ?

ঘনশ্যাম। আনলে না ? কি করে বললে ভগবান তুমি মান না ?

সৌদামিনী। ভগবান মানি বললেই বুঝি সত্য কথা বলা হ'তো ? যাক— আমাকে আটকে রাখলে কেন ? আর কোন কথা আছে ?

ঘনশ্যাম। আর একটা কথা, মাযের কাছে মাপ চেয়ে নিযো—

সৌদামিনী। মাপ চাওযাটা কি ছেলেখেলা ? না তার কোন অর্থ আছে ?

ঘনশ্যাম। অর্থ তার এই যে সেটা তোমার কর্তব্য।

সৌদামিনী। তোমাদের ভগবান বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিযে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেযে কর্তব্য করুক ?

ঘনশ্যাম। ভগবানের নাম নিযে তামাসা করতে নেই সত্য, একথা ভবিষ্যতে আর কোনদিন যেন মনে করিযে দিতে না হয। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে— মাযের কাছে মাপ চাইতে না পার, তার সঙ্গে আর কখনো বিবাদ করতে যেও না।

সৌদামিনী। তা না-হয যাব না। কিন্তু কেন শুনতে পাইনে ?

ঘনশ্যাম। কেন-র উত্তর আমি দেব না। নিষেধ করা আমার কর্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম।

সৌদামিনী। কর্তব্যজ্ঞানটা তোমাদের যদি এত বেশি, সে কি আর কারুও নেই ? আমিও তো মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে তো আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিযে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয বলে দিচ্ছি।

ঘনশ্যাম। তাহলে গুরুজনদের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্তব্য ? সে যদি হয, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই—

চতুর্থ দৃশ্য

সৌদামিনীর শ্বশুরবাড়ী। রান্নাঘরের সম্মুখস্থ বারান্দা। তখন সবে সকাল হয়েছে। সৌদামিনীর বিধবা ননদ সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। এমন সময় ঘনশ্যামের মা প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সৌদামিনীর ননদ বলে—

ননদ। কাল রাত্রে দাদাকে বড় বৌয়ের কথাগুলো বলেছিলে ?

শাশুড়ী। বলবার আর সময় পেলাম কখন ? অনেক রাত্রে ফিরলো—

ননদ। আজকে দাদাকে কথাগুলো ব'লো মা। বছর ঘুরলো না, এখনই এই, না জানি এর পরে কি হবে ?

শাশুড়ী। হবে যা তা তো বুঝতে পারছি।

ননদ। এই জন্যেই তখন পই পই করে বারণ করেছিলাম মা, লেখাপড়া-জানা মেয়ে ঘরে এনো না ? তার ওপর ওর মামা শুনেছি নাকি দু'পাতা ইংরেজীও পড়িয়েছিল।

সৌদামিনীর শাশুড়ী ইতিমধ্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অন্যদিকে অগ্রসর হলেন। তাঁকে খোঁড়াতে দেখে সৌদামিনীর ননদ বলে—

এ কি মা, তুমি খোঁড়াচ্ছ ? বাতের ব্যথাটা আবার বাড়ল নাকি ?

শাশুড়ী। হ্যাঁ রে, কাল রাত থেকে আবার বড্ড বেড়েছে।

ননদ। তা তুমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদিকে আবার চললে কোথায় ?

শাশুড়ী। জপের মালাটা আনতে যাচ্ছি।

ননদ। তোমাকে আর যেতে হবে না। এখানে বসে জপ কর, আমি মালা এনে দিচ্ছি।

শাশুড়ী। তাহলে তাই দে —

সৌদামিনীর ননদ চলে গেল। সৌদামিনীর শাশুড়ী বারান্দায় বসতে যাবেন এমন সময় ঘনশ্যাম ঘর থেকে বার হ'ল। ত'র গায়ে থ্রী-কোয়ার্টার পাঞ্জাবী, পায়ে জুতা, বগলে ছাতি।

এই সকালে আবার কোথায় বেরুচ্ছ ঘনশ্যাম ?

ঘনশ্যাম। রায়গঞ্জে পাট কিনতে যাব মা।

শাশুড়ী। খাওয়া-দাওয়া না করেই চললে বাছা, এদিকে তোমার বউ তো এই নিয়ে সারাদিন ধানাই-পানাই করবে।

ঘনশ্যাম। না—না, কিচ্ছু করবে না। আমি ওকে বেশ করে বুঝিয়ে বলেছি।

শাশুড়ী। তুমি তো বুঝিয়ে গেলে, কিন্তু তুমি বাড়ীর বার হলেই তোমার ঐ বৌটি আমাদের এমন বোঝান বোঝাতে আরম্ভ করবে যে বাড়ীতে আমাদের টেঁকা দায় হবে।

ইতিমধ্যে সৌদামিনীর ননদ জপের মালা নিয়ে এল। সৌদামিনীর শাশুড়ী মালাটি কপালে ঠেকিয়ে বললেন—

কাল তোমাকে কিছু বলিনি ঘনশ্যাম, কিন্তু তোমাকে আমি স্পষ্টই বলে রাখছি, এ বউ নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না। বাব্বা! কালকে যা কাণ্ড করলে।

ঘনশ্যাম। আমি সব শুনেছি মা, আর সে জন্য ওকে খুব বকেও দিয়েছি।

শাশুড়ী। ও বকাঝকা আমি বুঝিনে বাছা, তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি কথা হয়েছে না হয়েছে তা শোনারও আমার দরকার নেই। মোটকথা, তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘনশ্যাম। ব্যবস্থা করবার মালিক তো তুমি নিজেই মা।

শাশুড়ী। তা কি আর পারিনে বাছা একদিনেই পারি। এত বাড়া মেয়ে, আমার তো বিয়ে দিতে ইচ্ছেই ছিল না। শুধু—

ঘনশ্যাম। সে কথা আর এখন ভেবে লাভ কি মা। আর তা ছাড়া ভালমন্দ যাই হোক, বাড়ীর বড় বউকে তো আর ফেলতে পারবে না। ও চায় আমি একটু ভাল খাই দাই, তা সেই ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা।

শাশুড়ী। অবাক করলি ঘনশ্যাম! আমি কি ভালমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে ও এসে আমায় শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা কি দোষ বাবা! অতবড় বউ যেদিন এসেছে, সেইদিনই জানতে পেরেছি—স সার এবার ভাঙলো। তা আমার গিন্নীপনায় আর যদি না চলে, ওর হাতেই না-হয় চাবি দিয়ে দাও। কৈ গো বড়বৌমা, বেরিয়ে এসো গো, চাবি নিয়ে যাও—

চাবির গোছা ফেলে দিয়ে সৌদামিনীর শাশুড়ী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর থেকে চলে গেলেন। সৌদামিনীর ননদও চলে যাচ্ছিল। ঘনশ্যাম চাবিটা তুলে নিয়ে, তাকে ডেকে বললেন—

ঘনশ্যাম। এটা নিয়ে যা বোন। মা বেঁচে থাকতে এ চাবি রাখার অধিকার কারুরই নেই—

ননদ। অতিবড় দুঃখেই মা চাবিটা ফেলে দিয়ে গেলেন দাদা!

ঘনশ্যাম। আমারই ভুল হয়েছে রে! আমিই বুঝতে পারিনি যে সব মেয়ে-মানুষেরই ঐ এক রোগ। কাকেই বা কি বলি—যা নিয়ে যা—

চাবির গোছা সৌদামিনীর ননদের হাতে দিলেন। সে চলে যাচ্ছিল। ঘনশ্যাম ডেকে বলেন—

হ্যাঁরে মা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলেন, বাতের ব্যথাটা আবার বেড়েছে নাকি?

ননদ। হ্যাঁ দাদা, কাল রাত্তির থেকে বড্ড বেড়েছে—

ঘনশ্যাম। ও! আচ্ছা, তুই মাকে চাবিটা দিয়ে দিগে যা—আর আমার হয়ে মাকে একটু বলিস্ যে তাকে কথাটা বলে আমি সত্যিই অনুতপ্ত।

ননদ। হাজার হোক তুমি বোষ্টম মানুষ, অনুতাপ তো তোমার হতেই পারে দাদা! অন্য লোক হলে কি আর চাবিটা ফেরৎ দিত—বরং এই সুযোগেই বৌয়ের আঁচলে ওটা বেঁধে দিত—

সৌদামিনীর ননদ চলে যায়। অপর দিক দিয়ে সৌদামিনী প্রবেশ করে। ঘনশ্যাম বলেন—

ঘনশ্যাম। যাক—তুমি এসেচ ভালই হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়েই কথাটা মনে হ'ল। দেখ, আজ ভোরবেলা তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেছেন।

সৌদামিনী। (সবিস্ময়ে) নরেনবাবু!

ঘনশ্যাম। তিনি আমাদের নিখিলের কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শিকার করার জন্যে কলকাতায় থাকতে সে বুঝি করে নেমতন্ন করে এসেছিল, তাই এসেছেন।

সৌদামিনী। ও।

ঘনশ্যাম। তোমার সঙ্গে তো জানাশোনা আছে।

সৌদামিনী ঘাড় নেড়ে জানায়—আছে।

শোন, এইমাত্র শুনলাম কাল রাত থেকে মার বাতের ব্যথাটা বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার অফিস করতে হবে।

সৌদামিনী। কিন্তু তুমি তো আছ।

ঘনশ্যাম। আমিই বা থাকতে পারছি কৈ? আমাকেও তো এখনই বেরুতে হচ্ছে রায়গঞ্জে পাট কিনতে—

সৌদামিনী। কখন ফিরবে?

ঘনশ্যাম। ফিরতে কাল আবার এই সময়। রাত্তিরটা সেখানেই থাকতে হবে।

সৌদামিনী। তাহলে আর কোথাও তাঁকে যেতে ব'লো। আমি বউমানুষ! শ্বশুরবাড়ীতে তাঁর সামনে বার হতে পারব না।

ঘনশ্যাম। ছি-ছি, তা কি হয়? আমি সমস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সামনে না বার হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিও—মোট কথা, তোমাদের প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।

কথা কটি বলে ঘনশ্যাম বেরিয়ে গেলেন। সৌদামিনী সেইদিকে চেয়ে রইল।

পঞ্চম দৃশ্য

সৌদামিনীর শাশুড়ীর ঘর। সৌদামিনীর শাশুড়ী মালা জপ করছিলেন; এমন সময় সৌদামিনীর মেজজা ঘরে ঢুকে বল'লন—

মেজজা। ঠাকুরঝির কাছে শুনছিলাম, আপনি নাকি বাতের জন্যে আজকে কি-এক মাদুলী ধারণ করবেন মা?

শাশুড়ী। হ্যাঁ।

মেজজা। খাওয়া-দাওয়ার কোন বাছবিচার নেই তো?

শাশুড়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বৈ কি! তিনদিন শাক অম্বল কড়াইয়ের ডাল খাওয়া বারণ।

মেজজা। তাহলে আপনার জন্যে কি রাঁধতে দেব মা?

শাশুড়ী। তোমার ননদই যাহোক দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে দেবে'খন। তুমি একা আর কতদিকে কি করবে। আজ আবার নিখিলের বন্ধুটি এসেছে। তার জন্যে যাহোক পাঁচরকম করতে হবে তো?

মেজজা। না মা। দিদি আজ হেঁসেলে ঢুকেছেন। ঠাকুরপোর বন্ধুটি ওঁদের গ্রামের ছেলে, তার জন্যে রান্নাটা আজ দিদিই রাঁধতে গেছেন।

শাশুড়ী। ও! তা ছেলেটির সঙ্গে চেনাশোনা আছে বুঝি?

মেজজা। আছে বৈকি! হাজার হোক এক গ্রাম, এক পাড়ায় বাড়ী।

দিদির কাছে শুনছিলাম, ওঁদের বাড়ীতে, ওঁর মামার কাছে পড়াশোনা করতে আসত—

সৌদামিনীর প্রবেশ। সৌদামিনী মেজজাকে বলে—

সৌদামিনী। মেজদি, রান্না সব হয়ে গেছে। রাঁধুনীকে পাঠিয়েছি জিজ্ঞেস করতে—এখন খাবেন কি না? যদি খেতে চান তাহলে তুমি রাঁধুনীকে দিয়ে গোছ করে পাঠিয়ে দিও।

মেজজা। সে আবার কি কথা! পাড়াব ছেলে, ভাইয়ের মত, ভাত বেড়ে রাঁধুনীকে দিয়ে পাঠানটা কি ঠিক হবে?

সৌদামিনী। তা ব'লে কি করব? আমি বেরুতে পারব না। আমার লজ্জা করছে।

মেজজা। তোমাব আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। বিয়ের দিন পযন্ত সামনে বেরিয়েছ, কথা কয়েছ, আব আজই যত লজ্জা!

শাশুড়ী। যা বলেছ মেজবৌমা! নিজে হাতে রাঁধলে যখন নিজে হাতে খেতে দাও—তা নয়—যত—

সৌদামিনী। নিজে হাতে বেঁধেছি বলে যে নিজে হাতেই খেতে দিতে হবে তার কি মানে আছে?

শাশুড়ী। বড়বৌমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার ছেলে, ভাইয়েব মত—তার সঙ্গে এইবকম ব্যবহার করলে, ওঁব তো নিন্দে হবে না, নিন্দে হবে আমার। তারপর গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ছেলেটি ওর মার কাছে গিয়ে সাতখানা করে লাগাক, তখন ওঁব মা-ই বলবে—শাশুড়ী মাগী দেখা কবতে দেয়নি।

ইতিমধ্যে সৌদামিনীর ননদ এসে জানায়—

ননদ। নিখিলের বন্ধুটি খেতে বসবে। রাঁধুনী বলছে—তুমি গিয়ে দেখিয়ে না দিলে সে বাড়তে পারছে না।

শাশুড়ী। যাও মেজবৌমা, যাও—

ননদ। রাঁধুনী বলছিলো, ভদ্রলোক বড়বউদির সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, কিন্তু কি জেদি তোমায় কি বলব—কিছুতেই গেল না।

শাশুড়ী। তা যাবেন কেন? যে করেই হোক আমার মুখটা পোড়ান চাই তো? যাও মেজবউমা, যাও—আর দেরী ক'রো না—

সৌদামিনীর মেজজা প্রস্থান করে। সৌদামিনীর ননদও ঘর থেকে বার হতে যায় এমন সময় সৌদামিনীর শাশুড়ী বলেন—

শাশুড়ী। হ্যাঁরে, মুক্তো আজও কাজ করতে আসেনি ?

ননদ। না মা।

শাশুড়ী। দেখ্ দিকিনি আক্কেলটা! পাঁচদিন ব'লে গেল আর আজ পনের দিন হতে চলল—এখনো দেখা নেই।

ননদ। ওদের দশাই ঐ!

শাশুড়ী। কিন্তু তোরা যে বাসন মেজে মেজে সারা হয়ে গেলি!

ননদ। তা আর কি করা যাবে? সংসারের কাজ, এ তো আর ফেলে রাখা যায় না।

শাশুড়ী। তা বড়বৌমাও যদি আবার একটু আধটু তোদের কাজে জোগান দেয় তাহলেও তো হয় ?

ননদ। কি যে বলো! তোমার বড়বৌ হ'লো পটের বিবি, বাসন মাজলে হাতে হাজা হবে না ?

সহসা বাহিরে বৈষ্ণবীর কণ্ঠ শোনা গেল—

(নেপথ্যে) বৈষ্ণবী। কৈ গো! আমার মা-ঠাককণ কোথায় গো।

শাশুড়ী। এই যে মেয়ে! এদিকে এসো—

বৈষ্ণবী ঘরে প্রবেশ করে। সৌদামিনীর ননদ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বৈষ্ণবী বলে—

বৈষ্ণবী। মেজবৌদিদির কাছে শুনলাম, আপনার বাতের ব্যথাটা আবার বেড়েছে, তাই ভাবলাম দরজা থেকে ফি:র যাব। যাই একবার মা ঠাকরুণকে দেখে যাই—

শাশুড়ী। বেশ করেছ। এসেই যখন পড়েছ তখন একটা গান শোনাও মেয়ে, সংসারের খিচিমিচিতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছি।

বৈষ্ণবী। আহা! তা আবার নয়! শুনেছি সব। বড় দাদাবাবুব বৌটি তেমন স্থবিধের হ'লো না।

শাশুড়ী। তেমন মানে? যে বৌকে হারিয়েছি তার কাছে এ কিছুই নয়—তার মুখের টুঁ শব্দটি কেউ কোনদিন শুনতে পায় নি, আর এ বৌয়ের মুখে তো খৈ ফুটছে! তাই, আগেকার বড়বৌমার কথা যখন মনে হয়, তখন বুকের ভেতরটা

খাঁ খাঁ করতে থাকে। তুমি গাও মেয়ে, একটা গান শোনাও। মনটা তবু খানিক-ক্ষণের জন্যে ভুলে থাক।

বৈষ্ণবী গান গাইতে থাকে। সৌদামিনীর শাশুড়ী গান শোনেন এবং মালা ঘুরিয়ে জপ করতে থাকেন। গান প্রায় শেষ হয়ে আসে এমন সময় সৌদামিনীর ননদ এসে দাঁড়ায়—

ননদ। তোমার ভাত কি এ ঘরেই নিয়ে আসব মা?

শাশুড়ী। না না, আমি ও-ঘরে যাচ্ছি—

কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন—

বৈষ্ণবী। কষ্ট ক'রে এ-ঘর ও-ঘর করার দরকার কি মা? মেয়ে যখন বলছে—তখন এ-ঘরেই বসে খান না?

শাশুড়ী। সাত ঘর এঁটো করা! ঝি-টা আজ পনের দিন ধরে কামাই করছে। মেজবৌমা আর এই মেয়েটা খেটে খেটে সারা হয়ে গেল।

বৈষ্ণবী। তাহলে এখন আসি মা?

শাশুড়ী। এসো—

বৈষ্ণবী চলে যায়। দেখা যায় সৌদামিনীর শাশুড়ী মেয়ের সঙ্গে অন্য ঘরে চলেছেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সৌদামিনীর শয়নকক্ষ। বেলা দ্বিপ্রহর। সৌদামিনী ঘরের জানালায় বসেছিল। তার উদাস দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। এই জানালার অপর দিকে বাগান। বাগানে নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ দেখা যাচ্ছে। দুপুরের এই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে মধ্যে মধ্যে পাখী ডাকছিল। সহসা বাগানের মধ্যে নরেনকে দেখা গেল। অতি-সন্তর্পণে সে জানালার দিকে এগিয়ে আসছিল। সৌদামিনীর সেদিকে দৃষ্টি নেই। জানালা থেকে উঠতে যাবে সহসা আঁচলে টান পড়ল।

সৌদামিনী। (সভয়ে) কে?

নরেন। (মুখে আঙুল দিয়ে) চুপ। আমি।

সৌদামিনী। একি! এখানে এসেছ কেন?

নরেন। বোসো। বলছি।

সৌদামিনী। তুমি শিকার করতে যাওনি?

নরেন। না। ঘনশ্যামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় বলে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।

সৌদামিনী। শিকার করাই যখন হ'লো না তখন বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?

নরেন। (গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ্ করে সৌদামিনীর হাত ধ'রে) সদু, টাইফয়েড জ্বরে মরতে মরতে বেঁচে উঠে যখন শুনলুম তুমি পরের হয়েছ, আর আমার নেই, তখন বারবার শুধু এই কথাই বলেছিলুম, ভগবান আমাকে বাঁচালে কেন? আমার এই বয়সের মধ্যে তোমার কাছে এমন কি পাপ করেছি, যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে!

সৌদামিনী। তুমি ভগবান মান?

নরেন। (থতমত খেয়ে) না, হ্যাঁ—না, মানিনে—তবে কি জান—সেই মুমূর্ষু অবস্থায়—

সৌদামিনী। বুঝেচি। তার পরে?

নরেন। উঃ! সে আমার কি দিন, যেদিন শুনলুম তুমি আমারই আছ, শুধু নামেই অন্যের—নইলে আমারই চিরকাল, শুধু আমারই! আজও একদিনের জন্য আর কারও শয্যায় রাত্রি—

সৌদামিনী। ছি ছি, চুপ কর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কে তোমাকে এত খবর দিলে? কার কাছে শুনলে?

নরেন। তোমাদের বাড়ীর ঝি—যে কদিন আগে তোমাদের কাছে দেশে যাবার নাম করে ছুটি নিয়ে গেছে।

সৌদামিনী। মুক্তো কি তোমার লোক ছিল?

নরেন। হ্যাঁ।

সৌদামিনী। হাত ছাড়, কেউ দেখতে পাবে।

নরেন। (হাত ছেড়ে দিয়ে) সদু, এমনি করেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়লে আজ কেউ তো আমাদের আলাদা করে রাখতে পারত না। সে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য এতবড় শাস্তি ভোগ করব? লোকে ভগবান ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনা দোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? কখ্খনো না। আর তুমিই বা কিসের জন্য একজন অজানা অচেনা মুখ্যু লোকের—

সৌদামিনী। থাক, থাক, ও-কথা থাক।

নরেন। না, থাকবে না সদু, অন্তরের কথা আজ আমাকে প্রকাশ করতেই হবে। আমি যদি জানতাম তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েছ, তাহলে হয়ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম। কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই, আমি বাঁচব কি করে?

নরেনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চোখের জল মুছে বলে:

এমন কোন সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এতবড় অন্যায় হতে পারত। মেয়েমানুষ বলে কি তার প্রাণ নেই? তাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করবার অধিকার সংসারে কার আছে? আজকের দিনে মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে।

সৌদামিনী। তা হয়ত পারে। কিন্তু তুমি আমাকে কি করতে বলো?

নরেন। আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাব যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পযন্ত আমি এই আজকের দিনেব প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়েছিলুম। তাবপর হয়ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেছি তার কাছে ফিবে চলে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে ঐ চোখের দু'ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তার তাতেই তৃপ্তি হবে।

সৌদামিনী। শুধু এই কটি কথা জানানোর জন্যেই কি শিকারের ছলে এখানে এসেছিলে? না আর কিছু—

নরেন। তুমি মিথ্যে বলোনি সদু, শিকার করতে আসাটা ছল মাত্র। এসেছিলাম তোমায় দেখতে, কথাগুলো তোমায় জানাতে—তুমিও তো বেশ জান, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র।

সৌদামিনী। হয়ত তাই। কিন্তু সে শেকল কাটা যে শক্ত।

নরেন। কিছু শক্ত নয়। সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলায়, পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি। আত্মা আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?

সহসা নেপথ্য থেকে সৌদামিনীর শাশুড়ীর গলা শোনা গেল—

শাশুড়ী। বলি, বৌমা! কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা?

উপরোক্ত কথার মাঝে নরেন আত্মগোপন করে। সৌদামিনী চমকে ওঠে। ভয়ে তার সর্বশরীর কাঁপতে থাকে। সৌদামিনীর শাশুড়ী এগিয়ে এসে বলেন—

বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো তো তেমন সভ্যভব্য নয়, অমন করে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করতে দেখলে হয়ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই তো দেখতে শুনতে সব দিকে বেশ হ'ত।

শাশুড়ীর কথায় সৌদামিনী কোনই জবাব দিল না। এ কথার পর সে যেন ভয়ে লজ্জায় আরো জড়নড় হয়ে গেল। সৌদামিনীর শাশুড়ী যথারীতি বলতে থাকেন—

তাইত বলি, বৌমাটি কেন কষ্ট সয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন! তা বেশ! বাবুটি নাকি দুপুরবেলা চা খান। চা তৈরীও হয়েছে, একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস কর দেখি বৌমা, চায়ের পেয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না ঐ বাগানে দাঁড়িয়েই খাবেন?

সৌদামিনী। (চরম অপমান সয়ে প্রতিবাদের স্বরে) আপনি কি রোজ এমনি করে আমার ঘরে আড়ি পাতেন মা?

শাশুড়ী। না না, রোজ আর সময় পাই কোথায়? সংসারের নানা কাজই তো সেরে উঠতে পারি না। এই দেখনা বাছা, বাতে মরছি, তবু চা তৈরী করতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তা চা-টা না-হয় এ ঘরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি—

সৌদামিনী। না না, কোন দরকার নেই—কোন দরকার নেই—

শাশুড়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বৈ কি! বাবুটির আবার ভারী লজ্জার শরীর, আমি থাকতে হয়ত খাবেন না। তা আমি না-হয় চলেই যাচ্ছি—

শেষের কথা ক'টি শ্লেষ করে বলে একটু মুচকি হেসে চলে গেলেন। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে খাটের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে এক কাপ চা নিয়ে সৌদামিনীর ননদ মুচকি হেসে প্রবেশ করে—

ননদ। এই যে বৌদি! বাবুটির জন্যে চা এনেছি—

সৌদামিনী লজ্জায় অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে তার ননদের হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—

সৌদামিনী। এত অপমান করেও তৃপ্তি হ'লো না—আবার চা পাঠান হয়েছে —কেন? কি করেছি আমি? কি করেছি তোমাদের? কি করেছি—

কাঁদতে কাঁদতে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে। সৌদামিনীর শাশুড়ী, মেজজা ছুটে আসেন। সৌদামিনীর দুচোখে তখন অশ্রুর বন্যা নেমেছে।

ক্রমশঃ ঘরের আলো কমে এলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল। সৌদামিনী এক ভাবেই পড়ে আছে। সহসা সৌদামিনী তার শাশুড়ীর গলা শুনতে পেল। তিনি বলছেন—

(নেপথ্যে) শাশুড়ী। ফিরে এলি মা মুক্তো, পাঁচদিন বলে কতদিন দেরী করলি বল্‌তো বাছা!

(নেপথ্যে) মুক্তো। কি করি মা। রোগঘোগ দেখে তো আর ফেলে আসতে পারিনে?

(নেপথ্যে) শাশুড়ী। যাক্ ফিরে যে এসেছ এই আমার ভাগ্যি। মেজবৌমা আর মেয়েটা খেটে খেটে মরে গেল! যা, ধোপা এসেছে বড়বৌমাকে কাপড় দিতে বল্।

উপরোক্ত কথাগুলি শুনে সৌদামিনী ধড়মড় করে এতক্ষণে উঠে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তো ঘরে প্রবেশ করে—

মুক্তো। বড় বৌদি, ধোপা এসেছে—মা তোমার কি যাবে দিতে বললেন।

সৌদামিনী। (খাট থেকে উঠে কাপড় দিতে যায়) তুই যা মুক্তো, আমি গোছ করে দিয়ে আসছি—

মুক্তো। এটা নাও।

মুক্তো ফিক করে হেসে এক টুকরো কাগ সৌদামিনীর হাতে দেয়।

সৌদামিনী। (আশ্চর্যভাবে) কি এটা?

মুক্তো। পথে নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা, তিনিই দিলেন।

মুক্তো চলে যায়। সৌদামিনী চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে। পরে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। তারপর আলনা থেকে জামা কাপড় পাড়তে থাকে। সহসা, ঘনশ্যামের পকেট থেকে একটা চিঠি পায়। সে চিঠিটা পড়ে সৌদামিনী বলে—

সৌদামিনী। এ কি! এ যে মার চিঠি! সর্বনাশ! যথাসর্বস্ব গেছে—

ঘনশ্যামের গলা শোনা যায়।

(নেপথ্যে) ঘনশ্যাম। নরেনবাবু চলে গেছেন। হঠাৎ চলে গেলেন কেন? বলে গেলাম আমি সন্ধ্যায় ফিরব।

ইতিমধ্যে ঘনশ্যাম ঘরে প্রবেশ করেন। গায়ের জামা খুলে আলনায় রাখতে যাবেন এমন সময় সৌদামিনীর শাশুড়ী দরজার কাছে এসে ডাকেন—

শাশুড়ী। ঘনশ্যাম, একবার আমার ঘরে এসো তো বাবা!

ঘনশ্যাম। যাই মা—

ঘনশ্যামের আর জামা ছাড়া হয় না। মায়ের ডাকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সৌদামিনী ময়লা জামা কাপড় মাটিতে ফেলে রেখে খাটে বসে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে থাকে। ইতিমধ্যে পুনরায় মুক্তো ঘরে ফিরে এসে বলে—

মুক্তো। কৈ গো বড়বৌদি! তোমার জামা-কাপড় গোছ করা হ'লো?

সৌদামিনী। (কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে) হ্যাঁ, হয়েছে। এইগুলো নিয়ে যা—

মুক্তো জামাকাপড়গুলো নিয়ে সৌদামিনীর দিকে আড়চোখে চেয়ে চলে যায়। ক্রমশঃ ঘরের আলো অনেকটা কমে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘনশ্যাম ঘরে ফিরে আসে এবং জামাটা আলনায় রাখে—

সৌদামিনী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

ঘনশ্যাম। বলো—

সৌদামিনী। আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে?

ঘনশ্যাম। কার কাছে শুনলে?

সৌদামিনী। (ঘনশ্যামের গায়ে পোষ্টকার্ডখানা ছুঁড়ে দিয়ে) ধোপাকে কাপড় দিতে গিয়ে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক বলে তুমি ঘৃণা করো জানি, কিন্তু যাবা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, আমরাও তাদেব ঘৃণা করি। তোমাব বাড়ীশুদ্ধ লোকেরই এই ব্যবসা?

ঘনশ্যাম। সদু, আমাকে মাপ করো।

সৌদামিনী। তোমাব মাপ চাওয়াটা ছল মাত্র। তাহলে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন যে এ খবব লুকিয়েছ, তাও জানি।

ঘনশ্যাম। তোমার সঙ্গে এতটুকু ছলনাও আমি করিনি সদু, এ চিঠি পেয়ে শুধু দুঃখু পেতে। তাই ভেবেছিলুম, কিছুদিন পবে তোমাকে জানাব।

সৌদামিনী। কেমন কবে তুমি হাত গোনো, তা জানতে আর আমার বাকী নেই! তুমিই কি বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ? স্পাই। ইংরেজ মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্যন্ত দেখে না, তা জান? বাঙালীর ঘরে জন্মেছি বলেই যে, তোমরা আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না। আমার মামার বাড়ীর সব ঘর কখানাই পুড়ে গেছে বটে, কিন্তু এখনো রান্নাঘরটা তো আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কালই যাব—

ঘনশ্যাম। যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু তোমার গয়না গুলো রেখে যেও।

সৌদামিনী। বেশ। সেগুলো যদি কেড়ে নিতে চাও তো রেখেই যাব।

ঘনশ্যাম। না, না। তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাইছি। আমার টাকার বড় অনটন, তাই বাঁধা দেব।

সৌদামিনী। বাঁধা দাও, বেচে ফেল, যা ইচ্ছে কর, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই।

সৌদামিনী সঙ্গে সঙ্গে বাক্স, আলমারী খুলে সমস্ত গয়না বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর মায়ের দেওয়া বালা দু'গাছি ছাড়া গায়ের গয়নাগুলিও খুলে দিল, এমন কি বেনারসী জামাকাপড়-গুলো আলমারী থেকে টান মেরে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। এর পর সৌদামিনী মাটিতে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। ঘনশ্যাম তার মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে ডাকে—

ঘনশ্যাম। সদু—সদু—আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। শোন, মাথা তোলো—

সৌদামিনী অভিমানে যথারীতি বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। ঘনশ্যাম বলে—

অভিমান করতে পার, গয়নাগুলো নিলাম বলে অভিমান করতে পার, কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী করে বলছি তোমার গয়নার আমি অপব্যবহার করব না।

ঘনশ্যাম গয়নাগুলি চাদরে বাঁধতে থাকে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘনশ্যামের ঘর। ঘনশ্যাম পূজোপাঠ শেষ করে তখন কীর্তন করছিলো। সম্মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের ছবি। ধূপ-ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত।

গান

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর জিখনে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥

গীতান্তে সৌদামিনীর শাশুড়ী অর্থাৎ ঘনশ্যামের মা প্রবেশ করেন। ঘনশ্যামের চমক ভাঙে। সৌদামিনীর শাশুড়ী বলেন—

শাশুড়ী। এমন আত্মভোলা হয়ে পূজোপাঠ আর কীর্তন নিয়ে থাকলে তো চলবে না বাবা! বড়বৌমার যা হোক খোঁজখবর করার দরকার তো?

ঘনশ্যাম। খোঁজখবর কি আর করব মা? অভিমান করে গেছে। মনটা ঠাণ্ডা হলে, নিজেই আবার চলে আসবে।

শাশুড়ী। তা কি হয় বাবা? হাজার হোক, ঘরের বৌ! কাউকে কিছু না বলে একা চলে গেল!

ঘনশ্যাম। সংসারে আসাও একা, যাওয়াও একা! যে একা যেতে পারে, সে একাই ফিরে আসতে পারে।

শাশুড়ী। তা হয়ত পারে। কিন্তু আমি তো সে কথা ভাবছিনে ঘনশ্যাম। রাগ পড়ে গেলে বৌমা হয়ত ফিরেও আসবেন। মার কাছে ছাড়া আর তো তাঁর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই! মার কাছেই গেছে, তাও জানি। কিন্তু তোমার

শাশুড়ী কি মনে করবে? তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বচসা হ'লো, কিন্তু তোমার শাশুড়ী দুষবে আমাকে। না বাপু, আমাকে আর নিমিত্তের ভাগী ক'রো না। তুমি বরং একবার তোমার শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এসো—

ঘনশ্যাম। আচ্ছা মা তাই না-হয় যাব।

শাশুড়ী। হ্যাঁ, তাই যেও বাছা! কিন্তু মেয়েমানুষের এতো দুঃসাহস ভাল নয়—আমি ভাবছি, একা বাড়ীর বাইরে পা দিল কি করে? পাড়ার লোকে জানে না তাই—জানলে কি বলত বলদিকিনি?

ঘনশ্যাম। হ্যাঁ, তা বলত বৈ কি!

শাশুড়ী। যাই হোক, তুমি আর গড়িমসি ক'রো না। আজই একবার তোমার শ্বশুরবাড়ীতে যাও। আসতে না চায় মায়ের কাছেই থাক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু নিত্যি নিত্যি কেলেঙ্কারী আর ভাল লাগে না।

সৌদামিনীর শাশুড়ী চলে গেলেন। ঘনশ্যাম পুনরায় কীর্তন সুরু করলেন। দেখে মনে হয় কীর্তনের রসে ডুবে থেকে ঘনশ্যাম যেন সকল দুঃখ শোক ভুলে থাকতে চায়। ইতিমধ্যে মুক্তো এসে ঘরে ঢোকে। প্রশান্ত দৃষ্টিতে ঘনশ্যাম তার দিকে চায়। মুক্তো বলে—

মুক্তো। বড়বাবু!

ঘনশ্যাম। মুক্তো! কি খবর?

মুক্তো। চলুন বড়বাবু!

ঘনশ্যাম। যাব?

মুক্তো। হ্যাঁ, যাবেন বৈ কি! আপনি গেলেই বৌমা চলে আসবেন।

ঘনশ্যাম। চলেই যদি আসবেন তো গেলেন কেন?

মুক্তো। তিনি যেতেন বাবু! আমি তাঁকে নিয়ে গিয়েছি। টাকার লোভ বড় লোভ বাবু! নরেনবাবুর টাকার লোভ আমি সামলাতে পারিনি! বৌমার মন মেজাজ বুঝে আমিই নরেনবাবুকে খবর দিয়েছিলাম। রাগের মাথায় তিনিও চলে গেলেন।

ঘনশ্যাম। তোমার প্ররোচনায় সে যদি গৃহত্যাগ করে থাকতে পারে, তোমার কথাতেই তো সে আবার ফিরে আসতে পারে মুক্তো! আমার প্রয়োজন কি?

মুক্তো। আপনি না গেলে কেউ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না বাবু। আপনি বিশ্বাস করুন বাবু, আজ কদিনের মধ্যে তিনি দাঁতে কুটো কাটেন নি। অনাহারে পড়ে আছেন। আমি বলছি বাবু, না বলে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন অপরাধই তিনি করেননি।

ঘনশ্যাম। নরেনবাবু—

মুক্তো। লোভের বশে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় তাঁর বৌবাজারের বাড়ীতে রেখেছেন মাত্র। এখন আপনি গিয়ে যদি চরণে ঠাঁই দেন, তবেই বড়বৌমার আবার এ সংসারে একটু জায়গা হয়, আর মুখপুড়িরও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

মুক্তো সহসা ঘনশ্যামের পা জড়িয়ে ধরে—

আপনি সাধুসন্ন্যাসী মানুষ। আপনি দয়া না করলে সংসারে আমাদের যে আর জায়গা হবে না বাবু।

ঘনশ্যাম। আমি যাব মুক্তো, তুমি ওঠো। সংসারে ভুল সংশোধনের সুযোগ না দিলে ভুল ভুলই থেকে যায়। ভুল শুধু তোমাদের নয়—ভুল আমারও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরেনের কলকাতার বাড়ী। দোতলার একটি ঘর। সৌদামিনী মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। তার আলুথালু বেশবাস। অনাহারে চোখমুখ বসে গেছে। নির্জন কক্ষে সে একাকিনী। তখন বেলা ১০টা। ঝি এসে ডাকে—

ঝি। বৌমা!

সৌদামিনী উঠে বসে—

কলের জল চলে যাবে। এই বেলা উঠে চান করে নাও।

সৌদামিনী। তুমি যাও। আমি চান করব না।

ঝি। এরকম ক'রে না নেয়ে, না খেয়ে বাঁচবে কদিন? নাও ওঠো—

সৌদামিনী। (ধমক দিয়ে) তুমি যাও—যাও বলছি আমার সামনে থেকে। যাও—

ঝি। (থতমত খেয়ে) জানিনে মা!

ঝি চলে যায়। সৌদামিনী বলতে থাকে—

সৌদামিনী। উঃ! কি দুঃস্বপ্ন! তেজ করে গয়নাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। অথচ, তেজ এখনো কমলো না! ভারী অনন্তজুটো তাঁর কপালের ওপর ছুঁড়ে মারলুম! ফিনকি দিয়ে রক্ত—উঃ—

সৌদামিনী দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। এমন সময় নরেন এসে ডাকে—

নরেন। সদু—

সৌদামিনী নরেনের দিকে চায়—

শুনলাম, এ কদিনের মধ্যে তুমি জলস্পর্শ করোনি। কেন এমন করে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষিত করছ?

সৌদামিনী। নিজেকে আর শেষ করতে পারছি কৈ? শেষ করে ফেলতে পারলেই ভাল হোত। তুমি যাও নরেনদা, তুমি যাও—সামনে থেকে সরে যাও—সামনে থাকলে তোমাকেও হয়ত মেরে বসবো—

নরেন। তুমি কি বলছ সদু?

সৌদামিনী। হাঁ হাঁ, ঠিকই বলছি। তুমি জান না। তুমি জান না, কি দুঃস্বপ্নে কাল আমার সারারাত কেটেছে। তেজ করে গয়নাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ভারী অনন্তটা তাঁর কপালে গিয়ে লেগেছে—ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। সে কি ভীষণ! তুমি যাও—তুমি যাও—

নরেন। ও! স্বপ্ন! তাই বলো!

সৌদামিনী। না না, স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। দুঃস্বপ্নে দুঃস্বপ্নে আমি যেন পাগল হবার মত হয়েছি।

নরেন। আমার কথা রাখ সদু! ওঠো, স্নান করে এই নতুন জামা কাপড়টা পরো। এক কাপড়ে চলে এসেছ আমার সঙ্গে, কদিনের মধ্যে মুখে কিছু দেওয়া তো দূরের কথা কাপড়খানা পর্যন্ত পালটাওনি—

সৌদামিনী। কাপড়? কাপড় তুমি কিনতে গেলে কেন?

নরেন। আমি ছাড়া আর কে কিনবে সদু?

সৌদামিনী। না না, তোমাকে ওসব কিছু কিনে দিতে হবে না।

সহসা নরেনের পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে বলে—

তুমি আশীর্বাদ করো নরেনদা, তাঁর দেওয়া কাপড় পরেই যেন আমি যেতে পরি। তাঁর দেওয়া এই কাপড়খানা পরেই যেন যেতে পারি।

নরেন। সদু, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। দুর্বল মুহূর্তে ঘর ছেড়ে তুমি চলে এলেও স্বামীকে তুমি সত্যিই ছেড়ে আসতে পারোনি।

সৌদামিনী। ঠিক বলেছ নরেনদা। তাঁকে আমি ছেড়ে আসতে পারিনি।

নির্বিরোধী অভিমানশূন্য পরম বৈষ্ণব তিনি। সরল আত্মভোলা মানুষ। আমি ভুল করেছি! আমি ভুল করেছি! না জানি আজ তাঁর কত কষ্ট হচ্ছে। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়া দেয় না। হয়ত তাঁর জলখাবারেরও জোগাড় কেউ করে দেয় না। রাত দুপুরে দুটো শুকনো ঝর্‌ঝরে ভাত আর একটু ভাতে পোড়া। নিরীহ ভালমানুষ, কাউকে কড়া কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—তাই সকলেই তাঁকে অগ্রাহ্য করে। কেউ খেতে না ডাকলে হয়ত-বা শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে, ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে শুয়ে পড়েন। আমি ছাড়া তাঁকে দেখবার আর যে কেউ নেই নবেন দা।

নরেন। পা ছেড়ে উঠে ব'সো বোন। আমি দিব্যি করছি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাই বোন। তোমায় আমি যত ভালই বাসি না কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে, তোমাকে চিবকাল রক্ষা করব।

সৌদামিনী। চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চলে এসো নরেনদা, আমাব অদৃষ্টে যা হবার হোক।

নরেন। মুক্তোর কাছে আমি সমস্ত শুনেছি। কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোনদিন এক সঙ্গে তো—

সৌদামিনী। তুমি আমার বড ভাই! এমন কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো না।

নরেন। আমি আজই তোমাকে তোমাদেব বাগানে রেখে আসতে পারি কিন্তু তিনি কি তোমাকে নেবেন? যদি না নেন, তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল তো?

সৌদামিনী। ঘরে হয়ত নেবেন না কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড অপমান হোক সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলার যো নেই। এ যে আমি তাঁব মুখেই শুনেছি ভাই! আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো নরেনদা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন। (কাঁদতে থাকে)

নবেন। (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান মান?

সৌদামিনী। মানি। তিনি আছেন বলেই এত করেও ফিরে যেতে চাইছি নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম নরেনদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না!

নরেন। কিন্তু আমি তো ভগবান মানিনে—

সৌদামিনী। মানবে—আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয়ই মানবে।

নরেন। কোনদিন যদি মানার মত অবস্থা হয়, সে তখন বোঝা যাবে।

সৌদামিনী। আমাকে কখন রেখে আসবে নরেনদা ?

নরেন। সে কখ্খনো তোমাকে নেবে না।

সৌদামিনী। সে চিন্তা কেন করছ ভাই, নিন না-নিন সে তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন এ কথা নিশ্চয়ই বলতে পারি।

নরেন। ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা না-করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল তো ? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কত বড় একটা বিশ্রী হৈ-চৈ গণ্ডগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি !

সৌদামিনী। সে ভাবনা তুমি এতটুকু ক'বো না নরেনদা, তখন তিনি আমার উপায় করে দেবেন।

নরেন। তোমার না-হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার তো করবেন না। —তখন ?

সৌদামিনী। তাতেই বা তোমার ভয় কি ?

নরেন। ভয় ? এমন কিছু নয়, পাঁচ-সাত বছরের জন্যে জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন করে তুমি ডোবাবে জানলে, আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থিরতা নেই , এ কি ছেলেখেলা ?

সৌদামিনী। তবে আমার উপায় কি হবে ভাই ? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না করে তো আমি কিছুতেই বাঁচব না।

নরেন। (উত্তেজিতভাবে দাড়িয়ে উঠে) শুধু নিজের কথাই ভাবছ, আমার বিপদ তো ভাবছ না ? এখন সবদিক না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না ! আমি তোমাকে বলছি সদু, বিশ্বাস করো, বোন বলে যখন তোমায় ডেকেছি—তখন ছোট বোনের কোন অমর্যাদাই আমি করব না—

প্রস্থানোদ্যত

সৌদামিনী। ও কি ! চলে যাচ্ছ নাকি ?

নরেন। হুঁ !

প্রস্থান

সৌদামিনী। ভগবান! তোমাকে কখনো ডাকিনি! আজ ডাকছি—তোমার একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি করো—গতি করো—

কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তো ঘরে প্রবেশ করে। সৌদামিনী মুক্তোর আসা টের পায় না। মুক্তো ধীরে ধীরে মাথার শিয়রে বসে ডাকে।

মুক্তো। বৌমা!

সৌদামিনী। (ধড়মড় করে উঠে বসে) কে? মুক্তো? কখন এলি?

মুক্তো। এই তো সোজা তোমার শ্বশুরবাড়ী থেকেই আসছি।

সৌদামিনী। (সাগ্রহে) কেমন আছেন তিনি?

মুক্তো। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বৌমা, নইলে এমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না?

সৌদামিনী। তুই তো ঘর করতে দিলি না মুক্তো!

মুক্তো। (কেঁদে ফেলে বলে) ঠিকই বলেছ মা! আমিই তোমার সর্বনাশের কারণ! মনে হলে বুকের ভেতরটায় কি করতে থাকে, সে আর তোমাকে কি বলব? বাবু ছাড়া আজও সবাই জানে, তুমি বাড়ী পুড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে রাগারাগি করে সেই রাত্তিরেই বাপের বাড়ী চলে গেছ। এখন ইনিয়ে বিনিয়ে তোমাকে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসার জন্যে কত রকম করেই বাবুকে না বলছে। আবার কষ্টও যা দিচ্ছে বাবুকে, তা দেখলে চোখে জল আসে। এখন বুঝতে পারছি বৌমা তুমি কেন ঝগড়া করতে—

সৌদামিনী। ঝগড়া করা আমার চিরকালের মত ঘুচে গেল মুক্তো—ঝগড়া করা আমার চিরকালের মত ঘুচে গেল—(কাঁদতে লাগল)

মুক্তো। শুনলাম তোমাদের পোড়া-বাড়ী মেরামত হচ্ছে—আর বাবুই টাকা দিচ্ছেন।

সৌদামিনী। তিনি টাকা দিচ্ছেন! আমাদের পোড়া-ঘর মেরামত হচ্ছে? (সহসা মুক্তোকে ধরে নাড়া দিয়ে বলে) বল্ মুক্তো বল্—যত রকমের বুকফাটা খবর আছে—সমস্ত আমাকে একটি একটি করে শোনা, তোরা আমাকে এতটুকু দয়া করিসনে।

মুক্তো। এ বাড়ীর ঠিকানা আমি তাঁকে দিয়ে এসেছি বৌমা!

সৌদামিনী। (শিউরে উঠে) সেকি!

মুক্তো। মাস-খানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্যে ভাড়া নেওয়া হয় তখনই আমি জানতুম।—বৌমা!

সৌদামিনী। কি মুক্তো?

মুক্তো। যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?

সৌদামিনী। (প্রাণপণে মুক্তোর মুখ চেপে ধরে বলে) না মুক্তো, ও-কথা তোকে আমি বলতে দেব না। আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল করে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ করে দিসনে—

মুক্তো। (মুখ থেকে সৌদামিনীর হাত সরিয়ে নিয়ে) আমাকেও তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৌমা! টাকার সঙ্গে তো ওকে ওজন করে ঘরে তুলতে পারব না তাই তাঁর কাছে অপরাধ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ঠিকানাটা দিয়ে এসেছি।

সৌদামিনী। (ব্যাকুলভাবে) ও রে মুক্তো, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে আকাশ-কুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজো চোখে দেখেনি

> সৌদামিনী আঁচলে মুখ ঢাকে। মুক্তো সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলোতে থাকে। সহসা দোর-গোড়ায় দেখা যায় প্রশান্তমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন ঘনশ্যাম। পরমবৈষ্ণবের মুখে এতটুকু ঘৃণা নেই, বিরক্তি নেই। ঘনশ্যামকে দেখে মুক্তো বলে—

মুক্তো। মাথার আঁচলটা তুলে দাও বৌমা, বাবু এসেছেন—

> সৌদামিনী মাথায় আঁচল তুলতে গিয়ে দেখে—ঘনশ্যাম। সে ব্যাকুল-ভাবে স্বামীর পায়ে আছড়ে পড়ে—

সৌদামিনী। ওগো! তুমি! তুমি এসেছো—

ঘনশ্যাম। এসেছি।

সৌদামিনী। অপরাধিনীকে ক্ষমা করতে যখন এসেছো— তখন হে ক্ষমাসুন্দর। তোমার চরণে আমায় স্থান দাও—স্থান দাও—

ঘনশ্যাম। (সস্নেহে তুলে) স্থান দেব বলেই তো এসেছি। তোমাকে আর কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। চল, বাড়ী চল!

যবনিকা